স্বর্ণদ্বীপ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

ট্রলার ইভনিং স্টার-এর সঙ্গে ওটার ক্যাপটেন আলবার্ট ডানহিল ও চীফ এঞ্জিনিয়ার আর্থার জেংকিনস-এর অদ্ভুত মিল লক্ষ করেছে মাসুদ রানা। উনিশশো ষাট সালে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক বিশ বছর আগে আর্কটিক স্টীম ট্রলার ইভনিং স্টারকে অকেজো ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, বয়েসের কথা মনে রাখলে প্রায় ওই একই সময়ে অবসর নেয়ার কথা ছিল ডানহিল আর জেংকিনসের। শান্ত সাগরেও নড়বড় করে ট্রলারটা, দেখে মনে হবে যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে, তবে এঞ্জিনটা আনকোরা নতুন, ভেতরের ডেকোরেশনেও বিলাসবহুল ইয়টের রূপ ও বৈশিষ্ট্য আমদানি করার চেষ্টা হয়েছে। ক্যাপটেন আর চীফ এঞ্জিনিয়ার সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়–বাইরের চেহারা যা-ই হোক, ভেতরে ওঁদের প্রাণ-প্রাচুর্যের কোন অভাব নেই। ইভনিং স্টার বড় বেশি ফুয়েল খায়, আর ওঁরা দু'জন প্রায় সারাক্ষণই স্কচ হুইস্কি গিলছেন।

ইভনিং স্টারের সাধারণ বিচরণ ক্ষেত্র বা গন্তব্য হলো আর্কটিক, কাজেই তুমুল ঝড়-ঝাপটা সহ্য করার মত করেই তৈরি করা হয়েছে ওটাকে। চিত্র-তারকাদের নিয়ে এবারের অভিযানও আর্কটিকে, এই মুহূর্তে ওরা রয়েছে আর্কটিক সার্কেল-এর তিনশো মাইল উত্তরে। যথারীতি তুষার ঝড় শুরু হয়েছে গত তিন দিন আগে, কারণ মাসটা অক্টোবর। সেই যে শুরু হয়েছে তারপর আর থামার লক্ষণ নেই। তবে ক্যাপটেন ডানহিল তাঁর চীফ এঞ্জিনিয়ারের সমর্থন পাবার পর আরোহীদের দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে ইভনিং স্টারের ডুবে যাবার কোন ভয় নেই। হ্যাঁ, ক্যাপটেনের এটা একটা অভ্যাসই বলা যায়, প্রতিটি কথায় চীফ এঞ্জিনিয়ারের সমর্থন অথবা সংশোধন কামনা করা। দু'জনেরই বয়েস সত্তরের ওপর, তবে ঠিক কত কেউ জানে না, বিভিন্ন জাহাজে প্রায় অর্ধ শতাব্দী এক সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁরা যাকে বলে মানিক-জোড় বা হরিহর আত্মা।

প্রবল ঝড়ে ইভনিং স্টার সারাক্ষণ দুলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে, কিন্তু তা যেন ওঁরা খেয়ালই করছেন না। শুধু ওঁরা নন, ক্রু বা স্টুয়ার্ডদের মধ্যেও কারও কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বিপদ হয়েছে আরোহীদের, প্রায় সবাই সী-সিকনেসে ভুগছে। সিনেমা জগতের লোকজন সব, এ-ধরনের অভিযানে সম্ভবত আগে কখনও বেরোয়নি, ভুগবেই তো। সী-সিকনেস তো আছেই, তার ওপর আছে ডুবে মরার ভয়, যতই না কেন অভয় দিন ক্যাপটেন। ডাইনিং সেলুনে উপস্থিত সবার উপর পালা করে চোখ বুলাচ্ছে রানা। এ-ধরনের অভিযানে আগেও বহুবার এসেছে ও, সী-সিকনেস কাকে বলে জানে না। নিজে একজন দক্ষ নাবিকও বটে ও, ডুবে মরার ভয় ওকে কাবু করতে পারছে না। তবে মনে মনে খুবই উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন দুটো কারণে। একটা কারণ নিয়ে এই মুহূর্তে অস্থির না হলেও চলে বলে ওর ধারণা। অপর কারণটা হলো, ইভনিং স্টারে যেহেতু একজন ডাক্তার হিসেবে রয়েছে ও, কারও অসুস্থতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তার চিকিৎসা করতে পারবে কিনা। কোন ডাক্তার যদি ভুল চিকিৎসা করে, তার ওপর লোকের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভীতিকর, কারণ রানাকে ডাক্তার নয় বলে সন্দেহ করা হলে বেঁচে থাকা দায় হয়ে উঠবে ওর জন্যে।

ডাইনিং সেলুনটা টিক ফার্নিচার, কার্পেট আর পর্দা দিয়ে সুন্দর সাজানো। খাদ্য হিসেবে যা পরিবেশন করা হয়েছে তা-ও পাঁচ তারা হোটেলের সমমানের। কিন্তু খেতে বসে আরোহীরা প্রায় কেউই তেমন কিছু খেতে পারছে না।

বাইরে ফুঁসছে সাগর, ঝড়ের প্রচণ্ডতা আরও যেন বেড়েছে, যদিও পর্দা টেনে দেয়ায় কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে না পেলে কি হবে, আন্দাজ করতে পারছে সবাই। একেকটা ঢেউ বিশ-পঁচিশ ফুটের কম নয়, মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে ঢেউয়ের মাথা যেন চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছে ইভনিং স্টারকে, পানির ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার সময় প্রায় পুরোপুরি কাত হয়ে যাচ্ছে জাহাজ। এই কাণ্ড চলছে আজ তিন দিন, বলা যায়, বিরতিহীনভাবে।

উপস্থিত সবার ওপর আবার একবার চোখ বুলাল রানা। এই পরিস্থিতিতে যে-কেউ জ্ঞান হারাতে পারে। প্রথমে ওর চোখ পড়ল ক্লাউস কেডিপাস-এর ওপর। সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, মাথা ভর্তি সোনালি, কোঁকড়ানো, ঝাঁকড়া চুল। চেহারায় রোমান ছাপ স্পষ্ট। রানার অভিজ্ঞতা বলে বারবার বমি করতে থাকলে একজন লোকের চেহারা, সে যদি শ্বেতাঙ্গ হয়, হালকা সবুজাভ হয়ে উঠবে। কিন্তু কেডিপাসের বেলায়, তার মুখের রঙ হয়েছে কাঁচা আপেলের মত সবুজ। এরকম আগে কখনও হতে দেখেনি রানা। তবে এ-ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহ নেই যে এটা নির্ভেজাল অসুস্থতার নির্ভেজাল লক্ষণ। হঠাৎ আরেকবার একটু জোরে ঝাঁকি খেলো জাহাজ, সীট ছেড়ে লাফ দিল কেডিপাস, অল্প যে-টুকু শক্তি শরীরে অবশিষ্ট আছে তার সবটুকু কাজে লাগিয়ে ছুটল, কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই।

পাঁচশো সত্তর টনী জাহাজ ইভনিং স্টার, একশো পঁচাত্তর ফুট লম্বা। সাগর কতটুকু অশান্ত হলে এত বড় জাহাজটাকে নিয়ে লোফালুফি করতে পারে তা চিন্তার বিষয় বৈকি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরই এল পরবর্তী ঝাঁকি, আরও তিনজন আরোহী তড়িঘড়ি সীট ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে–দু'জন পুরুষ, একটা মেয়ে। এভাবে আরও দু'মিনিট কাটার পর দেখা গেল ক্যাপটেন ডানহিল, চীফ এঞ্জিনিয়ার জেংকিনস আর রানা ছাড়া ডাইনিং সেলুনে টিকে আছেন আর মাত্র দু'জন–ফন গোলডা ও এরিক কার্লসন।

খুব লম্বা দুটো টেবিলের দুই মাথায় যার যার নির্দিষ্ট আসনে বসে রয়েছেন ক্যাপটেন আর চীফ এঞ্জিনিয়ার, অসুস্থ আরোহীদের শশব্যস্ত নির্গমন চাক্ষুষ করলেন, সামান্য অবাক হয়ে তাকালেন পরস্পরের দিকে, প্রায় একযোগে মাথা নাড়লেন, তারপর ধীর-স্থির ভঙ্গিতে আবার গ্লাস ভরে নিয়ে চুমুক দিলেন হুইস্কিতে।

ক্যাপটেন ডানহিলের চোখ দুটো উজ্জ্বল নীল, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁর কাঁধে কেশরের মত স্তূপ হয়ে আছে সাদা চুল। ডিনারের জন্যে যে টাইটা পরেছেন সেটা প্রায় পুরোটা ঢাকা পড়ে আছে পাকা দাড়িতে। ওই দাড়ি বাইবেলে বর্ণিত

অনেক পয়গম্বরের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। বরাবরের মত সোনার বোতাম লাগানো, ডাবল-ব্রেস্টেড জ্যাকেট পরেছেন; জ্যাকেটে লাগানো চার সারি মেডাল রিবনগুলোও ঢেকে রেখেছে তাঁর দাড়ি। আপন মনে আরেকবার মাথা নাড়লেন তিনি, চেয়ারের পাশে ডেকের সঙ্গে গাঁথা লোহার ট্রলি থেকে বোতল তুলে নিয়ে নিজের গ্লাস ভরছেন। সামান্য একটু পানি মেশাতেই গ্লাস উপচে পড়ার অবস্থা হলো। আর ঠিক তখনই আবার একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়তে শুরু করল ইভনিং স্টার। তরঙ্গের শীর্ষে উঠে ইতস্তত করছে জাহাজ, তারপর কাত হয়ে পতন শুরু হলো সামনের দিকে, সংঘর্ষ ঘটল ছুটে আসা পরবর্তী ঢেউয়ের সঙ্গে। ক্যাপটেন ডানহিলের গ্লাস থেকে এক ফোঁটা হুইস্কিও ছলকায়নি। এই মুহূর্তে তিনি যেন তাঁর লণ্ডন অফিসের কামরায় বসে রয়েছেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় রানার। এক চুমুকে গ্লাসটা অর্ধেক খালি করে ফেললেন ভদ্রলোক, তারপর হাত বাড়ালেন পাইপটার দিকে। কেতাদুরস্ত ভঙ্গি বজায় রেখে সাগরে ডিনার খাওয়া চর্চাসাপেক্ষ একটা শিল্পই বলা যায়, বহুকাল আগেই তিনি তা রপ্ত করেছেন।

বোঝা গেল বিশেষ এই শিল্পটি ফন গোলডার আয়ত্তে নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন ল্যাম চপ, সেদ্ধ সবজি, ভাজা আলু ও সাদা ওয়াইনের দিকে। ওগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই, রয়েছে তাঁর ন্যাপকিনে, আর ন্যাপকিনটা রয়েছে তাঁর কোলের ওপর। ব্যাপারটা, নগণ্য হলেও, একটা সংকট। এবং যে-কোন সংকটে নিজের খোশ-মেজাজ ধরে রাখতে সব সময় অসমর্থ হন ফন গোলডা। তবে তরুণ স্টুয়ার্ড বাক-এর জন্যে ব্যাপারটা রুটিন। তার নিজের ন্যাপকিন হাতেই ছিল, চোখের নিমেষে কোত্থেকে যেন একটা প্লাস্টিকের ছোট বালতিও জোগাড় করে ফেলল। নিপুণ হাতে সব পরিষ্কার করছে সে, চোখ নামিয়ে তার কাজ লক্ষ করছেন ফন গোলডা, চেহারায় রাজ্যের তিক্ততা।

বসা অবস্থায় তাঁর আকার-আকৃতি হাতির সঙ্গেই বেশি মেলে। চওড়া কপাল, মাংসল চোয়াল, বিশাল কান, আণ্ডা-আণ্ডা চোখ। তবে শুধু দাঁড়ালে বোঝা যায় এলিভেটর জুতো পায়ে দিয়েও লম্বায় তিনি মাত্র পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি। দু'শো চল্লিশ পাউণ্ড ওজন, ঘাড়ে-গর্দানে সমান, তবে হাত আর পা অত্যন্ত লম্বা ও সরু। তাঁর কাপড়চোপড় গায়ে একেবারেই ফিট করেনি, সম্ভবত এরকম একটা বেঢপ আকৃতির মাপ নিতে গিয়ে দর্জি বেচারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বাকের কাজ শেষ হলে মুখ তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর মুখের রঙ খয়েরি ও বেগুনির মিশ্রণ, এগুলোর সঙ্গে ক্ষীণ লালচে একটু ভাবও আছে। তবে এই মুহূর্তে বেগুনির পরিবর্তে লালচে ভাবটুকুই যেন বেশি ফুটেছে। তারমানে এই নয় যে তিনি রেগে আছেন, কারণ খোশ মেজাজ বজায় রাখতে যখন অসমর্থ হন তখনও তাঁকে রাগতে দেখা যায় না। অনেকে ধারণা করে রাগতে নাকি তিনি জানেনেই না। 'সত্যি কথা বলতে কি, ক্যাপটেন ডানহিল, আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। বলতে পারেন, এরকম একটা ঝড়ের মধ্যে কেন আমরা এগোচ্ছি?'

চীফ এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন ডানহিল, দ্বিতীয় টেবিলে রানার পাশে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। 'ফোর্স সেভেন, সম্ভবত, মি. জেংকিনস? খুব বেশি হলে ফোর্স এইটের কাছাকাছি?'

ধীরেসুস্থে নিজের গ্লাসে হুইস্কি ভরলেন চীফ এঞ্জিনিয়ার জেংকিনস, তারপর হেলান দিলেন চেয়ারে। ক্যাপটেনের মত তাঁর অবয়বও পাকা চুল-দাড়িতে প্রায় ঢাকা। খয়েরি রঙের চামড়া টান টান হয়ে থাকলেও অসংখ্য মিহি রেখা দেখে মনে হবে কোন শিল্পীকে দিয়ে গোটা মুখে নকশা তৈরি করানো হয়েছে। গলাটা লম্বা, মোটা মোটা সব রগ বেরিয়ে আছে। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর সুচিন্তিত মতামত দিলেন তিনি, 'সেভেন।'

'সেভেন।' বিনা দ্বিধায় তাঁর হিসাব মেনে নিলেন ক্যাপটেন ডানহিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকালেন ফন গোলডার দিকে। 'শুনলেন তো? ফোর্স সেভেন। কিছু না, সামান্য বাতাস।' এই মুহূর্তে ত্রিশ ডিগ্রী কাত হয়ে রয়েছে টেবিলটা, সেটা আঁকড়ে ধরে চেয়ার থেকে নিজের পতন ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ফন গোলডা, তাই জবাব দিতে পারলেন না। 'ঝড় কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পাই প্রথম যে বার আমরা মাছ ধরার জন্যে বেয়ার আইল্যাণ্ডে গেলাম। উনিশশো ঊনচল্লিশ সালের কথা...।'

'আটত্রিশ,' বললেন চীফ এঞ্জিনিয়ার।

'উনিশশো আটত্রিশ সালের কথা।' ফন গোলডা আর এরিক কার্লসনের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। এরিক কার্লসন রোগা, ছোটখাট মানুষ। তাঁর চেহারা সব সময় ম্লান। হাত দুটো মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে জানে না। 'হ্যাঁ, সেটাকে বলে ঝড়! অ্যাবারডিন থেকে আসা আরেকটা ট্রলার ছিল আমাদের সঙ্গে, আমি অবশ্য সেটার নাম ভুলে গেছি...।'

'গোল্ড ফিশ,' জেংকিনস বললেন।

'হ্যাঁ, গোল্ড ফিশ। ফোর্স টেন চলছে, অচল হয়ে গেল ওটার এঞ্জিন। স্রোতের দিকে দু'ঘণ্টা আড়াআড়ি অবস্থায় ছিল, ঝাড়া দু'ঘণ্টা চেষ্টা করার পর তবে একটা লাইন ফেলতে পারি গোল্ড ফিশের ওপর। ওটার স্কিপার...ওটার স্কিপার...।'

'ম্যাকফারসন। জন ম্যাকফারসন।'

'ধন্যবাদ, মি. জেংকিনস। তাঁর ঘাড় ভেঙে যায়। ভাঙা ঘাড় কাঠের ফালি দিয়ে সোজা রেখে বাঁধা হলো, তাঁকে আর তাঁর বোটকে টো করে আনলাম আমরা, ফোর্স টেনের ভেতর ত্রিশ মাইল–তার মধ্যে চার মাইল আসতে হয়েছে ফোর্স ইলেভেন ঠেলে। ঈশ্বর, পাগল সাগর কাকে বলে তা যদি দেখতেন! ঢেউগুলো...আমি তো বলব একেকটা পাহাড়। বো ত্রিশ ফুট উঁচু-নিচু হচ্ছে, মাঝে মধ্যে চরকির মত পাক খাচ্ছে বোট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বমি করতে করতে শুকনো নাড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসার অবস্থা সবার, শুধু আমি আর মি. জেংকিনস বাদে...।' কার্লসন লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ায় থেমে গেলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন, সেলুন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, বাকি সবার মত বিদায় না নিয়েই।

'আমরা কি নোঙর ফেলতে পারি না? কিংবা এ পরিস্থিতিতে আপনারা যা করেন এবার তা করলে হয় না?' কাতর আবেদন জানালেন ফন গোলডা। 'নিশ্চয়ই কোথাও আশ্রয় নেয়া সম্ভব?'

'আশ্রয়? কিন্তু কি থেকে পালাতে চাইছেন আপনি? শুনুন তাহলে, আমার

মনে পড়ছে··· ।'

'ক্যাপটেন,' বলল রানা, 'মি. গোলডা আর তাঁর লোকজন সাগর সম্পর্কে আপনার মত অভিজ্ঞ নন ।'

'তা ঠিক, তা ঠিক । নোঙর ফেলব? নোঙর ফেললে ঢেউ তো থামবে না । আর সবচেয়ে কাছের আশ্রয় জান মাইয়েন–তিনশো মাইল পশ্চিমে, ঝড়ের ভেতর ।'

'আমরা ঝড়ের আগে আগে ছুটতে পারি । তা সম্ভব হলে এই অবস্থা থেকে নিশ্চয়ই রক্ষা পাব?'

'হ্যাঁ, তা আমরা পারি । ইভনিং স্টার শান্ত হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই । ঠিক আছে, আপনি যখন তাই চাইছেন, মি. গোলডা । চুক্তিতেও তো তাই আছে, ভেসেলের কোন ক্ষতি না হলে সমস্ত নির্দেশ মেনে চলতে হবে ক্যাপটেনকে ।'

'বেশ, বেশ । তাহলে আর দেরি নয় ।'

'আপনি তো জানেনই, তাই না, মি. গোলডা, এই ঝড় আরও একটা দিন টিকতে পারে?'

বর্তমান ভোগান্তির কথা ভুলে সামান্য একটু হাসলেন গোলডা । 'মা জননী প্রকৃতিকে তো আর আমরা আদেশ করতে পারি না ।'

'আপনি এ-ও জানেন যে পুবদিকে আমাদেরকে প্রায় নব্বুই ডিগ্রী বাঁক ঘুরতে হবে?'

'আমরা আপনার নিরাপদ হাতে থাকব, ক্যাপটেন ।'

'আপনি আসলে ঠিক বুঝতে পারছেন না । এতে আমাদের দুটো, কিংবা হয়তো তিনটে দিন নষ্ট হবে । আর আমরা যদি পুবদিকে যাই, নর্থ কেপ-এর উত্তরে সাধারণত এদিককার চেয়ে খারাপ আবহাওয়াই দেখতে পাওয়া যায় । আশ্রয় পাবার জন্যে আমাদেরকে সম্ভবত হ্যামারফেস্ট-এ যেতে হবে । ওখানে আমরা এক হপ্তা আটকা পড়তে পারি, কিংবা হয়তো আরও বেশি । জাহাজের ভাড়া হিসেবে দৈনিক কত হাজার পাউণ্ড খরচ হচ্ছে আপনার, আমার জানা নেই । তারপর ধরুন, ক্রুদের বেতন আছে । আরও আছে আপনার টেকনিশিয়ানদের বেতন । আর নায়ক-নায়িকাদের কথা কি বলব, শুনতে পাই ওরা নাকি চোখের পলকে লাখ লাখ পাউণ্ড কামাতে পারে···' হঠাৎ থামলেন ক্যাপটেন, চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেললেন । 'এ আমি কি নিয়ে কথা বলছি? আপনার মত একজন মানুষের জন্যে টাকা কোন ব্যাপার হতে পারে না । মাফ করবেন, আমি ব্রিজে যাচ্ছি ।'

'এক সেকেণ্ড!' চেহারা দেখে মনে হলো এইমাত্র ফন গোলডার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে । চলচ্চিত্র মহলে কড়া হিসেবী বলে কুখ্যাতি আছে তাঁর, ক্যাপটেন ডানহিল নিজের অজান্তে ভদ্রলোকের সবচেয়ে স্পর্শকাতর নার্ভে খোঁচা দিয়ে বসেছেন । 'এক হপ্তা? পুরো একটা হপ্তা নষ্ট হবে?'

'ভাগ্য যদি আমাদের ভাল হয়,' চেয়ারটা আবার টেবিলের কাছাকাছি টেনে আনলেন ক্যাপটেন ডানহিল, হাত বাড়ালেন হুইস্কির বোতলটার দিকে ।

'কিন্তু এরইমধ্যে আমি তিন দিন নষ্ট করেছি!' ফন গোলডার হাত দুটো রানা দেখতে পাচ্ছে না, তবে ধারণা করল ওগুলো তিনি কচলাচ্ছেন । 'ব্যাকগ্রাউণ্ডের এক ফুট ছবিও তোলা হয়নি!'

'এদিকে আপনার ডিরেক্টর আর ক্রুরা চারদিন ধরে বিছানায়,' ক্যাপটেনের গলায় সহানুভূতির সুর । দাড়ি ও চুলের আড়াল থাকায় বোঝা গেল না তিনি হাসছেন কিনা । 'মা জননী প্রকৃতির খেয়াল, মি. গোলডা ।'

'কার্কওয়াল থেকে রওনা হয়ে কার্কওয়ালে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তেত্রিশ দিনের বাজেট,' বললেন ফন গোলডা । 'তিন দিন নষ্ট হয়েছে । আরও এক হপ্তা নষ্ট হবে ।' রীতিমত অসুস্থ দেখাল তাঁকে । শুধু আবহাওয়া নয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কাও কাবু করে ফেলছে তাঁকে । 'বেয়ার আইল্যাণ্ড আর কত দূরে, ক্যাপটেন ডানহিল?'

'কমবেশি তিনশো মাইল । সবচেয়ে ভাল গতিতে এগোতে পারলে আটাশ ঘণ্টার পথ ।'

'ভাল গতি আপনি চালু রাখতে পারবেন?'

'ইভনিং স্টারের কথা আমি ভাবছি না । যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে এ-জাহাজ । চিন্তা আপনার লোকজনদের নিয়ে, মি. গোলডা । ব্যক্তিগত কিছু নয়, তবু না বলে পারছি না যে ওদের উচিত ছিল গ্রামের কোন পুকুর বেছে নেয়া ।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি । ডক্টর রানা, আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে? এ-ধরনের সী-সিকনেস থেকে সুস্থ হতে কি রকম সময় নেয় একজন লোক?'

'নির্ভর করে কতটুকু অসুস্থ সে,' কিছু চিন্তা না করেই জবাব দিল রানা । 'কত দিন ধরে ভুগছে । খারাপ আবহাওয়ার ভেতর নব্বুই মিনিটের ক্রস-চ্যানেল ট্রিপে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সুস্থ হতে সময় নেবেন দশ মিনিট । আটলান্টিকের ঝড়ে চার দিন খাবি খেলে সুস্থ হতে প্রায় ওইরকম অর্থাৎ চার দিন সময় লাগবে ।'

'তবে সী-সিকনেসে কেউ কখনও আসলে মারা যায় না, কি বলেন?'

'আমি অন্তত সেরকম কোন কেস পাইনি ।' প্রায়ই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন বলে লোকজন তাঁর পিছনে হাসাহাসি করলেও, এই মুহূর্তে খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা, ফন গোলডা দৃঢ় ও কঠিন হতেও জানেন, যাকে প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে ফেলা যায় । 'অন্তত শুধু সী-সিকনেস মৃত্যুর কারণ হতে পারে না । কিন্তু কেউ যদি আগে থেকেই হার্টের অসুখে ভোগেন বা কারও যদি প্রবল হাঁপানি বা পেটে আলসার থাকে···হ্যাঁ, ওই রোগের সঙ্গে সী-সিকনেস যোগ হলে সে মারাও যেতে পারে ।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন ফন গোলডা, সম্ভবত তিনি তাঁর লোকজনের শরীর-স্বাস্থ্যের কার কি রকম অবস্থা ভেবে দেখছেন । তারপর বললেন, 'আমার ক্রু আর আর্টিস্টদের নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে, ড. রানা । ওদেরকে একবার চেক করে দেখবেন নাকি, প্লীজ? টাকার চেয়ে সুস্থতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? ছবি বানিয়ে আজকাল লাভ করা!'

'অবশ্যই,' বলল রানা । 'এখুনি আমি চেক করে দেখব ওদের ।' গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ঘরে পরিচিত নাম–ফন গোলডা । তাঁর অনেক গুণ

আছে, সন্দেহ নেই; সেই সঙ্গে প্রশংসাযোগ্য ভণ্ডামি আর কূট কৌশলেরও অধিকারী তিনি। সী-সিকনেসে কেউ মারা যায় না, প্রথমে এই কথাটা তিনি রানাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। এখন যদি বলে ও, টেকনিশিয়ান বা আর্টিস্টদের কারও এই আবহাওয়া সহ্য করার শক্তি নেই, তাহলে ফন গোলডা কার কি অসুখ আছে জানতে চাইবেন–প্রমাণ সহ। কারও যদি কঠিন কোন অসুখ থাকেও, রানার পক্ষে তা প্রমাণ করা সহজ কাজ হবে না–জাহাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ খুবই সীমিত। ব্রিটেন ত্যাগ করার আগেই কাজটা করা উচিত ছিল, কিন্তু তখন আবার তাড়াহুড়োর মধ্যে সময় পাওয়া যায়নি। এখন যদি রানা সবার স্বাস্থ্য ভাল বলে রায় দেয়, ফুল স্পীডে বিয়ার আইল্যাণ্ডে যাবার জন্যে চাপ দিতে পারবেন ফন গোলডা। যতই বলুন টাকার চেয়ে সুস্থতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, টাকা বাঁচানোর সুযোগ পেলে তিনি ছাড়বেন না। আর যদি দুর্ভাগ্যবশত কেউ মারা যায়, দায়ী করা হবে রানাকে। 'আপনি এখানেই থাকছেন তো?' চেয়ার ছাড়ল ও।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনার সহযোগিতার কথা ভুলব না, ড. রানা। আপনি খুবই বুঝদার মানুষ।'

'উই নেভার ক্লোজ,' বলল রানা।

চ্যাঙ ওয়েনকে পছন্দ করতে শুরু করেছে রানা, যদিও তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই ওর জানা নেই। তাকে অবশ্য জানার কথাও নয় ওর, অন্তত ভালভাবে জানার। পেশাগত দৃষ্টিতে, অর্থাৎ একজন ডাক্তার হিসেবে, এই লোকের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা থাকাটা খুবই বেমানান। পায়ে কার্পেট স্লিপার পরা অবস্থায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা সে, ওজন একশো পঞ্চাশ পাউণ্ডের বেশি হবে তো কম নয়, শরীর মানে ইস্পাতের তৈরি পেশীর সমষ্টি–এরকম লোক ঘন ঘন ডাক্তারের চেম্বারে পায়ের ধুলো ফেলে না।

'ফার্স্ট-এইড কেবিনেটে দেখুন, যা খুঁজছেন পেয়ে যাবেন।' হুইলহাউসে আলো খুব কম, ইঙ্গিতে রানাকে এক কোণের কাবার্ডটা দেখিয়ে দিল সে। 'ক্যাপটেন ডানহিলের নিজস্ব দাওয়াই। শুধু ইমার্জেন্সীর সময় ব্যবহার করেন।'

কাবার্ডে বোতল রয়েছে বারোটা, একটা বের করে চার্ট-টেবিলের ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করল রানা। অত্যন্ত দামী ব্র্যাণ্ডি- Otard-Dupuy VSOP, পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের হিম ঠাণ্ডা পরিবেশে একটা ট্রলারে এ জিনিস আশা করা যায় না। ওয়েনের ওপর রানার ভক্তির মাত্রা আরও একচুল বাড়ল। 'ইমার্জেন্সী বলতে কি বোঝাতে চায়?'

'শুকনো গলা।'

ছোট একটা গ্লাসে সামান্য ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ওয়েনকে সাধল রানা, কিন্তু সে মাথা নাড়ল। নিজেই চুমুক দিল ও, গ্লাসটা সাবধানে নামাল। 'শুকনো গলা ভেজাবার জন্যে এ জিনিস নষ্ট করা একটা জঘন্য ক্রাইম,' বলল রানা। 'ক্যাপটেন ডানহিল যদি দেখে ফেলেন তাঁর রিজার্ভ হালকা করে দিচ্ছি··· ।'

'সব কাজে নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলেন ক্যাপটেন। এই সময় তাঁর ব্রিজে আসার কথা নয়–রাত আটটার পর কোনদিনই আসেন না। রাতে আমি আর গ্যাবন দায়িত্বে থাকি–গ্যাবন, পেটি অফিসার। আপনি বোধহয় জানতেন, এখানে ভিএসওপি পাওয়া যাবে, তাই না? নাকি এখানে আসার অন্য কোন কারণ আছে?'

'আসলে ডিউটিতে বেরিয়েছি। মি. গোলডার বেতনভুক ক্রীতদাসদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আগে আবহাওয়ার খবর চাই। তাঁর ভয়, এই দুর্যোগের ভেতর জাহাজ যদি কোর্স বজায় রাখে তাঁর লোকজন পটাপট মরতে শুরু করবে।' আবহাওয়ার অবস্থা, রানা লক্ষ করল, আগের চেয়ে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।

'মি. গোলডার আসলে উচিত ছিল আপনাকে বাদ দিয়ে একজন হস্তরেখাবিদকে আনা।' শিক্ষিত মানুষ ওয়েন, বোঝা যায় তার বুদ্ধিতেও ধার আছে যথেষ্ট, তারপরও তাকে দেখে মনে হবে কি একটা কারণে যেন ভারি কৌতুক বোধ করছে সে। 'সন্ধে ছ'টার রিপোর্টে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার অবস্থা আরও খারাপ হবে কি ভাল হবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

হেসে ফেলল রানা। 'আপনার কি ধারণা?'

'আমি ভাল কিছু আশা করি না। ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে ফিরে যান, মি. গোলডাকে বলুন সবাই বহাল-তবিয়তে আছে, ল্যাঠা চুকে যাক।'

'আমার ধারণা, মি. গোলডা সন্দেহপ্রবণ মানুষ। তিনি হয়তো চেক করে দেখবেন। হাউএভার, ইফ আই মে···?'

'মাই গেস্ট, ডক।'

ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে আবার খানিকটা নিজের গ্লাসে ঢালল রানা, তারপর বোতলটা কাবার্ডে তুলে রাখল। আগেই ওকে সাবধান করা হয়েছে–ওয়েন কথা খুব কম বলে। তবে নিস্তব্ধতার ভেতরও পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করছে ওরা। তারপর এক সময় ওয়েনই মুখ খুলল, 'আমার ঠিক জানা নেই, তবে আন্দাজ করতে পারি–রয়্যাল নেভী, তাই না?'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'দুঃখিত, বোধহয় অনধিকার চর্চা হয়ে গেল,' সকৌতুকে হাসল ওয়েন। 'তা, আপনার এই মি. ফন গোলডা। মানে, উনি সুস্থ তো?'

'বীমা কোম্পানীর ডাক্তাররা তো তাই ভাবছেন।'

'আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি।'

'আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না, যার নিমক খাব তারই কুৎসা গাইব?'

ওয়েনের সাদা দাঁত আবার ঝিক করে উঠল। 'এক অর্থে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন আপনি। তবে যা-ই বলুন, ভদ্রলোক কিন্তু সত্যি খেপাটে···শব্দটা আবার অফেনসিভ নয় তো?'

'অফেনসিভ, তবে শুধু সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে। খেপাটে মানুষদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তাঁর রেকর্ড খুব ভাল।'

'একজন খেপাটে হিসেবে?'

'ফিল্ম-মেকার ও প্রডিউসার হিসেবেও।'

'শীত আসছে, এই সময় কোন প্রডিউসার ফিল্ম ইউনিট নিয়ে বেয়ার

আইল্যাণ্ডে আসে?'

'মি. গোলডা তাঁর ছবিতে বাস্তবতা ফোটাতে চান।'

'খারাপ একটা গাল দিতে ইচ্ছে করছে আমার,' সহাস্যে বলল ওয়েন। 'অনেক কষ্টে সামলে রাখছি নিজেকে। আসল কথা, বছরের এই সময়টায় ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই।'

'তিনি একজন স্বাপ্নিকও বটেন।'

'ব্যারেন্ট সীতে স্বপ্নবিলাসীদের ঠাঁই নেই। আমেরিকানরা যে কী!'

'কে বলল ফন গোলডা আমেরিকান? সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান। স্বপ্ন রচনা করেন বা স্বপ্ন ফেরি করেন, এরকম লোক পেতে হলে দানিয়ুবের দুই তীরের দিকে তাকাতে হবে আপনাকে।'

'ইউরোপের অসৎ আর অসুরদেরও ওখানে দেখতে পাবেন আপনি।'

'হ্যাঁ, ভাল আর মন্দ, দুইই আছে।'

'কিন্তু দানিয়ুব ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছেন ভদ্রলোক।'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের সময় সেটা। ভিয়েনা ছেড়ে বহু লোককে তাড়াহুড়োর মধ্যে পালাতে হয়েছিল, তাদের মধ্যে উনিও ছিলেন। পালিয়ে আমেরিকা ছাড়া আসবেনই বা কোথায়? আর আমেরিকায় এলে হলিউড ছাড়া যাবেনই বা কোথায়? ভিয়েনায় তাঁর জমজমাট সিনেমা ব্যবসা ছিল, আমেরিকায় এলেন প্রায় খালি হাতে। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে জানা তাঁর মস্ত এক গুণ। নাৎসী বিরোধী ছবি বানালেন, তারপর দর্শকদের সাইকোলজি বুঝে কমিউনিজম বিরোধী। আমেরিকানরা তাঁকে লুফে নিল। কিন্তু যে-ই দেখলেন হলিউডের পড়তি দশা, অমনি তিনি হিজরত করলেন ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডনে এসে তিনি যে ছবিগুলো বানালেন, সমালোচকরা দারুণ প্রশংসা করলেও দর্শকরা একেবারেই নিল না। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।'

'আপনি দেখা যাচ্ছে তাঁর সব খবরই রাখেন।'

'তাঁর শেষ ছবিটার প্রসপেক্টাস পড়লে যে-কেউ এ-সব জানতে পারবে। আপনাকে এক কপি দেব আমি। ছবিটা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, শুধু ফন গোলডার কথা পাবেন। যা লেখা আছে তার ভেতরের অর্থ বুঝে নিতে হবে আপনাকে।'

'কপিটা পেলে খুশি হব,' বলল ওয়েন। কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সর্বস্বান্ত হবার পর আবার ছবি বানাচ্ছেন কিভাবে?'

'একবার নাম করতে পারলে টাকা যোগাবার লোকের অভাব হয় না।'

'তা আপনার বন্ধুকে টাকা যোগাচ্ছেন কে?'

'বন্ধু না, এমপ্লয়ার। আমি জানি না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে কড়া গোপনীয়তা রক্ষা করেন মি. গোলডা।'

'কিন্তু কেউ না কেউ তো পৃষ্ঠপোষকতা করছেনই, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।'

'একের পর এক এতগুলো ছবি ফ্লপ করার পরও? কেমন যেন রহস্যময় লাগছে না?'

'গোটা ফিল্মী জগৎটাই মস্ত এক রহস্য, মি. ওয়েন।'

'কিংবা তিনি হয়তো এমন একটা গল্প পেয়েছেন, যেটা সব গল্পকে হার মানাবে।'

'আপনি দেখছি স্ক্রীনপ্লে-র প্রসঙ্গ তুলে ফেললেন। এ-ব্যাপারে জানতে হলে সরাসরি মি. গোলডাকে প্রশ্ন করতে হবে আপনার। মি. এরিক কার্লসন ছাড়া একমাত্র তিনিই ওটা দেখেছেন। মি. কার্লসন হলেন স্ক্রীন-প্লের লেখক।'

হুইল-হাউস থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, আবহাওয়ার অবস্থা সত্যিই আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। লী সাইডের স্টারবোর্ড মই বেয়ে নামছে রানা। লী সাইড হলো জাহাজের সবচেয়ে নিরাপদ দিক, কারণ ঝড় আঘাত করছে উল্টো দিকটায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাতাসের গতি আর প্রচণ্ড শীত আতঙ্কিত করে তুলল ওকে, মই বেয়ে নামার সময় দুই হাতে ধরে থাকল হ্যাণ্ডরেইল। ইভনিং স্টারের ঝাঁকি ও দোল খাওয়ার মধ্যে কোন নিয়ম বা ছন্দ নেই, মাতালের মত যখন যেদিকে খুশি লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে। বো মাঝে মধ্যে পঞ্চাশ ডিগ্রী ঘুরে যাচ্ছে, আংশিক বৃত্ত তৈরি করার ভঙ্গিতে। নিজেকে অভয় দিল রানা–তুমি তো একশো ডিগ্রী ঘুরে গেছে এমন জাহাজেও ছিলে, কিন্তু আজও বেঁচে আছ। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে আরও এক জোড়া হাত থাকলে সুবিধে হত।

রাত যতই ঘন কালো হোক, সাগর কখনও পুরোপুরি অন্ধকার হয় না। এই যেমন আজ। দিগন্তের ঠিক কোথায় সাগর আর আকাশ মিলিত হয়েছে তা হয়তো চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, তবে দিগন্তরেখার কয়েক ডিগ্রী ওপরে বা নিচে তাকিয়ে যে-কেউ নিশ্চিতভাবেই বলতে পারে যে এখানে আকাশ আর ওখানে সাগর, কারণ সাগর সব সময় আকাশের চেয়ে বেশি গাঢ়। আজ রাতে অবশ্য তা-ও বলা সম্ভব নয়, কারণ সাগরের সারফেসে লেগে রয়েছে স্মোক ফ্রস্ট। এই অদ্ভুত বিচিত্র জিনিসটা শুধু তখনই দেখা যায় যখন আটলান্টিকের গরম বাতাস আর্কটিকের ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে মেশে। এই মুহূর্তে রানা শুধু দেখতে পাচ্ছে প্রতিটি ঢেউ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে উপরের অংশ। ওদের লীওয়ার্ড সাইডে লম্বা সাদা রেখা দেখা যাচ্ছে সারি সারি, ঢেউয়ের মাথা ভেঙে যাওয়ায় ফেনা তৈরি হচ্ছে। আরও দেখল, ইভনিং স্টারের ফোরডেকে উঠে আসছে সাগর।

মই বেয়ে নেমে এগোতে যাবে রানা, কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলো। মইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে, ওটাকেই আঁকড়ে ধরে তাল সামলাচ্ছে। বাতাসে ওড়া চুল মুখটা সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে, চিনতে পারা গেল না। তার অবশ্য দরকারও নেই, কারণ গোটা জাহাজে একজনেরই চুল ঠিক যেন পাকা ধানের খড়। যদি বেছে নিতে বলা হয় ওকে, ইভনিং স্টারের কার সঙ্গে ধাক্কা খেতে পছন্দ করবে, কিছু চিন্তা না করেই এলিনা স্টুয়ার্ট-এর নাম বলবে রানা। এলিনা স্টুয়ার্ট তার আসল নাম নয়, আসল নাম সাবরিনা জেরোনস্কি। আসল নামটা সিনেমা জগতে মানানসই হবে না বুঝতে পেরে এই পরিবর্তন। তবে এত থাকতে একটা স্কটিশ নাম কেন তার পছন্দ হলো, রানা তা বলতে পারবে না।

'এলিনা,' বলল রানা। 'এত রাতে, এই দুর্যোগের ভেতর না বেরুলেই তো পারতেন।' হাত তুলে তার মুখ স্পর্শ করল ও, ডাক্তার হবার সুবিধে হলো খুন করেও পার পাওয়া যায়। এলিনার ত্বক বরফের মত ঠাণ্ডা। 'ভেতরে চলুন, ভেতরে চলুন!' তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল ও। হাতটা থরথর করে কাঁপছে অনুভব করে একটুও অবাক হলো না। বাধা দেয়নি, লক্ষ্মী মেয়ের মতই ফিরে আসছে রানার সঙ্গে।

সামনেই একটা দরজা, প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জের দিকে চলে গেছে। প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জটা সরু হলেও, জাহাজের পুরোটা প্রস্থ জুড়ে বিস্তৃত। শেষ মাথায় একটা বার, পানীয় রাখা হয়েছে কাঁচ ও গ্রীল দিয়ে ঘেরা দরজার পিছনে। দরজাগুলোয় তালা দেয়া থাকে, চাবি থাকে ফন গোলডার পকেটে।

'আমাকে টানা-হ্যাঁচড়া করার কোন দরকার নেই, ডাক্তার,' শান্ত, মিষ্টি গলায় বলল এলিনা। 'আমি তো স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে আসছি।'

'আগে বলুন এই অবস্থায় আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?'

'তারমানে কি ডাক্তাররা সবজান্তা নন?' কালো লেদার কোটের মাঝখানের বোতামটা ছুঁলো এলিনা। তবে রানা ধারণা করল বমি করার প্রয়োজন না হলেও ঠাণ্ডা আপার ডেকে বেরুত মেয়েটা–সে কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, অন্যেরাও তাকে এড়িয়ে চলে।

মুখ থেকে দু'হাত দিয়ে চুল সরাল এলিনা। খয়েরি চোখের নিচে ক্লান্তির কালিমা জমেছে। হোক ল্যাটভিয়ান পাভ, মেয়েটা দেখতে ভারি সুন্দর। সবাই কথাটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেও, সঙ্গে একটা মন্তব্য জুড়ে দেয়–ওটাই তার একমাত্র সম্পদ। তার শেষ দুটো ছবি বা তার প্রথম দুটো ছবি সাংঘাতিক মার খেয়েছে। মেয়েটা চুপচাপ, একা, ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত–রানার ভাল লাগার সেটাই কারণ। ও নিজেও তো একা।

'ডাক্তাররা ফেরেশতা নয়,' বলল রানা। 'অন্তত ইনি নন।' ডাক্তারী দৃষ্টিতে এলিনার দিকে তাকাল ও। 'দুনিয়ার এই প্রান্তে একটা ভাসমান পাগলা গারদে কি করছেন আপনি?'

ইতস্তত করল এলিনা। 'প্রশ্নটা ব্যক্তিগত হয়ে গেল।'

'মেডিকেল প্রফেশনে এটাই তো সুবিধে, ব্যক্তিগত বিষয়ে যে-কোন প্রশ্ন করা যায়। আপনার শরীর-স্বাস্থ্য ভাল তো?'

'আমি এখানে, কারণ আমার টাকা দরকার।'

'যদি কখনও আমাকে দরকার হয়, জানাতে ভুলবেন না।' হাসল রানা, কিন্তু এলিনা হাসল না। তাকে রেখে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে মেইন ডেকের দিকে এগোল ও।

দু'পাশে সারি সারি কেবিন, মাঝখানে সরু প্যাসেজ। আগে এখানেই ছিল ফিশ হোল্ড, স্টীম ওয়াশ করার পরও কড লিভার অয়েলের গন্ধ পুরোপুরি দূর হয়নি। সী সিকনেসে আক্রান্ত হবার দরকার নেই, এমনিতেই বমি পাবে। স্টারবোর্ড সাইডের প্রথম দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল রানা।

এরিক কার্লসন তাঁর বাঙ্কে লম্বা হয়ে আছেন। সরু বুকের ওপর মোমের মত আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, চোখ বন্ধ। দেখে বিশ্বাস করা কঠিন এই ভদ্রলোক পুব সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত শ্রমশিবিরে বিশ বছর কাটিয়েছেন। 'কেমন আছেন, মি. কার্লসন?'

'হায় ঈশ্বর!' চোখ মেললেন কার্লসন, তবে রানার দিকে তাকালেন না। গুঙিয়ে উঠলেন একবার, তারপর আবার বন্ধ করলেন চোখ। 'এর কোন মানে হয়!'

'দুঃখিত। মি. গোলডা খুবই উদ্বিগ্ন...।'

'ও তো একটা বদ্ধ উন্মাদ!' হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন কার্লসন।

কার্লসনের মন্তব্যের সঙ্গে প্রায় একমত হলেও, ফন গোলডার চাকরি নিয়ে ইভনিং স্টারে আসায় কথা বলার সময় সাবধান হতে হয় রানাকে। বিশেষ করে কার্লসনের সঙ্গে কথা বলার সময়। কারণ কার্লসন আর গোলডা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরস্পরকে তাঁরা চেনেন পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে থেকে, সেই দানিউবিয়ান একটা জিমনেশিয়ামে যখন ছাত্র ছিলেন। ভিয়েনায় যৌথ মালিকানায় ওঁদের একটা স্টুডিও ছিল। ওই স্টুডিওতে কাজ করার সময়ই পরস্পরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তাঁদের। গোলডা সঠিক পথ ধরে আশ্রয় নেন হলিউডে। আর কার্লসন ধরেন ভুল পথ। ধারণা করা হয়েছিল মারা গেছেন তিনি। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বছর তিনেক হলো সাইবেরিয়া থেকে ফিরে আসেন। গোলডাকে খুঁজে বের করেন তিনি, বন্ধুত্বটা আবার তাঁরা ঝালাই করে নেন। ধারণা করা হয়, কার্লসনের অতীত সম্পর্কে একমাত্র গোলডাই যদি কিছু জানেন, কারণ কার্লসন এ-বিষয়ে কখনও কারও সঙ্গে আলাপ করেন না। ভদ্রলোক সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে মাত্র দুটো বিষয় জানা গেছে–নিঃসন্দেহে উনিই এরিক কার্লসন, যুদ্ধের আগে দশ-বারোটা স্ক্রীন-প্লে লিখে বেশ নাম করেছিলেন। আর্কটিকে ছবি তুলতে আসার ব্যাপারটা তাঁরই আইডিয়া, গোলডাকে প্রয়োজনীয় প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। আর দ্বিতীয় যে কথাটা জানা গেছে, তা হলো, গোলডা তাঁর বন্ধুকে নিজের কোম্পানী মার্ভেলাস প্রোডাকশনে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কাজেই, এই পরিস্থিতিতে, কার্লসন যা-ই বলুন না কেন, নিজের কথা নিজের কাছেই চেপে রাখতে হবে রানাকে। 'আপনার যদি কিছু দরকার হয়...।'

'কিছুই দরকার নেই।' এবার চোখ খুলে রানার দিকে তাকালেন কার্লসন। তাকালেন না বলে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন বলাই ভাল। চোখ দুটো লালচে হয়ে আছে। 'আপনি বরং ওই পাগলটার চিকিৎসা করুন, যদি পারেন।'

'চিকিৎসা?'

'ওর ব্রেন সার্জারি দরকার।' চোখ বুজে কাত হলেন কার্লসন। তাঁকে রেখে বেরিয়ে এল রানা, চলে এল পাশের কেবিনে।

এখানে দু'জন রয়েছেন। একজন খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, অপরজন বিন্দুমাত্র ভুগছেন না। অসুস্থ রবার্ট হ্যামারহেড, ফিল্ম কোম্পানীর ইউনিট ডিরেক্টর। রানার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলেন তিনি, প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে, তারপর ফিরিয়ে নিলেন চোখ। রোগাপাতলা তিনি, মুখে উঁচু হয়ে আছে হাড়, কি কারণে কে জানে

সারাক্ষণ নার্ভাস থাকেন। তবে নিজের কাজের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত। তাঁকে এরকম অসুস্থ দেখে দুঃখ হলো রানার, তবে ভদ্রলোক ইভনিং স্টারে পা দেয়ার পর থেকেই তাঁর জন্য এই একই অনুভূতি রয়েছে রানার মনে। হ্যামারহেড কথা বলেন ফিসফিস করে, বিড়ালের মত নিঃশব্দে হাঁটেন, যেন সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকেন ঈশ্বর না তাঁর ওপর বিরক্ত হন। তাঁর এই আচরণ অর্থহীন বলে মনে হতে পারে, তবে রানার তা মনে হয় না–কোন সন্দেহ নেই, ঈশ্বরকে নয়, তাঁর ভয় আসলে ফন গোলডাকে। গোলডা স্পষ্টই বুঝতে দেন যে তিনি মানুষ হিসেবে লোকটাকে যতটুকু অপছন্দ করেন, একজন আর্টিস্ট হিসেবে ঠিক ততটুকুই পছন্দ করেন। গোলডা একজন উঁচু স্তরের বুদ্ধিমান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন যে এ-ধরনের ব্যবহার করেন রানার তা জানা নেই। কার ভেতর কি আছে কে জানে, গোলডা হয়তো গোটা মানবজাতিকেই ঘৃণা করেন, দুর্বল কাউকে পেলে তার ওপর নির্যাতন চালাবার জন্মগত ঝোঁকটা দমন করতে পারেন না। বলা যায় না, ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা রেষারেষির ব্যাপারও হতে পারে। দু'জনের কারও সম্পর্কেই বেশি কিছু জানা নেই রানার, কাজেই কারও পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার নেই ওর।

'ও, আপনি আমাদের গুড হিলার,' পিছন থেকে ভারি একটা গলা পেল রানা। ব্যস্ত না হয়ে ঘুরল ও, তাকাল পা'জামা পরা ভদ্রলোকের দিকে। বাঙ্কে বসে আছেন তিনি, বাঁ হাতে ধরে আছেন একটা বাল্কহেড স্ট্র্যাপ, ডান হাতে স্কচের একটা বোতল, চার ভাগের তিন ভাগ খালি। 'দু'এক চুমুক চলবে নাকি, মি. রানা?'

'পরে, মি. মুর, পরে। আপনাকে ডিনারে না দেখে ভাবলাম···আপনি আছেন কেমন, মি. মুর?'

মারভেলাস প্রোডাকশনের প্রোডাকশন ম্যানেজার জক মুর। চোখ দুটো স্বচ্ছ নীল, মুখে কাটা-ছেঁড়ার কোন দাগ নেই। ইভনিং স্টারে পা দেয়ার পর থেকে তাঁকে যতবারই দেখেছে রানা, হাতে সব সময় স্কচের বোতল ছিল। তাঁর মস্ত গুণ হলো, কারও নিন্দা করতে জানেন না। 'আমি? কেমন আছি?' মাথা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কাত করলেন তিনি, পাকা দাড়ি থেকে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা হুইস্কি। 'অসুস্থতা কাকে বলে জানি না। ও কিসের শব্দ?' কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন।

অশান্ত সাগরে বো আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে রানা, তার সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে পুরানো জাহাজের কর্কশ ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, তাছাড়া আর কিছু রানার কানে ঢুকল না।

'কান পাতুন, তিন দেবতা গাইছেন!'

এবার রানাও শুনতে পেল। আগেও অনেকবার শুনেছে ও, বলা যায় সেই ইভনিং স্টারে পা দেয়ার পর থেকেই শুনছে। ফিলিপ, নেকটার আর কার্ল-তিনজনের একটা ব্যাণ্ড, নাম দিয়েছে তিন দেবতা। তিনজনই তাদের অবসর সময় রিক্রিয়েশন রূমে কাটায়। হয় রেকর্ডিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে নয়তো গিটার বা ড্রাম বাজায়। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল সবার, কাপড়চোপড়ের বাহার দেখলে মনে হবে যাবতীয় হিন্দু গুরুদের লঙ্গি লুট করে এনেছে। 'এরকম দুর্যোগের রাতে গান-বাজনা কি কারও ভাল লাগে?' বলল রানা।

'ডাক শুনে অনেক আরোহী জড়ো হয়েছে ওখানে,' বললেন মুর। 'আমার জানামতে গান-বাজনা অনেক সময় ওষুধের কাজও করে।' বাইরে থেকে অকস্মাৎ ড্রাম পেটানোর আওয়াজের সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ ভেসে এল, যেন কোন প্রাণী কাতরাচ্ছে। 'ওই বোধহয় ওদের কনসার্ট শুরু হলো।'

ওখান থেকে সোজা রিক্রিয়েশন রূমে চলে এল রানা। তিন দেবতাকে ঘিরে আছে মাইক্রোফোন, অ্যামপ্লিফায়ার, স্পীকার আর অসংখ্য ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, যেগুলো ছাড়া কানের পর্দা ছিন্ন করা যায় না। তিন দেবতা অনবরত লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে, সেই সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, অর্থাৎ নাচ ও গান চলছে সমানে।

শ্রোতাদের দিকে তাকাল রানা। প্রোডাকশনের লোক রয়েছে দশজন, বাকি পাঁচজন অভিনেতা-অভিনেত্রী। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেবতাদের দিকে। এদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ও, সে-কথা আপাতত তার মনে নেই। কাঁধে হাত পড়তে ঘাড় ফিরিয়ে ডগলাস হিউমের দিকে তাকাল রানা।

হিউমের বয়েস ত্রিশ, ছবিতে তার চরিত্রই মুখ্য। তারকা হিসেবে এখনও খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি বটে, তবে তার অভিনয়ের প্রশংসা ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। হাসি-খুশি তরুণ সে, সুদর্শন, বাদামী চুল সব সময় ঝুলে আছে চোখের ওপর। তার চোখের রঙ গাঢ় নীল, নিখুঁত দাঁতগুলো মুক্তোর মত। চেহারায় বন্ধু বন্ধু ভাব, মানুষকে সম্মান করতে জানে, অত্যন্ত বিবেচক হিসেবে পরিচিত–এটা তার স্বভাব, নাকি চর্চার মাধ্যমে অর্জিত তা বলা কঠিন। রানার কানের কাছে হাত দিয়ে চোঙ বানাল সে, বলল, 'আপনিও কি এ-সবের ভক্ত বলে ধরে নেব আমি, ডাক্তার?'

'আমি আসলে ডিউটিতে বেরিয়েছি,' বলল রানা। 'মি. গোলডা আপনাদের ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন।'

'কসাইখানায় সুস্থ-সবল নধর প্রাণী যোগান দিতে চান বুঝি?'

'ভুলে গেলে চলবে না আপনাদের পিছনে মোটা অংকের টাকা ইনভেস্ট করেছেন তিনি।'

হেসে উঠল হিউম। 'একদম বাজে কথা। শূটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা পয়সাও কাউকে ঠেকাচ্ছেন না উনি।'

'আমরা গণতান্ত্রিক যুগে বাস করছি, মি. হিউম। ক্রীতদাস হিসেবে নিজেকে আপনি বিক্রি না করলেও পারেন।'

'তারমানে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না।'

'সত্যি জানি না।'

'সিনেমা জগতে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দা চলছে এখন। টেকনিশিয়ানদের শতকরা আশি ভাগ বেকার। না খেয়ে মরার চেয়ে ফুটো পয়সা পেলেও কাজ করব আমি,' তিক্ত গলায় বলল হিউম, তারপরই আবার নিজের হাসি-খুশি স্বভাব ফিরে পেল। 'তাঁকে গিয়ে বলুন, তাঁর লিডিং ম্যান ডগলাস

হিউম সম্পূর্ণ সুস্থ। খুশি নয়, মনে রাখবেন, তবে সুস্থ। খুশি হব যদি দেখি জাহাজ থেকে তিনি পানিতে পড়ে গেছেন।'

'ঠিক আছে, বলব।' কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। তিন দেবতা এই মুহূর্তে বিশ্রামে রয়েছে, প্রত্যেকের হাতে লেমন জুস-এর গ্লাস। 'সবাইকে দেখা যাচ্ছে না। কে কে নেই বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'নেই?' চারদিকে তাকাল হিউম। 'মি. কার্লসন নেই...।'

'তাঁকে আমি দেখে এসেছি। হ্যামারহেড, মুর আর এলিনাকেও। এলিনাকে অবশ্য এখানে আমি আশা করি না।'

'লোভ সুন্দরী, তাই না? দুঃখ এই যে বড় বেশি নির্লিপ্ত মেয়েটা।'

'নির্লিপ্ত হওয়া দোষের নয়।'

'না। আমিও তাকে পছন্দ করি,' বলল হিউম। তার দিকে তাকাল রানা। এর আগে মাত্র দু'বার তার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর, অল্প একটু। গলার সুর শুনে বোঝা যায়, অন্তর থেকেই বলা হলো কথাটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিউম। 'আমার জোড়া রেসিডেন্ট মাতাহারি না হয়ে এলিনা হলে খুশি হতাম।'

'আপনি নিশ্চয়ই মিস মোনাকার কথা বলতে চাইছেন না?'

'অবশ্যই তার কথা বলছি,' ভুরু নাচিয়ে কৌতুক করল হিউম। 'দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে নেই সে। অস্থির হবেন না, সঙ্গে দুটো হাউণ্ড আছে–গেলে দেখবেন, ওগুলোকে নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে বিছানায়।'

'আর কে অনুপস্থিত?'

'কেডিপাস,' বলে হেসে উঠল হিউম। 'কাউন্টের বক্তব্য, কেডিপাসের অবস্থা চরমে, রাতে তার আর বাইরে বেরুবার সম্ভাবনা নেই।' কাউন্ট হলেন তার কেবিন-মেট।

'ডাইনিং রূম থেকে খুব তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে দেখেছি তাকে,' বলল রানা, হিউমকে রেখে চলে এল কাউন্টের টেবিলে।

সরু, লম্বাটে মুখ কাউন্টের, কালো গোঁফ যেন পেন্সিল দিয়ে আঁকা, সিগারেট আকৃতির সোজা ভুরু, কাঁচাপাকা চুল কপাল থেকে টান টান হয়ে আছে পিছন দিকে। তাঁকে দেখে সুস্থ-সবলই মনে হলো রানার। এক হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস, প্রশ্ন না করেও বোঝা যায় খুব দামী কনিয়্যাক হবে জিনিসটা। কারণ, মেয়ে হোক বা পোশাক, খানা হোক বা অলংকার, সবচেয়ে দামী জিনিসটা পছন্দ করেন ভদ্রলোক। এ ধরনের বিলাসিতা তাঁকে মানায়ও। বর্তমান কালে তিনিই সম্ভবত ইউরোপের সবচেয়ে নামকরা ক্যামেরাম্যান। কনিয়্যাক-এর উৎস সম্পর্কেও আন্দাজ করতে পারে রানা। বাজারে গুজব আছে, ফন গোলডাকে অনেক কাল আগে থেকে চেনেন কাউন্ট, কিংবা এত ভালভাবে চেনেন যে গোলডার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে সঙ্গে নিজের সাপ্লাই নেয়ার অনুমতি পেতে অসুবিধে হয় না। তাঁর পুরো নাম কাউন্ট বট্টিউলা লিখেন জারজাভস্কি, যদিও উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটার আশঙ্কায় কেউ তা মুখে আনে না। নিজের পোলিশ জমিদারি ছেড়ে আসার পর থেকে জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। শোনা যায় জমিদারিটা বেশ বড়ই ছিল। উনিশশো ঊনচল্লিশের সেপ্টেম্বর মাসে দেশ ত্যাগ করেন। 'গুড ইভনিং, কাউন্ট,' বলল রানা। 'একা শুধু আপনাকেই সুস্থ দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'পোলিশ জমিদারের রক্ত। মেয়েদের ব্যাপারে এত সতর্ক থাকি যে রোগ-বালাই ঘেঁষতে পারে না।' ফুলে থাকা জ্যাকেটে চাপড় মারলেন কাউন্ট। 'কনডম ছাড়া ও-সব করি-টরি না। আধুনিক ডাইনীদের কাছে আপনার পেনিসিলিন অচল।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করল রানা, 'মি. গোলডা জানতে চাইছিলেন এই দুর্যোগে কেমন আছেন আপনারা।'

'আচ্ছা! তা তিনি নিজে কেমন আছেন?'

'ভালই বলা চলে।'

কাউন্টের সুরে খেদ, 'মনের আশা সব সময় পূরণ হবার নয়।'

'হিউম বলছিলেন, আপনার রূম-মেট কেডিপাসকে একবার দেখে আসা দরকার।'

'কেডিপাসের মুখে আসলে কাপড় বা তুলো গুঁজে দেয়া উচিত। মেঝেতে একেবারে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে ছোকরা। কি যে অবস্থা, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'বোধহয় পারছি।'

'আমার মত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে খুবই বিব্রতকর, বুঝতেই পারছেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'গড়াগড়ি খেতে দেখে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে চলে আসতে হলো আমাকে।'

'ঠিক আছে, তাকে আমি দেখতে যাব,' বলে উঠতে যাবে রানা, ওর পাশের খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল মিখায়েল ট্যাকার। ট্যাকার মার্ভেলাস প্রোডাকশনের একজন ফুল পার্টনার, একই সঙ্গে দুটো দায়িত্ব পালন করে সে–কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার ও প্রোডাকশন ডিজাইনার। টাকা বাঁচাবার সুযোগ পেলে কখনোই তা হাতছাড়া করেন না ফন গোলডা। ট্যাকার লম্বা, অত্যন্ত সুদর্শন, মুখের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। মাথায় একরাশ কালো সিল্ক, পোলো-নেকড্ সোয়েটারের নব্বুই ভাগ তাতে ঢাকা পড়ে থাকে। সুদর্শন হলেও, চেহারায় বিপুল শক্তি আর কাঠিন্যের ভাব স্পষ্ট, তার স্বভাব নৈতিকতার ধার ধারে না, এবং সবাই তার বিরূপ সমালোচনার শিকার। গুজব হলো, সে নাকি ফন গোলডার জামাই।

'এত রাতে আপনাকে খুব কমই দেখা যায়, ডাক্তার,' বলল সে। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটা পাইপে রাশিয়ান সিগারেট ভরে ধরাল, কটুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়ল এক মুখ। 'গান-বাজনার টানে চলে এসেছেন?' মাথা নাড়ল সে। 'মনে হয় না টু কূল, টু ডিটাচড, টু ক্লিনিক্যাল, টু অবজারভ্যান্ট- অ্যাণ্ড আ লোনার। রাইট?'

'একজন ডাক্তারকে ভালই আঁকলেন।'

'আপনার আগমন কি কর্ম উপলক্ষে?'

'হ্যাঁ।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, বুড়ো শালা আপনাকে পাঠিয়েছে।'

'পাঠিয়েছেন মি. গোলডা।' ধীরে ধীরে আরও বেশি করে উপলব্ধি করছে রানা, ফন গোলডাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজনরা কেউই ভাল চোখে দেখে না।

'তাকেই আমি শালার বুড়ো বলছি।' ট্যাকার চিন্তিত ভঙ্গিতে কাউন্টের দিকে তাকাল। 'আপনি আমার সঙ্গে একমত, কাউন্ট, খাটাশটা অদ্ভুত আচরণ করছে? সবার জন্যে তার এত দরদ আগে তো কখনও দেখা যায়নি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।'

সিলভার ফ্লাস্ক থেকে গ্লাসে আরও খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢাললেন কাউন্ট, নিঃশব্দে হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

রানা জানতে চাইল, 'মিস মোনাকাকে দেখছি না। তিনি ভাল আছেন তো?'

'না, ভাল থাকে কি করে। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে একটা মেয়ের শরীর খারাপ করলে একজন পুরুষ তার কি করতে পারে বলুন। আপনাকে ডাকতে বলছিল, বলছিল ঘুমের ওষুধ দাও, কিন্তু আমি রাজি হইনি।'

'কেন?'

'আরে ভাই, এই মরণযাত্রায় রওনা হবার পর থেকে ওষুধ খেয়েই তো বেঁচে আছে সে। এই অ্যান্টাসিড খেলো তো একটু পরই খেলো পেইনকিলার, তার আগে একটার জায়গায় দুটো ট্যাবলেট খেয়েছে যাতে বমি না হয়। তার ওপর যদি ঘুমের ওষুধ খায়, কি ঘটবে বুঝতেই পারছেন।'

'না, পারছি না। ব্যাখ্যা করুন।'

'জ্বী?'

'উনি কি ড্রিঙ্ক করেন? মানে, পরিমাণে বেশি খান?'

'ড্রিঙ্ক? না। মানে, মদ একেবারে ছোঁয়ই না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'আপনি আপনার ছবি নিয়ে থাকুন, ওষুধ-পত্রের দিকটা আমাকে দেখতে দিন। মেডিকেল কলেজের যে-কোন প্রথম বর্ষের ছাত্রই বলতে পারবে যে···থাক, ভুলে যান। তিনি কি জানেন, কি কি ট্যাবলেট ক'টা করে খেয়েছেন আজ? খুব বেশি হবার কথা নয়, তা হলে এতক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।'

'তা হয়তো সত্যি···।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'আমি তাঁকে পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

'আপনি ঠিক জানেন···মানে বলতে চাইছি···।'

'কোনটা তাঁর রুম?'

'প্যাসেজের ডান দিকে, প্রথমটা।'

'আর আপনার?' কাউন্টের দিকে তাকাল রানা।

'বাঁ দিকের প্রথমটা।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে ডান দিকের প্রথম কেবিনের দরজায় টোকা দিল রানা। বিড়বিড় করে সাড়া দিল কেউ, কোন রকমে শোনা গেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। বিছানায় পদ্মাসনে বসে রয়েছে মোনাকা। হিউমের ধারণাই ঠিক, তার দু'পাশে দুটো স্প্যানিয়েল কুকুর দেখা যাচ্ছে, ভারি সুন্দর। ডাগর ডাগর চোখের পাতা প্রজাপতির ডানার মত ঘন ঘন ঝাপটে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা, মন ভোলানো হাসি দিল–চেহারায় যদিও নার্ভাস একটা ভাব রয়েছে। 'আপনি আসায় কি যে ভাল লাগছে আমার!' তার গলার আওয়াজে আদুরে একটা ভাব আছে, নিমেষে যৌনাবেদন সৃষ্টি করতে পারে। পরে আছে পিঙ্ক কালারের বেড-জ্যাকেট, গলা ও কাঁধে সবুজ শিফনের স্কার্ফ। একটু ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা। 'মিখায়েল বলছিল আপনি নাকি কোন সাহায্যে আসবেন না।'

'মি. ট্যাকার একটু বেশি সাবধানী।' বিছানার কিনারায় বসে মোনাকার কব্জি ধরল রানা। ওর পাশের কুকুরটা গলার ভেতর থেকে গভীর আওয়াজ করল, দাঁত বের করে ভেঙচাল ওকে। 'আপনার কুকুর যদি কামড়ায়, ওটাকে আমি লাঠিপেটা করব।'

'নটি একটা মাছিকেও কামড়ায় না–কামড়াও, নটি?'

রানা মাছিদের ব্যাপারে শঙ্কিত না হলেও চুপ করে থাকল।

মোনাকা বিষণ্ন হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কুকুর দেখলে আপনার বুঝি অ্যালার্জি হয়?'

'কুকুরে নয়, আমার অ্যালার্জি কুকুরের কামড়ে।'

মোনাকার চেহারা থেকে নিভে গেল হাসিটা, অবশিষ্ট থাকল শুধু বিষাদ। মেয়েটো সম্পর্কে যতটুকু জানে রানা সবই লোকমুখে শোনা। চলচ্চিত্র জগতে তার বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা এ-সব কথার শতকরা নব্বুই ভাগই মিথ্যে বলে বাতিল করে দিয়েছে ও। সিনেমা জগতে কেউ কারও সম্পর্কে সত্যি কথা বলে না। সুযোগ পেলে সবাই সবার চরিত্রহনন করছে। কাকে ল্যাং মারা যায়, কে কাকে বিপদে ফেলতে পারে, প্রশংসার সুরে কে কার কতটা নিন্দা করতে পারে, সারাক্ষণ শুধু তারই প্রতিযোগিতা চলছে। ওদের কথা শুনে বোঝা মুশকিল ঠিক কোথায় সত্য শেষ হলো বা কোথা থেকে শুরু হলো মিথ্যা।

জিজ্ঞেস করলে মোনাকার বয়স চব্বিশ। একটু খোঁজ নিলে বিশ্বস্ত মহল থেকে জানা যাবে, এই দাবি নাকি গত চোদ্দ বছর ধরে করা হচ্ছে। ওই একই মহল থেকে বলা হবে, সেজন্যেই শিফন স্কার্ফ ব্যবহার করে মেয়েটা, কারণ ওটা না থাকলে নাকি আসল বয়স ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাকে ডাইনী বলে আখ্যায়িত করবে, এমন লোকের অভাব নেই। তার স্প্যানিয়েল কুকুর দুটো সম্পর্কেও নোংরা গল্প চালু আছে বাজারে। তবে আবার এ-ব্যাপারে সহানুভূতিসূচক মন্তব্যও পাওয়া গেছে– মানুষকে না হোক, রক্ত-মাংসের কিছু বা কাউকে তো তার ভালবাসতেই হবে, সেই ভালবাসার প্রতিদান কারও বা কিছুর কাছ থেকে তাকে তো পেতেও হবে। শোনা যায়, প্রথমে সে বিড়াল পোষে, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। কারণ প্রতিদান হিসেবে তাকে ভালবাসেনি বিড়াল। তবে একটা ব্যাপার ধ্রুব সত্য–মোনাকা শুধু গ্রীক দেবীর সৌন্দর্যই ধারণ করে না, তার অভিনয় প্রতিভাও তুলনাবিহীন। মোনাকা মানেই বক্স অফিস হিট। তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যে যাই বলুক, সেখানে রহস্য আর উত্তেজক উপাদান থাকায় জনপ্রিয়তা আরও যেন বেড়েছে। ব্যক্তিগত জীবন উন্নতির পথে বাধা, অন্তত তার ক্ষেত্রে সে-কথা বলা চলে না। সে ফন গোলডার মেয়ে, হয়তো সেজন্যে কিছু

বাড়তি সুবিধে পায়। তবে এ-ও সবাই জানে যে বাপ-মেয়ের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। মার্ভেলাস প্রডাকশনের একজন ফুল পার্টনার মোনাকা। ট্যাকারকে যারা তার স্বামী বলে সন্দেহ করে, তারা বলে শুধু বাপকে নয়, স্বামীকেও ভয়ানক ঘৃণা করে মোনাকা।

চেহারা একটু ফ্যাকাসে দেখালেও, তাকে রানার অসুস্থ বলে মনে হলো না। কি কি ট্যাবলেট ক'টা করে খেয়েছে জেনে নিয়ে একটা ব্যবস্থা-পত্র লিখল ও, তারপর বেরিয়ে এল প্যাসেজে। না, কুকুর দুটোর জন্যে ঘুমের ওষুধ বা আর কিছু দেয়নি ও।

কাউন্ট আর কেডিপাসের কেবিনটা প্যাসেজের ঠিক উল্টোদিকে। দু'বার নক করল রানা, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। তৃতীয়বার নক না করেই ঢুকে পড়ল ভেতরে, ঢুকেই বুঝতে পারল কেন কোন সাড়া পায়নি। কেবিনে কেডিপাস আছে, কিন্তু রানা কেয়ামত পর্যন্ত নক করলেও শুনতে পাবার কথা নয় তার।

দুই

হাস্যোজ্জ্বল, ফুর্তিবাজ কেডিপাস এত থাকতে ব্যারেন্ট সী-তে এসে মরল! জীবনের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে এমন কাউকে যদি কখনও দেখে থাকে রানা তো সে কেডিপাস। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে লাশ, কিন্তু চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

কাউন্টের কথাই ঠিক, গোটা মেঝে তরল ময়লায় ভরে আছে; টক টক গন্ধটাও পাচ্ছে রানা। বিছানায় নয়, বাঙ্কের নিচে পড়ে রয়েছে কেডিপাস, মাথাটা পিছন দিকে এত বেশি বাঁকানো, যেন পিঠ ছুঁতে চেয়েছিল। রক্তও দেখল রানা, বেশ অনেক রক্ত, এখনও শুকায়নি–কেডিপাসের মুখে আর মুখের পাশে মেঝেতে। অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে লাশ, হাত আর পা এমন এলোমেলোভাবে ছড়ানো যে অসম্ভব বলে মনে হয়, আঙুলের গিঁটগুলো সাদা হয়ে রয়েছে। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, বলছিলেন কাউন্ট। রানাও বুঝতে পারছে, খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে কেডিপাস। কিন্তু কষ্ট পেলে তো চিৎকার করবে সে, তাই না? গলা বেশিরভাগ সময় খালি ছিল না, তবু চিৎকার করার মত সময় পায়নি এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে তিন দেবতা সমস্বরে যেভাবে হুঙ্কার ছাড়ছিল, তার চিৎকার কারও শুনতে পাবার কথা নয়। হঠাৎ মনে পড়ল রানার–জক মুরের কেবিনে ছিল ও, মুরের সঙ্গে কথা বলার সময় একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল ওর। রক গায়কদের হুঙ্কার আর একজন মৃত্যুপথযাত্রীর চিৎকার, দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে–সেটা ওর ধরতে পারা উচিত ছিল।

হাঁটু গেড়ে বসল রানা, লাশটা পরীক্ষা করল। তারপর খোলা চোখ দুটো বন্ধ করে দিল, শক্ত হয়ে যাবে ভেবে এলোমেলো হাত-পা সিধে করতে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করল ওগুলো একেবারে কাদার মত নরম। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও, তালা লাগাল দরজায়, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পকেটে ভরল চাবিটা। কাউন্ট যেমন দাবি করেন, সত্যি তিনি যদি সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি হন, রানা চাবি নিয়ে যাওয়ায় খুশি হবেন ভদ্রলোক।

'কি বললেন?' মুখের রঙ সামান্য একটু গাঢ় হলো ফন গোলডার। 'আমি কি শুনতে ভুল করলাম? আপনি বলতে চাইছেন, সে নেই?'

'নেই।' ডাইনিং সেলুনে ফন গোলডার সঙ্গে একা রয়েছে রানা। রাত এখন দশটা, ঠিক সাড়ে ন'টায় ক্যাপটেন ডানহিল আর চীফ এঞ্জিনিয়ার জেংকিনস যে-যার কেবিনে চলে গেছেন। পরবর্তী দশ ঘণ্টা ওখানেই তাঁরা থাকবেন, নিষেধ করা আছে এই সময়টা কেউ যেন তাঁদেরকে বিরক্ত না করে। ফন গোলডাকে বসিয়ে রেখে স্টুয়ার্ড'স প্যানট্রি থেকে ব্র্যাণ্ডির একটা বোতল নিয়ে এল রানা, ফিরে এসে দেখল এখনও সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছেন ভদ্রলোক। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকালেন রানার দিকে, কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। রানা ভাবল, আঘাত? নাকি উদ্বেগ? এরকম প্রতিক্রিয়া হবার কারণ কি? সন্দেহ নেই, পরিচিত যে-কারও মৃত্যু সংবাদই একটা আঘাত। মৃত্যুটা যদি নিকট বা প্রিয় কারও হয়, আঘাতটা স্বভাবতই অসাড় করে দেয়। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, দুর্ভাগা কেডিপাসের জন্যে ফন গোলডার মনে যদি কোন স্নেহ-ভালবাসা থাকেও, এতদিন তিনি তা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে গোপন করে রেখেছিলেন। কিংবা তিনি হয়তো অনেকের মত সাগরে কারও মৃত্যু হওয়াটাকে অশুভ বলে মনে করেন। হয়তো ভাবছেন, কেডিপাসের এভাবে চলে যাওয়া তাঁর লোকজনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। অথবা তিনি হয়তো এই মুহূর্তে একজন পাকা ব্যবসায়ী হিসেবে মনে মনে বিচলিত বোধ করছেন। কেডিপাসকে নিয়ে তিনটে আলাদা কাজ করিয়ে নিচ্ছিলেন–সে ছিল হেয়ারড্রেসার, মেক-আপ আর্টিস্ট ও ওয়ার্ড্রোব ম্যান। চিন্তার কথা তো বটেই, বিশাল ব্যারেন্ট সাগরে বদলি লোক এখন কোথায় পাবেন তিনি।

কর্কশ, চাপা গলায় ফিসফিস করলেন ফন গোলডা। 'এ কিভাবে সম্ভব! কেন মারা গেল?' ব্র্যাণ্ডির বোতলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে গ্লাসে এত জোরে ঢাললেন, সাদা টেবিলক্লথ অনেকটা ভিজে গেল।

'হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, তাই।'

ঢক ঢক করে গ্লাসটা খালি করে ফেললেন ফন গোলডা। এই আচরণ যদি তাঁর কোন রকম অভিনয় হয়, নিঃসন্দেহ ওভার-অ্যাকটিং হয়ে যাচ্ছে। 'কিভাবে মারা গেল?'

'খুব কষ্ট পেয়ে, বলব আমি। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন মৃত্যুর কারণ কি, কিছুই বলতে পারব না।'

'বলতে পারবেন না? কেন বলতে পারবেন না? আপনাকে আমরা সবাই

একজন ডাক্তার হিসেবে জানি।' সীটে স্থিরভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ফন গোলডার। ইভনিং স্টার দোল খাচ্ছে অনবরত, ফলে এক হাতে টেবিলের কিনারা ধরে থাকতে হচ্ছে। আর বাঁ হাতে ধরা ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা, মনে হলো, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। 'কারণটা কি সী সিকনেক?'

'সী-সিকনেস তাকে পেয়ে বসেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আপনি আমাকে বলেছেন সী-সিকনেসে কেউ মারা যায় না।'

'তা তিনি যানওনি।'

'আপনি বলেছেন কারও যদি হার্টের অসুখ, পেটে আলসার বা হাঁপানি থাকে... ।'

'কেডিপাস মারা গেছেন পয়জনে।'

রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন ফন গোলডা, চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারপর গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে এক ঝটকায় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন–প্রকাণ্ডদেহী একজন লোকের জন্যে কাজটা সহজ নয়। এই সময় কাত হয়ে পড়ল ইভনিং স্টার। খপ করে গ্লাসটা ধরে ফেলল রানা, তা না হলে টেবিল থেকে পড়ে যেত। ঘাড় ফেরাতে দেখল হোঁচট খেতে খেতে স্টারবোর্ডের দিকে এগোচ্ছেন ফন গোলডা, ওদিকের দরজা দিয়ে আপার ডেকে বেরুনো যায়। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন তিনি। বাতাসের হুঙ্কার আর সাগরের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর বমি করার শব্দ। কয়েক মুহূর্ত পর ভেতরে ঢুকলেন, বন্ধ করলেন দরজা, টলতে টলতে ফিরে এসে ধপাস করে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে। তাঁর চেহারা সাদা হয়ে গেছে। গ্লাসটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল রানা, ব্র্যাণ্ডিটুকু ঢকঢক করে খেয়ে ফেললেন, তারপর হাত বাড়ালেন বোতলটার দিকে। আরও কয়েক ঢোক গলায় ঢেলে ফিসফিস করলেন, 'পয়জন?'

'দেখে মনে হলো স্ট্রিকনীন।'

'স্ট্রিকনীন! স্ট্রিকনীন! গ্রেট গড! স্ট্রিকনীন! আপনি... আপনাকে পোস্ট-মর্টেম করতে হবে।'

'পোস্ট-মর্টেম সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই, মি. গোলডা,' বলল রানা। 'পোস্ট-মর্টেম করার জন্যে যে-ধরনের ফ্যাসিলিটি দরকার, ইভনিং স্টারে তা নেই। তাছাড়া, আমিও প্যাথোলজিতে বিশেষজ্ঞ নই। পোস্ট-মর্টেম করতে হলে কেডিপাসের মা-বাবা অথবা স্ত্রীর অনুমতি লাগবে। ব্যারেন্ট সাগরে এখন আপনি তাদেরকে কোথায় পাবেন? ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারী একজন ডাক্তারের নির্দেশও দরকার হবে আপনার। কোথায় পাবেন তাঁদের? তাছাড়া, সরকারী ডাক্তার বা ম্যাজিস্ট্রেট পোস্ট-মর্টেমের নির্দেশ তখনই দেবেন যখন তাঁরা মনে করবেন মৃত্যুটায় কারও হাত আছে। এখানে সে-ধরনের কিছু সন্দেহ করা হচ্ছে না।'

'সে-ধরনের কিছু সন্দেহ করা হচ্ছে না? কিন্তু আপনি বললেন... ।'

'আমি বলেছি, দেখে মনে হলো স্ট্রিকনীন। স্ট্রিকনীন পয়জনিঙের লক্ষণ হলো, পিঠ এমন অসম্ভব বাঁকা হয়ে যাবে যে মনে হবে শুধু মাথা আর গোড়ালির ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে শরীর। খিঁচুনি উঠবে, কুঁকড়ে যাবে হাত-পা। আর চেহারায় থাকবে আতঙ্ক। কিন্তু আমি তাঁকে সিধে করার সময় দেখলাম, হাত-পা কুঁকড়ে শক্ত হয়ে যায়নি। তাছাড়া, সময়ের হিসেবটাও মেলে না। স্ট্রিকনীনের প্রথম লক্ষণ ধরা পড়বে দশ মিনিটের মধ্যে, এবং জিনিসটা খাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনি শেষ। ডিনারে বসে এখানে আমাদের সঙ্গে অন্তত বিশ মিনিট ছিলেন কেডিপাস, তখন তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি আমরা। সী-সিকনেস ছিল শুধু। আর তিনি মারা গেছেন এইমাত্র–স্ট্রিকনীন এত সময় নেয় না।

'তাছাড়া,' বলে সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল রানা। 'তাছাড়া, কেডিপাসের মত ভালমানুষকে কে বিষ খাইয়ে মারতে যাবে? আপনার লোকজনের মধ্যে সেরকম সাইকো কেউ আছে নাকি, যে শুধু মজা পাবার জন্যে খুন করবে? ঘটনাটা আপনার মনে কোন চিন্তা আনছে? কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে?'

'না। না, আমি এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু... কিন্তু পয়জন। আপনি বললেন... ।'

'ফুড পয়জনিং।'

'ফুড পয়জনিং! কিন্তু মানুষ ফুড পয়জনিঙে মরে না। নাকি আপনি টোমেন পয়জনিঙের কথা বলতে চাইছেন?'

'না, তা বলছি না, কারণ টোমেন পয়জনিং বলে কিছু নেই। যত খুশি টোমেন খেতে পারেন আপনি, কোন ক্ষতি হবে না। তবে ফুড পয়জনিঙে আপনি অনেকভাবে আক্রান্ত হতে পারেন–যেমন, মাছে পারদ থাকতে পারে। খাওয়ার যোগ্য ভেবে ব্যাঙের ছাতা খেলেন, কিন্তু দেখা গেল সেটা আসলে খাওয়ার যোগ্য ছিল না। তবে সবচেয়ে জঘন্য হলো স্যালমনেলা। সন্দেহ নেই, ওটায় মানুষ মরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ওই জাতেরই একটা বিষ–স্যালমনেলা এনটারাইটিডিস–ত্রিশজন লোককে কাবু করে ফেলে। স্টোক-অন-ট্রেন্ট, জায়গাটার নাম। ছ'জন মারা যায়। এরচেয়েও ভয়ানক হলো ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম, বটুলিনাস-এর সৎ ভাই বলা যেতে পারে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ধারণা, এক রাতে গোটা একটা শহর খালি করে ফেলতে পারে। না, এই বিষক্রিয়ার কোন চিকিৎসা নেই। হয় এটা, কিংবা এটার মত কিছু একটা নিশ্চয়ই খেয়েছিল কেডিপাস।'

'আই সী, আই সী।' আরও কয়েক ঢোক ব্র্যাণ্ডি খেলেন ফন গোলডা, তারপর রানার দিকে তাকালেন, চোখ দুটো মুরগীর ডিম হয়ে আছে। 'গুড গড! এর কি মানে, আপনি বুঝতে পারছেন না, ডক্টর রানা? আমরা সাংঘাতিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি, আমরা সবাই! কি যেন নাম বললেন...ওই বিষ জঙ্গলে লাগা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তে পারে... ।'

'চিন্তা করবেন না। ওটা সংক্রামক নয়।'

'কিন্তু গ্যালি... ।'

'ভেবেছেন সে-কথা আমার মনে পড়েনি? বিষটা ওখান থেকে আসেনি। এলে আমরা সবাই এতক্ষণে মারা যেতাম। আমি ধরে নিচ্ছি আমরা যা খেয়েছি কেডিপাসও তাই খেয়েছিলেন–মানে, তাঁর খিদে নষ্ট হবার আগে। তখন আমি খেয়াল করিনি ঠিক কি খেয়েছিলেন, তবে তাঁর দু'পাশে যারা বসেছিলেন

তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। মানে কাউন্ট আর মুনফেস, তাই না?'

'মুনফেস?'

'মিকি মুনফেস−আপনার ক্যামেরা ফোকাস অ্যাসিস্ট্যান্ট না কি যেন।'

'ও! আপনি ব্যারনের কথা বলছেন!' একজন ব্যারনের চেহারা ও আচরণ যেমন হবার কথা, মিকি মুনফেসের চেহারা ও আচরণ ঠিক তার বিপরীত, বোধহয় সেজন্যেই তাকে ব্যারন বলা হয়। 'শয়তানটা কখনও কিছু দেখে নাকি? টেবিল থেকে কখনও চোখ তোলে? তবে বড়িউলা···হ্যাঁ, সে সব কিছু লক্ষ করে।'

'ওদের সঙ্গে কথা বলব আমি। গ্যালি, ফুড স্টোর আর কোল্ড রূমও চেক করব। কেডিপাস নিজের আলাদা কোন খাবার কেবিনে রাখত কিনা তা-ও দেখব। আপনি কি চান, আপনার তরফ থেকে ক্যাপটেন ডানহিলের সঙ্গে দেখা করি আমি?'

'ক্যাপটেন ডানহিল?'

রানা ধৈর্য হারায়নি। 'ক্যাপটেনকে জানাতে হবে। লগ বুকে লিখতে হবে মৃত্যুর কথা। দরকার হবে একটা ডেথ সার্টিফিকেটের−সেটা, জাহাজে যদি কোন ডাক্তার না থাকেন তাঁরই দেয়ার কথা−তবে আমাকেও তাঁর অনুমতি নিয়ে সার্টিফাই করতে হবে। তাছাড়া, তাঁকে তো সৎকারের প্রস্তুতিও নিতে হবে। লাশ ভাসিয়ে দিতে হবে সাগরে। আমার ধারণা, কাল সকালে হলেই ভাল হয়।'

শিউরে উঠলেন গোলডা। 'ইয়েস, প্লীজ। প্লীজ, তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। হ্যাঁ, তাই তো, ভাসিয়ে দিতে হবে সাগরে। আমি তাহলে যাই, ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করে কি ঘটে গেছে বলি তাকে।' ক্লার্ক বিশপ একাধারে প্রোডাকশন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কোম্পানী অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও মার্ভেলাস প্রোডাকশনের সিনিয়র পার্টনার। কোম্পানীর অর্থনৈতিক দিকটা তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন বলে ধারণা করা হয়। 'তারপর আমি শুতে যাব। হ্যাঁ, শুতে যাব, কারণ আমার বিশ্রাম দরকার। জানি, শুনতে বিদঘুটে লাগছে, বিশেষ করে বেচারা কেডিপাস ওখানে ওভাবে পড়ে থাকায়। কিন্তু আমি···আমি সাংঘাতিক আপসেট ফিল করছি।' সেজন্যে তাঁকে দায়ী করতে পারল না রানা, এতটা অসুখী মানুষ আগে কখনও দেখেনি ও।

'আপনার কেবিনে কয়েকটা পিপিং ট্যাবলেট দিয়ে আসতে পারি আমি।'

'না-না। এই অস্থিরতা কাটিয়ে উঠব।' তাঁবু আকৃতির জ্যাকেটের পকেটে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা ভরে টলতে টলতে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেলেন গোলডা।

স্টারবোর্ড সাইডের দরজার দিকে এগোল রানা, কবাট খুলে বাইরে তাকাল। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ তো বটেই, দ্রুত আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাতাসের তাপমাত্রা এখন ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে, মাথার ওপর সাদা পর্দার মত দেখা যাচ্ছে প্রথম দফার তুষার। সাগরে ঢেউগুলো এখন আর ঢেউ নয়, বিপুল জলরাশির সচল উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে, যখন যেদিকে খুশি ছুটছে, যদিও মূল গতি পুব দিক। ইভনিং স্টার এখন আর শুধু ঝাঁকি বা দোল খাচ্ছে না, ঢেউয়ের মাথা থেকে আছাড় খেয়ে নিচে পড়ছে, পানির সঙ্গে সংঘর্ষে আওয়াজ তুলছে কামান দাগার মত। সামনের দিকে ঝুঁকে ওপর দিকে তাকাল রানা, ফোরমাস্টের মাথায় উড়তে থাকা পতাকাটা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। পতাকার ডগা থাকবে সরাসরি স্টারবোর্ডের দিকে, কিন্তু তা নেই, রয়েছে স্টারবোর্ড কোয়ার্টারের দিকে। তারমানে বাতাস ঘুরে গিয়ে এখন বইছে উত্তর-পুবে। এর তাৎপর্য সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই, তবে ভাল কিছু নয় বলেই সন্দেহ করল। ভেতরে পিছিয়ে এসে অনেক কষ্টে দরজাটা বন্ধ করা গেল। ব্রিজে ওয়েন আছে, সে অত্যন্ত দক্ষ নাবিক, এটাই সান্ত্বনা। স্টুয়ার্ড'স প্যানট্রিতে এসে একটা ব্ল্যাক লেবেলের বোতল নিল ও, আগের বোতলটা ফন গোলডা নিয়ে গেছেন।

বোতল নিয়ে ক্যাপটেনের টেবিলে চলে এল রানা, বসল ক্যাপটেনের চেয়ারে। গ্লাসে খানিকটা পানীয় ঢেলে বোতলটা নামিয়ে রাখল ক্যাপ্টেন ডানহিলের ট্রলিতে।

রানা ভাবছে ফন গোলডাকে সত্যি কথাটা বলেনি কেন। সম্ভবত ভদ্রলোককে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি, তাই। যে হারে ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছিলেন, তাঁকে বিশ্বাস করে কথাটা বলতে পারেনি ও।

একটা ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই, কেডিপাস স্ট্রিকনীন খেয়েছিল বলে বা কেউ তাকে স্ট্রিকনীন খাইয়েছিল বলে মারা যায়নি। না, তার মৃত্যুর কারণ ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম-ও নয়। নির্দিষ্ট এই অ্যানিরোব থেকে যে টক্সিন পাওয়া যায় তা মারাত্মকই, ওর বর্ণনার মধ্যে কোন অতিরঞ্জন ছিল না। তবে সৌভাগ্যই বলতে হবে যে গোলডা জানেন না ইনকিউবেশন পিরিয়ড চার ঘণ্টার কম হওয়াটা বিরল ঘটনা। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি আটচল্লিশ ঘণ্টাও সময় লাগে। তবে এই দেরির কারণে ফলাফলে কোন পার্থক্য ঘটে না। এমন ঘটার সম্ভাবনা সামান্য হলেও আছে, কেডিপাস হয়তো বাড়ি থেকে টিনে ভরা কোন বিষাক্ত খাবার এনেছিল, বিকেলের দিকে খেয়েছিল তা। কিন্তু তাহলে ডিনার টেবিলে লক্ষণগুলো ধরা পড়ত। অথচ ত্বকের রঙে পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু লক্ষ করেনি রানা। তাহলে ধরে নিতে হয়, কোন ধরনের সিসটেম্যাটিক পয়জন তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। কিন্তু মুশকিল হলো এ-ধরনের পয়জন সংখ্যায় অনেক বেশি, আর রানাও এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয়। তাছাড়া, বিষক্রিয়ায় কেউ মারা গেলেই এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিঙে প্রতিদিন বহু লোক মারা যাচ্ছে।

লী সাইডের দরজা খুলে গেল, টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল দুটো মূর্তি। দু'জনই তরুণ, দু'জোড়া চোখেই চশমা, বাতাসে ওড়া চুলে দুটো মুখই প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। রানাকে দেখতে পেল তারা, ইতস্তত করল, পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর ফেরার জন্যে ঘুরতে শুরু করল। হাত তুলে ডাকল রানা। দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এল দু'জন। টেবিলে বসে মুখ থেকে চুল সরাল। এবার চিনতে পারল রানা−একজন ডোনা পামেলা, ফন গোলডার কনটিনিউইটি গার্ল; অপরজন হুপার। হুপারের পুরো নাম কি, তা বোধহয় কেউই জানে না। কোম্পানীতে তার পদের নাম−ক্ল্যাপার/লোডার। অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির যুবক, সম্প্রতি যাকে

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। খুবই বুদ্ধিমান ছেলে সে, তবে যে-কোন কিছুতে দ্রুত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বুদ্ধিমান, যদিও বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে না। তার ধারণা, দুনিয়ায় গ্ল্যামার যদি কোথাও থাকে তো আছে ছবির জগতে।

'আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মি. রানা!' ক্ষমাপ্রার্থনা করল হুপার। বোঝা যায়, রানাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করে সে। 'আমরা জানতাম না…সত্যি কথা বলতে কি, আমরা নির্জন একটা জায়গা খুঁজছিলাম।'

'পেয়েও গেছেন,' বলল রানা। 'এখানে মি. গোলডার স্কচ আছে, ইচ্ছে হলে খেতে পারবেন।' স্কচ ওদের দরকারও, দু'জনকেই খুব ম্লান দেখাচ্ছে।

'না, ধন্যবাদ, মি. রানা। আমরা ওসব খাই না।' হুপারের মতই ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল পামেলা, তার গলাও খুব মিষ্টি। লম্বা চুল পিঠ ঢেকে কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। বোঝা যায়, বহু বছর কোন হেয়ারড্রেসার তার চুলে হাত লাগাবার সুযোগ পায়নি। নিশ্চয়ই মনে একটা খেদ নিয়ে মরেছে কেডিপাস। পামেলার মুখে কোন মেকআপ নেই, এমনকি লিপস্টিকও ব্যবহার করেনি। চমশার কাঁচ দুটো বিরাট, ডাঁটি দুটো হাড়ের তৈরি। হাবভাব ও চোহারায় স্মার্ট অর্থাৎ 'নিজেকে আমি রক্ষা করতে পারি' ভাব। ভাবটা সম্ভবত কৃত্রিম।

'কোথাও কোন জায়গা পেলেন না বুঝি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিক্রিয়েশন রুমে জায়গা থাকলেও নির্জনতা নেই,' বলল পামেলা। 'ওরা তিন…ওরা তিন…।'

'দেবতা,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, ওঁরা ওখানে খুব হৈ-চৈ করছেন। কিন্তু লাউঞ্জ তো খালি থাকার কথা।'

'নেই,' বলল হুপার। তার বিরক্ত হবার কথা, যদিও চোখের তারায় কৌতুক দেখা গেল। 'ওখানে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। পা'জামা পরে। মি. মুর।'

'তাঁর হাতে দেখলাম চাবির বিরাট একটা গোছা।' ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে একবার চেপে ধরল পামেলা। 'তিনি একটা দরজা খোলার চেষ্টা করছিলেন, ওই দরজার ভেতরই মি. গোলডা তাঁর বোতলগুলো রাখেন।'

'হ্যাঁ, এ-ধরনের কাজ মি. মুরের পক্ষে সম্ভব,' বলল রানা। ওর কোন মাথাব্যথা নয় ব্যাপারটা। ও শুধু আশা করতে পারে কাজটা করার সময় মুর যেন গোলডার চোখে ধরা পড়ে না যান। 'আপনারা কিন্তু নিজেদের কেবিনে গেলেও পারতেন।'

'না, অসম্ভব! আমরা সেটা পারি না।'

'ও, আচ্ছা।' হুপারকে নিয়ে কেন নিজের কেবিনে যেতে পারবে না পামেলা, কিংবা পামেলাকে নিয়ে হুপারই বা কেন নিজের কেবিনে যেতে পারবে না? এমন কি হতে পারে, নিজেদের কেবিন পবিত্র দেখতে চায় ওরা? ভাবতে ভাবতে স্টুয়ার্ড'স প্যানট্রি হয়ে গ্যালিতে চলে এল রানা।

গ্যালিটা ছোট, সুন্দরভাবে সাজানো আর অত্যন্ত পরিষ্কার। স্টেনলেস স্টীল ও চীনামাটির তৈজস-পত্র সবই হাল-ফ্যাশনের। এত রাতে গ্যালিতে কাউকে পাবে না বলে মনে করেছিল রানা, কিন্তু দেখল শেফ'স হ্যাট পরা চীফ কুক মরিসন রয়েছে। হ্যাটের দু'পাশে কাঁচাপাকা চুল বেরিয়ে আছে তার, স্টোভের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছে। সিধে হলো সে, ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখল। মনে হলো একটু যেন অবাকই হয়েছে।

'ইভনিং, মি. রানা।' হাসল মরিসন। 'আমার কিচেনে মেডিকেল ইন্সপেকশন, ডক্টর?'

'আপনার অনুমতি নিয়ে, হ্যাঁ।'

মরিসনের মুখের হাসি অদৃশ্য হলো। 'ঠিক বুঝলাম না, মি. রানা।' ইচ্ছে করলে কঠিন হতে পারে লোকটা, রয়্যাল নেভীতে প্রায় ত্রিশ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

'দুঃখিত। স্রেফ একটা ফরমালিটি। জাহাজে ফুড পয়জনিঙের একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি শুধু চারদিকটা ঘুরে দেখছি।'

'ফুড পয়জনিং? এই গ্যালিকে দায়ী করা যাবে না, নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি আমি। সাতাশ বছর কুক হিসেবে ছিলাম রানীর ব্যক্তিগত প্রমোদতরীতে। কেউ যদি বলে আমার গ্যালি স্বাস্থ্যসম্মত নয়…।'

'তা কেউ আপনাকে বলছে না,' তার মতই কঠিন সুরে বলল রানা। 'দেখাই যাচ্ছে, জায়গাটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বিষটা যদি এখান থেকেও ছড়ায়, দোষ আপনার হবে না।'

'এখান থেকে ছড়াতে পারে না,' গম্ভীর সুরে প্রতিবাদ করল মরিসন, তার নীল চোখ কঠিন হয়ে উঠল। 'মাফ করবেন, এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত।' রানার দিকে পিছন ফিরল সে, স্টোভে বসানো পাতিলের ওপর ঝুঁকল আবার।

কথা বলার মাঝখানে কেউ পিছন ফিরে দাঁড়ালে ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারে না রানা, কাজেই ওর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো লোকটাকে আবার নিজের দিকে ফিরতে বাধ্য করে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল, মরিসনের অহমিকায় আঘাত লেগেছে, কাজেই তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ না করলেও চলে। 'আপনি দেখছি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছেন, মি. মরিসন,' নরম সুরে বলল ও।

'ব্রিজের জন্যে ডিনার তৈরি করছি,' শুকনো গলায় বলল মরিসন। 'মি. রবসন আর মি. গ্যাবনের জন্যে। এগারোটায় ডিউটি শেষ হবে তাঁদের, তখন একসঙ্গে খেতে বসবেন।'

'আসুন, প্রার্থনা করি, বারোটার দিকে দু'জনেই যেন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে।'

রানার দিকে ধীরে ধীরে ঘুরল মরিসন। 'আপনার এই কথার মানে, ড. রানা?'

'মানে হলো, একবার যা ঘটেছে, দ্বিতীয়বারও তা ঘটতে পারে। ভেবে দেখেছেন, কি অদ্ভুত আচরণ করছেন আপনি? একবারও তো জানতে চাইলেন না কে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বা এখন সে কেমন আছে।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, স্যার।'

'আপনার বুঝতে না পারাটাও আমার কাছে ভারি অদ্ভুত লাগছে। বিশেষ করে এই জন্যে যে এই গ্যালিতে তৈরি খাবার খেয়েই লোকটা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

'ক্যাপটেন ডানহিলের কাছ থেকে নির্দেশ পাই আমি,' বলল মরিসন, চেহারা থমথম করছে। 'প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে নয়।'

'রাতের এই সময় ক্যাপটেন কোথায় আছেন বা কি করছেন, সবাই তা জানে। আমার সঙ্গে একবার আসবেন না, কি করেছেন নিজের চোখে একবার দেখবেন না? আক্রান্ত লোকটার কথা বলছি।'

'আমি করেছি? কি করেছি আমি?' আবার রানার দিকে পিছন ফিরল মরিসন, স্টোভ থেকে পাতিলটা নামাল, তারপর মাথা থেকে হ্যাটটা। 'চলুন, দেখা যাক আমি ভয় পাই কিনা।'

নিচে নেমে এসে কেডিপাসের কেবিনের দরজা খুলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে মগজে ধাক্কা মারল গন্ধটা। ও যেমন ফেলে রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে কেডিপাস, তবে আগের চেয়ে যেন আরও বেশি মৃত বলে মনে হচ্ছে তাকে- মুখ আর হাত থেকে রক্ত নেমে যাওয়ায় স্বচ্ছ সাদাটে দেখাচ্ছে ওগুলো। মরিসনের দিকে ফিরল ও। 'এবার বলুন, ভয় পাবার মত ব্যাপার নয়?'

কথা না বলে লাশটার দিকে প্রায় দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল মরিসন, চেহারা আরও লালচে হয়ে উঠল। হঠাৎ ঘুরল সে, কেবিন থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে হাঁটা দিল। দরজায় তালা লাগিয়ে তার পিছু নিল রানা, প্যাসেজের দু'দিকের দেয়ালে ঘন ঘন ধাক্কা খাচ্ছে।

প্যাসেজ থেকে ডাইনিং সেলুনে ঢুকল রানা। ট্রলি থেকে ব্ল্যাক লেবেলের বোতলটা তুলে নিয়ে হুপার আর পামেলার দিকে তাকিয়ে হাসল, আবার প্যাসেজ হয়ে চলে এল গ্যালিতে। হুপার আর পামেলা কি ভাবল কে জানে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর গ্যালিতে রানার সঙ্গে যোগ দিল মরিসন। রীতিমত অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। জীবনে বহু কিছু দেখেছে সে, সন্দেহ নেই, তবে পয়জনিঙে কষ্ট পেয়ে মরা লোককে দেখা ভীতিকর একটা অভিজ্ঞতাই বটে। একটা গ্লাসে খানিকটা স্কচ ঢেলে তাকে দিল রানা, এক ঢোকে সে-টুকু খেয়ে ফেলল সে। কাশল বার কয়েক, বোধহয় সেজন্যেই আগের রঙ খানিকটা ফিরে এল চেহারায়।

'কি বিষ?' খসখসে গলায় জানতে চাইল সে। 'কি ধরনের বিষ একটা লোককে ওভাবে মারতে পারে? গড, এরকম বীভৎস দৃশ্য জীবনে আমি দেখিনি।'

'কি বিষ বলতে পারব না। সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি। এবার কি আমি চারদিকটা দেখতে পারি?'

'গড, হ্যাঁ, অবশ্যই। প্রথমে কি দেখতে চান বলুন।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'এগারোটা বেজে দশ মিনিট।'

'এগারোটা বেজে…মাই গড, ব্রিজের কথা তো একদম ভুলে গেছি!' অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে ব্রিজের জন্যে ডিনার তৈরি করল মরিসন–দুই ক্যান অরেঞ্জ জুস, একটা টিন ওপেনার, সূপ ভর্তি একটা ফ্লাস্ক; মেইন কোর্স থাকল ঢাকনি লাগানো ক্যারিয়ারে। এ-সব একটা বেতের বাস্কেটে ভরল সে, সঙ্গে থাকল তৈজস-পত্র আর বিয়ারের দুটো বোতল, সব মিলিয়ে সময় নিল মাত্র দু'মিনিট।

গ্যালিতে মরিসন অনুপস্থিতও থাকল দুই কি আড়াই মিনিট। ইতিমধ্যে গ্যালির শেলফ আর রিফ্রিজারেটরে কি কি খাবার জিনিস আছে দেখে নিল রানা। খাদ্যে বিষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে যন্ত্রপাতি বা সুযোগ সুবিধে ইভনিং স্টারে তো নেইই, থাকলেও যোগ্যতার অভাবে রানার পক্ষে তা পরীক্ষা করা সম্ভব হত না। কাজেই ওকে এখন নির্ভর করতে হবে নাক, জিভ আর দৃষ্টির ওপর–দেখে, স্বাদ নিয়ে আর গন্ধ শুঁকে। হাতের কাছে যে-সব খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেল সেগুলোর মধ্যে কোনও গোলমাল আছে বলে মনে হলো না। মরিসনের দাবি যথার্থ, তার গ্যালি অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত।

মরিসন ফিরে আসতে রানা বলল, 'আজ রাতের মেনুটা আবার শোনান।'

'অরেঞ্জ জুস বা পাইনঅ্যাপেল জুস, ষাঁড়ের লেজ…।'

'সবই টিন থেকে?' উত্তরে মাথা ঝাঁকাল মরিসন। 'দু'একটা দেখান।' প্রতিটি আইটেমের দুটো করে টিন খুলল রানা, সব মিলিয়ে ছ'টা, মরিসনের চোখের সামনে স্বাদ ও গন্ধ পরখ করল। টিনজাত খাবারের স্বাদ যেমন হবার কথা, প্রায় কোন স্বাদই পাওয়া গেল না। তবে বিষ যে নেই, এটুকু পরিষ্কার।

'মেইন কোর্স?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ল্যাম্ব চপ, ব্রাসেল্‌স্‌, হর্সর‍্যাডিশ, বয়েল্ড পটেটো?'

'জ্বী। তবে এ-সব এখানে রাখা হয় না।' রানাকে নিয়ে পাশের রূমে চলে এল মরিসন, এখানে ফল আর শাকসব্জি রাখা হয়। তারপর নিচের কোল্ড রূমে নামল, এখানে হুকে আটকানো সারি সারি ঝুলছে গরু, ভেড়া, ছাগল আর শূকরের মাংস। যা দেখবে বা পাবে বলে আশা করেছিল তাই দেখল ও পেল রানা–কিছুই না। মরিসনকে জানাল, যা ঘটে গেছে তার জন্যে সে দায়ী নয়, তারপর গ্যালি থেকে উঠে এল আপার ডেকে, প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ক্যাপটেন ডানহিলের কেবিনের সামনে।

হাতল ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ভেতর থেকে তালা দেয়া থাকায় ঘুরল না সেটা। বেশ কয়েকবার নক করল, কোন সাড়া পেল না। এরপর হাত ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত ঘুসি মারল কবাটে। সবশেষে কয়েকটা লাথি। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল ও। ভাবল, রবসন বোধহয় বলতে পারবে এখন কি করা উচিত।

গ্যালিতে ফিরে এল রানা, এখন সেখানে মরিসন নেই। প্যানট্রি হয়ে ডাইনিং সেলুনে চলে এল। বাল্কহেড সেটী-তে বসে আছে পামেলা আর হুপার, চারটে হাত পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে, ম্লান দুটো মুখের মাঝখানে ব্যবধান মাত্র তিন ইঞ্চি, পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত এক সম্মোহিত দৃষ্টিতে। কোথায় যেন শুনেছে বা পড়েছে রানা, প্রেমের অঙ্কুর ডাঙার চেয়ে জলেই নাকি তাড়াতাড়ি উদ্‌গত হয়। তবু বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না, এরকম ঝড়ের রাতে ঝরঝরে একটা ট্রলারে মানুষ রোমান্টিক হয়ে ওঠে কিভাবে!

ক্যাপটেন ডানহিলের চেয়ারে বসল রানা, গ্লাসে সামান্য একটু পানীয় ঢেলে বলল, 'চিয়ার্স!'

শিরদাঁড়া খাড়া করল ওরা, তারপর লাফ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলো–যেন একজোড়া ইলেকট্রনিক পুতুল, রানা বোতামে চাপ দেয়ায় ঝাঁকি খেয়েছে। ডোনা পামেলা অভিযোগের সুরে বলল, 'আপনি আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, মি. রানা!'

'দুঃখিত।'

'তবে আমরা চলেই যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে আমি সত্যি দুঃখিত।' হুপারের দিকে তাকাল রানা। 'একদম অন্য রকম, না? ইউনিভার্সিটির সঙ্গে মেলে?'

'পার্থক্য তো আছেই।'

'ওখানে আপনি কি পড়ছিলেন?'

'কেমিস্ট্রি।'

'কতদিন?'

'তিন বছর। মানে, প্রায় তিন বছর আর কি।' আবার সশ্রদ্ধভঙ্গিতে হাসল হুপার। 'কেমিস্ট্রিতে আমি ভাল করব না, এটা বুঝতেই অতগুলো দিন পেরিয়ে গেল।'

'আপনার বয়স এখন কত?'

'বাইশ চলছে।'

'কিসে ভাল করবেন তা জানার প্রচুর সময় রয়েছে হাতে,' বলল রানা। 'আপনাদের দু'জনকেই জিজ্ঞেস করছি, চেষ্টা করে দেখুন জবাব দিতে পারেন কিনা। আজ রাতের ডিনারে তো আপনারাও ছিলেন, তাই না?' দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। 'কেডিপাসের প্রায় সরাসরি উল্টোদিকে বসেছিলেন আপনারা, ঠিক?'

'আমার তাই ধারণা,' বলল হুপার।

কেমন হতে যাচ্ছে শুরুটা! কোথায় বসেছিল সে-সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে শুধু। 'কেডিপাস সুস্থবোধ করছেন না। আমি জানার চেষ্টা করছি, এমন কিছু তিনি খেয়েছিলেন কিনা যা তাঁর পেটে সহ্য হয়নি বা যা খেলে তাঁর অ্যালার্জি হবার কথা। কি কি খেয়েছেন আপনারা কেউ কি লক্ষ করেছেন?'

চেহারায় অনিশ্চিতভাব, পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

'মুরগি?' উৎসাহ দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিংবা হয়তো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ?'

'আমি দুঃখিত, মি. রানা,' পামেলা বলল। 'আমি…আমরা আসলে অত খুঁটিয়ে কিছু দেখি না কখনও।'

ওদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। বোঝাই যায়, নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল দু'জন যে নিজেরা কি খেয়েছে তা-ও সম্ভবত বলতে পারবে না। কিংবা হয়তো খায়ইনি কিছু। তারমানে, স্বীকার করতে হয়, রানা নিজেও খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ করেনি।

ইতিমধ্যে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাল সামলাবার জন্যে আঁকড়ে ধরে আছে পরস্পরকে, কারণ পায়ের তলা থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছে ডেক। 'আপনারা যদি নিচে যান,' বলল রানা, 'কাউন্ট বট্টিউলাকে বলবেন, তাঁর জন্যে এখানে আমি অপেক্ষা করছি। তাঁকে আপনারা রিক্রিয়েশন রূমে পাবেন।'

'বিছানায়ও থাকতে পারেন,' বলল হুপার। 'ঘুমিয়ে।'

'আর যেখানেই থাকুন,' বলল রানা, 'বিছানায় অবশ্যই থাকবেন না।'

ঠিক এক মিনিট পর হাজির হলেন কাউন্ট। তাঁর মুখ থেকে ভুর ভুর করে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ বেরুচ্ছে। অভিজাত চেহারায় বিব্রত ভাব। 'খুবই অস্বস্তিকর। বলার মত নয়। বলতে পারেন, একটা মাস্টার কী কোথায় পেতে পারি আমি? ওই ছোকরা কেডিপাস একটা ইডিয়ট। ভেতর থেকে কেবিনের দরজা বন্ধ করে ঘুম দিচ্ছে, ভাবতে পারেন? নিশ্চয়ই একগাদা পীপিং ট্যাবলেট গিলেছে। বহু চেষ্টা করেও জাগাতে পারলাম না। ব্যাটা নর্দমার কীট!'

ভদ্রলোকের কেবিনের চাবিটা পকেট থেকে বের করল রানা। 'কেডিপাস ভেতর থেকে তালা দেননি। বাইরে থেকে আমি দিয়েছি।'

এক মুহূর্ত রানার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন কাউন্ট, তারপর ফ্লাস্কটার দিকে হাত বাড়ালেন। যেন কি ঘটেছে বুঝতে পারাতেই তাঁর চেহারায় আঘাতজনিত বিস্ময় ফুটে উঠল। বিরাট কোন আঘাত নয়, সামান্যই, তবে রানার মনে হলো সামান্য হলেও তাঁর বিস্ময়টা নির্ভেজাল। ফ্লাস্কটা গ্লাসের ওপর উপুড় করলেন তিনি, দুই কি তিন ফোঁটা পড়ল মাত্র। হাত বাড়িয়ে খপ করে ব্ল্যাক লেবেলের বোতলটা তুলে নিলেন, বোতল থেকে সরাসরি স্কচ ঢাললেন গলায়- হাত একটুও কাঁপছে না। 'কেডিপাস আমার কথা শুনতে পায়নি? কিছু শুনতে পাবার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে?'

'আমি দুঃখিত। সম্ভবত তার খাবারের মধ্যে কিছু। কোন ধরনের কিলার টক্সিন, দ্রুত কাজ করে, শক্তিশালী, মারাত্মক কোন পয়জন।'

'একদম মরে গেছে?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একদম মরে গেছে?' বিড়বিড় করে একই কথা বারবার বলছেন কাউন্ট। 'আর আমি কিনা তাকে রাগ করে বলে এলাম পোয়াতী মেয়েদের মত দুর্বল হলে কোন পুরুষ মানুষের চলে না! আমি যখন রাগারাগি করে চলে এলাম, তখন সে আসলে মারা যাচ্ছিল?' আরও খানিকটা স্কচ খেলেন তিনি, মুখ কোঁচকালেন।

'বেশ, তাঁকে দেখে আপনার কোন সন্দেহ হয়নি। হ্যাঁ, আপনি যখন কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, কেডিপাস তখন মারা যাচ্ছিলেন। আপনি তো ডিনার টেবিলে তাঁর পাশেই বসেছিলেন, তাই না? কি খেয়েছেন আপনি, মনে আছে আপনার?'

'স্বাভাবিক খাবার, সবাই যা খায়।' কাউন্টকে বিচলিত দেখাল, তাঁর অভিজাত স্বভাব এতটা বিচলিত হওয়া সম্ভবত অনুমোদন করে না। 'আমি বরং বলব, কেডিপাসই অস্বাভাবিক খাবার খায়।'

'কাউন্ট বট্টিউলা, হেঁয়ালি করার সময় এটা নয়।'

'গ্রেপফ্রুট আর সানফ্লাওয়ার সীডস। মোটামুটি এই দুটো জিনিস খেয়েই বেঁচে ছিল সে। নিরামিষভোজী পাগলদের একজন আর কি।'

'তাই?'

আবার মুখ কোঁচকালেন কাউন্ট। 'কেডিপাস মাংস খেত না। আলুও পছন্দ করত না। কাজেই সে শুধু স্প্রাউট আর হর্সর‍্যাডিশ নিয়েছিল। আমার বিশেষভাবে মনে আছে, কারণ আমি আর মিকি ওকে আমাদের হর্সর‍্যাডিশ দিয়ে দিই, ও খুব পছন্দ করে বলে।' এমন ভঙ্গিতে কেঁপে উঠলেন তিনি, যেন তাঁর গা ঘিন ঘিন করছে। 'বর্বরদের খাবার, শুধু অজ্ঞ অ্যাংলো-স্যাক্সন জিভের জন্যে। এমন কি মিকিও জিনিসটা সহ্য করতে পারে না।' লক্ষ করার মত বিষয়, গোটা

ফিল্ম ইউনিটে কাউন্টই একমাত্র মিকি মুনফেসকে ব্যারন বলে সম্বোধন করেন না। সম্ভবত নিজে অভিজাত বলেই চান না যে টাইটেলের অপব্যবহার হোক।

'কেডিপাস ফ্রুট জুস নিয়েছিলেন?'

'বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা বার্লি ওয়াটার ছিল তার সঙ্গে।' ক্ষীণ হাসলেন কাউন্ট। 'ক্যানে ভরা যে-কোন খাবার সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল তার। এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিল সে।'

'সূপ নেননি?'

'অক্স-টেইল?'

'অক্স-টেইল বা অন্য কিছু?'

'কেডিপাস তো তার মেইন কোর্সই শেষ করেনি–মানে, স্প্রাউট আর হর্সর‍্যাডিশ। আপনার হয়তো মনে আছে খুব তাড়াহুড়ো করে উঠে যায় সে।'

'মনে আছে। জাহাজে উঠলেই কি সী-সিকনেসে ভুগতেন তিনি?'

'জানি না। তাকে আপনি যখন থেকে চেনেন, আমিও প্রায় তখন থেকে চিনি। গত দু'দিন ম্লান আর ফ্যাকাসে দেখা গেছে। তবে সে তো সবাইকেই দেখা গেছে, তাই না?'

এই সময় ডাইনিং সেলুনে ক্লার্ক বিশপ ঢুকলেন। বাইরে ঝড়, অথচ তাঁর মাথায় সযত্নে আঁচড়ানো চুল একটু এদিক ওদিক হয়নি। ব্যাকব্রাশ করা, ঘন কালো, সিঁথিটা মাঝখানে। কেউ যদি বলে আঠাল ক্রীম লাগানো হয়েছে, রানা অবিশ্বাস করবে না। শুধু চুল নয়, ভদ্রলোকের সব কিছুই অত্যন্ত পরিপাটি আর গোছালো। মানুষটাও তিনি শান্ত, নিজেকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। তাঁর চুলের স্টাইল পিচ্ছিল, কিন্তু তিনি নিজে তা নন–তাঁকে স্রেফ চালাক বলা যায়। ভদ্রলোক খুব লম্বা নন, আবার বেঁটেও নন; মোটা নন, আবার রোগাও বলা যাবে না। মুখটা মসৃণ, কোন ভাঁজ বা রেখা নেই। গোটা জাহাজে একমাত্র তাঁকেই পিন্‌স্‌-নে ব্যবহার করতে দেখছে রানা। চেহারার সঙ্গে জিনিসটা এত সুন্দর মানিয়ে গেছে যে ওটা ছাড়া তাঁর ছবি কল্পনাও করা যায় না। চলনে-বলনে অত্যন্ত সভ্য ও ভদ্র তিনি, যতটুকু হওয়া সম্ভব।

র‍্যাক থেকে একটা গ্লাস সংগ্রহ করলেন, ইভনিং স্টারের বেয়াড়াপনার কথা মনে রেখে সাবধানে অথচ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এলেন, বসলেন রানার ডান দিকের চেয়ারটায়, ব্ল্যাক লেবেলের বোতলটা ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মে আই?'

'ইজি কাম, ইজি গো,' বলল রানা। 'মি. গোলডার প্রাইভেট সাপ্লাই থেকে সরিয়েছি আমি ওটা।'

'স্বীকারোক্তি নোট করা হলো।' ক্লার্ক বিশপ নিজের গ্লাসে স্কচ ঢেলে চুমুক দিলেন। 'আমিও আপনার সহযোগী হলাম। চিয়ার্স।'

'আমি ধরে নিচ্ছি সরাসরি মি. গোলডার কাছ থেকে এলেন আপনি,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছেন উনি। খুবই মর্মান্তিক··· ছেলেটার কথা বলছি। আহা বেচারা!' এটাও বিশপের একটা বৈশিষ্ট্য–যে-কোন ঘটনায় প্রথমে তিনি মানবিক দিকটা দেখেন, যদিও বেশিরভাগ কোম্পানী অ্যাকাউন্ট্যান্টের প্রথমে চিন্তা হবে মৃত্যুটা কোম্পানীর কাজে কতটুকু বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তবে রানা ভাবল, মুখে যেটা প্রথম প্রকাশ করেন সেটাই কি তাঁর প্রথম চিন্তা? তারপর তিনি বললেন, 'জানতে পারলাম, এখনও আপনি মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি।'

'না, আমি কোন ক্লু পাইনি।'

'এভাবে কথা বললে কোনদিনই আপনি শার্লক হোমস হতে পারবেন না। তারচেয়েও ভয়ের কথা, আপনার ডাক্তারী সার্টিফিকেট কেড়ে নেয়া হতে পারে।'

থাকলে তো কাড়বে, মনে মনে বলল রানা। 'পয়জন, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আর কিছু জানা যাচ্ছে না। সী-গোয়িং মেডিকেল লাইব্রেরি, জাহাজে চড়ার সময় ডাক্তারদের সঙ্গে সাধারণত যেটা থাকে, আমার সঙ্গেও সেরকম একটা লাইব্রেরি আছে। কিন্তু তাতেও তেমন লাভ হচ্ছে না। একটা বিষকে চিনতে হলে হয় আপনাকে কেমিকেল অ্যানালাইসিস করতে হবে, কিংবা আক্রান্ত রোগীর শরীরে বিষ কিভাবে কাজ করছে তা নিজের চোখে দেখতে হবে। প্রতিটি বিষের অদ্ভুত সব আলাদা আলাদা লক্ষণ আছে। কিন্তু আমি পৌঁছুবার বেশ খানিক আগেই মারা গেছেন কেডিপাস। তাছাড়া, প্যাথলজিক্যাল টেস্ট করার ফ্যাসিলিটি নেই এখানে।'

'মেডিকেল প্রফেশনের ওপর আমার যে-টুকু শ্রদ্ধা ছিল আপনি তা ধ্বংস করে দিচ্ছেন, মি. রানা। সায়ানাইড?'

'না, অসম্ভব।' মাথা নাড়ল রানা। 'কেডিপাস মরতে সময় নিয়েছে। সায়ানাইড কোন সময়ই দেয় না। তাছাড়া সায়ানাইড মানেই তো খুনের কেস। ভুল করে কেউ সায়ানাইড খেয়ে ফেলেছে বা কাউকে খাইয়ে দেয়া হয়েছে, এমন ঘটনা কখনও শুনিনি। কেডিপাসের মৃত্যু, আমি নিশ্চিত, মার্ডার নয়–অ্যাক্সিডেন্ট।'

আরও খানিকটা স্কচ নিলেন বিশপ। 'কি করে বুঝলেন যে অ্যাক্সিডেন্টই?'

অ্যাক্সিডেন্ট নয়, জানে রানা; তাই খুব সাবধানে জবাব দিতে হলো। 'প্রথমত, বিষ খাওয়ানোর কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি। ডিনারের সময় হওয়ার আগে পর্যন্ত পুরোটা বিকেল নিজের কেবিনে একা ছিলেন তিনি।' কাউন্টের দিকে তাকাল ও। 'কেবিনে কি কেডিপাসের নিজের আলাদা কোন খাবার ছিল?'

বিস্মিত হলেন কাউন্ট। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

'জানি না। আন্দাজ করছি। ছিল?'

'ছিল না মানে! দুটো বাস্কেটে ভরা একগাদা কাঁচের জার। আপনাকে তো আগেই বোধহয় বলেছি, টিনের খাবার দু'চোখের বিষ ছিল কেডিপাসের। জারগুলোয় সে দুনিয়ার ভেজিটেবল প্রোডাক্টস ভরে নিয়ে এসেছিল···আহা, বেচারা!'

'রহস্যটা হয়তো ওই জারগুলোতেই লুকিয়ে আছে। ক্যাপটেনকে বলতে হবে ওগুলো তিনি যেন নিজের দখলে রাখেন, ফেরার পর পরীক্ষা করাতে হবে। আবার সুযোগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নিজের কেবিন থেকে সরাসরি এখানে, ডাইনিং সেলুনে চলে আসেন কেডিপাস, আমরা যা খেয়েছি তিনি-ও তাই

খেয়েছেন··· ।'

'ফ্রুট জুস খায়নি, সূপ খায়নি, ল্যাম্ব চপ খায়নি, আলু খায়নি,' বললেন কাউন্ট ।

'ও-সব খাননি । তবে তিনি যা খেয়েছেন আমরা সবাই তা খেয়েছি । এরপর তিনি সরাসরি নিজের কেবিনে ফিরে যান । দ্বিতীয়ত, তাঁর মত নিরীহ একজন লোককে কেন কেউ খুন করতে যাবে? তিনি আমাদের সবারই প্রায় অপরিচিত, তাই না? কারণ উইক থেকে জাহাজে ওঠেন, তখনই তাঁকে আমরা প্রথম দেখি । তাছাড়া, এরকম ছোট একটা জায়গায় কোন্ পাগল তাঁকে বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করবে, বিশেষ করে খুন করে পালিয়ে যাবার কোন উপায় যখন নেই? জানা কথা, উইকে ফিরে দেখব পুলিস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ।'

'পাগলটা হয়তো জানে যে সুস্থ একজন মানুষ ঠিক এভাবেই চিন্তা করবে,' বললেন বিশপ ।

'ইংরেজ রাজাটার কি যেন নাম, অতিভোজনের কারণে মারা গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট । 'বাইন বা ওই ধরনের কি যেন একটা মাছ খেয়ে? আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব আমাদের দুর্ভাগা কেডিপাসও হয়তো হর্সর‍্যাডিশ বেশি খেয়ে ফেলার কারণে পটল তুলেছে ।'

'যথেষ্ট হয়েছে ।' চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল রানা । যদিও সঙ্গে সঙ্গে উঠল না । কাউন্টের কথাগুলো ওর মাথায় অনেক ভেতরে কোথাও যেন ক্ষীণ একটা বেল বাজিয়ে দিয়েছে, এত দূরে আর অস্পষ্ট যে কান পেতে না থাকলে শুনতেই পেত না । লক্ষ করল, দু'জনেই তাঁরা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন । একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও । 'এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় । কেডিপাসের জন্যে কিছু সময় দিতে হবে··· ।'

'বোধহয় ক্যানভাস দরকার হবে,' বললেন বিশপ ।

'হ্যাঁ, মুড়তে হবে তাকে । তারপর কাউন্টের কেবিন পরিষ্কার করতে হবে । লগবুকে লিখতে হবে মৃত্যুর কথা । ডেথ সার্টিফিকেট । সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে মি. ওয়েনকে··· ।'

'মি. ওয়েন কেন?' বিস্মিত হলেন কাউন্ট । 'কমাণ্ডিং অফিসার নন কেন?'

'ক্যাপটেন ডানহিল নিদ্রাদেবীর কোলে,' বলল রানা । 'চেষ্টা করেও তুলে আনতে পারিনি ।'

'উনি যা নেশা করেন,' মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন বিশপ, 'ঘুম ভাঙাতে হলে দরজা ভাঙতে হবে ।'

'এক্সকিউজ মি, জেন্টেলমেন ।' সরাসরি নিজের কেবিনে চলে এল রানা, তবে ডেথ সার্টিফিকেট লেখার জন্যে নয় । ক্লার্ক বিশপকে যেমন বলেছে ও, ইভনিং স্টারে একটা মেডিকেল লাইব্রেরি সত্যি তুলে এনেছে, আকারে সেটা খুব ছোটও নয় । মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স অ্যাণ্ড টক্সিকোলজি, টেক্সট বুক অভ ফরেনসিক ফার্মেসী, লিগ্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড টক্সিকোলজি, এরকম আরও কয়েকটা বই শেলফ থেকে নামিয়ে প্রথমে সূচীপত্রের ওপর চোখ বুলাল ও । যা খুঁজছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেল ।

পরিচ্ছেদটার নাম 'সিসটেম্যাটিক পয়জনস' । প্রথমেই অ্যাকোনাইট অর্থাৎ বিষাক্ত উদ্ভিদের মূল বা শিকড়ের কথা বলা হয়েছে । কোন শিকড়ের কি নাম, সেগুলো থেকে কি ধরনের বিষ পাওয়া যায়, বিস্তারিত লেখা আছে । তার মধ্যে একটা হলো– Aconitum napellus আজ পর্যন্ত যত বিষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে মারাত্মক । ০·০০৪ গ্রামই একজন মানুষকে মেরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট । যেখানে ব্যবহার করা হবে, মনে হবে জায়গাটা জ্বলে যাচ্ছে, ঝিনঝিন করবে, অসাড় হয়ে যাবে; মাত্রা বেশি হয়ে গেলে প্রচণ্ড বমি হবে, নড়াচড়া করার শক্তি থাকবে না, অনুভূতি থাকবে না, বোধশক্তি হারিয়ে যাবে, অসম্ভব কুঁকড়ে যাবে হৃৎপিণ্ড, ফলে মৃত্যু অনিবার্য । তারপর বলা হয়েছে চিকিৎসার কথা । সবশেষে বিশেষ দ্রষ্টব্যে সাবধান করা হয়েছে–অ্যাকোনাইটের শিকড়কে প্রায়ই হর্সর‍্যাডিশ বলে ভুল করা হয়, হর্সর‍্যাডিশ ভেবে খেয়ে বহু লোক মারাও যায় ।

লেখাটার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে রানা, তবে পড়ছে না, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে ইভনিং স্টারে । এখনও এগোচ্ছে জাহাজ, এঞ্জিনগুলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে চালু রয়েছে, তবে চালচলন যেন আগের মত নয় । বদলে গেছে দোল খাওয়ার ভঙ্গিটা । আগের চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় সত্তর ডিগ্রী কাত হয়ে যাচ্ছে । তুলনায় উঁচু-নিচু হবার বা আছাড় খাবার মাত্রা কমে গেছে, অশান্ত সাগরের সঙ্গে বো-র সংঘর্ষ আগের মত কামান দাগছে না ।

পাতাটা ভাঁজ করল রানা, বন্ধ করল বইটা, তারপর টলতে টলতে এগোল প্যাসেজ ধরে । কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠল, লাউঞ্জ হয়ে বেরিয়ে এল আপার ডেকে । বাইরে অন্ধকার, তবে এত অন্ধকার নয় যে পানির পাহাড়গুলোকে দেখতে পাবে না । বাতাস অনুভব করে বুঝতে পারল ঝড়টা কোন দিক থেকে বইছে । ঢেউয়ের মাথায় বিস্ফোরিত হচ্ছে সাদা ফেনা । হঠাৎ পানির একটা পাহাড়কে ধেয়ে আসতে দেখে আঁতকে উঠল রানা, পিছিয়ে এসে হ্যাণ্ডরেইল আঁকড়ে ধরে তৈরি হলো আত্মরক্ষার জন্যে । ঢেউ বলে চেনা যাচ্ছে না, যেন জ্যান্ত একটা পাহাড়–সাদা ও কালো শিরা দেখা যাচ্ছে, অশুভ, প্রলয়ঙ্করী–মাথাচাড়া দিচ্ছে পোর্টসাইডে, বীম-এর ঠিক সামনে । রানার মাথা ছাড়িয়ে আরও অন্তত দশ ফুট উঁচু । নিশ্চিতভাবে জানে ও, কয়েক শো টন পানি নিয়ে ট্রলারের ফোরডেকে আছাড় খেতে যাচ্ছে ঢেউটা । ঘটনাটা না ঘটার কোন কারণ দেখতে পেল না ও, তবু ঘটল না–ঢেউটা ওদের ওপর চড়াও হতে যাচ্ছে, দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী গহ্বরটা আরও গভীর হলো স্টারবোর্ড সাইডে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে চল্লিশ ডিগ্রী কাত হয়ে সেই গহ্বরের ভেতর ডাইভ দিল ইভনিং স্টার, পোর্ট সাইড থেকে ঢেউটার চাপ খেয়ে আরও যেন সেঁধিয়ে গেল নিচের দিকে । তারপর বজ্রপাতের মত পরিচিত আওয়াজটা শুনতে পেল রানা, মান্ধাতা আমলের স্টীল প্লেট আর নাট-বল্টুগুলো একযোগে গুঙিয়ে উঠে প্রতিবাদ জানাল । সাদা, বরফ শীতল ফেনা ঢেকে দিল স্টারবোর্ড সাইডের ডেক, ঘূর্ণি সৃষ্টি করল রানার পায়ের চার পাশে, তারপর হুড়মুড় করে নেমে গেল সাগরে । ইতিমধ্যে আবার সিধে হতে

শুরু করেছে ইভনিং স্টার, যদিও সিধে হয়ে থামল না, কাত হতে শুরু করল এবার পোর্ট সাইডে।

এ-সবে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, নিরাপত্তা বা জীবনের জন্যে কোন হুমকি নয়। ইভনিং স্টার একটা আর্কটিক ট্রলার, এ-ধরনের শাস্তি সহ্য করার মত ক্ষমতা আছে ওটার। উদ্বেগের কারণ হলো, বিশাল আকৃতির ওই ঢেউটা ট্রলারের পোর্ট বোতে লাগায় কোর্স থেকে প্রায় বিশ ডিগ্রী সরে গেছে ওরা। সরে গেল, সরেই থাকল, কেউ ওটাকে আগের পথে ফিরিয়ে আনল না। পরের ঢেউটা অত বড় নয়, তবে আরও পাঁচ ডিগ্রী পুব দিকে সরে গেল ওরা। এবারও সরেই থাকল।

ব্রিজে ওঠার জন্যে মইয়ের দিকে ছুটল রানা। কোন সন্দেহ নেই, মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে ওখানে।

তিন

কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলো রানা, এক ঘণ্টা আগে ঠিক যেখানে এলিনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। এবারের ধাক্কাটা আরও নিরেট, প্রতিপক্ষ 'উফ্' করে উঠল। ব্যথায় বা হাঁপিয়ে উঠে কোন মেয়ে যখন গোঙায় বা কাতরায়, আওয়াজটা যে পুরুষের নয় তা বেশ পরিষ্কারই বোঝা যায়। রানার মনে হলো, একই জায়গায় একই মেয়ের সঙ্গে আবারও ধাক্কা খেয়েছে সে। মোনাকা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে তার স্প্যানিয়েল দুটোকে নিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর পামেলা হয় হুপারের সঙ্গে আছে নয়তো হুপারকে স্বপ্ন দেখছে। দু'জনের কেউই বাইরে ঘোরাঘুরি খুব একটা পছন্দ করে না।

ক্ষমা চাওয়ার মত করে কিছু বলল রানা, পাশ কাটিয়ে মইয়ের ধাপে পা রাখল, এই সময় ওর বাহু আঁকড়ে ধরল প্রতিপক্ষ দুই হাতে। 'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আমি জানি। কি?' এলিনার গলা শান্ত, তবে তার চিৎকার সাগরের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল। ডাক্তাকে ছুটতে দেখলে যে-কেউ ধরে নেবে কোথাও নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে, সেটাই স্বাভাবিক। রানা কিছু বলতে যাবে, সুযোগ না দিয়ে এলিনা আবার বলল, 'সেজন্যেই আমি ডেকে উঠে এসেছি।' রানার আর কিছু বলা হলো না, কারণ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওর চেয়ে আগেই বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে। তবে অ্যাকোনাইটের শিকড় যে হর্সর‍্যাডিশের মত দেখতে, এ-কথা এলিনার জানা না থাকায় ওর আর তার চিন্তার মধ্যে পার্থক্য আছে।

'জাহাজ কারও নিয়ন্ত্রণে নেই,' বলল রানা। 'ব্রিজে সম্ভবত কেউ দায়িত্ব পালন করছে না। কোর্স থেকে সরে গেছি আমরা।'

'আমি কোন সাহায্যে আসব?'

এলিনা কাজের মেয়ে। 'অবশ্যই। গ্যালিতে একটা হট-ওয়াটার ইলেকট্রিক হিটার আছে, স্টোভের পাশে। একটা জাগে খানিকটা গরম পানি ঢেলে আনুন, তবে খুব বেশি গরম হলে আবার খাওয়া যাবে না। সঙ্গে একটা মগ আর বেশ খানিকটা লবণ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল এলিনা। চার সেকেণ্ড পর হুইল-হাউসে ঢুকল রানা। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল চার্ট-টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে কে যেন, আরেকটা মূর্তি হুইলের কাছে সিধে হয়ে বসে আছে। ব্যস, শুধু এইটুকুই দেখতে পাচ্ছে। মাথার ওপর বালব দুটো ম্লান হলুদ আভা ছড়াচ্ছে, অন্ধকার তাতে দূর হবার নয়। হুইলের ঠিক সামনে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলটা আরও পনেরো সেকেণ্ড পর দেখতে পেল রানা, তবে রিয়োস্ট্যাট খুঁজে পেতে দু'সেকেণ্ডের বেশি লাগল না। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, ওটা ধরে সেদিকে সবটুকু ঘুরিয়ে দিল ও। অকস্মাৎ সাদা আলোয় ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ।

চার্ট-টেবিলে রয়েছে ওয়েন, হুইলে গ্যাবন। ওয়েন কাত হয়ে পড়ে আছে। আর গ্যাবন সিধে হয়ে বসে থাকলেও, তার অবস্থা ফার্স্ট মেটের চেয়ে কোনও দিক থেকে ভাল নয়। যে যে-ভঙ্গি বেছে নিয়েছে, তা থেকে নড়ার শক্তি নেই কারও। দু'জনের মাথাই বাঁকা হয়ে হাঁটু ছুঁতে চাইছে, দু'জনেই যে যার পেট চেপে ধরে আছে। কেউ কোন শব্দ করছে না। সম্ভবত দু'জনের কেউই কোন ব্যথা অনুভব করছে না, শরীরের বিকৃত ভঙ্গি বোধহয় সচেতন কোন প্রয়াসের ফল নয়, শারীরিক মেকানিজমের দ্বারা আপনাআপনি ঘটেছে। আবার এ-ও হতে পারে, ওদের কণ্ঠনালী অকেজো বা অসাড় হয়ে গেছে।

প্রথমে ওয়েনকে পরীক্ষা করল রানা। প্রতিটি জীবনই গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত ভুক্তভোগীরা তাই ভাববে, কিন্তু এই কেসে সমষ্টির মঙ্গলকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ও, আর কাকতালীয়ভাবে সমষ্টির মধ্যে সে-ও একজন–ইভনিং স্টারে যদি কোন বিপদ দেখা দেয়, রানার মনে হচ্ছে ওর পাশে সবচেয়ে জরুরী দরকার ওয়েনকে।

ওয়েনের চোখ খোলা, তার দৃষ্টিতে সচেতনতা বা বুদ্ধিও রয়েছে। এইমাত্র বইটায় পড়ে এসেছে রানা, বুদ্ধি সহজে লোপ পায় না, প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। ওয়েনের এটা কি শেষ মুহূর্ত? বইটায় বলা হয়েছে, নড়াচড়া থেমে যাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে গেছেও তাই। তারপর অনুভূতি অসাড় হয়ে যাবে, বোধহয় সেজন্যেই যন্ত্রণায় চিৎকার করছে না ওরা। এমন হতে পারে, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সাহায্যের আশায় গলা ফাটিয়েছে ওরা, কিন্তু আশপাশে কেউ ছিল না যে শুনতে পাবে। এখন ওরা কিছুই অনুভব করছে না। রানা লক্ষ করল, মেঝেতে দুটো মেটাল ক্যারিয়ার পড়ে আছে, দুটোই প্রায় খালি। কিন্তু কোথাও কোন বমির চিহ্ন নেই দেখে অবাক হলো ও।

হুইল-হাউসে ঢুকল এলিনা। কাপড়চোপড় ভিজে গেছে, এলোমেলো হয়ে আছে চুল। তবে তাড়াতাড়ি এসেছে সে, জিনিসগুলোও নিয়ে এসেছে, সঙ্গে একটা চামচ। 'এক মগ পানিতে ছ'চামচ লবণ মেশান। জলদি, জলদি!'

ওয়েনকে ধরে বসার ভঙ্গিতে স্থির করল রানা, এবার তার বগলের তলায় হাত ঢোকাচ্ছে, এই সময় শুধু জার্সি আর জিনস পরা একজন সীম্যান ঢুকল হুইল-হাউসে। জেমিসন, দু'জন কোয়ার্টারমাস্টারের মধ্যে সেই সিনিয়র। ডেকের লোক

দু'জনকে দেখল সে–শুধু তাকাল না। ওয়েন আর জেমিসন একই জাতের সীম্যান। 'ব্যাপারটা কি, ডাক্তার?'

'ফুড পয়জনিং।'

'এ-ধরনের কিছুই হবার কথা। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো, কিছু একটা বিপদ হয়েছে, কেউ আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে না।' বিশ্বাস করল রানা, যে-কোন অভিজ্ঞ সীম্যান এ-ধরনের বিপদ আঁচ করতে পারে, এমনকি ঘুমের মধ্যেও। তাড়াতাড়ি চার্ট-টেবিলের পাশে চলে এল সে, কম্পাসের দিকে তাকাল। 'পুব দিকে পঞ্চাশ ডিগ্রী অফকোর্স, মাই গড!'

'আমাকে একটু সাহায্য করুন, প্লীজ।'

ধরাধরি করে ওয়েনকে পোর্ট সাইডের দরজার দিকে নিয়ে এল ওরা।

মগে চামচ নাড়া থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল এলিনা। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওঁকে?'

'বাইরে, উইঙে।' কি ভাবছে এলিনা, ওয়েনকে সাগরে ফেলে দেবে ওরা? 'তাজা বাতাস এখন ওষুধের চেয়ে বেশি কাজ করবে।'

'কিন্তু বাইরে তো তুষার পড়ছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা।'

'ওয়েনও ভয়ানক অসুস্থ হতে যাচ্ছে। আপনার লবণের শরবত খেতে কেমন লাগবে চেখে দেখেন।'

চামচে খানিকটা পানি নিয়ে জিভে ঠেকাল এলিনা। মুখ বিকৃত করল সে। 'জহর!'

'ঢোক গিলতে পারবেন?'

আরেকবার চেষ্টা করল এলিনা। 'কোন রকমে।'

'মগে আরও তিন চামচ লবণ দিন।' ওয়েনকে বাইরে টেনে এনে বসার ভঙ্গিতে রাখল ওরা। ক্যানভাসের একটা পর্দা থাকলেও, বাতাস তাতে খুব একটা আটকাল না। ওয়েনের চোখ খোলা, ওদের কাজ-কর্ম দেখতে পাচ্ছে, কি ঘটছে সে-ব্যাপারে বোধহয় সচেতনও। মগটা তার ঠোঁটে ধরল রানা, তারপর কাত করল। কাজ হলো না, থুতনি থেকে গড়িয়ে পড়ল লবণ পানি। পরের বার তার মাথাটা পিছন দিকে কাত করল ও, জোর করে ঢুকিয়ে দিল মুখের ভেতর। বোঝা গেল, ওয়েনের অনুভূতি বা বোধশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়নি–মুখের পেশী আপনা থেকেই কুঁচকে গেল। উৎসাহ বোধ করল রানা, পরের বার পরিমাণে দ্বিগুণ লবণ পানি ঢালল মুখের ভেতর। এবার যেন নিজের চেষ্টাতেই সবটুকু গিলে নিল সে। দশ সেকেণ্ড পর রানার মনে হলো, ওয়েনের মত অসুস্থ মানুষ জীবনে সে দেখেনি। এলিনার প্রতিবাদ ও জেমিসনের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে আরও পুরো এক মগ লবণ পানি খাওয়াল ও। ওয়েনের কাশির সঙ্গে রক্ত বেরুতে দেখে মনোযোগ দিল গ্যাবনের দিকে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। এখনও ওদের হাতে অত্যন্ত অসুস্থ দু'জন রোগী। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে, সেই সঙ্গে সাংঘাতিক দুর্বল। তবে সুসংবাদ হলো, দুর্ভাগা কেডিপাস যে পথে গেছে সে পথে যাচ্ছে না তারা।

হুইলে রয়েছে জেমিসন, ইভনিং স্টার তার কোর্সে ফিরে এসেছে। এলিনা, তার খড় রঙের চুলে এখন তুষার জমেছে, উবু হয়ে বসে আছে গ্যাবনের পাশে, সেবা-শুশ্রূষা করছে। হুইল-হাউসের স্টর্ম-সিল-এ বসার মত সুস্থতা ফিরে পেয়েছে ওয়েন, যদিও ইভনিং স্টার বার বার কাত হচ্ছে বলে রানার একটা হাত ধরে থাকতে হচ্ছে তাকে। সুস্থতা ফিরে আসছে বটে, গলায় এখনও জোর পাচ্ছে না, কথা বললে কোন রকমে শোনা যাচ্ছে।

'ব্র্যাণ্ডি,' কর্কশ আওয়াজ বেরুল তার গলা থেকে।

'বইয়ে বলা হয়েছে না দেয়াই উচিত।' মাথা নাড়ল রানা।

'ব্র্যাণ্ডি,' আবার বলল ওয়েন, যেন রানার কথা শুনতে পায়নি।

উঠল রানা, ক্যাপটেন ডানহিলের ব্যক্তিগত রিজার্ভ থেকে একটা বোতল বের করে আনল। ওয়েনের পেটের ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে, কার্বলিক অ্যাসিড ছাড়া অন্য কিছু ওটার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বোতল থেকে সরাসরি খেলো সে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি করতে শুরু করল। রানা বলল, 'আমার বোধহয় প্রথমেই তোমাকে কনিয়্যাক দেয়া উচিত ছিল। তবে লবণ পানি অনেক সস্তা পড়ে।'

হাসতে চাইল ওয়েন, ব্যথার কারণে চেষ্টাটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আবার বোতলটা কাত করল সে। এবার পেটেই থেকে গেল কনিয়্যাক। তার পেটের কিনারাগুলো সম্ভবত ইস্পাত বা অ্যাসবেসটস দিয়ে মোড়া। বোতলটা তার হাত থেকে নিয়ে গ্যাবনের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, চোখ-মুখ কুঁচকে মাথা নাড়ল সে।

'হুইলে কে?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল ওয়েন, কথা বলার সময় প্রতিবার ব্যথা পাচ্ছে।

'জেমিসন।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়েন, মনে হলো সন্তুষ্ট। 'শালার জাহাজ,' বলল সে। 'শালার সাগর! আমি সী-সিক, ভাবা যায়! আমি?'

'আপনি অসুস্থ ঠিকই,' বলল রানা, 'তবে সাগরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।' ওয়েন আর গ্যাবনকে কেন কেউ মারতে চাইবে? প্রশ্নটা মাথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলল রানা, এ-সব নিয়ে পরে চিন্তা করার সময় পাওয়া যাবে। 'ব্যাপারটা ফুড পয়জনিং। ভাগ্যটা আমার ভাল। সময় মত এখানে পৌঁছুতে পেরেছিলাম।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল ওয়েন। কথা বললে কষ্টটা বাড়ে।

এলিনা বলল, 'মি. গ্যাবনের হাত আর মুখ বরফ হয়ে যাচ্ছে, ঠাণ্ডায় কাঁপছেন উনি। তাঁর মত আমিও।'

হুইলের সামনে একটা চেয়ারে ওয়েনকে বসিয়ে দিল রানা, তারপর এলিনাকে সাহায্য করল গ্যাবনকে দাঁড় করানোর কাজে। কাজটা ওরা শেষ করল, এই সময় কাউন্ট আর বিশপকে দেখা গেল মইয়ের মাথায়।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত আপনাকে পাওয়া গেল।' সামান্য একটু হাঁপিয়ে গেছেন বিশপ, তবে চুল তাঁর একটু নড়েনি। আপনাকে কোথায় না খুঁজছি আমরা... কি ব্যাপার? লোকটা কি মাতাল?'

'উনি অসুস্থ। কেডিপাসের মতই অসুস্থ, তবে ভাগ্যবান। আপনাদের

আতঙ্কের কারণ কি?'

'একই কেস, ড. রানা। এখুনি আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। মাই গড, এ যে দেখছি মহামারী দেখা দিয়েছে!'

'এক সেকেণ্ড।' গ্যাবনকে হুইল-হাউসের ভেতর নিয়ে এসে কয়েকটা লাইফজ্যাকেটের ওপর বসিয়ে দিল রানা। 'ফুড পয়জনিং, মি. বিশপ? কে তিনি?'

'হ্যাঁ, ফুড পয়জনিং…মানে, আপনি যদি তাই বলেন। মি. ফন গোলডা।'

পরে রানা মনে করতে পারবে না একটা ভুরু উঁচু করেছিল কিনা। শুধু মনে পড়বে, কথাটা শুনে একটুও অবাক হয়নি ও। যেহেতু অ্যাকোনাইট পয়জনিং, জাহাজের যে-কেউ আক্রান্ত হতে পারে। 'মিনিট দশেক আগে আমি তাঁর কেবিনে নক করি,' বলে যাচ্ছেন বিশপ, 'কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া পেলাম না। ভেতরে ঢুকে দেখি কথা বলার শক্তি নেই, কার্পেটের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন।'

অপ্রাসঙ্গিক একটা চিন্তা এল রানার মাথায়, শরীরটা প্রায় গোল হওয়ায় কার্পেটে গড়াগড়ি খাওয়ার জন্যে ফন গোলডার আকৃতিটাকে প্রায় আদর্শই বলা যায়। ব্যাপারটার কৌতুককর দিকটা লক্ষ বা উপভোগ করার সামর্থ্য তাঁর অবশ্য থাকার কথা নয়। জেমিসনকে জিজ্ঞেস করল ও, 'সাহায্য পাবার মত লোক আছে আপনাদের, কাউকে এখানে ডেকে নিতে পারবেন?'

'কোন সমস্যা নয়,' মাথা ঝাঁকাল কোয়ার্টার মাস্টার, ইঙ্গিতে ফোনটা দেখাল। 'মেস-ডেকে ফোন করলেই কেউ না কেউ চলে আসবে।'

'কোন দরকার নেই,' বললেন কাউন্ট। 'আমি থাকছি।'

'ভালই হলো।' ওয়েন আর গ্যাবনের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখুনি নিচে যাবার মত শক্তি নেই ওঁদের, সে চেষ্টা করলে কিনারা থেকে পানিতে পড়ে যেতে পারেন। ওঁদেরকে আপনি কয়েকটা কম্বল এনে দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই। আমার কেবিন… ।'

'তালা দেয়া। আমারটা খোলা। বিছানায় কম্বল আছে, আর আছে হ্যাঙ্গিং লকারের গোড়ায়।' কাউন্ট হুইল-হাউস থেকে বেরিয়ে যাবার পর জেমিসনের দিকে ফিরল রানা। 'ডিনামাইট দিয়ে দরজা ভাঙার চিন্তা বাদ দিলে, ক্যাপটেনের ঘুম ভাঙাবার উপায় কি? রাক্ষস রাবণের মেঝ ভাইকে তো আর আপনি চিনবেন না, ছ'মাসে একবার ঘুম ভাঙত তার, ঘুমের প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্যাপটেন সম্ভবত তাকেও হার মানাবেন।'

নিঃশব্দে হাসল জেমিসন, আবার ইঙ্গিতে ফোনটা দেখাল। 'ব্রিজ ফোনের রিসিভার তাঁর ঠিক মাথার কাছে। সার্কিটে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, ইচ্ছে করলে কল-আপ সাউণ্ড এত জোরে করতে পারি, তাঁর কানের পর্দা ফেটে যাবে।'

'তাঁকে বলবেন এখুনি যেন মি. গোলডার কেবিনে চলে আসেন।'

'ইয়ে…,' ইতস্তত করছে জেমিসন। 'রাত দুপুরে ঘুম ভাঙানো ক্যাপটেন পছন্দ করেন না। বিশেষ করে সঙ্গত কোন কারণ না থাকলে। ওয়েন আর গ্যাবন যখন সুস্থই হয়ে গেছে… ।'

'তাঁকে বলবেন, কেডিপাস মারা গেছেন।'

তবে ফন গোলডা অন্তত মারা যাননি। জাহাজের নাট-বল্টু গোঙাচ্ছে, গর্জন করছে সাগর, ফুঁসছে ঝড়, তাসত্ত্বেও দরজার বারো ফুট দূর থেকে তাঁর গলা শুনতে পেল ওরা। বিশপ যেমন বলেছেন, সত্যি তিনি কার্পেটে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, দু'হাতে খামচে ধরে আছেন গলা, যেন শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন নিজেকে। তাঁর চেহারা লালচে-বেগুনি হয়ে গেছে, চোখ দুটো রক্তবর্ণ, ঠোঁটের কোণে লালচে ফেনা, ঠোঁট দুটোও মুখের মত লালচে-বেগুনি। ওয়েন আর গ্যাবনের মধ্যে যে-সব লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলোর সঙ্গে কোনটাই মিলছে না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, বিষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে রানার দৌড়ও এখানে শেষ।

বিশপকে বলল ও, 'আসুন, ধরাধরি করে দাঁড় করাই, তারপর বাথরুমে নিয়ে যাই।' কেন নিয়ে যেতে হবে সেটা পরিষ্কার, তবে কাজটা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও। অসহযোগিতা করছে এমন একটা আড়াইশো পাউণ্ড জেলিফিশকে খাড়া করা ওদের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হলো। হাল ছেড়ে দিয়ে ওখানেই রোগীকে ফার্স্ট এইড দেয়ার কথা ভাবছে রানা, এই সময় চীফ এঞ্জিনিয়ার জেংকিনসকে নিয়ে কেবিনে ঢুকলেন ক্যাপটেন ডানহিল। রানার বিস্মিত হবার কারণ হলো, তাঁরা যে শুধু দ্রুত চলে এসেছেন তাই নয়, এসেছেন পুরোদস্তুর ড্রেস পরে। তারপর ড্রেসের ভাঁজ দেখে উপলব্ধি করল, সমস্ত কাপড়চোপড় পরেই ঘুমিয়েছিলেন তাঁরা। ওয়েন যাতে শিগ্‌গির সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্যে সংক্ষেপে একটু প্রার্থনা করল রানা খোদার কাছে।

'জানতে পারি, আসলে কি ঘটছে এখানে?' এক দেড় ঘণ্টা আগে ক্যাপটেন ডানহিল যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, এই মুহূর্তে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ও স্বাভাবিক। 'জেমিসন বলল, ইটালিয়ান ছেলেটা নাকি মারা গেছে… ।' রানা ও বিশপ এক পাশে সরে যাওয়ায় এই প্রথম ফন গোলডাকে দেখতে পেলেন তিনি, মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছেন। 'জেসাস ওয়েপ্ট!' সামনে এলেন তিনি, ভাল করে দেখলেন। 'কী সর্বনাশ… উনি অমন করছেন কেন?'

'ফুড পয়জনিং। এই একই বিষ খেয়ে মারা গেছেন কেডিপাস, ওয়েন আর গ্যাবনও মারা যেতে বসেছিলেন। আসুন, ধরুন, ভদ্রলোককে বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে।'

'পয়জন?' ঝট করে চীফ এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন, যেন সংশোধন আশা করছেন, আশা করছেন জেংকিনস প্রতিবাদ করে বলবেন, বিষ হতেই পারে না।

কিন্তু প্রতিবাদ করবেন কি, ক্যাপটেনের কথা সম্ভবত শুনতেই পাননি চীফ এঞ্জিনিয়ার। মেঝেতে মোচড় খাচ্ছেন ফন গোলডা, সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'পয়জন? আমার জাহাজে? কি বিষ? বিষ কোথায় পেল তারা? কে দিল তাদেরকে? কেন কেউ…?'

'আমি একজন ডাক্তার, শখের গোয়েন্দা নই। কে, কোথায়, কখন, কেন, কি–এ-সব কিছুই আমি বলতে পারব না। শুধু জানি, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছি তখন একজন মানুষ মারা যাচ্ছেন।'

ফন গোলডাকে বাথরুমে নিয়ে যেতে চারজন মানুষের আধ মিনিট লাগল।

কাজটাই এমন যে আদর-যত্নের সঙ্গে করার কোন সুযোগ নেই। অসম্ভব ভারি, টেনে-হিঁচড়ে বয়ে নিয়ে যাবার সময় অক্ষত থাকলেন এ-দাবি করা যাবে না। তবে সান্ত্বনা এই যে অক্ষত ও মৃত ফন গোলডার চেয়ে ক্ষতবিক্ষত ও জীবিত ফন গোলডাই সবার কাম্য। বইতে চিকিৎসা, বিকল্প চিকিৎসার কথা লেখা আছে, তবে হাতের কাছে লবণ পানি ছাড়া আর কিছু নেই। ওয়েন আর গ্যাবনের বেলায় যেমন কাজ হয়েছিল, দেখা গেল লক্ষণ না মিললেও গোলডার বেলায়ও মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে উপকার পাওয়া গেল। আবার তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হলো কেবিনে। এই মুহূর্তে তিনি তাঁর বাঙ্কে শুয়ে আছেন। এখনও অবশ্য কাঁপছেন, দুর্বোধ্য শব্দে গোঙাচ্ছেনও, তবে চেহারা থেকে এরই মধ্যে দূর হয়ে গেছে লালচে-বেগুনি রঙ। ঠোঁটের কোণে সেই ফেনাও আর নেই।

'এখন উনি ভালই আছেন বলে মনে হচ্ছে,' বিশপকে বলল রানা। 'তবু দয়া করে আপনি একটু নজর রাখুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি আমি।'

রানাকে দরজার কাছে দাঁড় করালেন ক্যাপটেন ডানহিল। 'যদি কিছু মনে না করেন, মি. রানা, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'পরে।'

'এখন। এই ভেসেলের মাস্টার হিসেবে...।'

তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। ইচ্ছে হলো বলে, জাহাজের মাস্টার হিসেবে আকণ্ঠ মদ খেয়ে নাক ডাকছিলেন তিনি, ওদিকে লোকজন সব মাছির মত মারা পড়ছিল। তবে এ-সব কথা বলে লাভ নেই কোন। ওর আসল উদ্বেগ, যা ঘটার কথা নয় তাই ঘটছে ইভনিং স্টারে, এবং ওর কোন ধারণা নেই কে দায়ী। 'মি. গোলডা বাঁচবেন, মি. ডানহিল,' বলল ও। 'উনি ভাগ্যবান, কারণ ওনার কেবিনে ঢুকতে চেয়েছিলেন মি. বিশপ। কিন্তু আর সবাই তাঁর মত ভাগ্যবান নাও হতে পারেন। হয়তো এই মুহূর্তে অনেকগুলো কেবিনে অনেকগুলো মানুষ মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এত দুর্বল যে দরজার কাছে পৌঁছুতে পারছে না। ইতিমধ্যে আমরা চারজনকে পেয়েছি, সংখ্যাটা বারো কি না বুঝব কিভাবে?'

'বারোজন? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো!' রানাকে অবাক করে দিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন ক্যাপটেন ডানহিল। 'চলুন, স্যার, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।' স্যার বলা হলো ক্ষমা প্রার্থনা বা আদর করার ছলে।

'কি দরকার, আমি একাই পারব।'

'যেমন এখানে, মি. গোলডার বেলায় পেরেছেন?'

সরাসরি রিক্রিয়েশন রূমে চলে এল ওরা। সব মিলিয়ে দশজন রয়েছে এখানে, সবাই পুরুষ, বেশিরভাগ চুপচাপ, প্রত্যেকেই অসুখী। এক হাতে সীট ধরে রেখে, অপর হাতে মদের গ্লাস নিয়ে কথা বলা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। তিন দেবতা, সম্ভবত ক্লান্তিবশতই, যে যার ইন্সট্রুমেন্ট একপাশে নামিয়ে রেখে তাদের বস্ হেনেরিক ব্রায়ানের সঙ্গে মদ্য পান করছে। ব্রায়ান ছোটখাট মানুষ, চেহারায় একগুঁয়েমির ভাব, মধ্যবয়স্ক। তিনি অ্যাঙলো-ডাচ, সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে আছেন। যখন এমনকি কাজ করছেন না তখনও তাঁর শরীরে আটকানো অসংখ্য স্ট্র্যাপ থেকে ইলেকট্রনিক্স ও রেকর্ডিং ইকুইপমেন্ট ঝুলতে থাকে। গুজব, ওগুলো ওভাবে নিয়েই তিনি ঘুমান। মিখায়েল ট্যাকারকে দেখে মনে হলো স্ত্রীকে নিয়ে তার যে দুশ্চিন্তা ছিল এখন আর তা নেই, ডগলাস হিউম ও অন্য দু'জন অভিনেতার সঙ্গে কথা বলছে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাড ফার্গুসন, অপরজন হ্যানস ব্রাখটম্যান।

তৃতীয় টেবিলটায় দেখা গেল স্টিল ফটোগ্রাফার ল্যারি আর্চারকে, সঙ্গে প্রপ ম্যান মরগান। কাউকেই গুরুতর অসুস্থ বলে মনে হলো না রানার, অন্তত বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত কোন রোগী এখানে নেই। ওদের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাল অনেকে, কেউ কেউ প্রশ্নও করল, তবে নিজেদের অপ্রত্যাশিত আগমন সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি হলো না রানা। মুখ খুললেই সময় নষ্ট, আর অ্যাকোনাইটের প্রতিক্রিয়া কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

হুপার আর পামেলাকে লাউঞ্জে পেল ওরা, আর কেউ নেই সেখানে। সবুজ হয়ে গেছে মুখ, তবে পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে একজন আরেকজনের দিকে এমন নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে আছে যেন আগামীকাল বলে কিছু নেই ওদের। নাক দুটো এত কাছাকাছি, পরস্পরকে ওরা দেখতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ হলো রানার। পামেলাকে এই প্রথম চশমা ছাড়া দেখল ও। হুপারের ভারি নিঃশ্বাস পড়ায় লেন্স ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই। সাধারণত চশমা খুললে নগ্ন আর অসহায় দেখায় মানুষকে, কিন্তু পামেলার বেলায় ঘটেছে উল্টোটা–তার বয়েস যেন হঠাৎ পাঁচ বছর কমে গেছে, কিংবা বলা চলে তার আসল বয়েসটা ফুটে উঠেছে চেহারায়, আগের চেয়ে অনেক সুন্দরীও লাগছে দেখতে। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, হুপারের দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল।

কাবার্ডটা এক কোণে, সেদিকে তাকাল রানা। কাঁচমোড়া দরজা অক্ষত দেখা যাচ্ছে, তারমানে জক মুরের চাবির গোছা বেশিরভাগ জিনিসই খুলতে পারে।

এরিক কার্লসন তাঁর কেবিনে ঘুমিয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ করছেন তিনি, সম্ভবত দুঃস্বপ্ন দেখছেন, তবে অসুস্থ যে নন তা পরিষ্কার বোঝা গেল। পাশের কেবিনটা রবার্ট হ্যামারহেডের, তাঁর বেড-বোর্ড এত উঁচু করা যে তাঁকে কোন রকমে দেখা গেল। তবে তিনিও ঘুমাচ্ছেন, অঘোরে। জক মুর তাঁর বাঙ্কে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন, হাত দুটো পেটের ওপর ভাঁজ করা, ডান হাতটা কম্বলের নিচে। কোন সন্দেহ নেই, একটা বোতলের গলা চেপে ধরে আছে তাঁর ওই হাত। মুখে তৃপ্তির হাসি।

মোনাকার কেবিনকে পাশ কাটিয়ে এল রানা, জানে সে ডিনার খায়নি। ওর জানামতে আর একটা মাত্র কেবিনে মানুষ আছে, সেটায় থাকে ফিল্ম ইউনিটের চীফ ইলেকট্রিশিয়ান–লালমুখো, মোটাসোটা। নাম ইমানুয়েল কেসলার। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আপেল খাচ্ছে, দেখে মনে হলো খোশমেজাজেই আছে, যা তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান। কেসলারকে সবাই হতাশ ও বিষণ্ণ প্রকৃতির মানুষ বলেই জানে। জাহাজের অনেকেই তাকে এডি বলে ডাকে, কারণটা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে রানা। তবে গুজব শোনা যায়, নিজের কথা বলার সময় বহুল পরিচিত অপর ইলেকট্রিশিয়ান টমাস এডিসনের কথাও বলতে

শোনা গেছে তাকে, একই নিঃশ্বাসে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'জাহাজে ফুড পয়জনিঙের কিছু ঘটনা ঘটেছে। আপনি আক্রান্ত হননি, বোঝাই যাচ্ছে।' ইঙ্গিতে দ্বিতীয় বাঙ্কটা দেখাল ও, ওদের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে রয়েছে তার রুম-মেট। 'ব্যারন কেমন আছেন?'

'মারা যায়নি,' দার্শনিকসুলভ, হাল ছেড়ে দেয়ার সুরে বলল এডি। 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে গোঙাচ্ছিল আর পেট ব্যথার কথা বলছিল। গোঙানো তার অভ্যাস, রোজ রাতেই সহ্য করতে হয়। ব্যারন কেমন লোক জানেনই তো, সে তার রসনার কাছে অসহায়।'

সবাই তা জানে। মাত্র চারদিনে কোন লোক যদি কিংবদন্তী হয়ে উঠতে পারে তো সে মিকি মুনফেস। এক ঘন্টারও কম সময় আগে ফন গোলডা সত্যি কথাটাই বলেছেন, শয়তানটা টেবিল থেকে চোখ তুলতে পারে না। সবাই বলাবলি করে, ব্যারনের পেট নাকি পেট নয়, খাদ। বিপুল খেতে পারা, খেয়ে হজম করতে পারা, দীর্ঘদিন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটিয়ে আসা একজন লোকের জন্যে বিস্ময়করই বটে।

আর কিছু না, স্রেফ কৌতূহলবশত এগিয়ে এসে তাকে একবার দেখল রানা। দেখল বলে ধন্যবাদ দিল নিজেকে, কারণ ব্যথায় কাতর তার চোখের ভেতর মণি দুটো দ্রুত ও ঘন ঘন একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটোছুটি করছে, ফ্যাকাসে মুখে ফ্যাকাসে ঠোঁট নিঃশব্দে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, দু'হাতের সবগুলো নখ দিয়ে খামচে ধরে আছে পেট, যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

চার

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফন গোলডার কেবিনে ফেরার কথা রানার, ফিরল পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। প্রথম তিনজন রোগী তাড়াতাড়ি চিকিৎসা পেয়েছিল, কিন্তু ব্যারনের বেলায় যথেষ্ট দেরি হয়ে যাওয়ায় তাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই দেখতে পেল না রানা। এক সময় হাল ছেড়ে দিল ও। তবে, তারপর জানা গেল, রানার চেয়ে বেশি জেদি সে, তার কঙ্কালসার কাঠামোর ভেতর অজেয় প্রাণশক্তি লুকিয়ে আছে। তাসত্ত্বেও, প্রায় বিরতিহীন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস, একটা হার্ট স্টিমুল্যান্ট ইঞ্জেকশন ও প্রচুর অক্সিজেন দেয়া না হলে নির্ঘাত মারা যেত সে–অবশ্য এখন সে নির্ঘাত বাঁচবে।

'বিপদটা তাহলে কি কেটে গেছে? সবাই এখন আমরা নিরাপদ?' দুর্বল, ঝগড়াটে সুরে জিজ্ঞেস করলেন ফন গোলডা। এখনও তাঁকে বিবর্ণ আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে এক ফুট ব্যাকগ্রাউণ্ড ছবি তুলতে পারেননি ভদ্রলোক, এখন আবার গোদের ওপর বিষফোড়ার মত বিষক্রিয়ার ঘটনা, মেজাজ তাঁর খারাপ হবারই কথা। বোঝাই যাচ্ছে ভাগ্য তাঁর পক্ষে নয়।

'আমার তাই ধারণা,' বলল রানা। বলল বটে, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করে না। জাহাজে একজন খুনী আছে, বিষ খাইয়ে মানুষ মারার চেষ্টা করছে সে। 'আর কোন রোগী থাকলে ইতিমধ্যে জানা যেত। সবাইকেই আমি পরীক্ষা করেছি।'

'তাই কি?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন ডানহিল। 'আমার লোকদেরও? তারাও তো একই খাবার খেয়েছে।'

কেন যেন রানার মনে হয়েছিল, বিষক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া শুধু ফিল্ম ইউনিটের লোকজনদের মধ্যে দেখা যাবে। ক্যাপটেন ডানহিল সম্ভবত ধরে নিয়েছেন তাঁর লোকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করছে ও। 'ওরাও একই খাবার খেয়েছে, এটা আমার জানা ছিল না। স্বীকার করছি, আমারই ভুল। আপনি যদি পথ দেখান...।'

ওদের সঙ্গে চীফ এঞ্জিনিয়ার জেংকিনসও থাকলেন। ক্রুদের কোয়ার্টারে চলে এল ওরা। পাঁচটা আলাদা কেবিন, দুটো ডেক স্টাফদের জন্যে, একটা এঞ্জিনরুম স্টাফদের জন্যে, একটা দু'জন কুকের জন্যে, শেষটা দু'জন স্টুয়ার্ডের জন্যে। শেষ কেবিনটায় প্রথমে ঢুকল ওরা।

দরজা খুলে ওখানেই অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকল ওরা; অন্তত মনে হলো তাই, আসলে পাঁচ-সাত সেকেণ্ডের বেশি দাঁড়ায়নি। ভাষা ও নড়াচড়ার শক্তি ফিরে পেয়ে রানাই প্রথমে ভেতরে ঢুকল।

দুর্গন্ধটা এত তীব্র, মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেবিনটায় যেন একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। উল্টে পড়ে আছে চেয়ার, বাঙ্ক দুটোর কম্বল আর চাদর ছেঁড়া অবস্থায় মেঝেতে লুটাচ্ছে। তবে যোদ্ধারা এখন দু'জনেই শান্ত হয়ে গেছে, মানে চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেঁড়া একটা চাদরে প্রায় ঢাকা দেখা গেল হ্যানসেন বাককে। টমাস পিটারসনের গায়ে কিছু নেই। যুদ্ধ করে মারা গেলেও, কারও গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই।

'আমি বলি আমরা ফিরে যাব।' চেয়ারে বসে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন ক্যাপটেন ডানহিল, ভঙ্গিটায় কর্তৃত্ব আনার চেষ্টা। 'জেন্টলমেন, আপনাদের আমি মনে রাখতে বলব, এই ভেসেলের মাস্টার আমি, ক্রু আর আরোহীদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে।' লোহার ট্রলি থেকে বোতল তুলে গ্লাসে স্কচ ঢাললেন উদারহস্তে, যদিও বাড়ানো হাতটা তাঁর একটু একটু কাঁপছে। 'কলেরা বা টাইফয়েড হলে কাছাকাছি বন্দরে চলে যেতাম, দেখতাম চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা যায়। তিনজন মারা গেছে, চারজন গুরুতর অসুস্থ। এরপর কে? এরপর কার পালা?' রানার দিকে প্রায় অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, যেন যা কিছু ঘটছে তার জন্যে ও-ই দায়ী। 'মি. রানা স্বীকার করছেন, এই ফুড পয়জনিঙের কারণ বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কাজেই আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।'

'উইক এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে,' বলল ওয়েন, ক্লার্ক বিশপের পাশে গায়ে কয়েকটা কম্বল জড়িয়ে বসে রয়েছে সে। এখনও ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে দেখতে। 'ওখানে ফেরার আগে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।'

'উইক, মি. ওয়েন? উইকের কথা কে ভাবছে? হ্যামারফেস্টে পৌঁছুতে মাত্র

চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে আমাদের।'

'আরও কম,' বললেন জেংকিনস, চুমুক দিলেন রামের গ্লাসে। পোর্ট কোয়ার্টারে বাতাস লাগবে, আর এঞ্জিন রুমে আমি যদি কিছুক্ষণ থাকি, বিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

'শুনলেন?' রানার দিক থেকে ফন গোলডার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'মাত্র বিশ ঘণ্টা।'

ক্রুদের মধ্যে আর কেউ অসুস্থ নয় জানার পর ক্যাপটেন ডানহিল ডাইনিং সেলুনে ডাক দেন ফন গোলডাকে। ফন গোলডা তাঁর তিন সঙ্গী ডিরেক্টরকে নিয়ে চলে আসেন এখানে। তিন ডিরেক্টর মানে এরিক কার্লসন, ক্লার্ক বিশপ আর মিখায়েল ট্যাকার। অপর ডিরেক্টর, মিস মোনাকা, ট্যাকারের কথা অনুসারে, ঘুমিয়ে আছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, রানা তাকে পীপিং ট্যাবলেট দিয়ে এসেছিল। মীটিঙে কাউন্ট এসেছেন আমন্ত্রণ না পেয়েই, যদিও তাঁর উপস্থিতি স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছে সবাই।

সেলুনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বললে ভুল হবে। তবে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তাবোধ আছে। সবচেয়ে অস্থির দেখাচ্ছে ফন গোলডাকে, কারণটাও পরিষ্কার–জাহাজ ফিরে গেলে তাঁরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি। 'আপনার দুশ্চিন্তার কারণটা আমি বুঝি,' বললেন তিনি। 'আমাদের সবার জন্যে আপনি উদ্বেগবোধ করছেন, সেজন্যে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমার ধারণা, ভয়টা আপনি একটু বেশি পাচ্ছেন, ক্যাপটেন ডানহিল। ইতিমধ্যে ডক্টর রানা আমাদেরকে জানিয়েছেন, বিপদ কেটে গেছে। এখন যদি আমরা ফিরে যাই, এবং ফেরার পথে যদি আর কিছু না ঘটে, খুবই বোকা মনে হবে নিজেদের।'

'কি মনে হবে সেটার ওপর গুরুত্ব দেয়ার বয়েস আমি পেরিয়ে এসেছি, মি. গোলডা,' বললেন ক্যাপটেন। 'সবাই আমাকে বোকা ভাবুক তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু চাই না আর একজন লোক মারা যাক।'

'আমি মি. গোলডার সঙ্গে একমত,' বললেন এরিক কার্লসন, তাঁকেও ম্লান ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'গন্তব্যের এত কাছাকাছি এসে ফিরে যাবার কোনোই মানে হয় না–বেয়ার আইল্যাণ্ড আর মাত্র একদিনের পথ। আমার প্রস্তাব, ওখানে আমাদেরকে নামিয়ে দিন, তারপর হ্যামারফেস্টে চলে যান আপনারা–যেমন প্ল্যান করা হয়েছিল। এর অর্থ হলো, হ্যামারফেস্টে পৌঁছুতে যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা লাগার কথা সেখানে লাগবে ষাট ঘণ্টা। শুধু ভয় পেয়ে এই অতিরিক্ত ছত্রিশ ঘণ্টার জন্যে সব কিছু হারানোর কোন মানে হয় না।'

'আমি ভয় পেয়েছি, এ-কথা আপনি বলতে পারেন না,' ভারি গলায় বললেন ক্যাপটেন। 'আমার প্রথম দায়িত্ব···।'

'কথাটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বলিনি,' বললেন এরিক কার্লসন।

'আমার প্রথম দায়িত্ব আমার অধীনস্থ লোকজনের নিরাপত্তা। তারা আমার দায়িত্ব। তাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমি দায়বদ্ধ। সিদ্ধান্ত নেব আমি।'

'মানি, ক্যাপটেন, মানি।' ক্লার্ক বিশপ বরাবরের মত শান্ত ও সহনশীল। 'তবে সরাসরি হ্যামারফেস্টে গেলে কি ঘটবে সেটাও ভেবে দেখতে হবে। ওখানে হয়তো আমাদেরকে অনির্দিষ্ট কাল আটকা পড়ে থাকতে হবে কোয়ারানটিন-এ। পোর্ট অথরিটি হয়তো এক হপ্তা বা দু'হপ্তা পর ক্লিয়ার‍্যান্স দেবে। তখন কিন্তু অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে, ফলে ছবি করার প্ল্যান বাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।' বিশপ কথা বলছেন, রানার মনে পড়ল ঘণ্টা দুয়েক আগে ফন গোলডার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছিলেন এরিক কার্লসন, অথচ এই মাত্র ফন গোলডাকেই সমর্থন করলেন তিনি। একা শুধু তিনিই নন, এই মুহূর্তে একই কাজ করছেন ক্লার্ক বিশপও। 'মার্ভেলাস প্রোডাকশনের বিপুল ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'এ-সব কথা আমাকে শোনাবেন না, মি. বিশপ,' বললেন ক্যাপটেন। 'বলুন বিপুল ক্ষতি হয়ে যাবে বীমা কোম্পানীর।'

'ভুল,' বলল ট্যাকার, তার সুর আর ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল মার্ভেলাস প্রোডাকশনের ডিরেক্টরদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। 'শিল্পী ও কলাকুশলীদের শুধু বীমা করা আছে। ফিল্ম প্রজেক্ট বীমাযোগ্য নয়–অন্তত প্রিমিয়ামের হার দেখে এ-কথা বলতেই হবে। কাজেই বিপুল ক্ষতিটা আমাদেরই হবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন মি. গোলডা, কারণ কোম্পানীতে তাঁর শেয়ারই সবার চেয়ে বেশি।'

'সত্যি আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' বললেন ক্যাপটেন, তবে তাঁর গলা শুনে মনে হলো না যে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়বেন। 'কিন্তু সেটা আপনাদের উদ্বেগ। তাছাড়া, মি. গোলডা, আজ সকালে বলা আপনার কথাটাই আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনি বলেছেন–টাকার চেয়ে সুস্থতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? ছবি বানিয়ে আজকাল লাভ করা!'

'হ্যাঁ, মি. গোলডা লাভ করার কথা বলেছেন। প্রয়োজন দেখা দিলে লাভ করার ইচ্ছা তিনি অবশ্যই পরিত্যাগ করতে পারেন,' কথা বলছেন বিশপ, অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে, ধারাল যুক্তির সঙ্গে। 'অতীতে এরকম ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন।' লাভ করার সুযোগ ফন গোলডা ছেড়ে দিয়েছেন, এটা কল্পনা করতে কষ্ট হলো রানার, তবে ওর চেয়ে তাঁকে বিশপ আরও ভালভাবে চেনেন, সন্দেহ নেই। 'কিন্তু এখানে আমরা লাভ নিয়ে কথা বলছি না, কথা বলছি সর্বস্বান্ত হওয়া নিয়ে। এত দূর এসে, এত খরচ করার পর ছবিটা যদি করতে না পারি, সবাই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, কারণ এই প্রজেক্টে সবাই আমরা নিজেদের শেষ পয়সাটি পর্যন্ত ইনভেস্ট করেছি। অর্থাৎ, মি. ডানহিল, আপনি আসলে আমাদেরকে পথে বসাবার সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন। কিসের জন্যে? যদি আবার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ি, এই আশঙ্কায়। কিন্তু মি. রানা তো অভয় দিয়ে বলেছেনই, সে ভয় আর প্রায় নেই বললেই চলে।'

ক্যাপটেন ডানহিল কথা বললেন না।

'মি. বিশপ একদম খাঁটি কথা বলেছেন,' বললেন ফন গোলডা। 'বড় একটা পয়েন্ট আপনি খেয়াল করছেন না, ক্যাপটেন ডানহিল। আমার আগে বলা একটা কথা আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এবার আমি কি আপনার বলা একটা কথা মনে করিয়ে দিতে পারি? আপনি জানেন···।'

'মাফ করবেন,' বাধা দিল রানা, খুব ভাল করেই জানে কি বলতে যাচ্ছেন

ফন গোলডা। ও চায় না কথাটা বলুন উনি। প্লীজ। একটা আপোস রফা। আপনি বেয়ার অ্যাইল্যাণ্ডে যেতে চান। মি. বিশপ আর মি. কার্লসনও তাই চান। যেতে আমিও চাই, কারণ একজন ডাক্তার হিসেবে আমার সুনাম নির্ভর করছে এর ওপর। কাউন্ট?'

'কোন দ্বিমত নেই,' বললেন কাউন্ট। 'বেয়ার আইল্যাণ্ড।'

'আর মি. ওয়েন ও মি. জেংকিনসকে জিজ্ঞেস করাটা ঠিক উচিত হবে না। কাজেই আমি প্রস্তাব করছি... ।'

'এটা কোন পার্লামেন্ট নয়, মি. রানা,' প্রতিবাদ জানালেন ক্যাপটেন ডানহিল। 'সাগরের মাঝখানে একটা ভেসেলে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় না।'

'আমি সেভাবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে আপনাকে বলছিও না। আমার প্রস্তাব হলো, আসুন একটা চুক্তিপত্র তৈরি করি। তাতে ক্যাপটেন ডানহিলের সুচিন্তিত মন্তব্য লেখা থাকুক। আমি প্রস্তাব করছি, বেয়ার আইল্যাণ্ড মাত্র এক ঘণ্টার পথ হলেও তখন যদি কেউ আবার অসুস্থ হয়, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ঘুরিয়ে হ্যামারফেস্টে চলে যাব আমরা। আমি একটা এভিডেভিট লিখে সই করব, তাতে উল্লেখ থাকবে যে ক্রু বা প্যাসেঞ্জারদের শারীরিক কোন বিপদ দেখা দিলে তাঁকে দায়ী করা যাবে না। চুক্তিপত্রে আরও লেখা থাকবে, শুধু ভেসেলের ভাল-মন্দের ব্যাপারে দায়ী করা যাবে তাঁকে, যা এই মুহূর্তে সবদিক থেকে ভাল। আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে যদি খারাপ কোন পরিণতি হয়, তার জন্যে শুধু আমরা দায়ী থাকব, ক্যাপটেন নন। তবে জাহাজের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ তাঁর দায়িত্ব। চুক্তিপত্রে আমরা সবাই সই করব। ক্যাপটেন ডানহিল?'

'আমি রাজি।' কোন কোন কাজে সময়ক্ষেপণ করতে নেই, এটাকে সে রকম একটা কাজ বলে চিনতে ভুল করলেন না ক্যাপটেন। প্রস্তাবটা নামেই আপোস, তবে খুশি মনেই গ্রহণ করলেন তিনি। 'এবার ভদ্র মহোদয়গণ, আমাকে মাফ করতে হবে। ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে জাগতে হবে আমাকে।' গ্যাবন আর ওয়েন অসুস্থ হওয়ায় এ-ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। 'ডকুমেন্টটা আমি কি ব্রেকফাস্টের সময় হাতে পাব?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ক্যাপটেন, খুব ভাল হয় আপনি যদি কেবিনে ফেরার পথে মরিসনকে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা বলে যান। আমি নিজেই তাঁকে ডাকতাম, কিন্তু আমার মত সিভিলিয়ানের কথায় গুরুত্ব একটু কম দেন তিনি।'

'সারাজীবন রয়্যাল নেভীতে ছিলেন, রাতারাতি ভুলতে পারা সহজ নয়। এখুনি?'

'দশ মিনিটের মধ্যে। গ্যালিতে।'

'তারমানে এখনও আপনি তদন্ত চালাতে চাইছেন? দোষটা আপনার নয়, মি. রানা।'

ঢেঁকি যদি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, তাহলে দোষটা আমার নয় কেন?

জেংকিনস আর ওয়েনকে নিয়ে ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপটেন। হাত কচলে রানার দিকে তাকালেন ফন গোলডা, প্রশংসার দৃষ্টিতে। 'আমাদের ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে আপনার, মি. রানা।' হাসলেন তিনি। 'কথার মাঝখানে কেউ বাধা দিলে আমি ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারি না, তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল সঙ্গত।'

'বাধা না দিলে এতক্ষণে আমরা হ্যামারফেস্টের পথে থাকতাম। চুক্তিতে আছে, জাহাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হলে আপনার সব নির্দেশ মেনে নিতে তিনি বাধ্য, ক্যাপটেনকে আপনি এই শর্তের কথাটা মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তারমানে হ্যামারফেস্টে যাবার সিদ্ধান্তটা চুক্তিভঙ্গের সামিল। আর চুক্তি ভঙ্গ করলে ভাড়া বাবদ কোন টাকাই জাহাজ কোম্পানী পাবে না, ফলে ক্যাপটেন ডানহিলের ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। মুশকিল হলো, তাঁর মত মানুষের কাছে অহমিকা ও গর্বের তুলনায় টাকা কিছু না। আপনি চুক্তির কথা তুললেই উনি বলতেন, গো টু হেল। বলে হ্যামারফেস্টের দিকে ঘুরিয়ে নিতেন ইভনিং স্টার।'

'আমি বলব, আমাদের সুযোগ্য ডাক্তারের বিশ্লেষণ শতকরা একশো ভাগ খাঁটি।' নিজের গ্লাসে কুলকুল করে ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন কাউন্ট। 'আপনি অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন, ওল্ড ম্যান।'

ক্যামেরাম্যান এতটা আদূরে সম্বোধন করায় কোম্পানীর চেয়ারম্যান যদি অস্বস্তিবোধ করেও থাকেন, চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। বরং বললেন, 'আমি একমত। আমরা আপনার প্রতি ঋণী হয়ে থাকলাম, মি. রানা।'

'প্রিমিয়ার শোতে বিনা টিকেটে একটা চেয়ার,' বলল রানা। 'সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যাবে।' ডাইনিং সেলুন থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ও, আরোহীদের কেবিনগুলোর দিকে যাবে। লাউঞ্জে সেই আগের জায়গাতেই রয়েছে হুপার আর পামেলা, তবে পার্থক্য হলো পামেলার মাথাটা এখন হুপারের কাঁধে, সম্ভবত ঘুমিয়েও পড়েছে। সৌজন্য দেখিয়ে একবার শুধু হাত নাড়ল রানা, জবাবে হুপারও। মনে হলো, রানার ঘন ঘন উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

নক না করেই ব্যারনের কেবিনে ঢুকে পড়ল রানা, যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগাতে চায় না। নাক ডাকছে ইলেকট্রিশিয়ান এডি, ওরফে ইমানুয়েল কেসলার। গভীর ঘুমে অচেতন। মিকি মুনফেস ওরফে ব্যারনের অসুস্থতা তার নার্ভকে এতটুকু অস্থির করতে পারেনি। ব্যারন জেগেই আছে, দেখে মনে হলো বিধ্বস্ত ও কাহিল, তবে এখনও ভুগছে বলে মনে হলো না–বিশেষ কারণটা হলো এলিনা স্টুয়ার্ট, বিছানার ওপর পাশে বসে তার হাত ধরে আছে। কে বলল এলিনার বন্ধু নেই?

'গুড লর্ড!' বিস্মিত হলো রানা। 'আপনি এখনও এখানে?'

'কি অদ্ভুত কথা, আপনিই তো আমাকে ওর ওপর নজর রাখতে বলে গেলেন!'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, তবে এতক্ষণ থাকবেন তা আশা করিনি।' ব্যারনের দিকে তাকাল রানা। 'আগের চেয়ে ভাল বোধ করছেন?'

'অনেক ভাল, ডাক্তার, অনেক ভাল,' যদিও খুবই দুর্বল আওয়াজ বেরুল গলা থেকে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' বলল রানা। 'বেশিক্ষণ লাগবে না,

দু'মিনিট। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মিকি মুনফেস।

এলিনা বলল, 'আমি তাহলে উঠি।' বিছানা থেকে নামতে গেল সে।

তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'কোন দরকার নেই। ব্যারনের আর আমার মধ্যে গোপন কোন ব্যাপার নেই।' ওর কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। 'তবে ব্যারন যদি কিছু গোপন করে রাখেন সেটা আলাদা কথা।'

'আমি? গোপন···কি গোপন করে রেখেছি?' আকাশ থেকে পড়ল মুনফেস।

'সেটাই তো শুনতে চাই। আপনার ব্যথাটা শুরু হলো কখন?'

'ব্যথা? সাড়ে ন'টা, দশটা–ধারেকাছে হবে, ঠিক বলতে পারব না। তখন কি আর ঘড়ি দেখার কথা কারও মনে থাকে?'

'আপনি ডিনারের পর আর কিছু মুখে দেননি তো?'

'না, আর কিছু খাইনি,' ব্যারনের গলাও যথেষ্ট দৃঢ়।

'ভেবে দেখুন, টিন থেকে নিয়ে দু'একটা বিস্কিট? বুঝতেই পারছেন, মি. মুনফেস, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। মিস স্টুয়ার্ট নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছেন যে আপনি একা নন, জাহাজের আরও অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সবারই এক কেস, ফুড পয়জনিং। ডিনার খাবার পরপরই ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পয়জনিঙের উৎস কি জানার পর ওদের চিকিৎসা করা আমার জন্যে কঠিন হয়নি। তবে আপনার অসুস্থতার নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে, সেই কারণটা আমার জানা নেই, তাই বুঝতে পারছি না কিভাবে চিকিৎসা করব। কাল সকালে অসম্ভব খিদে পাবে আপনার, কিন্তু পেটকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে তারপরও আপনাকে কিছু খেতে দেয়া যাবে না। সময় পেলে ওটা আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না, ডাক্তার।'

'আগামী তিন দিন শুধু চা আর টোস্ট।'

চোখে অবিশ্বাস, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ব্যারন। 'চা আর টোস্ট?' গলার আওয়াজ দুর্বল হলেও অত্যন্ত কর্কশ। 'তিন দিন?'

'আপনারই ভালর জন্যে, মি. মুনফেস।' সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তার কাঁধে একবার চাপড় দিল রানা। তারপর সিধে হলো, যেন বিদায় নিতে যাচ্ছে। 'আমরা আবার আপনাকে সুস্থ দেখতে চাই, তাই না?'

'তাহলে বলি···মানে, আমার খুব খিদে পাচ্ছিল,' ইতস্তত করে বলল ব্যারন।

'কখন?'

'ন'টার ঠিক আগে।'

'তারমানে ডিনারের ঠিক আধ ঘণ্টা পরে?'

'ঠিক তখনই অসম্ভব বিরক্ত করতে শুরু করে খিদেটা। গ্যালিতে ঢুকে দেখি স্টোভে গরম হচ্ছে একটা পাতিল। কিন্তু এক চামচের বেশি খেতে পারিনি, শুনতে পেলাম কথা বলতে বলতে কারা যেন আসছে। লাফ দিয়ে কোল্ড রুমে চলে যাই আমি।'

'ওখানে আপনি লুকিয়ে থাকেন?'

'লুকিয়ে না থেকে উপায় ছিল না। দরজা সামান্য একটু ফাঁক করলেই ওরা আমাকে দেখে ফেলত।'

'তারমানে ওরা আপনাকে দেখেনি। ওরা চলে গেল। তারপর?'

'যাবার আগে পাতিলটা একেবারে খালি করে ফেলল ওরা,' তিক্ত স্বরে বলল ব্যারন।

'আপনি ভাগ্যবান।'

'ভাগ্যবান?'

'বাক আর পিটারসন, তাই না? দু'জন স্টুয়ার্ড?'

'আ-আপনি কি-কিভাবে জানলেন?'

'ওরা আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে, ব্যারন।'

'ওরা···কি করেছে?'

'আপনি যা খেতে যাচ্ছিলেন ওরা তা খেয়ে শেষ করে ফেলে। সেজন্যেই আপনি বেঁচে আছেন। ওরা দু'জন মারা গেছে।'

পাঁচ

লাউঞ্জ খালি দেখে রানা ধরে নিল হুপার আর পামেলার রাত্রিকালীন অভিসার শেষ হয়েছে। গ্যালিতে মরিসনের সঙ্গে দেখা করার আগে চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে নেয়ার জন্যে হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে ওর। গুছিয়ে নেয়ার আগে অবশ্য খুঁজে পেতে হবে সেগুলো। কোনটাই হলো না, কারণ কম্প্যানিয়নওয়েতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে এল এলিনা, ওর উল্টোদিকের একটা আর্মচেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। এমন সুন্দর একটা মেয়ে, অথচ তার মুখ ঝুলে পড়ছে। তার বসার ভঙ্গিই বলে দেয়, ওকে কিছু বলতে এসেছে।

'অসুস্থ লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, দেখল চেয়ারের হাতল ধরা হাতের গিঁট সাদাটে হয়ে আছে।

তাকিয়ে থাকল এলিনা। যেন মনস্থির করতে পারছে না।

'আমার ধারণা ছিল, সাগর আপনাকে কাহিল করতে পারে না,' আবার রানাই কথা বলল।

'আমার অসুস্থ বোধ করার কারণ অশান্ত সাগর নয়,' বলল এলিনা।

'আপনার আসলে বিছানায় গিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করা উচিত।'

'তাই? আপনি জানাবেন আরও দু'জন লোক বিষ খেয়ে মারা গেছে, তারপরও আশা করবেন ঘুমাব আমি, ঘুমের মধ্যে মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখব? দুঃসংবাদ দেয়ার সময় আপনি কোন কৌশল করতে জানেন না।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমার মনে রাখা উচিত ছিল কেবিনে একজন দুর্বলচিত্ত নারী আছেন।'

'আমি আসলে সত্যি ভয় পাচ্ছি।'

ভয় পাওয়াই উচিত, সেটাই স্বাভাবিক। বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত চারজন লোককে

সেবা করেছে সে, পরিচিত আরও তিনজন লোকের কথা জানে যারা ওই বিষক্রিয়াতেই মারা গেছে। তবে রানা তাকে এ-সব কিছু বলল না। বলল, 'ভয় সবাই আমরা মাঝে-মধ্যে পাই, মিস স্টুয়ার্ট।'

'আপনি আমাকে শুধু এলিনা বলবেন, প্লীজ। আপনিও ভয় পাচ্ছেন?'

'আমিও।'

'এখন? আপনি কি এখন ভয় পাচ্ছেন?'

'না। এখানে ভয় পাবার কি আছে?'

'মৃত্যু। অসুস্থতা আর মৃত্যু।'

'মৃত্যুর সঙ্গেই তো আমার বসবাস, এলিনা। মৃত্যুকে আমি ঘৃণা করি, তা ঠিক, তবে ভয় পাই না। যদি পেতাম, আমি ডাক্তার হতে পারতাম না।'

'আমি আসলে ঠিক ভাবে বোঝাতে পারিনি। মৃত্যুকে আমি মেনে নিতে পারি, কিন্তু যখন অন্ধের মত আঘাত করে তখন ভয় লাগে। আপনি জানেন, ঠিক অন্ধের মত নয়। যেমন এখানে। মৃত্যু হামলা করছে বেপরোয়াভাবে, কোন যুক্তি বা কারণ ছাড়াই, কিন্তু আপনি জানেন কারণ বা যুক্তি না থেকে পারে না। বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাইছি?'

'মেটাফিজিক্স আমার সাবজেক্ট নয়,' বলল রানা। 'মাফ করবেন।'

'আমি মেটাফিজিক্স নিয়ে কথা বলছি না।' এক করা হাত দুটো এমনভাবে ঝাঁকাল এলিনা, বোঝা গেল রাগ হচ্ছে তার। 'এই জাহাজে মারাত্মক কিছু গোলমাল আছে, মি. রানা।'

'মারাত্মক গোলমাল?' রানার চোখে কৃত্রিম বিস্ময়। 'কি গোলমাল, এলিনা?'

'আপনি আমাকে বোকা বলে ব্যঙ্গ করবেন না তো?' গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল এলিনা।

'আপনাকে আমি অপমান করতে পারি না, এলিনা। আপনাকে আমি সত্যিই পছন্দ করি।'

'সত্যি?' ক্ষীণ হাসল এলিনা। ঠিক বোঝা গেল না কৌতুক বোধ করছে নাকি খুশি হয়েছে। 'আপনি কি সবাইকে এরকম পছন্দ করেন?'

'করি...আমি দুঃখিত।'

'জাহাজের পরিবেশ অদ্ভুত লাগছে না আপনার? লোকজনের আচরণ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অন্ধ আর কালা না হলে সবাই ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে। সবাই সবার সঙ্গে এত বেশি বন্ধুত্ব দেখাচ্ছে, ব্যাপারটা সত্যি দৃষ্টিকটু। আমাদের এমপ্লয়ার মি. গোলডার কথা ধরুন। তিনি তাঁর সহ-ডিরেক্টরদের দু'চোখে দেখতে পারেন না, এমনকি নিজের মেয়েকেও নয়। মোনাকা, ট্যাকার, কার্লসন, বিশপ–এরা পিছন ফিরলেই এদের দুর্নাম শুনতে পাবেন তাঁর মুখে। ব্যাপারটা অক্ষমনীয় মনে হতে পারত, যদি এঁরাও মি. গোলডার পিছনে তাঁর দুর্নাম না করতেন। দ্বিতীয় স্তরের লোকজনদের কথা ধরুন। ব্যারন, এডি মুনফেস, ল্যারি আর্চার, হেনেরিক ব্রায়ান ও মরগান- এরা সবাই ম্যানেজমেন্টের ওপর অসন্তুষ্ট। অথচ ম্যানেজমেন্ট তাদের অসন্তোষ বিবেচনা করতে একদম রাজি নয়। আর দুর্ভাগা ডিরেক্টর রবার্ট হ্যামারহেডের ওপর সবাই খেপা। হ্যাঁ, এ-সবই আমার চোখে পড়েছে। তবে, মনে রাখতে হবে, এরা সবাই ফিল্ম লাইনের লোকজন।'

'আমাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব একটা ভাল নয়, তাই না?'

'এ-কথা কেন মনে হলো আপনার?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবারও প্রশ্ন করল এলিনা, 'কিন্তু আমরা সবাই কি খারাপ?'

'সবাই না। আপনি নন। পামেলা বা হুপারও নয়। তবে তার কারণ সম্ভবত এই যে ওদের বয়স খুব কম, ফিল্ম লাইনে নতুন এসেছে। আরও একজনকে ভাল বলতে পারি আমি–ডগলাস হিউম।'

আবার এলিনার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল। 'আপনি মনে করেন, সে-ও আপনার মত চিন্তা করে?'

'হ্যাঁ। তাঁকে আপনি চেনেন কি?'

'গুড মর্নিং বলি আমরা।'

'তাঁকে আপনার আরও ভালভাবে চেনা উচিত। আপনাকে চেনার সুযোগ পেলে খুশি হবেন তিনি। আপনাকে তিনি পছন্দ করেন–বলেছেন আমাকে। কিন্তু না, আপনাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল না–অনেক বিষয়ে কথা বলার সময় আপনার নামটা চলে আসে।'

'ফ্ল্যাটারার।' এলিনার বলার সুরে নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই ফুটল না। 'তাহলে আমার সঙ্গে আপনি একমত? এখানের পরিবেশে অদ্ভুত কি যেন একটা গোলমাল আছে?'

'বোধহয়।'

'বোধহয় নয়, অবশ্যই। অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঈর্ষা–এ-সব তো মানুষের মধ্যে থাকবেই, তবে এখানে ও-সব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কমিউনিস্ট দেশে জন্মেছি, মানুষও হয়েছি–জানেন তো?'

'হ্যাঁ। কবে পালিয়ে আসেন?'

'কয়েক বছর আগে।'

'কিভাবে?'

'প্লীজ। অন্যান্যরাও হয়তো সেইপথ ব্যবহার করতে চাইবে।'

'তাছাড়া, আমি যেহেতু কমিউনিস্টদের কাছ থেকে বেতন পাচ্ছি। অ্যাজ ইউ উইশ।'

'আপনার খারাপ লাগল?' মাথা নাড়ল রানা। 'অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঈর্ষা, মি. রানা। কিন্তু এ-সব ছাড়া আরও কিছু আছে। আরও অনেক কিছু। ঘৃণা আছে, আছে ভয়। আমি এ-সবের গন্ধ পাচ্ছি। আপনি পাচ্ছেন না?'

'এলিনা, কিছু একটা বলতে চান আপনি, কিন্তু বলার জন্যে বেছে নিয়েছেন কঠিন একটা পথ। নিজেকে এত কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আমি রাগ করছি না, কিন্তু আমার ওপর এক লোক রাগ করবে–তাঁকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি।'

'মানুষ যদি পরস্পরকে যথেষ্ট ভয় পায় আর ঘৃণা করে, মারাত্মক সব ঘটনা

ঘটতে পারে। আপনি বলেছেন, মৃত্যুগুলো হয়েছে দুর্ঘটনাবশত, ফুড পয়জনিঙের কারণে। সত্যি কি তাই, ড. রানা?'

'এই কথা বলার জন্যে এতক্ষণ ইতস্তত করছেন। আপনার ধারণা, বিষটা ইচ্ছে করেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। এই তো আপনার ধারণা?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন, আমার তাই ধারণা।'

'কে?'

'কে?' রানার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাল এলিনা, বিস্ময়টা মনে হলো নির্ভেজাল। 'কে তা আমি কিভাবে জানব? যে-কেউ হতে পারে।'

'কে যদি বলতে না পারেন, বলুন, কেন?'

ইতস্তত করল এলিনা, অন্য দিকে তাকাল, তারপর পলকের জন্যে রানার দিকে দৃষ্টি হেনে চোখ নামাল ডেকে। 'কেন তা-ও আমি জানি না।'

'তারমানে কমিউনিস্ট-প্রভাবিত ইন্সটিঙ্কট ছাড়া আপনার এই অবিশ্বাস্য সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই।'

'বুঝতে পারছি, আমার পরিবেশন সুন্দর হয়নি।'

'পরিবেশন করার কিছু নেইই আপনার, এলিনা। ঘটনাগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনার সন্দেহ কেমন বিদঘুটে। সব মিলিয়ে সাতজন লোক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। ভেবে দেখুন, কারা তারা? একজন ফিল্ম প্রডিউসার, একজন হেয়ারড্রেসার, একজন ক্যামেরা ফোকাস অ্যাসিস্ট্যান্ট, একজন মেট, একজন পেটি অফিসার, আর দু'জন স্টুয়ার্ড। অর্থাৎ ভিক্টিম হিসেবে এদেরকে এলোপাতাড়ি বেছে নেয়া হয়েছে। বলতে পারেন, এদের মধ্যে কেউ কেউ কেন বাঁচল, কেউ কেউ কেন মারা গেল? আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবেন ভিক্টিমদের মধ্যে দু'জনকে কেন বিষ খাওয়ানো হলো সেলুন টেবিলে, অপর দু'জনকে কেন খাওয়ানো হলো গ্যালিতে, এবং আরেকজনকে, ব্যারনকে, গ্যালি বা সেলুনে কেন? পারবেন, এলিনা?'

মাথা নাড়ল এলিনা, তার চকচকে খড় অর্থাৎ চুল ঝুলে পড়ে ঢেকে দিল চোখ। কে জানে, সে হয়তো রানার দিকে তাকাতে চাইছে না, কিংবা চাইছে না রানা তার দিকে তাকাক।

'আমি বলব, এই হোল-সেল পয়জনিং পুরোপুরি অ্যাক্সিডেন্টাল, ইভনিং স্টারের কোন লোক এই সাতজনকে মেরে ফেলতে চায়নি।' রানা অবশ্য বোঝাতে চাইছে না যে ইভনিং স্টারের কোন লোক এর জন্যে দায়ী নয়।

মাথা নিচু করে বসে থাকল এলিনা। উঠল রানা, টলতে টলতে সামনে এগোল। একটা হাত রাখল এলিনার চেয়ারের পিছনে, অপর হাত দিয়ে এলিনার চিবুকটা উঁচু করল সামান্য। সিধে হলো এলিনা, হাত দিয়ে চোখ থেকে চুল সরাল। খয়েরি চোখ দুটোয় এখনও ভয়ের ছায়া ফুটে রয়েছে। হাসল রানা, হাসল এলিনাও, যদিও সে হাসি মেয়েটার চোখ স্পর্শ করল না। সিধে হলো রানা, বেরিয়ে এল লাউঞ্জ থেকে।

গ্যালিতে পৌঁছুতে দশ মিনিট দেরি করে ফেলল ও। স্টুয়ার্ডস' প্যানট্রি হয়ে ওখানে ঢোকার আগেই মরিসনের ভারি নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ ঢুকল তার কানে। মরগান লোকটা রোগাপাতলা, আর মরিসন দৈত্যাকার। প্রথমে রানার মনে হলো মরগানের গলাটা দু'হাতে চেপে ধরেছে মরিসন। তারপর দেখল, গলা নয়, গলার কাছে জ্যাকেট। বেচারা মরগান ছাড়া পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ছটফট করছে। মরিসনের কাঁধে টোকা দিল রানা।

'আপনি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলছেন,' নরম সুরে বলল ও।

রানার দিকে একবার মাত্র তাকাল মরিসন, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

আবার, নরম সুরেই, বলল রানা, 'এটা নৌবাহিনীর কোন জাহাজ নয়, আমিও আপনার কমাণ্ডিং অফিসার নই, কাজেই আপনাকে আমি কোন নির্দেশ দিতে পারি না। তবে আমি সাক্ষী হিসেবে আদর্শ। বলতে চাইছি, আমার সাক্ষ্য বিচারক বিশ্বাস করবেন। মামলাটা যদি হয় খুনের চেষ্টা, আপনাকে তো ভুগতে হবেই, সারাজীবন ধরে যা সঞ্চয় করেছেন তা-ও শেষ হয়ে যাবে।'

আবার রানার দিকে তাকাল মরিসন, এবার আর দৃষ্টি ফেরাল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মরগানের জ্যাকেট ছেড়ে দিল সে। তবে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

মরগান প্রথমে নিজের গলায় হাত বুলিয়ে দেখে নিল ওটা অক্ষত আছে কিনা, তারপর চিৎকার জুড়ে দিল, 'শুনলে, কুৎসিত বনমানুষ? তোমার নামে মামলা করা হবে। খুনের চেষ্টা...।'

'শাট আপ!' ধমক দিল রানা। 'কিছুই দেখিনি আমি। এখনও দম ফেলতে পারছেন সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন।' মরগানের দিকে ভাল করে তাকাল ও। লোকটা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই ওর, পছন্দ করা বা না করার তো প্রশ্নই ওঠে না। নিজেকে সে একজন স্কট বলে পরিচয় দিলেও, তার বাচনভঙ্গিতে লণ্ডনের টান আছে। দুর্বল, খুদে আকৃতি; বাদামি রঙের মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, মাথায় বিরাট টাক, তবে পিছন দিকের চুলগুলো সাদা ও লম্বা। তার চলাফেরায় ক্ষিপ্র একটা ভাব আছে, অনেকটা কাঠবিড়ালির মত। চোখে স্টীল রিমের চশমা। নিজের জন্মদিন কবে জানে না, এমনকি কোন্ বছরে জন্ম তা-ও বলতে পারে না। তবে তার বয়স ষাটের কম হবে বলে মনে হয় না।

রানা লক্ষ করল, ডেকে কয়েকটা টিন পড়ে রয়েছে। টিনের গায়ে লেখা আর ছবি দেখে বোঝা গেল, ভেতরে সারডীন মাছ আছে। একটা বড় আকৃতির টিনে গরুর মাংস। 'আচ্ছা, মধ্য রাতের পেটুক আবার হামলা চালিয়েছে!'

'তারমানে?' মরিসনের চোখে সন্দেহ।

'ডিনারের সময় নিশ্চয়ই মি. মরগানকে আপনি পেট পুরে খেতে দেননি,' বলল রানা।

'মেরীর কিরে, এগুলো আমার জন্যে নয়। আসলে...,' তীক্ষ্ণ গলায় প্রতিবাদ জানাল মরগান।

'ব্যাটা চোর!' খেঁকিয়ে উঠল মরিসন। 'একটু পিছন ফেরার যো নেই, অমনি চলে আসবে। কিন্তু কিছু চুরি হলে তার জন্যে দায়ী হবে কে, শুনি? সাপ্লাই কম হলে, ক্যাপটেন কাকে দায়ী করবেন? আশ্চর্য, সবাইকে বিশ্বাস করার এই হলো

ফল? আমার উচিত ছিল বুড়োটার ঘাড় ভেঙে পানিতে ফেলে দেয়া··· ।'

'থাক, উত্তেজিত হয়ে কাজ নেই ।' মেঝের দিকে তাকাল রানা, তারপর মরগানের দিকে । 'আপনি কি শুধু এগুলোই নিয়ে যাচ্ছিলেন?'

'মেরীর কিরে খেয়ে বলছি··· ।'

'আহ্, চুপ করুন!' মরিসনের দিকে ফিরল রানা । 'আপনি ঢুকে কি দেখলেন তাই বলুন ।'

'কি আবার দেখব, দেখলাম ফ্রিজের ভেতর মাথা গলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাটাকে আমি হাতে-নাতে ধরেছি ।'

ফ্রিজের দরজাটা খুলল রানা । ভেতরে মাখন, পনির, দুধ, শিম আর টিনে ভরা মাংস রয়েছে । মরগানের দিকে তাকাল ও । 'এদিকে আসুন, আপনাকে আমি সার্চ করব ।'

'কি বলতে চান? আপনি কি সিআইডির লোক, না পুলিস? অ্যাঁ?'

'ডাক্তার । জানার চেষ্টা করছি আজ রাতে লোকগুলো মারা গেল কেন ।' মুখ ঝুলে পড়ল মরগানের, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল । 'আপনি জানেন না বাক আর পিটারসন মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' বিড়বিড় করল মরগান, জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটল । 'তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'কি সম্পর্ক জানি না । অন্তত এখনও জানি না ।'

'কি বলছেন আপনি!' মনে হলো কেঁদে ফেলবে মরগান । 'মিছিমিছি কেন ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে? খুন-টুনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই··· ।'

'তিনজন মারা গেছে, আরও চারজন প্রায় মারা যেতে বসেছিল । কারণটা ফুড পয়জনিং । ফুড আসে গ্যালি থেকে । আমি তাদের সম্পর্কে জানতে চাই, যারা বিনা অনুমতিতে গ্যালিতে ঢোকে ।' মরিসনের দিকে ফিরল রানা । 'আমাদের বোধহয় ক্যাপটেন ডানহিলকে খবর দেয়া উচিত ।'

'না! মা মেরী, বাঁচাও আমাকে! মরিসন, ভাই আমার, দোহাই লাগে···মি. গোলডা আমাকে মেরে ফেলবেন!'

'এদিকে আসুন,' ডাকল রানা । মরগান এগিয়ে এল । তাকে সার্চ করল ও । ফ্রিজের খাবারগুলো বিষ মাখাতে হলে একটাই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে সে, হাইপডারমিক সিরিঞ্জ । কিন্তু সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না । 'টিনগুলো কোথায়, কার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন আপনি?'

'মি. মুনফেসের, মানে, ব্যারনের জন্যে । খানিক আগে আমি তার কেবিনে গিয়েছিলাম । বলল, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার । না, তা বলেনি । বলল, তার প্রচণ্ড খিদে পাবে, কারণ আপনি নাকি তাকে তিন দিন শুধু চা আর টোস্টের ওপর থাকতে বলেছেন ।' রানার মনে পড়ল ব্যারনকে কথাটা বলেছিল বটে, তবে তা শুধু তথ্য আদায়ের জন্যে । ওর উচিত ছিল হুমকিটা প্রত্যাহার করে নেয়া, কিন্তু ভুলে গিয়েছিল । মরগানের গল্পের এই অংশটুকু মিথ্যে নয় ।

'ব্যারন আপনাকে বললেন তাঁর জন্যে এখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে যেতে?'

'না ।'

'আপনি নিজে থেকে বললেন, কিছু খাবার তাঁকে ম্যানেজ করে দেবেন?'

'না । আমি তাঁকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম । টিনগুলো দেখে তাঁর চেহারা কেমন হয় দেখতে চেয়েছিলাম ।'

মরগান হয়তো সত্যি কথাই বলছে । কিংবা মারাত্মক কিছু গোপন করার জন্যে বানানো গল্প শোনাচ্ছে । 'আপনি এখন ফিরে গিয়ে ব্যারনকে জানাতে পারেন, ব্রেকফাস্টের সময় থেকে আবার আগের মতই খাওয়াদাওয়া করতে পারবেন তিনি ।'

'মানে, আপনি বলছেন···আমি যেতে পারি?'

'মি. মরিসন যদি আপত্তি না করেন ।'

'নিজেকে আমি ছোট করব না,' বলল মরিসন । এগিয়ে এসে খুদে মরগানের সরু ঘাড়ে পেশীবহুল একটা হাত রাখল সে । কেঁপে উঠল মরগান । 'তবে আবার যদি কখনও দেখি যে কিছু চুরি করছ, আমি তোমার···,' ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে গ্যালি থেকে মরগানকে বের করে দিল সে । 'খুব সহজে বেঁচে গেল, স্যার,' অভিযোগের সুরে বলল রানাকে । 'আপনি এসে পড়ায় ।'

'ওকে মারধর করলে আসলেও নিজেকে ছোট করা হয়, মি. মরিসন । আচ্ছা, আজ রাতে প্যাসেঞ্জাররা ডিনার খাবার পর বাক আর পিটার নাকি এখানে বসে খাওয়াদাওয়া সেরেছিল?'

'রোজ রাতেই খায় । ওয়েটিং স্টাফরা সাধারণত গেস্টদের আগেই খায় ।' মরগান চলে যাবার পর খুব নার্ভাস আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মরিসনকে ।

'পয়জনের উৎস সম্ভবত খুঁজে পেয়েছি আমি । আমার ধারণা হর্সর্যাডিশে অত্যন্ত মারাত্মক বিষ, ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম ছিল । কিভাবে এল, তা বলতে পারব না । আপনি সাবধানী নন বলে দোষ দেয়া যাবে না । কারণ রান্নার আগে, রান্নার সময় বা রান্না হয়ে যাবার পরও জিনিসটা দেখে চেনার কোন উপায় নেই । হর্সর্যাডিশ কি খানিকটা রয়ে গিয়েছিল?'

'খানিকটা, হ্যাঁ । ওটা দিয়ে ক্যাসারোল তৈরি করি বাক আর পিটারসনের জন্যে, বাকিটা সরিয়ে রাখি ।'

'সরিয়ে?'

'ফেলে দেয়ার জন্যে । এত বেশি ছিল না যে কাউকে পরিবেশন করা যাবে ।'

'তারমানে নেই ।' আরেকটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ভাবল রানা ।

'ভয় নেই । পলিথিন ব্যাগে সীল করে রেখে দেয়া হয়েছে । দুর্যোগের রাত, কাল সকালে ফেলা হবে ।'

দরজাটা আবার খুলে গেল । 'আপনি বলতে চাইছেন, জিনিসটা এখানে আছে এখনও?'

'অবশ্যই ।' হাত তুলে বাল্কহেডের সঙ্গে আটকানো চৌকো প্লাস্টিকের বাক্সটা দেখাল মরিসন । 'ওই তো ।'

এগিয়ে এসে বাক্সের ঢাকনি খুলল রানা ।

'আপনি সম্ভবত জিনিসটা পরীক্ষা করবেন?' জিজ্ঞেস করল মরিসন ।

'ইচ্ছে তো তাই ছিল,' বলল রানা । 'বলা উচিত, ভেবেছিলাম পরীক্ষা করার

জন্যে রেখে দেব। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। আপনার বাক্সটা খালি।'

'খালি? ফেলে দিয়েছে সাগরে…এই দুর্যোগের রাতে?' এগিয়ে এল মরিসন, শুধু শুধু নিজেও একবার উঁকি দিয়ে বাক্সের ভেতরটা দেখল। 'অদ্ভুত ব্যাপার। শুধু অদ্ভুত না, নিয়মও ভাঙা হয়েছে।'

'হয়তো আপনার সহকারী…।'

'কে, টমাস? ওই হতচ্ছাড়া আলসেটা? অসম্ভব। তাছাড়া, আজ তার ডিউটিও নেই।' মাথা চুলকাল মরিসন। 'যীশুই বলতে পারবেন কেন তারা ফেলে দিল, তবে কাজটা নিশ্চয়ই বাক বা পিটারসনের।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই,' বলল রানা।

এত ক্লান্ত লাগছে যে নিজের কেবিন আর বাঙ্কের কথা ছাড়া রানার মাথায় আর কিছু ঢুকছে না। ভেতরে ঢুকে খালি বাঙ্কে তাকাবার পরই শুধু মনে পড়ল যে ওর কম্বলগুলো ওয়েন আর গ্যাবনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘুমে আধবোজা চোখে ছোট টেবিলটার দিকে তাকাল ও, যেখানে টক্সিলজিক্যাল বইগুলো রেখে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় পালাল ঘুম। অ্যাকোনাইটের ওপর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স-এর মোটা বইটায়, সেটা এই মুহূর্তে টেবিলের এক কোণায় পড়ে রয়েছে, জানা কথা ইভনিং স্টার ঝাঁকি খাওয়ায় ছিটকে গেছে ওদিকে। সিল্ক বুকমার্ক রিবন, বইয়ের মাথায় আটকানো, প্রায় পুরোটা লম্বা হয়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। অথচ রানার মনে আছে যে প্রবন্ধটা পড়ছিল সেটা চিহ্নিত করার জন্যে বুকমার্কটা ব্যবহার করেছিল, কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে।

অ্যাকোনাইটের ওপর আর্টিকেলটা পড়েছে ও, এটা কেউ জানে। কে জানে?

কেবিনটাকে আর নিরাপদ ভাবতে পারছে না রানা। ট্রলারটাকে যারা ইয়টে রূপান্তর করেছে, কোন কেবিনেই তালা দেয়ার ব্যবস্থা রাখেনি। কেবিনে তালা দেয়া থাকলে জাহাজডুবির সময় লোকজন বেরুতে পারে না, সেজন্যে অনেক জাহাজের কেবিনেই তালা দেয়ার ব্যবস্থা থাকে না। তবে ছিটকিনি বা বোল্ট থাকা উচিত, এটাতে তা-ও নেই।

রানার মনে পড়ল, সেলুনের কর্নার বাল্কহেডে একটা সেটী আছে, ওখানে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। পিছনে একটা দেয়াল তো থাকবেই, সেটী সীটের নিচে কয়েকটা কম্বলও আছে, ঠাণ্ডার হাত থেকে ভালই বাঁচা যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, উজ্জ্বল আলো আছে সেলুনে, লোকজন সব সময় যাওয়া-আসা করছে। যদিও জানালা থেকে কেউ গুলি করলে কিছুই করার থাকবে না।

তারপর রানার মনে পড়ল, ও দেখে এসেছে মার্ভেলাস প্রোডাকশনের বোর্ড মীটিং চলছে সেলুনে। কতক্ষণ আগে? বিশ মিনিট তো হবেই। সম্ভবত আরও বিশ মিনিট পর জায়গাটা খালি হয়ে যাবে। মীটিঙে কোম্পানীর চারজন আছেন, রানা যে তাঁদেরকে সন্দেহ করে বলে এখুনি ওখানে যেতে চাইছে না, ব্যাপারটা সেরকম নয়। নিচে আলাদা একটা কেবিন থাকতে সেলুনে রাত কাটাবে ও, এটা তাঁদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে।

সময়টা কাটানোর জন্যে, খানিকটা খেয়ালের বশেও, ব্যারন কেমন আছে দেখে আসবে বলে ঠিক করল রানা। সেই সঙ্গে মরগানের কথাটা সত্যি কিনা তা-ও যাচাই করা যাবে। বাঁ দিকে তিন নম্বর দরজাটা ব্যারনের। ডান দিকের দ্বিতীয়টা হাঁ-হাঁ করছে। ওটা এলিনা স্টুয়ার্টের কেবিন। ভেতরে আছে সে, তবে ঘুমায়নি। টেবিল আর বাঙ্কের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে বসে আছে, চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, হাত দুটো কোলের ওপর।

'কি ব্যাপার? দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার সাধনা করছেন?'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না।'

'কিন্তু দরজা খোলা কেন? কাউকে আশা করছেন?'

'না। দরজা বন্ধ করতে পারছি না।'

'সে তো আপনি জাহাজে ওঠার পর থেকেই পারছেন না। তালা নেই।'

'জানি। আগে কিছু ভাবিনি। ভাবনাটা পেয়ে বসেছে আজ রাতে।'

'নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে আপনি ঘুমালে চুপিসারে কেউ ভেতরে ঢুকবে?'

'কি ভাবছি নিজেও বুঝছি না। তবে আমি ভাল আছি। প্লীজ।'

'ভয় পাচ্ছেন? এখনও?' মাথা নাড়ল রানা। 'জাহাজে আরও মেয়ে আছে, তাদের অনেকে একা শুতে ভয় পাচ্ছেন না।'

'যেমন?'

'যেমন পামেলা।'

'পামেলা একা শোয়নি।'

'শোয়নি? ঠিক জানেন?'

মাথা ঝাঁকাল এলিনা। 'পামেলা হুপারের সঙ্গে শুয়েছে। রিসেপশন রূমে।'

'আচ্ছা। তা আপনিও তো ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে পারতেন। আপনি যদি নিরাপত্তা চান, সংখ্যার মধ্যে তা তো আছেই।'

'তিনজন মানে ভিড়।'

'তা বটে।' ওখান থেকে বেরিয়ে ব্যারনের কেবিনে ঢুকল রানা। খানিকটা রঙ ফিরে এসেছে তার চেহারায়। জিজ্ঞেস করল কেমন আছে সে।

'ভাল না,' বলল ব্যারন, পেটে হাত বুলাচ্ছে।

'অসুবিধেটা কি?'

'খিদের জ্বালা,' বলল ব্যারন।

'আজ রাতে পাবেন না কিছু। কাল থেকে আবার আগের মত শুরু করবেন—চা আর টোস্টের কথা ভুলে যান। ও, হ্যাঁ, মরগানকে গ্যালি লুঠ করতে পাঠিয়ে কাজটা আপনি ভাল করেননি। মরিসন তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।'

'মরগান? গ্যালিতে?' ব্যারনের বিস্ময় নির্ভেজাল বলে মনে হলো রানার। 'আমি কেন পাঠাব!'

'নিশ্চয়ই ওখানে যাবার কথা আপনাকে বলেছেন তিনি।'

'কই, না! দেখুন, ডাক্তার, শুধু শুধু আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না…।'

'কেউ আপনার ঘাড়ে কিছু চাপাচ্ছে না। সম্ভবত তাঁর কথার ভুল অর্থ করেছি

আমি। তিনি স্রেফ হয়তো আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন–আপনার খিদে সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন··· ।'

'খিদের কথা বলেছি ঠিকই, কিন্তু যীশুর কিরে··· ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কারও কোন ক্ষতি হয়নি। গুড নাইট।'

বেরিয়ে এল রানা, এলিনার খোলা দরজাটাকে পাশ কাটাল। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, তবে কোন কথা বলল না দেখে থামল না রানা। নিজের কেবিনে ফিরে এসে হাতঘড়ি দেখল। মাত্র পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে, আরও পনেরো মিনিট বাকি। দূর, অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। শরীরটা খসে পড়তে চাইছে ক্লান্তিতে। কিন্তু সেলুনে যাবার একটা কারণ থাকা চাই ওর। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করতেই সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। মেডিকেল ব্যাগ খুলে একই জিনিস তিনটে বের করল ও–ডেথ সার্টিফিকেট। কেন বলতে পারবে না, গুণে দেখে রাখল আর ক'টা রইল ব্যাগে। দশটা। সব মিলিয়ে তেরোটা। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না বলে নিজের ওপর খুশি হলো। মেডিকেল ব্যাগে জাহাজের কিছু নোটপেপারও রয়েছে, আগের মালিক কাজে কোন খুঁত রাখতে জানতেন না। তিনটে সার্টিফিকেটের সঙ্গে কয়েকটা নোট পেপারও নিজের ব্রিফকেসে ভরল ও।

কেবিনের দরজা পুরোপুরি খুলল, বাইরে যতটা বেশি সম্ভব আলো পাবার জন্যে। প্যাসেজে কেউ নেই দেখে দ্রুত হাতে প্যাঁচ ঘুরিয়ে ডেক-হেড ল্যাম্পটা খুলে ফেলল। ডেকের কাছে কান নামিয়ে ল্যাম্পটা বার কয়েক হাত থেকে ছেড়ে দিল, শুরু করল এক ফুট ওপর থেকে। চারবারের ঝাঁকিতে ল্যাম্পের ফিলামেন্ট ভাঙার স্পষ্ট আওয়াজ পেল রানা। এবার অকেজো ল্যাম্পটা আবার হোল্ডারে আটকাল, তুলে নিল ব্রিফকেস, দরজা বন্ধ করে রওনা হলো ব্রিজের উদ্দেশে।

আপার ডেকে পৌঁছে, মই বেয়ে ব্রিজে ওঠার সময়, রানা দেখল আবহাওয়ার কোন উন্নতি হয়নি। তুষার খাড়া বা তির্যকভাবে পড়ছে না, আড়াআড়িভাবে ছুটছে। তুষারের মাত্রাও আগের চেয়ে বেশি মনে হলো, মাস্টহেডের আলোটা ক্ষীণ একটা আভার মত লাগছে। সাগরকে আগের চেয়ে একটু কম অশান্ত মনে হলেও, ভাবল ঘুম পাওয়ায় হয়তো সেটা ওর দেখার ভুল।

হুইলে রয়েছে জেমিসন। কম্পাসকে নয়, বেশি সময় দিচ্ছে রাডারস্কোপকে। দৃষ্টিসীমা এত কমে গেছে, তার কিছু করারও নেই। রানা জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপটেন তাঁর ক্রুদের তালিকাটা কোথায় রাখেন বলতে পারবেন? নিজের কেবিনে?'

'না।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জেমিসন। 'চার্ট-হাউজে।' ইতস্তত করল সে। 'কেন ওটা দরকার আপনার, মি. রানা?'

ব্রিফকেস থেকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট বের করে কন্ট্রোল প্যানেলের আলোতে ধরল রানা।

গম্ভীর হয়ে গেল জেমিসন। 'পোর্ট লকারে পাবেন, ওপরের দেরাজে।'

তালিকা মানে মোটা একটা খাতা। তাতে ক্রুদের নাম-ঠিকানা, বয়েস, জন্মস্থান, ধর্ম, নিকটাত্মীয় ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই রয়েছে। এক জোড়া সার্টিফিকেট পূরণ করে খাতাটা রেখে দিল ও, রওনা হলো সেলুনের উদ্দেশে।

ফন গোলডা, তাঁর তিন সহ-ডিরেক্টর ও কাউন্ট বট্টিউলাকে আধ ঘণ্টা আগে সেলুনে রেখে গিয়েছিল রানা, এখনও তাঁরা পাঁচজন একটা টেবিলে গোল হয়ে বসে আছেন, প্রত্যেকের সামনে কার্ডবোর্ড মোড়া ফোল্ডার। ফোল্ডারের একটা স্তূপ টেবিলের এক ধারে উঁচু হয়ে রয়েছে, স্তূপ থেকে কয়েকটা পড়েও গেছে ডেকে। মুখের সামনে গ্লাস, গ্লাসের কিনারা দিয়ে রানার দিকে তাকালেন কাউন্ট বট্টিউলা। হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস ছাড়া তাঁকে কল্পনাও করা যায় না।

'এখনও টহল দিচ্ছেন, মাই ডিয়ার ফেলো? আপনি আমাদের জন্যে সত্যি অনেক করছেন। এভাবে যদি চালিয়ে যান আমি প্রস্তাব করব আপনাকেও যেন আমাদের একজন ডিরেক্টর হিসেবে গ্রহণ করা হয়।'

'সবাই কি আর পেশা বদল করতে চায়।' ফন গোলডার দিকে তাকাল রানা। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমাকে কয়েকটা ফর্ম পূরণ করতে হবে। যদি আপনাদের ব্যক্তিগত আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকি··· ।'

'এখানে সে-ধরনের কিছু হচ্ছে না,' জবাব দিলেন ক্লার্ক বিশপ। 'আমরা আসলে পরবর্তী পনেরো দিনের শূটিং স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করছি। শিল্পী আর কলাকুশলীরা সবাই একটা করে পাবেন কাল। এক কপি নেবেন আপনি?'

'ধন্যবাদ। আগে হাতের কাজটা শেষ করি। কেবিনের আলোটা নষ্ট হয়ে গেছে···আমি আবার ম্যাচের আলোয় কাজ করতে পারি না।'

'আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম।' ফন গোলডাকে এখনও ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তবে শরীর থামার নির্দেশ দিলেও চালিয়ে যাবার মানসিক দৃঢ়তা তাঁর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। 'আমাদের সবারই এখন খুব গাঢ় একটা ঘুম দরকার।'

'আমিও সেই পরামর্শই দেব। পাঁচ মিনিট পর গেলে অসুবিধে নেই তো?'

'না, কোন অসুবিধে নেই।'

'ক্যাপটেন ডানহিলকে আমরা কথা দিয়েছি একটা চুক্তিপত্রে সই করব, তাই না? তাতে লেখা থাকবে রহস্যময় অসুস্থতার ঘটনা আবার যদি ঘটে, তাঁকে দায়ী করা যাবে না। কাগজটা তিনি ব্রেকফাস্ট টেবিলে চেয়েছেন। যেহেতু ভোর চারটের সময় জাগবেন, ভাল হয় কাগজটায় এখুনি যদি আপনারা সই করেন।'

মাথা ঝাঁকালেন তাঁরা। কাছাকাছি টেবিলে বসে চুক্তিপত্রটা লিখে ফেলল রানা। পড়ে দেখার পর কেউ ওর লিখিত বিষয়-বস্তুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন না, কিংবা ক্লান্ত বলে ভাল করে পড়ে দেখলেন না, সবাই খসখস করে সই করে দিলেন। সই করলেন কাউন্ট বট্টিউলাও, রানা সতর্ক থাকল ওর চেহারায় যাতে বিস্ময়ের কোন ভাব না ফোটে। তিনিও যে পরিচালকদের সমান স্তরে আছেন, ওর জানা ছিল না। রানার ধারণা ছিল ভদ্রলোক যেহেতু অত্যন্ত বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান, নিশ্চয়ই ফ্রীল্যান্স হবেন এবং সে কারণে কোন ফিল্ম কোম্পানীর বোর্ডে নির্বাচিত হবার যোগ্য নন। তবে ফন গোলডার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব কেন সেটার অন্তত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

'এবার ঘুমাতে যাব।' চেয়ারটা পিছিয়ে নিলেন বিশপ। 'আপনিও, ডাক্তার?'

'ডেথ সার্টিফিকেটগুলো পূরণ করার পর।'
'অপ্রীতিকর একটা দায়িত্ব।' রানার হাতে একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিলেন বিশপ। 'পরে আপনাকে এটা হয়তো খানিকটা হাসির যোগান দিতে পারে।'
ফোল্ডারটা নিল রানা।
বিশাল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ফন গোলডা। 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মি. রানা। লাশগুলোকে সাগরের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারটা। অনুষ্ঠানটা কখন বলুন তো?'
'নিয়ম হলো দিনের প্রথম আলোয়,' বলল রানা। শোকে চোখ দুটো বন্ধ করলেন ফন গোলডা। 'আপনার ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে, মি. গোলডা, আমার পরামর্শ হলো অনুষ্ঠানটায় আপনার থাকার দরকার নেই। কাল আপনি যত বেশি সম্ভব বিশ্রাম নিন।'
'সত্যি বলছেন, আমার বিশ্রাম নেয়া উচিত?' মাথা ঝাঁকাল রানা, ফন গোলডার চেহারা থেকে শোকের ছায়া সরে গেল। 'আমার হয়ে তুমি উপস্থিত থাকবে, ক্লার্ক?'
'অবশ্যই,' বিশপ বললেন। 'গুড নাইট, ডাক্তার। সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'
'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ,' বললেন ফন গোলডা।
টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন সবাই। ডেথ সার্টিফিকেটের ফর্মগুলো বের করে পূরণ করতে বসল রানা। কাজটা শেষ করে সার্টিফিকেটগুলো সীল করা একটা এনভেলাপে রাখল। আরেকটা এনভেলাপে রাখল সই করা এফিডেভিট, নিজে সই করার পর। এনভেলাপে ক্যাপটেন ডানহিলের নাম লিখল ও, তারপর ব্রিজের উদ্দেশে রওনা হলো। জেমিসনকে বলবে, ভোরে ক্যাপটেন ব্রিজে এলে তাঁকে যেন দেয়া হয় এগুলো।
কিন্তু ব্রিজে জেমিসন নেই। তার বদলে সারা শরীর কম্বলে মুড়ে, হুইলের সামনে উঁচু একটা টুলে বসে থাকতে দেখা গেল ওয়েনকে। হুইল ধরেনি, আপনা থেকে পালা করে এদিক-ওদিক ঘুরছে ওটা। তার চোখের নিচে কালি, চেহারাটাও ম্লান, তবে এখন আর তাকে অসুস্থ লাগছে না। এত দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠাটা সত্যি বিস্ময়কর।
'অটোমেটিক পাইলট,' ব্যাখ্যা করল সে।
'আপনার উচিত ছিল বিছানায় থাকা,' রানার গলায় অসন্তোষ।
'সেখান থেকে এলাম, এখুনি আবার সেখানেই ফিরে যাব।' ফার্স্ট অফিসার ওয়েন পুরোপুরি সুস্থ নয়, জানে রানা। 'এসেছি স্রেফ পজিশন চেক করতে, এই ফাঁকে জেমিসনকে কফি খাবার সুযোগ করে দিলাম। এ-ও ভেবেছিলাম যে আপনাকে হয়তো এখানে পাব। আপনি আপনার কেবিনে ছিলেন না।'
'আমি এখন এখানে। আমাকে খুঁজেছিলেন কেন?'
'ভিএসওপি,' বলল ওয়েন। 'কেমন লাগছে শুনতে?'
'ভালই,' বলল রানা। টুল থেকে নেমে কাবার্ডের দিকে এগোল ওয়েন, ক্যাপটেন ডানহিল তাঁর ব্র্যাণ্ডির বোতলগুলো ওখানেই রাখেন। 'শুধু এই জন্যে? আমাকে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াবেন বলে?'
'না। সত্যি কথা বলতে কি, বিশেষ একটা জিনিস মেলাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজটায় আমি ভাল নই। ভাবলাম আপনি বোধহয় সাহায্য করতে পারবেন।' রানার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল ওয়েন।
'টিম হিসেবে আমরা বোধহয় ভালই করব,' বলল রানা।
সামান্য হাসল ওয়েন। 'তিনজন মারা গেছে। চারজন আধমরা। ফুড পয়জনিং। কি পয়জন?'
মরিসনকে যা বলেছে রানা ওয়েনকেও তাই বলল। কিন্তু চ্যাং ওয়েন মরিসন নয়।
'বিষটার বোধহয় নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি আছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ওয়েন। 'আমরা সবাই একই খাবার খেলাম, কিন্তু সবাই আক্রান্ত হলাম না।'
'বিষ সম্পর্কে আসলে সত্যি কিছু বলা কঠিন। পিকনিকে গিয়ে ছ'জন একই দূষিত খাবার খেলো, তিনজনকে পাঠাতে হলো হাসপাতালে, কিন্তু বাকি তিনজন কিছু টেরই পেল না।'
'কিন্তু মারাত্মক একটা বিষ একজনকে মেরে ফেলবে, আরেকজনকে কিছুই করবে না, এ হতে পারে না।'
'ব্যাপারটা আমার কাছেও খানিকটা অদ্ভুত লেগেছে। আপনার কি ধারণা? কি ভাবছেন?'
'বিষ আপনা থেকে মিশে যায়নি। মেশানো হয়েছে।'
'মেশানো হয়েছে? ইচ্ছা করে?' ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে রানা ভাবল, ওয়েনের সঙ্গে কতদূর যাওয়া যায়। খুব বেশি দূর নয়, সিদ্ধান্ত নিল, অন্তত এখুনি নয়। বলল, 'অবশ্যই তাই, ইচ্ছে করেই কেউ করেছে কাজটা। করা খুব সহজও তো। আমাদের পয়জনারের কাছে, ধরুন, এক ব্যাগ পয়জন আছে। তার কাছে আর আছে একটা জাদুর কাঠি। কাঠিটা নাড়ল সে, অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর ডাইনিং টেবিলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। সবার খাবারে বিষ ঢালছে। মি. গোলডাকে দিল এক চিমটি, আমাকে দিল না, আপনাকে দিল এক চিমটি, এক চিমটি গ্যাবনকে, এরিক কার্লসন আর মিকায়েল ট্যাকারকে দিল না, দুই চিমটি দিল কেডিপাসকে, মেয়েদের কাউকে দিল না, ব্যারনকে দিল এক চিমটি, দু'চিমটি করে বাক আর পিটারসনকে–এভাবে। খুবই খেয়ালি মানুষ, আমাদের এই অদৃশ্য বন্ধু।'
'আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন, প্রতিবাদও করছেন মাত্রা ছাড়িয়ে। নিজেকে আপনি যতই হাবা প্রমাণ করার চেষ্টা করুন, আমি মানব না। আমার মত আপনার মনেও সন্দেহ আছে।'
'ছিল, সব বাতিল করে দিয়েছি। মোটিভ, সুযোগ, উপায়–পাওয়া অসম্ভব।'
'তারমানে আপনি সন্তুষ্ট?'
'যতটুকু সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব।'
'আই সী।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করল ওয়েন। 'আপনি জানেন, রেডিও অফিসে আমাদের একটা ট্র্যান্সমিটার আছে, উত্তর গোলার্ধের প্রায় সবখানে

পৌঁছুতে পারা যায়? আমার কেন যেন মনে হচ্ছে খুব শিগ্‌গির ওটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে।'

'কেন?'

'সাহায্য চাওয়ার জন্যে।'

'সাহায্য?'

'হ্যাঁ, সাহায্য–বিপদে পড়লে যা আপনার দরকার হয়। আমার ধারণা, এখুনি আমাদের সাহায্য দরকার।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, ব্রিটেন এখান থেকে অনেক দূরে।'

'ন্যাটোর আটলান্টিক ফোর্স নয়। নর্থ কেপ-এর আশপাশে কোথাও মহড়া দিচ্ছে ওরা।'

'আপনি দেখছি অনেক খবরই রাখেন।'

'চীনা প্রবাদ–খবর রাখায় লাভ আছে, বিশেষ করে বিপদের সময়,' বলল ওয়েন। 'আমার বুদ্ধির ধার হয়তো বেশি না, তবে একেবারে ছোট করেও দেখবেন না, প্লীজ।'

'তা আমি দেখছিও না। তবে আমাকেও ওভার এস্টিমেট করবেন না। ব্র্যাণ্ডির জন্যে ধন্যবাদ।' স্টারবোর্ড স্ক্রীন ডোর-এর দিকে চলে এল রানা। ইভনিং স্টার এখনও এদিক ওদিক কাত হচ্ছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে, তবে বাতাসে ছিন্নভিন্ন নিচের পানি এখন আর দেখতে পাবার কোন উপায় নেই, গোটা দৃশ্যটা ঢাকা পড়ে আছে তুষারে। উইং ব্রিজ ডেকে তাকাল রানা, পায়ের দাগ দেখতে পেল তুষারের ওপর। একজন লোকের পায়ের ছাপ, কিনারাগুলো এত তীক্ষ্ণ আর পরিষ্কার যে মনে হলো এইমাত্র কেউ হেঁটে গেছে ওখান দিয়ে। তারমানে কেউ একজন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল, দাঁড়িয়ে ওর আর ওয়েনের আলাপ শুনেছে। তারপর ওর মনে পড়ল, মাত্র একজন লোকের ছাপ, ছাপটা ও নিজে তৈরি করেছে। দাগগুলো এখনও নতুনের মত লাগার কারণ হলো, তুষার ঝড় বইছে আড়াআড়িভাবে। ভাবল, ওর আসলে ঘুম দরকার। ঘুমের অভাবেই আজেবাজে কল্পনা আসছে মাথায়। তারপর অনুভব করল, ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েন।

'আপনি কি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারেন না, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'অবশ্যই। নাকি আমাকেই আপনি অদৃশ্যমানব বলে সন্দেহ করছেন, একে এক চিমটি ওকে দু'চিমটি দিয়ে বেড়াচ্ছি?'

'না। তা ভাবছি না। তবে এ-ও বুঝতে পারছি যে আপনি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলবেন না।' ওয়েনের গলা থমথম করছে। 'এমন হতে পারে আজ কথা না বলায় একদিন হয়তো আফসোস হবে আপনার।'

ছয়

সেলুনে ফিরে এসে কোণার সেটীতে শুয়েছে রানা, ক্লার্ক বিশপের দেয়া বুকলেটটা খুলতে যাবে, এই সময় দরজায় শব্দ হলো। কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল এলিনা স্টুয়ার্ট। তার খড় রঙা চুলে তুষার লেগে রয়েছে, পরনে ভারি একটা টুইড জ্যাকেট।

'আচ্ছা, আপনি তাহলে এখানে!' দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে বলল সে, অভিযোগের সুরে।

'হ্যাঁ,' অপরাধ স্বীকার করল রানা, 'এখানেই আমি।'

'কেবিনে দেখলাম আপনি নেই। আপনার আলোটা নষ্ট···জানেন কি তা?'

'জানি। কিছু লেখালেখির কাজ ছিল, সেজন্যেই এখানে আসতে হয়। কেন, খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?'

টলমল করতে করতে এগিয়ে এসে রানার উল্টোদিকের সেটীতে বসে পড়ল এলিনা। 'সে তো আগেই ঘটেছে। আমি এখানে থাকলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'আপনি চলে গেলে আমি অপমানিত বোধ করব।'

জবাবে মৃদু হেসে সেটীটায় ভাল করে বসল এলিনা, কোটটাও ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর চোখ বুজল। কিন্তু বসে থাকায় ইভনিং স্টারের ঝাঁকির সঙ্গে সে-ও ঝাঁকি খাচ্ছে ঘনঘন, ফলে হাত দিয়ে সেটীর কিনারা ধরে পতন ঠেকাতে হচ্ছে। দৃশ্যটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল রানাকে।

'আপনি বরং আমার সেটীতে চলে আসুন, ওটার চেয়ে বড় এটা। এখানে অতিরিক্ত কম্বলও আছে।'

চোখ খুলল এলিনা। 'না, ধন্যবাদ।'

অগত্যা উঠতে হলো রানাকে। টলমল পায়ে এগিয়ে এসে মেয়েটার গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল। গম্ভীর মুখে ওকে দেখল এলিনা, তবে কিছু বলল না।

নিজের সেটীতে ফিরে এসে বুকলেটটা তুলে নিল রানা। কিন্তু সেটা না খুলে চিন্তা করতে লাগল ওর অনুপস্থিতিতে কে কে ঢুকতে পারে ওর কেবিনে। এলিনা ঢুকেছিল, তবে ও নিজেই তা স্বীকার করেছে। এখানে তার উপস্থিতিই ব্যাখ্যা করে ঢোকার কারণটা। ওর ভয় করছে, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় বোধ করছে, কোনও একজনের সঙ্গ দরকার। কিন্তু ওর সঙ্গ কেন? কেন···ধরা যাক, ডগলাস হিউমের নয়? কিংবা সমশ্রেণীর অভিনেতা হ্যানস ব্রাখটম্যান বা ব্রাড ফার্গুসনের সঙ্গ নয় কেন? এমন কি হতে পারে, আমার সঙ্গ চাওয়ার পিছনে বিশেষ কারণ আছে? মেয়েটা কি নজর রাখছে আমার ওপর? হয়তো অন্য কাউকে আমার কেবিনে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে। হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠল রানা–ওর কেবিনে এমন সব জিনিস আছে যা কাউকে দেখতে দেয়া যায় না।

বুকলেটটা রেখে দিয়ে লী ডোর-এর দিকে এগোল রানা। চোখ খুলে মাথা

তুলল এলিনা। 'আবার যাচ্ছেন কোথায়?'

'বাইরে।'

'দুঃখিত। আমি আসলে···আবার ফিরে আসছেন তো?'

'দুঃখিত আমিও। আপনাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। নিচে যাচ্ছি, এখুনি ফিরব।'

মাথা ঝাঁকাল এলিনা, তার দৃষ্টি দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করল রানাকে। বাইরে বেরিয়ে এসে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল রানা বিশ সেকেণ্ড, তারপর দ্রুত হেঁটে চলে এল জানালার সামনে। প্লেট গ্লাসে চোখ রেখে দেখল এলিনাকে যেমন বসে থাকতে দেখে এসেছে ঠিক তেমনি বসে আছে সে–এখন শুধু হাঁটুর ওপর কনুই রেখেছে, মুখটা দুই হাতের তালুতে, ধীরে ধীরে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। একবার ইচ্ছে হলো সেলুনে ঢুকে আদর করে মেয়েটাকে, অভয় দিয়ে বলে ও থাকতে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে না, নিজেকে শক্ত করল ও। জানালার সামনে থেকে চলে এল প্যাসেঞ্জারদের কেবিন এলাকায়।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, তবে লাউঞ্জ বার এখনও বন্ধ হয়নি। কাঁচমোড়া দরজা খুলে ফন গোলডার হুইস্কি চুরি করছেন জক মুর। চোখাচোখি হতে এক গাল হাসলেন। শুধু একবার মাথা ঝাঁকাল রানা, থামল না, লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে নেমে এল নিচে।

কেবিনে ঢুকে রানার মনে হলো যেখানে যা থাকার কথা সব এখনও ঠিকঠাকই আছে। তবে দক্ষ কোন লোক চিহ্ন রেখে যাবে না। নিজের দুটো সুটকেস খুলে ভেতরে একটা করে চুল রাখল ও, কেউ হাত দিলে ওটা ওখানে থাকবে না। ঢাকনি বন্ধ করে দুটো সুটকেসেই তালা লাগাল। সবশেষে তালা দিল মেডিকেল ব্যাগে–সাধারণ মেডিকেল ব্যাগের চেয়ে আকারে অনেক বড় আর ভারি এটা, ভেতরে অনেক ইকুইপমেন্ট আছে। ব্যাগটা নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল, কবাট বন্ধ করার আগে কজার দু'ইঞ্চি ওপরে খালি একটা দেশলাইয়ের বাক্স গুঁজে দিল। কবাট খুললে পড়ে যাবে ওটা।

লাউঞ্জে এসে দেখল জক মুর এখনও রয়েছেন সেখানে। 'জাদুর বাক্স নিয়ে আবার কোথায় চললেন আমাদের দয়ালু হিলার! নতুন কোন মহামারী দেখা দিয়েছে নাকি? আপনার বুড়ো আংকেল মুর আপনাকে নিয়ে গর্বিত। আমার সঙ্গে যোগ দেবেন নাকি?' হাতের বোতলটা উঁচু করে দেখালেন রানাকে।

'ধন্যবাদ, মি. মুর, না। আপনি শুতে যাচ্ছেন না কেন? কাল সকালে উঠবেন কিভাবে?'

'আরে, ভাতিজা, গোটা ব্যাপারটাই তো তাই নিয়ে–কাল আমি উঠতে চাই না। আমি মুখোমুখি হব কাল বাদে পরশু দিনটার। আগামীকাল আমি পছন্দ করি না, ওগুলো সবসময় আজকের মত হয়। একটা আজ সম্পর্কে একমাত্র ভাল কথা হলো, তার কিছুটা অন্তত অতীত–প্রতি মুহূর্তে সেটা দীর্ঘ হয়। কিন্তু আগামীকাল মানেই ভবিষ্যৎ–পুরোটা।' হাতের বোতলটা উঁচু করে দেখালেন আবার। 'অন্যরা অতীতকে ভোলার জন্যে মদ খায়। কিন্তু আমি, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট আর সচেতন, মদ খাই ভবিষ্যৎ ভোলার জন্যে। আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, ভবিষ্যৎকে কিভাবে ভোলা সম্ভব? আসলে প্র্যাকটিস দরকার। সেই সঙ্গে, কারণ বারির খানিকটা সহযোগিতাও।' বোতলে চুমুক দিলেন তিনি।

'মি. মুর,' বলল রানা, 'আমার ধারণা আপনি ম্যাকবেথের ভগ্নাংশও নন।'

'একটা করুণ মূর্তি, বিষণ্ন এক মানুষ, ধ্বংসই যার আসন্ন নিয়তি–ম্যাকবেথ। না, আমার সঙ্গে কোনই মিল নেই। মুরদের আছে দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি, অজেয় আত্মা। আপনাদের শেকসপীয়ারকে যত খুশি ভাল বলতে পারেন , আমার প্রিয় হলো ওয়াল্টা দে লা ম্যারে।' বোতলটা তুলে ভেতরে আর কতটুকু হুইস্কি আছে চোখ কুঁচকে দেখে নিলেন। 'উনি বলেছেন, ''লুক ইওর লাস্ট অন অল থিংস লাভলি এভরি আওয়ার''।'

'আপনি যেভাবে বুঝছেন তিনি সম্ভবত সেভাবে বোঝাতে চাননি, মি. মুর,' বলল রানা। 'একজন ডাক্তার হিসেবে বলছি, এবার আপনি নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। মি. গোলডা জানতে পারলে বিপদে পড়বেন।'

'গোলডা? তাহলে একটা কথা বলব?' রানার দিকে ঝুঁকলেন মুর, যেন গোপন কিছু বলতে যাচ্ছেন। 'গোলডা আসলে অত্যন্ত দয়ালু লোক। আমি তাকে পছন্দ করি। সে আমার সঙ্গে সব সময় ভাল ব্যবহার করে। আসলে বেশিরভাগ মানুষই তো ভাল, তাই না? বেশিরভাগই দয়ালু। তবে গোলডার মত নরম কেউ না। তাহলে শুনুন, মনে পড়ছে···।'

তার হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে শেলফে রেখে দিল রানা, দরজা বন্ধ করে চাবিটা রাখল নিজের ড্রেসিং গাউনের পকেটে। 'আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে মি. গোলডা সম্পর্কে আপনার ধারণা একশো ভাগই ভুল, তখন আপনার কাছাকাছি আমি থাকতে চাই না।' রানার সঙ্গে এগোচ্ছেন মুর, কোন প্রতিবাদ না করেই। কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নিচে নামল ওরা, মুরকে তাঁর কেবিনের ভেতর ঠেলে দিল রানা।

কেবিনে ঢুকে নিজের বাঙ্কে বসলেন তিনি, তারপর হাত বাড়িয়ে বিছানার তলা থেকে একটা বোতল বের করলেন। 'আমাকে বলতে পারেন, স্বর্গেও কি বার আছে? প্রচুর মদ পাওয়া যায়?'

'তথ্যটা আমার জানা নেই, মি. মুর।'

'তারমানে আপনি শুধু একজন ডাক্তার, সর্বজ্ঞানের উৎস নন? এবার আপনি ফিরে যেতে পারেন, মাই গুড ফেলো।'

ঘুমন্ত রবার্ট হ্যামারহেডের দিকে তাকাল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে এল ওখান থেকে।

যেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সেখানেই এলিনাকে দেখতে পেল রানা, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে, সেটীর কিনারা আকড়ে ধরে জাহাজের ঝাঁকি আর দোল সামলাচ্ছে। ক্লান্ত মুখের তুলনায় তার ব্রাউন চোখ দুটো এখন অনেক বড় দেখাচ্ছে, রানার দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে ক্লাসিকস নিয়ে আলাপ করছিলাম।' কোণার সেটীতে বসল ও। 'তাকে আপনি চেনেন তো?'

'জক মুরকে সবাই চেনে।' হাসতে চেষ্টা করল এলিনা। 'গত ছবিটায়ও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি আমি। আপনি বোধহয় দেখেননি।'

'না।' তবে ছবিটার কথা শুনেছে রানা, শুনেই ওটা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে থাকার তাগিদ অনুভব করেছে।

'জঘন্য একটা ব্যাপার। আমার কাজ এত খারাপ হয়েছে যে বলার নয়। তারপরও যে কেন আবার আমাকে সুযোগ দিল, বুঝি না।'

'আপনি অত্যন্ত সুন্দরী,' বলল রানা। 'আপনার অভিনয় করতে না জানলেও চলে। তবে, আপনার দ্বারা ভাল অভিনয় হতেও পারে, আমি জানি না। আমরা মি. মুর সম্পর্কে কথা বলছিলাম।'

'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি আমি। শুধু তাঁর সঙ্গে না, মি. গোলডা আর মি. কার্লসনের সঙ্গেও। ওঁদের সঙ্গে এটা আমার তৃতীয় ছবি। মানে, মি. কার্লসন···মানে, মি. কার্লসন··· ।'

'জানি, মি. কার্লসন কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন। তাহলে মি. মুরকে আপনি পছন্দ করেন?'

'বড় অদ্ভুত মানুষ তিনি। খুব মজার মানুষও। সবাই তাঁকে পছন্দ করে, তিনিও সবাইকে পছন্দ করেন। এমন কি মি. গোলডারও খুব পছন্দের মানুষ তিনি। খুব ঘনিষ্ঠ ওঁরা। সম্পর্কটাও তো অনেক দিনের।'

'তা তো জানতাম না। মি. মুর কি বিবাহিত?'

'তা বলতে পারব না। বোধহয়, কিংবা হয়তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'রোগী বা সম্ভাব্য রোগী সম্পর্কে জানার সুযোগ পেলে ছাড়ি না কখনও।'

মৃদু হেসে চোখ বুজল এলিনা। তার মানে আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। সেলুনের তাপমাত্রা কমছে, সেটীর নিচ থেকে আরেকটা কম্বল নিয়ে গায়ে জড়াল রানা, তারপর বিশপের দেয়া বুকলেটটা তুলে নিল। পাতা ওল্টাল, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'বেয়ার অ্যাইল্যাণ্ড'। ওটাই একমাত্র শিরোনাম। তার নিচ থেকে শুরু হয়েছে বিষয়-বস্তু।

'চারদিকে ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে, মার্ভেলাস প্রডাকশন তাদের সর্বশেষ ছবিটা সম্পর্কে চরম ও রহস্যময় গোপনীয়তা অবলম্বন করছে। এ-ব্যাপারে সিনে ম্যাগাজিনগুলো বিশেষভাবে সোচ্চার। তারা বলছে, বিনা খরচে প্রচারের সুযোগ থেকে কোন ফিল্ম কোম্পানী নিজেকে বঞ্চিত করবে, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।' রানাও মনে মনে স্বীকার করল, অদ্ভুত ঘটনাই বটে। 'কিন্তু যে যাই বলুক, প্রচার সত্যি আমরা চাই না। চাই না আলোচ্য ছবির গল্পের কারণে। গল্পটাই এমন, ফাঁস হয়ে গেলে সারা দুনিয়ায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে এমন সব বাধা আসতে পারে যে ছবিটা শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো বানাতেই পারব না।'

এলিনার কাশি রানার পড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করল। কাশতে কাশতে নীল হয়ে গেল তার চেহারা। বুকলেটটা রেখে দিয়ে সেটী থেকে নামল রানা, এগিয়ে এসে এলিনার একটা হাত ধরল। 'আরে, আপনি তো দেখছি জমে যাচ্ছেন।'

'কই। আসলে খুব ক্লান্ত, এমনিতে ঠিকই আছি।'

'আপনার কেবিন কিন্তু এখানের চেয়ে অন্তত বিশ ডিগ্রী বেশি গরম।'

'কিন্তু কেবিনেও তো ঘুম আসবে না। কখন থেকে ঘুমাচ্ছি না জানেন···? এখানেই আমি ভাল আছি। প্লীজ।'

রানা বলল, 'তাহলে আমার কোণার সেটীতে উঠুন, ওখানে একটু বেশি আরাম পাবেন।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল এলিনা। 'প্লীজ।'

তার দিকে পিছন ফিরে দু'পা এগোল রানা নিজের সেটীর দিকে, তারপর ঘুরল। এগিয়ে এসে দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিল তাকে। কথা না বলে ওর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, বাধাও দিল না। নিজের সেটীর ওপর বসাল রানা তাকে, নিজেও তার পাশে বসল। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, পালা করে একবার ওর ডান চোখে, তারপর আবার বাঁ চোখে। কিছুক্ষণ পর বরফ ঠাণ্ডা একটা হাত রানার জ্যাকেটের ভেতর গলিয়ে দিল। এত সব ঘটছে, একবারও কোন কথা বলল না এলিনা, চেহারাতেও কোন ভাব ফুটল না। জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে এভাবে ওকে স্পর্শ করায় মুগ্ধ হত রানা, যদি না শুধু সন্দেহটা থাকত মনে–কেউ হয়তো এলিনাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। মেয়েটা তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে যাচ্ছে, এত কাছ থেকে নজর রাখছে যে রানা নিঃশ্বাস ফেললেও জানতে পারবে।

নিজের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে মার্ভেলাস প্রোডাকশন-এর বুকলেটটা আবার তুলে নিল রানা। পরবর্তী দু'পৃষ্ঠাতে গোপনীয়তা বজায় রাখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদিও ব্যাখ্যাটা রানাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। এরপর বলা হয়েছে, গল্পটা দাঁড় করাতে লেখকের ওপর দিয়ে কী ধকলটাই না গেছে। লেখক মানে সম্ভবত এরিক কার্লসন। এক পর্যায়ে লেখা হয়েছে, অনেকগুলো সম্ভাব্য বিকল্প বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের প্রজেক্টের লোকেশন হবে বেয়ার আইল্যাণ্ড। হ্যাঁ, আমরা সচেতন যে রওনা হবার আগে আপনারা সবাই জানতেন উত্তর নরওয়ের কাছাকাছি একটা দ্বীপ হবে আমাদের গন্তব্য। আসলে এটা একটা গুজব ছিল, আমরাই ছড়াই। কারণ আমরা চাইনি আমাদের আসল গন্তব্য কেউ জানুক। এই কৌশল অবলম্বন করায় আমরা ক্ষমা চাইব না, কারণ ব্যাপারটা গোপন রাখা আমাদের প্রজেক্টের জন্যে অত্যন্ত জরুরী ছিল।

'এবার বেয়ার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা যাক। নিচে যে বিবরণ দেয়া হলো তা আমরা অসলোর রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি থেকে পেয়েছি, বিবরণের অনুবাদটাও ওঁরা করে দেন। এটা সংগ্রহ করে তৃতীয় একটা পক্ষ, যারা মার্ভেলাস প্রোডাকশন-এর সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়। সেই তৃতীয় পক্ষের পরিচয় কখনই প্রকাশ করা হবে না। এখানে বলে রাখা দরকার যে নরওয়ে সরকার দ্বীপটায় আমাদেরকে ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছেন। তাদেরকে জানানো হয়েছে, ওয়াইল্ডলাইফের ওপর একটা ডকুমেন্টারি করব আমরা।' রানা এরিক কার্লসনের লেখা পরিচ্ছেদটা পড়ছে, ওর মাথায় ঢুকছে না এ-সব কথা কি উদ্দেশ্যে লিখতে গেলেন ভদ্রলোক।

'এক সময় বেয়ার আইল্যাণ্ড দাবিদারবিহীন একটা দ্বীপ ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে খনিজ সম্পদ আহরণের পিছনে ও হোয়েলিং অপারেশন খাতে প্রচুর পুঁজি খাটাবার পর নরওয়ে দ্বীপটার মালিকানা চেয়ে আবেদন জানায়। কনফারেন্সের (কোন্ কনফারেন্স তা উল্লেখ করা হয়নি) সামনে পেশ করা হয় আবেদনটা– ১৯১০, ১৯১২ ও ১৯১৪ সালে। প্রতিবারই রাশিয়া বাধা দেয়ার কারণে প্রস্তাবটা বিবেচনা করা হয়নি। তবে ১৯১৯ সালে অ্যালাইড সুপ্রীম কাউন্সিল নরওয়েকে বেয়ার আইল্যাণ্ডের সার্বভৌম স্বত্ব দান করে, আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় ১৯২৫ সালে ১৪ আগস্টে।'

এরপর বেয়ার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে জানা তথ্যগুলোই পড়ে গেল রানা। নরওয়ের নর্থ কেপ থেকে দু'শো ষাট মাইল উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে দ্বীপটা, আর স্পিজবার্জেন থেকে প্রায় একশো চল্লিশ মাইল দক্ষিণে। নিকটতম দ্বীপের কাছ থেকে দূরত্বের হিসেবে, আর্কটিকের সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বেয়ার আইল্যাণ্ড।

এরপর দ্বীপটার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, বিবরণ দেয়া হয়েছে খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের। তারপর বলা হয়েছে জলবায়ু সম্পর্কে। প্রাকৃতিক বিপদ বা দুর্যোগ বেয়ার আইল্যাণ্ডের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কারণটাও স্পষ্ট–গালফ স্ট্রীম আর পোলার ড্রিফট একসঙ্গে মিশেছে এখানে। প্রায় সারাক্ষণই ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে দ্বীপটা। গরম কালেই তাপমাত্রা ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকে পাঁচ ডিগ্রীর বেশি ওপরে ওঠে না। মধ্য জুনের দিকে লেকগুলো বরফ মুক্ত হয়, গলতে শুরু করে তুষার। এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ থেকে আগস্টের তেরো তারিখ পর্যন্ত, মোট এই একশো ছ'দিন মাঝরাতে সূর্য দেখা যায়। নভেম্বরের সাত থেকে ফেব্রুয়ারির চার পর্যন্ত দিগন্তরেখার নিচে থাকবে মামা।

রানা ভাবল, তাহলে বছরের এই সময়টায় ছবি করতে যাবার কি কারণ? দিনের আলো তো ঘণ্টা কয়েকের বেশি পাওয়াই যাবে না। আর আলো না থাকলে শূটিং হবে কি করে? নাকি গোটা ছবিই রাতে তোলা হবে?

বুকলেটে বলা হয়েছে বেয়ার আইল্যাণ্ডের আকৃতি একটা ত্রিভুজের মত। উত্তর-দক্ষিণে, সবচেয়ে লম্বা অংশটা বারো মাইল, চওড়া অংশটা মাইল দশেক। উত্তর আর পশ্চিম দিকটা সমতলই বলা যায়, পাহাড়ী এলাকা দক্ষিণ আর পুব দিকটা। কোন গ্লেসিয়ার নেই, তবে অসংখ্য লেক আছে, যদিও কোনটাই কয়েক গজের বেশি চওড়া নয়। বেয়ার আইল্যাণ্ডের উপকূল রেখাকে দুনিয়ার অন্যতম বৈরী একটা জায়গা বলে অভিহিত করা হয়। কথাটা বিশেষ করে দক্ষিণ দিক সম্পর্কে সত্যি, দ্বীপটা সেখানে শেষ হয়েছে খাড়া পাহাড় প্রাচীরে, জলপ্রপাত হয়ে সাগরে পড়ছে পাহাড়ী নদী। পাহাড়-প্রাচীরের নিচে, সাগরের পানিতে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল আকৃতির সব পাথর। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে নানা জাতের পাখি বাস করে, ঝাঁকেঝাঁকে হরেক রকম অতিথি পাখি এসে ডিমও পাড়ে।

লী সাইডের দরজা খুলে গেল হঠাৎ, হোঁচট খেয়ে ভেতরে ঢুকল স্টিল ফটোগ্রাফার ল্যারি আর্চার। সে আমেরিকান, কথা বলে কম, হাসে আরও কম। সেলুনে ওদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব। 'দুঃখিত···,' ফিরে যাবার জন্যে ঘুরতে শুরু করল।

'যাবেন না, যাবার দরকার নেই,' বলল রানা। 'দেখে যা মনে হচ্ছে আসল ব্যাপারটা সেরকম নয়। এখানে আমরা ডাক্তার রোগীর সম্পর্কটাই ধরে রেখেছি, অবনতি ঘটতে দিইনি।'

দরজা বন্ধ করে সেটীতে বসল আর্চার, খানিক আগে যেটায় একা বসেছিল এলিনা।

'অনিদ্রার শিকার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সব সময় তামাক পাতা চিবায় আর্চার, এখনও চিবাচ্ছে। 'হ্যাঁ। আর আমার ঘুম না আসার কারণ হলো মরগান। সে অসুস্থবোধ করছে।'

মরগান তার কেবিন-মেট, জানে রানা। গ্যালিতে তাকে যখন শেষবার দেখেছে রানা, ঠিক সুস্থ ছিল বলা চলে না। তবে সে অসুস্থতার কারণ ছিল মরিসনের হুমকি। একটা প্রশ্নের উত্তর অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে, গ্যালি থেকে বেরিয়ে কেন সে ব্যারনের সঙ্গে দেখা করেনি। 'কি রকম অসুস্থ সে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চেহারা সবুজ হয়ে গেছে। গোটা কার্পেট ভিজিয়ে ফেলেছে।' নাক কোঁচকাল আর্চার।

'এলিনা।' মৃদু ধাক্কা দিল রানা। 'দুঃখিত, আমাকে একবার ঘুরে আসতে হয়।' এলিনা কথা বলল না, তবে রানার সাহায্য পেয়ে উঠে বসল। আর্চারের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর আবার চোখ বুজল।

'মরগান সেরকম অসুস্থ বলে মনে হয় না···মানে বিষ-টিস বোধহয় নয়···।' রানাকে যেতে বাধা দিচ্ছে আর্চার।

'দেখে আসায় দোষ নেই।' রানা ভাবছে, মরিসনের হাতে ধরা পড়ার আগে গ্যালিতে কিছুক্ষণ একা ছিল মরগান, কি খেয়েছে না খেয়েছে কে জানে।

আর্চারের কথাই ঠিক, আশ্চর্য সবুজ হয়ে গেছে মরগানের চেহারা। নিজের বাঙ্কে বসে আছে সে, দুই বাহু দিয়ে পেটটা যেন আড়াল করে রেখেছে। রানাকে দেখে কাতর গলায় বলল, 'গড, আমি মারা যাচ্ছি।' তারপর কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের গালাগাল শুরু করল সে। রানা তাকে দুটো ঘুমের বড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। অ্যাকোনাইট পয়জনে আক্রান্ত রোগী কথা বলতে পারে না, চিৎকার করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

সেলুনে সেই আগের মত বসে রয়েছে এলিনা, জাহাজের সঙ্গে এদিক ওদিক দুলছে। আর আপনমনে তামাক পাতা চিবিয়ে যাচ্ছে আর্চার। 'আপনার কথাই ঠিক, সী-সিকনেস,' বলল রানা। এলিনার কাছ থেকে সামান্য দূরে বসল ও। বন্ধ চোখের পাতা শুধু একবার নড়ে উঠল এলিনার, রানার ফিরে আসায় আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। 'মি. আর্চার, সেলুনে ঠাণ্ডা খুব বেশি, আপনি বরং এখান থেকে একটা কম্বল নিয়ে গায়ে জড়ান।'

'না, ধন্যবাদ। এখানে যে এত ঠাণ্ডা, আমার ধারণা ছিল না। লেপ আর বালিশ ছাড়া আমি ঘুমাতে পারি না, ওগুলো নিয়ে লাউঞ্জে চলে যাব।' ক্ষীণ হাসল আর্চার। 'ভয় শুধু একজনকেই, গিয়ে হয়তো দেখব নিশাচর মি. মুর এখনও চৌর্যকর্মে রত।' জক মুর যে লাউঞ্জের পানীয় চুরি করেন, সবারই তা জানা।

আরও কিছুক্ষণ তামাক পাতা চিবাল সে, ক্যাপটেন ডানহিলের লোহার ট্রলিটা ইঙ্গিতে দেখাল রানাকে। 'খুব বেশি ঠাণ্ডা লাগলে ওই বোতলটা থেকে দু'ঢোক খেতে পারেন, ডক্টর রানা।'

'তা পারি। তবে হুইস্কি বিশেষ পছন্দ নয় আমার। কি ওটা?'

ভাল করে তাকাল আর্চার। 'ব্ল্যাক লেবেল।'

'একদমই চলবে না। ইচ্ছে হলে আপনি খেতে পারেন। খাওয়াই উচিত, আপনার ঠাণ্ডা কমবে। ইতস্তত করার কোন কারণ নেই, মি. গোলডার মউজুদ থেকে চুরি করা হয়েছে ওটা।'

'স্কচ আমার প্রথম পছন্দ নয়,' বলল আর্চার।

'আরে তাতে কি, শরীর গরম করা নিয়ে কথা। অন্তত অল্প একটু খেতে পারেন।'

বোতলটার দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল আর্চার।

এলিনাকে বলল রানা, 'আপনি? উপকারী জিনিস, সত্যি বলছি। খাবেন নাকি?'

চোখ খুলে তাকাল এলিনা, চেহারায় আশ্চর্য নির্লিপ্ত ভাব। 'না, ধন্যবাদ। ও-সব আমি খাই না বললেই চলে।' আবার চোখ বন্ধ করল সে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উঠল রানা। ওই বোতল থেকে আর্চার হুইস্কি খাবে না, খাবে না এলিনাও, অথচ আর্চারের ধারণা রানার খাওয়া উচিত। ওর অনুপস্থিতিতে আর্চার আর এলিনা কি সীটে ছিল, নাকি ব্যস্ত মৌমাছির মত আচরণ করেছে– একজন পাহারায় ছিল, অপরজন বোতলটায় কিছু মিশিয়েছে? সেলুনে ঢুকে এমন একটা কথা বলল আর্চার, মরগানকে না দেখতে গিয়ে উপায় ছিল না রানার। হয়তো সেলুন থেকে ওকে বিদায় করার জন্যেই মরগানের অসুস্থতার কথা তোলে সে। এলিনা সেলুনে আসার আগে হয়তো আর্চারের সঙ্গে কথা বলে এসেছিল, বলে এসেছিল বুদ্ধি করে সেলুন থেকে ওকে কিছুক্ষণের জন্যে সরাতে হবে। মরগানের অসুস্থতা কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে…না, কেন, আর্চার তাকে হয়তো অল্প একটু বিষ খাইয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ সচেতন হলো রানা। টলমল করতে করতে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে আর্চার, হাতে ব্ল্যাক লেবেলের বোতলটা। বোতলে হুইস্কি আছে তিন ভাগের এক ভাগ। রানার সামনে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল সে, ওই অবস্থাতেই গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। 'আমরা দু'জনই বোধহয় শুধু শুধু লজ্জা পাচ্ছি, ডক্টর। নিন, প্রথমে আপনি। উত্তম না খেলে অধম খায় কি করে বলুন!'

আর্চারকে হাসতে দেখে রানাও হাসল। 'পরীক্ষা করার ইচ্ছেটা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু না, ধন্যবাদ। চেখে একবার দেখা হয়েছে, আমার ভাল লাগেনি। আপনি?'

'না, আমি চাখিনি, কিন্তু…।'

'তাহলে ভাল কি খারাপ বলেন কিভাবে?'

'আমার মনে হয় না…।'

'আপনি তো অধম হিসেবে চাখতে যাচ্ছিলেনই। গো অ্যাহেড। খান।'

চোখ মেলল এলিনা। 'উনি খেতে চাইছেন না, তারপরও খেতে বলার মানে কি? ডাক্তাররা কি জোর করে রোগীদের অ্যালকোহল খাওয়ান?'

খেঁকিয়ে উঠে রানার বলতে ইচ্ছে করল, 'তুমি চুপ করো!' কিন্তু তা না বলে মৃদু হেসে বলল, 'টীটোটাল অবজেকশনস ওভাররুলড।'

'আরে খেলে ক্ষতি কি?' বলল আর্চার, গ্লাসটা তুলে ঠোঁটে ঠেকাল সে।

এলিনার দিকে তাকাল রানা, তার চোখে সামান্য অসন্তোষ ছাড়া অন্য কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তাড়াতাড়ি আবার আর্চারের দিকে ফিরল ও, দেখল গ্লাসটা ঠোঁট থেকে নামাচ্ছে সে, ইতিমধ্যে সেটা অর্ধেক খালি হয়ে গেছে।

'মন্দ নয়,' মন্তব্য করল আর্চার। 'তবে কেমন যেন অদ্ভুত লাগল স্বাদটা।'

'এ-কথা বলার দায়ে স্কটল্যাণ্ডে আপনাকে গ্রেফতার করা হত,' বিড়বিড় করে বলল রানা। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে ওর। ভিলেন বিনা দ্বিধায় হেমলক পান করেছে, সহযোগিনী তাকিয়েছিল নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে।

'আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, ডক্টর,' বলে গ্লাসটা আবার ভরে নিল আর্চার। 'গাটা সত্যি গরম হয়ে উঠছে।' বোতলটা লোহার ট্রলিতে রেখে এসে আবার বসল নিজের সেটীতে। সম্ভবত আধ মিনিটের মত ওখানে বসে থাকল সে, তিন চার চুমুকে শেষ করল হুইস্কিটুকু, তারপর হঠাৎ দাঁড়াল। 'শরীর এখন এতটাই গরম আমার, মি. মুরকে অগ্রাহ্য করা কোন ব্যাপার না।' কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। বুঝতে পারছে না কেন এসেছিল আর্চার, হঠাৎ এভাবে চলেই বা গেল কেন। এলিনার দিকে তাকাল ও, তাকে খুনী ভেবেছিল বলে সামান্য লজ্জা পেল। যেন ও তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই চোখ মেলল এলিনা, চেহারায় সেই নির্ভেজাল নির্লিপ্ততা, তবে রানার মনে হলো এই ভাবটার পিছনে রয়েছে নিরঙ্কুশ অসহায়তা। কোন কথা না বলে উঠে বসল সে, কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ওর গায়ের কাছে সরে এল। সাড়া দেয়ার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা, একটা হাত তুলে এলিনার কাঁধের ওপর রাখল। কিন্তু হাতটা সেখানে বেশিক্ষণ থাকল না, কারণ ওর কব্জি ধরে হাতটা তার মাথার ওপর দিয়ে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল এলিনা। ডাক্তাররা সর্বংসহা, এটা বোঝাবার জন্যে হাসল রানা। এলিনাও ক্ষীণ হাসল, তবে তার চোখ দুটো কি কারণে কে জানে ভরে উঠল পানিতে। তারপর হঠাৎ সেটী থেকে নেমে পড়ল মেয়েটা, মুখোমুখি হলো রানার, তাকিয়ে থাকল রানার বোতাম লাগানো শার্টের দিকে, কোমল হাত দুটো দিয়ে আগেই জড়িয়ে ধরেছে ওকে। এলিনার বাহুবন্ধনে আটকা পড়ল রানা, মনে মনে জানে ওকে এভাবে বন্দী করাটাই তার আসল কাজ, কারণ সে চায় না তাকে ফেলে কোথাও চলে যায় ও। গর্বিত ও নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে, এই স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করতে তাকে কতটুকু মূল্য দিতে হচ্ছে জানা নেই রানার। ঘুম পাচ্ছে ওর, মাথাটাকে সচল রাখা কঠিন হয়ে উঠল। তাছাড়া, ওকে যেন সম্মোহিত করে রেখেছে ব্ল্যাক লেবেলের বোতলটা। ইভনিং স্টারের দোলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বোতলের ভেতর পানীয়টুকুও দুলছে। রানা ডাকল, 'এলিনা?'

'বলুন।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল না সে। এখন আর শার্টের দিকেও তাকিয়ে নেই এলিনা, শার্টে মুখ ঠেকিয়ে রেখেছে। শার্টটা ভিজেও গেছে ইতিমধ্যে।

'আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু গলাটা এমন শুকিয়ে গেছে যে এক ঢোক না খেলেই নয় আর।'

'হুইস্কি?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'না।' রানাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল এলিনা।

'না?'

'হুইস্কির গন্ধ আমার একদম পছন্দ নয়।'

'তবে কি ধরে নেব আমাকে আপনার চুমো খাবার ইচ্ছে আছে?'

'জানি না। ইচ্ছেটা জাগতেও পারে।'

'আপনি আমার স্ত্রী নন বলে আমি সত্যিই আনন্দিত।'

আরও পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, রানা উপলব্ধি করল রাতের মত অচল হয়ে গেছে ওর মাথা। অলস হাতে মার্ভেলাস প্রোডাকশনের বুকলেটটা আবার তুলে নিল ও। লণ্ডনের একটা ব্যাংকের ভল্টে জমা রাখা হয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্ক্রীন-প্লে··· এইসব ছাইপাঁশ পড়ল কিছুক্ষণ, তারপর রেখে দিল আবার। ইতিমধ্যে ওর পাশে আবার বসেছে এলিনা, ওর গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে, বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ও নিয়মিত। পরীক্ষা করার জন্যে সামান্য একটু নড়ল রানা, নিঃশ্বাসের পতনে কোন পরিবর্তন ঘটল না। তারপর মেয়েটার বন্ধ চোখে ফুঁ দিল একবার, পাতার ভেতর মণিটা নড়ল না, তবে রানাকে জড়িয়ে থাকা হাত দুটো আরও একটু শক্ত হলো। বোঝা গেল, ঘুমাবার আগে অবচেতন মনকে সাবধান করে দিয়েছে এলিনা।

তারপরও রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওর ঘুমানো চলবে না। যত কষ্টই হোক, ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেগে বসে কাটিয়ে দেবে সময়টা। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার দু'মিনিটের মাথায় ঘুমিয়ে পড়ল।

সাত

ঘুম ভাঙল রানার, তারপরও ওর বাম হাতটা জাগল না, সম্পূর্ণ অবশ আর প্রায় অকেজো হয়ে থাকল। ডান হাত দিয়ে ধরতে হলো কব্জিটা, হাতঘড়ির আলোকিত ডায়াল দেখার জন্য। চারটে বেজে পনেরো মিনিট।

দশ সেকেণ্ড পর প্রশ্ন জাগল মনে, ঘড়ি দেখার কথা মনে হলো কেন ওর? কারণ, সেলুনের ভেতরটা এই মুহূর্তে অন্ধকার। কিন্তু সেলুন অন্ধকার কেন? ঘুমোবার আগে দেখেছে সবগুলো আলো জ্বলছিল। পরবর্তী প্রশ্ন, ওর ঘুম ভাঙল কেন? গায়ে ধাক্কা লেগেছে, নাকি কানে কোন শব্দ ঢুকেছে? যে কারণেই ঘুম ভেঙে থাকুক, রানার ঘাড়ের পিছনে লোমগুলো দাঁড়িয়ে গিয়ে জানিয়ে দিল সেলুনে একা নয় ও।

আলতোভাবে এলিনার কব্জি ধরে হাতটা সরিয়ে দিল রানা। অবচেতন মনকে বলা আছে, মৃদু বাধা দিল এলিনা। বাধা অগ্রাহ্য করে নিজেকে মুক্ত করল ও, নেমে পড়ল সেটী থেকে, সাবধানে পা ফেলে সেলুনের মাঝামাঝি জায়গায় সরে এল।

টেবিলের কিনারা ধরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ও। অনুভব করতে পারছে, আবহাওয়ার অবস্থা খানিকটা ভাল হয়েছে। ওর মনে পড়ল, লী সাইডের দরজার পাশে আলোর সুইচ, ডুপ্লিকেট আরেক সেট সুইচ আছে স্টুয়ার্ডস' প্যানট্রিতে। আন্দাজের ওপর ভর করে দরজার দিকে এক পা এগোল রানা, তারপর আবার স্থির হয়ে গেল। কামরার ভেতর যে-ই থাক, সে কি জানে ওর ঘুম ভেঙেছে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে মেঝেতে? ওর চোখ সদ্য খোলা, আগন্তুকের চোখ তা নয়, ফলে অন্ধকারে ওর চেয়ে বেশি দেখতে পাচ্ছে সে। সে কি ধরে নেবে ওর প্রথম কাজ সুইচের দিকে এগোনো? এই মুহূর্তে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝখানে? তার সঙ্গে কি কোন অস্ত্র আছে? ওর নিজের কাছে আছে মাত্র একটা হাত, অপর হাতটা এখনও প্রায় অবশ, ঝিন ঝিন করছে।

ধাতব শব্দ হলো, দরজার হাতল ঘোরানোর আওয়াজ। হিম বাতাস স্পর্শ করল রানাকে। লী ডোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আগন্তুক। দ্রুত পা ফেলে দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা, দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে এল ডেকে। ঝট করে ডান হাতটা উঠে এল চোখের সামনে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে, কারণ অকস্মাৎ চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো আঘাত করেছে ওর মুখে। হাত তোলার পর রানা বুঝল, ওর উচিত ছিল বাম হাতটা তোলা। ডান হাতটা রিজার্ভ রাখা উচিত ছিল আঘাত ঠেকানোর জন্যে। আঘাতটা লাগল ওর ঘাড়ের এক পাশে। ভোঁতা ও ভারি কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। দরজার বাইরের কিনারা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। জ্ঞান হারায়নি, ধীরে ধীরে পড়ে গেল ডেকের ওপর। পা দুটো আসলে কিছুক্ষণের জন্যে অবশ হয়ে গিয়েছিল, একটু পরই আবার সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারল ও।

ডেকে রানা একা। আততায়ী এখন কোথায়, কোন্ দিকে গেছে, কিছুই বলতে পারবে না। টলতে টলতে সেলুনে ফিরে এল ও, দেয়াল হাতড়ে আলো জ্বালল, বন্ধ করল লী সাইডের দরজাটা। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সেটীতে শুয়ে রয়েছে এলিনা, একটা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, যেন গভীর ঘুম থেকে এইমাত্র জাগল। চোখ ফিরিয়ে নিল রানা, এলোমেলো পা ফেলে ক্যাপটেন ডানহিলের টেবিলের দিকে এগোল, ধপাস করে বসে পড়ল তাঁর চেয়ারটায়।

বোতলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর গ্লাসটার খোঁজে চোখ ফেরাল, যেটা থেকে পান করেছিল আর্চার। গ্লাসটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ডেকে পড়ে যেতে পারে, গড়িয়ে চলে যেতে পারে যে-কোন দিকে। টেবিল র‍্যাক থেকে অন্য একটা গ্লাস তুলে নিল রানা, খানিকটা হুইস্কি ঢালল সেটায়,

চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল, তারপর ফিরে এল নিজের সীটে। ঘাড়টা অসম্ভব ব্যথা করছে। মাথাটা জোরে একবার ঝাঁকালে ধড় থেকে খসে পড়বে বলে মনে হলো।

'নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন না,' বলল রানা। 'তাহলেই হুইস্কির বাজে গন্ধটা আর পাবেন না।' এলিনাকে ধরে বসিয়ে দিল ও, নিজে বসল তার পাশে, গায়ে কম্বল জড়াল, তারপর এলিনার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'এবার হয়েছে।'

'কি ব্যাপার? কি ঘটেছে?' নিচু গলা এলিনার, একটু বোধহয় কাঁপা কাঁপা।

'কিছু না, দরজা। বাতাসে খুলে গিয়েছিল। বন্ধ করতে হলো।'

'কিন্তু আলো নেভানো ছিল কেন?'

'আমিই নিভিয়ে রেখেছিলাম, আপনি ঘুমোবার পর।'

কম্বল থেকে একটা হাত বের করে রানার ঘাড়ের পাশটা স্পর্শ করল এলিনা। 'জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'বেশ বড় একটা ক্ষত হতে যাচ্ছে, যদিও গভীর নয়। তবে রক্ত বেরুচ্ছে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়ের পাশটা চেপে ধরল রানা। 'কি করে ঘটল বলবেন?'

'কি বলব, অসতর্কতা। তুষারে পা পিছলে গেল, ঘাড়টা ঘষা খেল দরজার স্ট্রম-সিল-এ। বেশ ব্যথা করছে।'

আর কিছু বলল না এলিনা। ধীরে তার অপর হাতটাও মুক্ত করল, রানার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল দুই হাতে, পূর্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওর চোখে তাকিয়ে থাকার পর কপাল ঠেকাল ওর কাঁধে। এবার রানার কলার ভেজার পালা। বিনিময়ে এলিনার এলোমেলো হলুদ চুলে হাত বুলাল ও।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সিধে হলো এলিনা, ঠেলে সরিয়ে দিল রানাকে, মুঠো পাকানো হাত দিয়ে হালকা ঘুসি মারল ওর কাঁধে। 'ওরকম করবেন না,' বলল সে। 'প্লীজ।'

'ঠিক আছে, করব না। দুঃখিত।'

'না, না, প্লীজ। দুঃখিত আমি। জানি না কি কারণে আমি…সত্যি জানি না…।' এলিনার গলা থেকে আওয়াজ বেরুনো বন্ধ হলো, তবে ঠোঁট জোড়া নড়ছে, পানি ভরা চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, চেহারায় অসহায় ভাবটুকু এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে নাক টানল মেয়েটা, তারপর হঠাৎ দু'হাত দিয়ে রানার গলাটা জড়িয়ে ধরল, এত জোরে যে দম বন্ধ হয়ে এল ওর। নিঃশব্দে কাঁদছে সে, মাঝে মধ্যে কেঁপে উঠছে শরীর।

নিজেকে এরকম অসহায় প্রমাণ করে কি পেতে চাইছে মেয়েটা? কার জন্যে কাঁদছে সে? নিশ্চয়ই ওর জন্যে নয়, জানা কথা। পরস্পরকে ওরা ভাল করে চেনেই তো না। অবশ্য অনেক রোগী ডাক্তারদের কাঁধকে কান্নার উপযুক্ত স্থান বলে জ্ঞান করে। কিন্তু এলিনা মানুষ হয়েছে কঠিন একটা পরিবেশে, কিভাবে নিজেকে শক্ত রাখতে হয় জানা আছে তার। তাহলে সে কাঁদছে কেন? কার জন্যে কাঁদছে?

এলিনা কাঁদছে আর রানা ক্যাপটেন ডানহিলের টেবিলের পাশে রাখা বোতলটার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। রানার অনুরোধে আর্চার যখন ওটা থেকে হুইস্কি খেলো, খাবার পর বোতলে হুইস্কি ছিল চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা অর্ধেক ভর্তি দেখা যাচ্ছে। নীরব ও বিপজ্জনক আগন্তুক শুধু আলোই নেভায়নি, বোতলটাও বদলে দিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আর্চারের ব্যবহার করা গ্লাসটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভোলেনি।

কি যেন বলল এলিনা, এত নিচু গলায় যে শুনতে পেল না রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

মুখটা একটু তুলল এলিনা, যাতে কথা বলতে সুবিধে হয়, তবে তারপরও তার মুখ দেখতে পেল না রানা। 'আমি দুঃখিত। দুঃখিত বোকার মত আচরণ করছি বলে। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন তো?'

এলিনার কাঁধে মৃদু চাপ দিল রানা, প্রায় অন্যমনস্কভাবে, ওর মন ও চোখ এখনও বোতলটার ওপর। তবে কাঁধে মৃদু চাপটুকুই যথেষ্ট সাড়া দেয়া হয়েছে বলে মনে করল মেয়েটা।

সে বলল, 'আপনি কি আবার ঘুমাবেন?' বোকার মত কথা বলা এখনও তার বন্ধ হয়নি। কিংবা সে হয়তো বোকা নয়ই।

'না, এলিনা ডিয়ার, আজ আর আমি ঘুমাব না।'

'বেশ, তাহলে ঠিক আছে।'

আসলে উল্টোটা, ভাবল রানা। কিছুই ঠিক নেই। শারীরিক অর্থে এর চেয়ে কাছাকাছি হওয়া ওদের দু'জনের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মানসিক অর্থে এলিনার সঙ্গে এখন নেই রানা। ও রয়েছে ল্যারি আর্চারের সঙ্গে। ও ভেবেছিল, সে ওকে খুন করতে এসেছে। রানা তাকে প্রায় জোর করে হুইস্কি খাইয়েছে। যে হুইস্কিটুকু খাওয়াতে চাওয়া হয়েছিল ওকে।

রানা জানে, ল্যারি আর্চারকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না ও। অন্তত জীবিত অবস্থায় নয়।

সাড়ে দশটার আগে দিনের আলো পাওয়া গেল না, কাজেই এগারোটার দিকে সাগরের কোলে তুলে দেয়া হলো লাশগুলোকে। বাতাসের গতি আগের চেয়ে সামান্য কমলেও, ঝড় থামেনি। তুষারও চারদিক প্রায় ঢেকে রেখেছে। বাইবেল থেকে পাঠ করলেন স্বয়ং ক্যাপটেন ডানহিল। তিনটে লাশ ভাসাবার সময় তিনবার ইউনিয়ন ফ্ল্যাগ তোলা হলো। সাগর লাশ গ্রহণ করার সময় পানির ছলকে ওঠার আওয়াজ পেল ওরা, তবে ছলকে ওঠাটা দেখতে পেল না। কাজটা শেষ হতেই নিরাপদ উষ্ণ আশ্রয়ে ফিরে এল সবাই, শুধু রানা বাদে।

সবাইকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে ফিরে গেছেন ক্যাপটেন, তাড়াহুড়ো করার কারণ হলো মৎস্যশিকারীদের নিয়ম নাকি কাউকে কবর দেয়ার পরপরই মদ্য পান করতে হয়। রানা যায়নি, কারণ ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া কঠিন কে কার গ্লাসে কি ভরছে। কাল রাতে দুই কি আড়াই ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও, মনে হচ্ছে মাথার ভেতর জট পাকিয়ে গেছে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা। হিম ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো জট কিছুটা খুলবে।

ল্যারি আর্চার মারা গেছে। যদিও অনেক খুঁজেও তার লাশ পায়নি রানা।

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে একা একা ইভনিং স্টারের সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজেছে। কোথাও নেই, ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা। আর্চার, রানা জানে, শুয়ে আছে ব্যারেন্ট সাগরে। কিভাবে সাগরে পড়ল ওর জানা নেই, তবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেউ হয়তো কিনারা থেকে পড়ে যেতে সাহায্য করেছে তাকে, কিংবা এমনও হতে পারে কারও সাহায্য পাবার তার দরকার ছিল না। রাতে অকস্মাৎ সেলুন ছেড়ে তার চলে যাবার কারণ, তার স্কচে–রানার স্কচে–বিষটা খুব দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঝট করে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে বমি করার জন্যে, আর বমি করার জন্যে মানুষ সব সময় জাহাজের কিনারা লক্ষ্য করেই ছোটে। বরফ বা তুষারে একবার পা পিছলালেই হলো। জাহাজ যেভাবে প্রতি মুহূর্ত ঝাঁকি খাচ্ছিল, পা না পিছলানোটাই অস্বাভাবিক। কিনারার কাছে পৌঁছুবার পর নিঃসন্দেহে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বেচারা।

রানা জানে, আর্চারের অনুপস্থিতি এখন পর্যন্ত কেউ লক্ষ করেনি, ও আর খুনী ছাড়া। এমন কি, হয়তো খুনীও কিছু জানে না। ওকে জীবিত দেখে খুনী বোধহয় হতভম্ব বোধ করছে। সে হয়তো জানেই না যে সেলুনে ঢুকেছিল আর্চার, বোতলটা থেকে রানার বদলে সে-ই খেয়েছিল স্কচ। আর সবাই ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে গেছে, কিন্তু সেলুনে আর্চারকে দেখা না গেলেও কেউ তার খোঁজ করেনি। তার কেবিন-মেট মরগান এখনও সী-সিকনেসে ভুগছে, সম্ভবত অসুস্থ বলেই আর্চারের কথা মনে পড়ছে না তার।

ক্যাপটেন ডানহিলের সঙ্গে করা চুক্তিটার কথা মনে পড়ল রানার। চুক্তিতে অবশ্য বলা হয়নি কেউ নিখোঁজ হলে কি করা হবে। তা না বলা হলেও, আর্চারকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনলে নির্ঘাত তিনি হ্যামারফেস্টে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেবেন।

আজ সকালে নিজের কেবিনে ঢোকার সময় খালি ম্যাচ বক্সটা ডেকে পড়ে থাকতে দেখেছে রানা। শুধু তাই নয়, ওর সুটকেস দুটোও খোলা হয়েছিল–চুলগুলো জায়গামত পায়নি ও। চমকে ওঠার মত কোন ব্যাপার নয় অবশ্য। জাহাজের একজন অন্তত জানে যে অ্যাকোনাইট সম্পর্কে একটা আর্টিকেল পড়েছে ও, অর্থাৎ পয়জনিং-এর ঘটনাগুলোকে অ্যাক্সিডেন্ট বলে বিশ্বাস করছে না ও। কাজেই ডাক্তারের লাগেজ পরীক্ষা করাটা স্বাভাবিক।

তারমানে এখন থেকে মাথার পিছন দিকেও এক জোড়া চোখ রাখতে হবে ওকে।

পিছনে শব্দ হলো। অলস ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। অন্য কেউ নয়, ডগলাস হিউম। লী সাইডে ডেক কার্গো থাকায় সামান্য যে আড়াল রয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার? সকালে হাঁটাহাঁটি না করলে কোষ্ঠকাঠিন্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না? নাকি ক্যাপটেন ডানহিলের স্কচ আপনার পছন্দ নয়?'

'দুটোই ভুল অনুমান।' হাসল হিউম। 'আসল কারণ কৌতূহল।' রানার পাশে তারপুলিন ঢাকা ডেক কার্গোর ফোলা অংশটায় টোকা মারল সে। দশ ফুটের মত উঁচু হবে জিনিসটা, সেমি-সিলিণ্ড্রিক্যাল, গোড়াটা চ্যাপ্টা, অন্তত এক ডজন ইস্পাতের তার দিয়ে পজিশনে বেঁধে রাখা হয়েছে। 'এটা কি, আপনি জানেন?'

'এটা কি বুদ্ধিমানের মত কোন প্রশ্ন হলো?'

'হলো।'

'প্রিফ্যাব্রিকেটেড হাট। অন্তত উইকে থাকতে আমাদেরকে তাই জানানো হয়েছে। মোট ছ'টা, এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে একটার ভেতর আরেকটা ঢুকিয়ে রাখা যায়–সহজে যাতে পরিবহন করা সম্ভব হয়।'

'ঠিক বলেছেন। বণ্ডেড প্লাই, ইনসুলেশন, অ্যাসবেসটস আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি।' ডেক কার্গোর আরও একটা আইটেমের দিকে হাত তুলল হিউম, ওরা যেটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটার ঠিক পিছনে। জিনিসটার আকৃতি একটু অদ্ভুতই বলা যায়–প্রায় গোল, ছ'ফুটের মত উঁচু। 'আর ওটা?'

'আরও একটা চালাকি?'

'জ্বী।'

'আর এবারও আমার জবাব ভুল হবে?'

'উইকে কি বলা হয়েছে তা যদি বিশ্বাস করেন, হবে। ওগুলো কুঁড়েঘর নয়, কারণ কুঁড়েঘর আমাদের দরকার নেই। আমরা যাচ্ছি সোর-হামনা নামে একটা জায়গায়। সোর-হামনা মানে সাউথ হেভেন। ওখানে আগে থেকেই ঘর আছে, রীতিমত ব্যবহারযোগ্য। সত্তর বছর আগে লার্নার নামে এক লোক ওখানে পৌঁছেছিল কয়লার খোঁজে। প্রসঙ্গক্রমে, পেয়েওছিল কয়লা। পাগলই বলা যায়, সৈকতের পাথরগুলো রঙ করে সে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোঝাবার জন্যে। তারপর শুধু ঘর নয়, রাস্তাও তৈরি করে সে, হেডল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে কাছাকাছি সৈকত পর্যন্ত। তার গল্প এখানেই শেষ। পরে একটা জার্মান ফিশিং কোম্পানী ঘাঁটি গেড়েছিল ওখানে, তারাও ঘর তৈরি করে। আরও আছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, নরওয়ের একদল বিজ্ঞানী ওখানে নয় মাস ছিল, তারাও ঘর বানায়। সাউথ হেভেনে আর যা কিছুর অভাব থাকুক, থাকার জায়গার কোন অভাব নেই।'

'আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন।'

'মাত্র আধ ঘণ্টা আগে পড়া জিনিস ভুলি কি করে? মি. বিশপ আজ সকালে সবাইকে একটা করে বুকলেট বিলি করেছেন। আপনি পাননি?'

'পেয়েছি। তবে বুকলেটের সঙ্গে একটা অভিধান দিতে ভুলে গেছেন ভদ্রলোক।'

'তা যা বলেছেন, ভাষাটা ইংরেজদের বোঝার জন্যেও কঠিন হয়ে গেছে।' পাশের তারপুলিনে টোকা দিল হিউম। 'এটা আসলে একটা সাবমেরিনের মাঝখানের অংশ–স্রেফ একটা শেল, ভেতরে কিছু নেই। জিনিসটা ইস্পাতের তৈরি, দশ টন ওজন, চারটন কাস্ট-আয়রনের ব্লাস্ট সহ। দ্বিতীয় অংশটা হলো কনিং-টাওয়ার, পানিতে নামানোর পর এটার সঙ্গে জোড়া লাগানো হবে।'

'আচ্ছা! আর আফটার ডেকে ফুয়েলের ড্রামগুলো আসলে অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান?'

'আপনি জানেন, স্ক্রীনপ্লের কপি মাত্র একটা, আর সেটা ব্যাংক অভ ইংল্যাণ্ড বা ওই রকম কোথাও তালা দিয়ে রাখা হয়েছে?'

'ওই জায়গায় এসে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' বলল রানা।

'দ্বীপটায় কাজ করার জন্যে ওদের সঙ্গে এমনকি একটা শুটিং স্ক্রীপ্টও নেই। আছে শুধু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু ঘটনার বিবরণ, যার কোন অর্থ খুঁজে পাবেন না। মানলাম, ওগুলো ওদের খেয়াল-খুশি মত জোড়া লাগালে বোধগম্য কিছু একটা দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আসল জিনিস সঙ্গে করে আনা হয়নি। ভেবে দেখুন কেমন বিদঘুটে।'

'গোপনীয়তা রক্ষা করার সঙ্গত কারণ হয়তো আছে,' বলল রানা। অনুভব করছে, ওর পা দুটো নিরেট বরফ হয়ে যাচ্ছে। 'তাছাড়া এমন অনেক প্রডিউসার আছেন না, পরিচালককে নিজের মর্জি মাফিক কাজ করার অনুমতি দেন, পরিচালকের মুডের ওপর নির্ভর করেন?'

'রবার্ট হ্যামারহেড সেরকম নন, জীবনে কখনও তিনি মুডের ওপর নির্ভর করে কোন দৃশ্য চিত্রায়িত করেননি।' হিউমের চুল তুষারে সাদা হয়ে গেছে। 'আর মি. গোলডার কথা যদি বলেন, অত্যন্ত গুছানো স্বভাবের লোক তিনি– দেশলাইয়ের প্রতিটি কাঠি আর প্রতিটি পেনি হিসাব করে তবে কাজে নামেন। বিশেষ করে শেষ পেনিটা।'

'হ্যাঁ, সাবধানী মানুষ হিসেবে খ্যাতি আছে তাঁর।'

'সাবধানী!' শিউরে উঠল হিউম। 'গোটা সেট-আপটা আপনার কাজে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে না?'

'সে-কথা যদি বলেন, গোটা চলচ্চিত্র জগৎই তো একটা পাগলাগারদ। তবে একজন লেম্যান হিসেবে আমি ঠিক জানি না চলতি পাগলামিটা প্রচলিত পাগলামির সঙ্গে মিলছে কিনা। আপনার সঙ্গী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কে কি ভাবছেন?'

'কিসের ভাবাভাবি!' গম্ভীর সুরে বলল হিউম। 'মোনাকা তো তার কুকুর দুটোকে নিয়েই ব্যস্ত। এলিনা তার কেবিনে বসে চিঠি লিখছে–সে অন্তত তাই ভান করছে। আমার ধারণা চিঠি নয়, উইল রচনা করছে। আর ব্রাড ফার্গুসন ও হ্যানস ব্রাখটম্যানের কথা আর কি বলব, কখনোই ওরা কোন কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করে না। এক জোড়া আজব চরিত্র।'

'মানে, অভিনেতা হিসেবে?'

জোর করে হাসল হিউম। 'ফিল্ম জগৎ সম্পর্কে খুব কম জানে তারা। মানে ব্রিটিশ ফিল্ম জগৎ সম্পর্কে। ব্রাখটম্যান অভিনয় করেছে শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায়, আর ফার্গুসন শুধু জার্মানীতে। আজব চরিত্র বলছি এই জন্যে যে এমন কোন বিষয় নেই যা নিয়ে কথা বলা যায় ওদের সঙ্গে। বিষয় মেলে না।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ওদের সম্পর্কে জানেন?'

'এমনকি তা-ও না, তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। অভিনয় আমি পছন্দ করি, তবে চলচ্চিত্র জগৎ আমার একঘেয়ে লাগে, কাজেই সামাজিক অর্থে এই জগতের কারও সঙ্গে আমি মেলামেশা করি না। এদিক থেকে আমাকেও আপনি আজব চরিত্র বলতে পারেন। তবে মি. গোলডা ওদের দু'জনের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অভিনয়ের সময় ওরা সম্ভবত আমাকে ম্লান করে দেবে।' আবার একবার শিউরে মত উঠল সে। 'ডগলাস হিউমের কৌতূহল নিবৃত্ত হলো না, তবে ডগলাস হিউম আর ধকল সহ্য করতে রাজি নয়। একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি আমাকে খানিকটা স্কচ প্রেসক্রাইব করবেন না? বিশেষ করে ক্যাপটেন ডানহিল যখন উদারহস্তে দান করছেন?'

সেলুনে অন্তত বিশজন লোক রয়েছে, জাহাজের ক্রু ও প্যাসেঞ্জার মিলিয়ে, সবার হাতে একটা করে পানপাত্র। ফন গোলডা গায়ে বহুরঙা একটা কম্বল জড়িয়ে আরাম করে বসে আছেন। সবার সঙ্গে মোনাকাকে দেখে একটু অবাকই হলো রানা। মোনাকা রয়েছে তার তথাকথিত স্বামী মিখায়েল ট্যাকারের সঙ্গে। আরও রয়েছে পামেলা ও হুপার, পরস্পরের হাত মুহূর্তের জন্যেও তারা ছাড়ছে না। এলিনাকে অনুপস্থিত দেখে রানা অবাক হলো না। অনুপস্থিত রয়েছে মরগান ও এরিক কার্লসন। দু'জন অভিনেতা, যাদের সঙ্গে হিউমের বিষয় মেলে না, ব্রাখটম্যান আর ফার্গুসন এককোণে একসঙ্গে বসে আছে। এই প্রথম সত্যিকার আগ্রহের সঙ্গে তাদের দিকে তাকাল রানা। দেখে তাদেরকে অভিনেতা বলেই মনে হয়, কোন সন্দেহ নেই। ব্রাখটম্যান লম্বা, ফর্সা, সুদর্শন, বয়েস খুব বেশি নয়। তার চেহারায় চঞ্চল, সজীব একটা ভাব আছে। তার চেয়ে অন্তত পনেরো বছরের সিনিয়র হবে ব্রাড ফার্গুসন–শক্ত-সমর্থ কাঠামো, চওড়া কাঁধ, কোঁকড়ানো কালো চুল, সবেমাত্র সাদা হতে শুরু করেছে। তার চেহারায় সারাক্ষণ হাসি হাসি ভাব লেগে রয়েছে, অথচ রানার জানা মতে মার্ভেলাস প্রোডাকশনের ছবিটায় তার ভূমিকা ভিলেনের। শক্ত-সমর্থ কাঠামো ছাড়া তাকে ভিলেন ভাবা কষ্টকর।

সেলুনের ভেতর কেউ শব্দ করছে না, একা শুধু ক্যাপটেন কথা বলছেন। ওদেরকে ঢুকতে দেখে নিঃশব্দে হুইস্কি অফার করলেন তিনি, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা। তারপর আবার শুরু করলেন ক্যাপটেন।

'আমরা দুঃখিত, কারণ তাঁরা চলে গেলেন। আমরা আরও বেশি মর্মাহত, কারণ তাঁরা তিনজন ছিলেন ব্রিটেনের সন্তান। না, আমরা কেডিপাসের কথাও ভুলতে পারি না। তবে এ-ও ঠিক যে মৃত্যুর এই ছোবল সবার কপালেই আছে, আগে হোক বা পরে। আরও একটা কথা, বেয়ার আইল্যাণ্ডে মৃত্যুবরণ করা সবার ভাগ্যে থাকে না।

'ভাবছি বেয়ার আইল্যাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের কার কি ধারণা। বিশেষ কোন ধারণা থাকার কথা নয়। কেন থাকবে? ওটা তো স্রেফ একটা দ্বীপ। বেয়ার আইল্যাণ্ড, শুধু তো একটা নাম। কিন্তু না, আমার আর মি. জেংকিনসের কাছে, আমাদের মত আরও অনেকের কাছে বেয়ার আইল্যাণ্ড শুধু একটা দ্বীপ না, শুধু একটা নাম না। বেয়ার আইল্যাণ্ড আসলে একটা টার্নিং পয়েন্ট। একটা রেখা, যা আমাদের জীবনকে ভাগ করে দিয়েছে। বেয়ার আইল্যাণ্ড এমন এক দ্বীপ যেখানে একটা কিশোর রাতারাতি পরিণত হয়ে ওঠে, যেখানে মধ্যবয়স্ক লোক হঠাৎ আমার মত বদ্ধ হয়ে ওঠে।

'আমরা নাম দিয়েছিলাম–দাগেট। ব্যারেন্ট সাগর আর হোয়াইট সাগরের

প্রবেশপথ। যুদ্ধের সময় রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ওই প্রবেশপথ দিয়ে কনভয় নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, সে আজ কত বছর আগের কথা। আপনি যদি গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর আবার প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেন, আপনাকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলতে হবে। এরকম যদি ছ'বার করতে পারেন, মনে করতে হবে সারা জীবনের সমস্ত ভাগ্য আপনার ব্যবহার করা হয়ে গেছে। ওই গেট দিয়ে ক'বার গেছি আমরা, মি. জেংকিনস?'

'বাইশ বার,' বললেন জেংকিনস।

'বাইশ বার। গল্পটা এজন্যে বলছি না যে ওখানে আমি ছিলাম। বলছি এজন্যে যে মারমানস্ক অভিমুখে ওই কনভয়ে যারা ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তারাই সবচেয়ে বেশি ভুগেছে। এই গেটেরই কাহিনী সেটা, যেখানে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ওত পেতে থাকত শত্রুরা, যেখানে আমাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। অত্যন্ত কাজের জাহাজ ছিল সেগুলো, আর মানুষগুলো ছিল সুন্দর। শুধু ব্রিটেনের সন্তানরা নয়, জার্মানীর সন্তানেরাও। ওদিকের পানিতে যত সুন্দর মানুষ শুয়ে আছে তত আর পৃথিবীর কোথাও নেই। ওখানকার পানি এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, ধুয়ে মুছে গেছে সমস্ত রক্ত। তবে আমাদের মন থেকে নয়। পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে, তারপরও বেয়ার আইল্যাণ্ড নামটা শুনলেই আমার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' বড় করে শ্বাস টানলেন ক্যাপটেন ডানহিল। 'বুড়োরা বেশি কথা বলেন, কাজেই আপনারা এখন জানেন একজন বুড়োর হাতে পড়লে কি যাতনায় ভুগতে হয়। আমি আসলে শুধু বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের শিপমেটরা সৎ সংসর্গেই থাকবেন।' হাতের গ্লাসটা উঁচু করলেন তিনি। 'বন ভয়েজ।'

বন ভয়েজ, ভাবল রানা, তবে এটাই শেষ শুভেচ্ছা নয়। শেষ শুভেচ্ছা যে নয়, অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করছে ও। ওর ধারণা, ক্যাপটেন ডানহিলও তা উপলব্ধি করতে পারছেন।

ও যে ভয় পাচ্ছে, সেই একই ভয় কি আরও অনেকে পাচ্ছে? পৃথিবীর নির্জনতম ও দুর্গমতম প্রান্তে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ ঝুলে রয়েছে মাথার ওপর, মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি তা টের পাবে না?

বলা কঠিন। ক্যাপটেন ডানহিল তাঁর চীফ এঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এক কোণে চলে গেছেন, নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন যে যার গ্লাসে, যদিও কিছু দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হলো না রানার। রবার্ট হ্যামারহেডের চোয়ালের হাড় আরও যেন উঁচু হয়ে উঠেছে, তবে গত সন্ধের চেয়ে এখন অনেক সুস্থ লাগছে ভদ্রলোককে, বসে আছেন একা, হাতে ধরা খালি গ্লাসে আঙুল বুলাচ্ছেন অনবরত–এটা তাঁর নার্ভাসনেসের লক্ষণ বলে মনে হলো রানার। তবে কি ভাবছেন বলা মুশকিল।

টেবিলের মাথায় ফন গোলডার সঙ্গে বসে আছেন ক্লার্ক বিশপ, তাঁরা দু'জনও চুপচাপ। রানা ভাবল, ওঁদের দু'জনের সম্পর্কটা আসলে কি? পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক বলে মনে হয়, বিশেষ করে ব্যবসা প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় পরস্পরকে সমর্থন করেন বিনা দ্বিধায়। রানার মনে পড়ল, সম্প্রতি মার্ভেলাস প্রোডাকশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে ক্লার্ক বিশপকে। তাঁরা এই মুহূর্তে কথা বলছেন না দেখে ধারণা করা যায়, রানা আর ক্যাপটেনের মত তাঁরাও বিশেষ একটা ভীতিকর সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন।

কথা বলছে না তিন দেবতাও, তবে কথা তারা প্রায় বলেই না। মিখায়েল ট্যাকার তার তথাকথিত স্ত্রীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, তবে মাঝে মধ্যে নিচু গলায় পাশে বসা কাউন্টের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যারন অর্থাৎ মুনফেস তার রূম-মেট এডির সঙ্গে বাক্য বিনিময় করছে না, এমনিতেও পরস্পরের সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না তারা। এক সময় সচেতন হয়ে উঠল রানা, ওর কনুইয়ের কাছে জক মুরের উপস্থিতি সম্পর্কে। ক্যাপটেন ডানহিলের বক্তৃতা ভদ্রলোককে বিচলিত করতে পেরেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। গ্লাস ভর্তি হুইস্কি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চেহারায় সামান্য হলেও ম্লান একটা ভাব–অপরাধবোধ নয় তো?

'মি. মুর,' তাঁর হাতে ধরা গ্লাসটার দিকে তাকাল রানা, 'আজ সকালে কখন থেকে শুরু করেছেন আপনি?'

'শুরু করেছি? শুরু করেছি মানে? মাই ডিয়ার ফেলো, যে বন্ধই করে না তার আবার শুরু করা কি?'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনিও দেখলেন, পামেলার হাত ধরে সেলুন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে হুপার। মোনাকার চেয়ারের সামনে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল পামেলা, নিঃশব্দে হেসে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস মোনাকা। আশা করি আজ আপনি সুস্থ বোধ করছেন?'

নিখুঁত আকৃতির মুক্তো অর্থাৎ দাঁত দেখিয়ে হাসল মোনাকা, তারপর অন্যদিকে তাকাল–নকল হাসি হাসা হলো নকল হাসি বোঝাবার জন্যে, সঙ্গে থাকল আপোসহীন প্রত্যাখ্যান। পামেলার মুখ রাঙা হয়ে উঠতে দেখল রানা। কিছু বলতে গেল সে, কিন্তু চেহারা গম্ভীর করে তার হাত ধরে টান দিল হুপার, শান্ত ভাবে নিয়ে যাচ্ছে লী দরজার দিকে।

'ব্যাপারটা কি ঘটল আসলে? দেখে মনে হলো আহত হয়েছেন মোনাকা। কিন্তু পামেলা তো কাউকে আহত করার মেয়ে নন।'

'করেছে, আহত করেছে। আমাদের মোনাকা হলো সেই জাতের মেয়ে, যে কিনা অল্পবয়েসী কোন মেয়েকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। অল্পবয়েসী আর সুন্দরী। পামেলার দোষ, তার বয়েস কম, সুন্দরীও।'

'মোনাকার যে ছবি আমি আঁকতে চাই, আপনি তার উল্টোটা আঁকতে বলছেন আমাকে!' রানার গলায় অভিযোগ।

জক মুর হাসলেন। 'মোনাকাকে আপনি বিচ বলতে পারবেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এমন যে-কোন প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত সদয় সে–যেমন পোষা কুকুর ও অবোধ শিশু। ওদেরকে ছাড়া মোনাকা আর কাউকে ভালবাসতে সমর্থ নয়। ইচ্ছে করলে তাকে আপনি করুণা করতে পারেন–হৃদয়ে ভালবাসা নেই এমন যে কোন মানুষকেই তা করতে হয়। মোনাকাকে করুণা করার আরও কারণ হলো, বাস্তব জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে সবার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে সে, বাস করে ফ্যান্টাসীর জগতে।'

বাইরের ডেকে কাকে যেন মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল রানা, মনে হলো

এরিক কার্লসন। অত্যন্ত ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ তিনি, অথচ খুবই ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছেন? তাছাড়া, আপার ডেকে কি করছেন তিনি, ঠাণ্ডাকে যার যমের মত ভয়? জক মুরের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'একটু পরই ফিরে আসছি, মি. মুর। রোগী দেখতে যেতে হবে।'

শান্ত ভাবে লী ডোর দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। বেরিয়ে এসে দাঁড়াল, দেখতে চায় ওকে কেউ অনুসরণ করে বেরোয় কিনা। ঠিকই একজন পিছু নিয়েছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তবে ওর ব্যাপারে কৌতূহলী হলেও ওকে সেটা বুঝতে দিতে চায় না। চোখাচোখি হতে ব্রাড ফার্গুসন সামান্য একটু হাসল, পা চালিয়ে চলে গেল প্যাসেঞ্জার কেবিনগুলোর দিকে। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর ইস্পাতের খাড়া মই বেয়ে চলে এল বোট ডেকে, ব্রিজ আর রেডিও ঘরের ঠিক সামনে।

ফানেল আর এঞ্জিন ইনটেক ফ্যান কেসিংটা চক্কর দিল রানা, কিন্তু কাউকে দেখল না। দেখতে পাবে বলে আশাও করেনি, কারণ এরকম অসহ্য ঠাণ্ডায় খোলা বোট ডেকে জরুরী কোন কারণ ছাড়া কেউ আসবে না। সামনে এগিয়ে মোটর লাগানো একজোড়া লাইফবোটের কাছে চলে এল ও, একটা ভেন্টিলেটারের পাশে আড়াল নিয়ে দাঁড়াল, তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল আফটার ডেকে।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না। তারপর তুষারের ভেতর আকৃতিগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠল। আফটার ডেকে বহু জিনিস পড়ে আছে–ফুয়েল ড্রাম থেকে শুরু করে ষোলো ফুটী ওঅর্কবোট পর্যন্ত। সবগুলোর আকৃতি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে নড়াচড়া করলে আলাদা কথা।

বেঢপ একটা আকৃতির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কি যেন। আকৃতিটা একটু পর চিনতে পারল রানা–একটা স্নো-ক্যাটের কেবিন। বেরিয়ে এসেছে একজন মানুষ। খানিকটা ফিরল রানার দিকে, যদিও হাত দুটো মুখের সামনে থাকায় চেনা গেল না। হাত দুটো দিয়ে একটা পারকা হুড ধরে আছে সে। তবে চুলগুলো ঠিক যেন খড়। এই রঙের চুল গোটা জাহাজে মাত্র একজনেরই আছে, জানে রানা। প্রায় একই মুহূর্তে চোখের কোণ দিয়ে ও দেখতে পেল অপর একটা মূর্তি বোট ডেকের পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছে, এগিয়ে আসছে প্রথম মূর্তিটার দিকে। দ্বিতীয় মূর্তির সরু মুখ দেখে চিনতে অসুবিধে হলো না। এরিক কার্লসন।

সরাসরি এগিয়ে এলেন কার্লসন, সরাসরি এলিনার একটা হাত ধরলেন। কার্লসন কোন বাধার সম্মুখীন হলেন না। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। ডেকের ওপর হাঁটু গাড়ল রানা, কেউ দেখে ফেলার ভয়ে, সেই সঙ্গে কার্লসনের কথা শোনার আশায়। কিন্তু না, কিছুই শোনা গেল না। আংশিক কারণ বাতাস উল্টোদিকে বইছে, আংশিক কারণ ওরা কথা বলছে প্রায় কানে কানে।

তারপর এলিনার কোমরটা এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন কার্লসন। তাঁর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে সাড়া দিল এলিনা, সে-ও একটা হাত তুলল কার্লসনের ঘাড়ে, তারপর মাথাটা রাখল তাঁর কাঁধে। এখনও কথা বলছে দু'জন। এভাবে প্রায় দু'মিনিট কাটল। তারপর ধীর পায়ে প্যাসেঞ্জার কেবিনের দিকে হেঁটে গেল ওরা, কার্লসনের একটা হাত এখনও এলিনার কাঁধে। ওদেরকে অনুসরণ করার কোন চেষ্টাই রানা করল না, কারণ ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয় তো আছেই, তাছাড়া ব্যক্তিগত কথা যা বলার ছিল তা বলাও হয়ে গেছে।

'ধ্যান করার আর জায়গা পেলেন না?' রানার পিছন থেকে কে যেন বলল।

'ধ্যান করছি নাকি শিকার করছি, কি করে বুঝলেন?' ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, তারপর অলস ভঙ্গিতে ঘুরল, কারণ জানে চ্যাং ওয়েনের কাছ থেকে বিপদের কোন ভয় নেই। ভারি একটা পশমের কোট পরে রয়েছে সে, কাল মাঝরাতের তুলনায় এখন তাকে অনেক সুস্থ লাগছে দেখতে।

'জানি না, সত্যি।' রানাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল ওয়েন, বোট-ডেকের রেইলিং ধরে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল। আফটার ডেকে তুষার জমেছে, তুষারের ওপর এলিনা আর কার্লসনের পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে আছে। 'বার্ড ওয়াচিং?'

'চখা-চখী।'

'জোড়াটা অদ্ভুত, স্বীকার করেন?'

'ফিল্মী জগৎটাই অদ্ভুত, মি. ওয়েন। এখানে সব পাখিই··· ।'

'ওখানে,' হাত তুলে চার্টহাউজটা দেখাল ওয়েন। 'গল্প করতে হলে গরম জায়গা দরকার।'

চার্টহাউজ গরম নয়, কারণ দরজা খোলা রেখেই বেরিয়েছিল ওয়েন। এই দরজা দিয়েই এলিনা আর কার্লসনকে দেখেছে সে। ভেতরে ঢুকে কাবার্ড থেকে একটা বোতল বের করল। 'পরীক্ষা করার জন্যে আমাদের কি একজন টেস্টার দরকার?'

লীড সীলটা দেখল রানা, ভাঙা নয়। 'যদি মনে করেন জাহাজে কেউ বটলিং প্ল্যান্ট সঙ্গে করে এনেছে, তাহলে দরকার।'

'চেক করে দেখেছি আমি।' সীলটা ভাঙল ওয়েন। 'কাল রাতে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে। অন্তত বলা যায়, আমি কথা বলেছি। আপনি শুনে থাকতে পারেন আবার না-ও শুনে থাকতে পারেন। কাল রাতে আমি খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। এখন উদ্বেগে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাচ্ছে। কারণ বুঝতে পারছি আপনি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলবেন না।'

'যেহেতু বার্ড-ওয়াচিং-এর নেশায় পেয়েছে আমাকে?' হালকা কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অনেক কারণের মধ্যে ওটাও একটা। পাইকারী পয়জনিং-এর প্রসঙ্গ এবার। চিন্তা-ভাবনা করার সময় পেয়েছি খানিকটা। বোঝাই যাচ্ছে কে পয়জনার তা আপনি জানেন না, কারণ জানলে কেডিপাসের পর আর কেউ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হত না, আপনি তাকে বাধা দিতেন–অথচ তারপরও ছ'জন আক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে মারাও গেছে দু'জন। আপনি এখনও হয়তো ভাবছেন যে গোটা ব্যাপারটা দুর্ঘটনা কিনা, কারণ বিষক্রিয়ার ঘটনাগুলো দেখে মনে হবে কেমন যেন এলোমেলো, যেন কোন প্যাটার্ন নেই।'

'দেখে মনে হবে নয়, সত্যি এলোমেলো।'

'সেটা কাল রাতের কথা, যখন কোন ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন পাওয়া যাচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে, তাই না?'

'কি ঘটেছে?'

'অনেক কিছু,' বলল ওয়েন। 'সব যে কাল রাতে বা পরে ঘটেছে তা নয়, ঘটেছে হয়তো আগেই, তবে জানা গেছে পরে। আচ্ছা, বলুন তো, তরুণদের কাউকে না নিয়ে এই অভিযানের জন্যে ক্যাপটেন ডানহিল আর চীফ এঞ্জিনিয়ার জেংকিনসের মত বৃদ্ধদের কেন বাছাই করা হলো? কারণ হলো, এই বয়েসে অনেক কিছু দেখেও ওঁরা দেখতে পান না। তাছাড়া, সারাক্ষণ মদ খেয়ে একটা ঘোরের মধ্যে থাকেন।'

মনে মনে চীনা তরুণের প্রশংসা করল রানা। ছোকরার বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

'কাল রাতে আমি বলেছিলাম, বছরের এই সময় ফন গোলডার এদিকে আসার সিদ্ধান্তটা অদ্ভুত। এখন আর আমি তা মনে করি না। এর একটা কারণ আছে, এবং কারণটা কি তা আপনার বন্ধু ফন গোলডাকে জিজ্ঞেস করা দরকার। যদিও জিজ্ঞেস করলে যে উত্তর পাব এমন নয়।'

'তিনি আমার বন্ধু নন।'

'আর এটা কি?' মার্ভেলাস প্রোডাকশনের বুকলেটটা বের করে দেখাল ওয়েন। 'পিচ্ছিল চরিত্র ক্লার্ক বিশপ সবাইকে একটা করে গছাচ্ছেন?'

'ক্লার্ক বিশপ? পিচ্ছিল?'

'অবিশ্বস্ত, খয়ের খা, টাকার লোভী, মহা পিচ্ছিল এক চরিত্র···।'

'তাহলে তিনিও আমার বন্ধু না হলে ভাল হয়।'

'স্ক্রীন-প্লের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে এই বুকলেট ছাপা হয়েছে। সন্দেহ হতে পারে, স্ক্রীন প্লে নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু গোপন করার জন্যে এটা একটা আড়াল বিশেষ। আরও সন্দেহ হতে পারে, কোন ব্যাংকে কোন স্ক্রীন-প্লে নেই, কারণ কোথাও কোন স্ক্রীন-প্লের অস্তিত্বই নেই। বেয়ার আইল্যাণ্ডে ওদের শূটিং শিডিউল দেখেছেন? পরস্পর সম্পর্কহীন কিছু ঘটনা শুধু। রহস্যময় মোটরবোট থাকবে, থাকবে ডামি সাবমেরিন, পাহাড়ে ওঠার দৃশ্য, পাহাড় থেকে সাগরে পড়ে যাবার দৃশ্য, আর্কটিক বরফে মারা পড়বে মানুষ। কিন্তু এ-সবের জন্যে বেয়ার আইল্যাণ্ডে যাবার দরকার কি? ইউরোপের যে-কোন জায়গায় গেলেই তো হত।'

'আপনার মন খুব সন্দেহপ্রবণ, মি. ওয়েন।'

'তারপর পোলিশ মেয়েটার কথা ধরুন···।'

'ল্যাটভিয়ান। এলিনা স্টুয়ার্ট। হ্যাঁ, বলুন?'

'আশ্চর্য একটা মেয়ে। একা এবং নির্লিপ্ত। কারও সঙ্গে মেশে না। কিন্তু ব্রিজে যখন কেউ অসুস্থ হয়, কিংবা ফন গোলডা বা ব্যারনের কেবিনে, সব সময় কাকে দেখা যায়? এলিনা স্টুয়ার্টকে। কেন?'

'কারণ মেয়েটার মন খুব নরম।'

'তাহলে এরিক কার্লসনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, ব্যাখ্যা করুন।'

'আপনি কি কাউকে প্রেম করতেও দেবেন না?'

'প্রেম? মি. কার্লসনের সঙ্গে?'

'আপনি সম্ভবত মেয়ে নন, ওয়েন।'

নিঃশব্দে হাসল ওয়েন। 'না, তবে ওদেরকে চিনি আমি। তারপর ধরুন, ম্যানেজমেন্টের রুই-কাতলারা ফন গোলডার সামনে এক রকম পিছনে আরেক রকম কেন? একজন ক্যামেরাম্যান কিভাবে ডিরেক্টর হয়? বলতে পারেন···?'

'আপনি তা জানলেন কিভাবে?'

'আরে, তারমানে আপনিও জানেন! আমি জেনেছি, কারণ আপনি আর মার্ভেলাস প্রোডাকশনের ডিরেক্টররা যে চুক্তিপত্রে সই করেছেন সেটা আমাকে দেখিয়েছেন ক্যাপটেন ডানহিল–কাউন্ট বট্টিউলার সই আছে তাতে। তারপর, বলতে পারেন, একজন ডিরেক্টর, নিজের কাজে অত্যন্ত যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, ফন গোলডাকে অসম্ভব ভয় পান কেন? আমি রবার্ট হ্যামারহেডের কথা বলছি। অথচ জক মুর, যিনি শুধু মদ্যপ নন, ফন গোলডার ব্যক্তিগত রিজার্ভ সারাক্ষণ ধ্বংস করছেন, তিনি কেন ফন গোলডাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না?'

'আচ্ছা, মি. ওয়েন, বলুন তো, ইদানীং আপনি জাহাজ চালানোর কাজে কতটুকু নিবেদিত?'

'বলা কঠিন। বোধহয় আপনি যতটা ডাক্তারীর প্রতি।'

অ্যাকোনাইট-মুক্ত পানীয় হাতে জানালা দিয়ে দুর্যোগ কবলিত সাগরের দিকে তাকাল রানা। মনে মনে বলছে, কি এবং কেন ধরনের প্রশ্নগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি, মি. ওয়েন। সত্যি ভাবা যায় না, এরিক কার্লসনের সঙ্গে গোপনে দেখা করবে এলিনা স্টুয়ার্ট। গত রাতে ভারি অসুস্থ ছিলেন কার্লসন, তারপরও ভীতিকর একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না–জীবনকে অত্যন্ত হালকাভাবে দেখেন এমন দু'জন বা ততোধিক লোকের মধ্যে তিনিও একজন হতে পারেন, বা তিনিই প্রধান ব্যক্তি, কিংবা তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীদের একজন। ফন গোলডা, নিজেও তিনি বিষক্রিয়ার শিকার, কিন্তু কেডিপাস আক্রান্ত হয়েছে শুনে এত বেশি আঘাত পেলেন কেন? মিকি মুনফেস ওরফে ব্যারণ গ্যালিতে খাবারের খোঁজে হানা দিয়েছিল, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে? কিংবা মরগান নিজের কাজের যে ব্যাখ্যা দিল, তা কি সত্যি? কে ঢুকেছিল রানার কেবিনে, অ্যাকোনাইটের ওপর লেখা আর্টিকেলটা কে চেক করল, অবশিষ্ট হর্সর‍্যাডিশ কে ফেলে দিল, কে সার্চ করল ওর সুটকেসগুলো? সুটকেসগুলো সেই লোকই সার্চ করেছে যে মদের বোতলটা বদলে দেয়, ওর ঘাড়ে আঘাত করে, এবং ল্যারি আর্চারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী? নাকি এখানেও একাধিক লোক সক্রিয়? আর আর্চার যদি দুর্ঘটনাবশত মারা গিয়ে থাকে, তাই গেছে বলে ওর ধারণা, তাহলে সেলুনে সে এসেছিল কেন? জক মুর মোনাকার এমন তীব্র সমালোচনা করলেন কেন? এ-কথা কি সত্যি, মানুষকে সহ্য করতে পারে না মোনাকা, বিশেষ করে মেয়েমানুষকে? টাকা, সাফল্য, সুখ্যাতি, পজিশন, সবই তার যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তারপরও পামেলার সঙ্গে অমন ঠাণ্ডা

ব্যবহার করার কি কারণ? ব্রাখটম্যান আর ফার্গুসনকে কি সন্দেহের তালিকায় রাখতে হবে, যেহেতু তাদের একজন ওর পিছু নিয়েছিল? অভিনেতা হিসেবে ওরা অদ্ভুত, ডগলাস হিউম আভাসে সে-কথাই বলতে চেয়েছে, তার মানে কি হিউম নিজেকে আড়াল করার জন্যে ওদের ওপর সন্দেহ আরোপের চেষ্টা করেছে? ধ্যেত, এভাবে চিন্তা করলে মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে, এক সময় হয়তো চার্লস হুপারকেই মনে হবে বিষ প্রয়োগের হোতা, কারণ যেহেতু সে ওকে জানিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রি পড়ত সে।

'আ পেনি ফর ইওর থটস, মি. রানা।'

'টাকা-পয়সা এভাবে পানিতে ফেলবেন না,' ওয়েনকে পরামর্শ দিল রানা। 'কিসের চিন্তা?'

'চিন্তা আসলে দুটো। মানে, দু'ধরনের। যাবতীয় সমস্ত বিষয়ে আপনি যা ভাবছেন, আমাকে তার কিছুই বলছেন না। আর আপনার মনে যে-সব সন্দেহ রয়েছে সেগুলো প্রকাশ করছেন না।'

'আপনাকে যা বলিনি তা আসলে বলার উপযুক্ত নয়। আমার কাছে যদি কোন ফ্যাক্টস থাকত···।'

'তাহলে আপনি স্বীকার করেন, মারাত্মক একটা গোলমাল সত্যিই আছে?'

'অবশ্যই।'

'আর আপনি যা জানেন তার সবই আমাকে বলেছেন?'

'অবশ্যই।'

'মেডিকেল প্রফেশনের ওপর আমার বোধহয় আর শ্রদ্ধা থাকল না,' বলল ওয়েন। হাত বাড়িয়ে রানার পার্কার ভেতর হাত গলিয়ে দিল সে, টেনে নামিয়ে ফেলল স্কার্ফটা। ওর ঘাড়ের বহুরঙা ক্ষতটা উন্মোচিত হয়ে পড়ল। 'জেসাস! কী সাংঘাতিক! কি করে হলো বলুন তো!'

'পড়ে গিয়ে।'

'ডাক্তাররা পড়ে যান না, তাদেরকে ফেলে দেয়া হয়। কিভাবে?'

'আপার ডেকে, পোর্ট সাইডে, সেলুন ডোরের স্টর্ম-সিলের ওপর।'

'কিন্তু আমি বলব, ক্রিমিনলজিস্টদের মত, আঘাতটা করা হয়েছে নিরেট কোন বস্তুর সাহায্যে। চওড়ায় জিনিসটা হবে আধ ইঞ্চি, ডগাটা ধারালো। সেলুনের ডোর সিল তিন ইঞ্চি চওড়া, আর রাবারের তৈরি। সব দরজার সিলই তাই। নাকি আপনি লক্ষ করেননি? যেমন লক্ষ করেননি ল্যারি আর্চার, স্টিল ফটোগ্রাফার, নিখোঁজ রয়েছেন?'

রানা ভাবল, ছোকরার দেখা যাচ্ছে চোখ আছে। 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

'তারমানে ব্যাপারটা আপনি অস্বীকার করছেন না?'

'আমার জানা নেই। আপনি কিভাবে জানলেন?'

'আমি আসলে মরগানকে দেখতে গিয়েছিলাম। শুনলাম সে নাকি অসুস্থ···।'

'সে অসুস্থ শুনে আপনি তাকে দেখতে গেলেন? কিন্তু অসুস্থ তো আরও অনেকে···।'

ওয়েন বলল, 'আমার জানা আছে, মরগানকে কেউ বিশেষ পছন্দ করে না। বুঝতে পারি, অসুস্থ হলেও কেউ তাকে দেখতে যাবে না। সে-কথা ভেবেই যেতে ইচ্ছে করে আমার।'

'বেশ, তারপর?'

'ব্রেকফাস্টের সময় সেলুনে আমি আর্চারকে দেখিনি,' বলল ওয়েন। 'তাই মরগানকে জিজ্ঞেস করলাম, আর্চার কোথায়? সে বলল, ব্রেকফাস্টের জন্যে বেরিয়েছে। আমি আর তাকে কিছু বললাম না। তবে কৌতূহল হলো। প্রথমে গেলাম রিক্রিয়েশন রূমে। নেই সেখানে। তারপর এক এক করে জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখলাম। নেই।'

'ক্যাপটেনকে ব্যাপারটা রিপোর্ট করা হয়েছে?'

'বাহ্, আপনার প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর। না, রিপোর্ট করিনি।'

'কেন?'

'ঠিক যে কারণে আপনি রিপোর্ট করেননি। সদ্য সই করা চুক্তিতে থাকুক বা না থাকুক, কেউ নিখোঁজ হয়েছে শুনলেই জাহাজ ঘুরিয়ে নেবেন তিনি, রওনা হবেন হ্যামারফেস্টের উদ্দেশ্যে। আমি তা চাই না।'

'আপনি তা চান না?'

'না। কারণ আমি দেখতে চাই বেয়ার আইল্যাণ্ডে কি ঘটে।'

'ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটতে পারে।'

'আমি জানি, আপনিও দেখতে চান বেয়ার আইল্যাণ্ডে কি ঘটে।' ক্ষীণ হাসল ওয়েন। 'আপনার মনে আছে, আজ খুব ভোরে ব্রিজে দাঁড়িয়ে কি বলেছিলাম আমি? বলেছিলাম, আমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে। আরও বলেছিলাম, এখানে আমাদের একটা ট্র্যান্সমিটার আছে, উত্তর গোলার্ধের যে-কোন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব। মনে আছে আপনার?'

'আছে।' মনে মনে শঙ্কিত বোধ করল রানা। এরপর কি বলবে ওয়েন, আন্দাজ করতে পারছে। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা স্রোত নেমে এল।

'যত ইচ্ছে সাহায্য চাইতে পারি আমরা, কিন্তু আমাদের চিৎকার এই জাহাজের গ্যালি পর্যন্তও পৌঁছুবে না।' এই প্রথম ওয়েনের চেহারায় কৌতুকের বদলে উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখল রানা। পকেট থেকে একটা স্ক্রুড্রাইভার বের করল সে, ইনার বাল্কহেডে সেট করা ইস্পাত-নীল রিসিভার-ট্র্যান্সমিটারের দিকে ঘুরল।

'স্ক্রুড্রাইভার কি সব সময় সঙ্গেই রাখেন?'

'শুধু যখন বেয়ার আইল্যাণ্ডের উত্তর-পুবের রেডিও স্টেশন টানহেইম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। ভুলে গেলে চলবে না, ওটা সাধারণ কোন রেডিও স্টেশন নয়–নরওয়ে সরকারের একটা অফিশিয়াল বেস।' ফেস-প্লেটের স্ক্রুগুলো খুলতে শুরু করেছে ওয়েন। 'ঘণ্টাখানেক আগে একবার খুলেছিলাম। দেখলেই বুঝতে পারবেন আবার কেন লাগিয়ে রেখেছি।'

আজ ভোরে ওয়েনের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল মনে আছে রানার। ন্যাটোর আটলান্টিক ফোর্স-এর প্রসঙ্গও ওঠে। তার ঠিক পরপরই স্টারবোর্ড স্ক্রীন ডোর দিয়ে তুষারের ওপর তাজা পায়ের ছাপ দেখতে পায় ও। প্রথমে মনে হয়েছিল,

ওখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কেউ শুনে গেছে ওদের কথা। তারপর খেয়াল করে, পায়ের ছাপ মাত্র একজোড়া, ওর নিজেরই তৈরি। কথাটা সে সময় ওর নিরেট মাথায় ঢোকেনি যে যে-লোক ইভনিং স্টারে একের পর এক খুন করে যাচ্ছে তার উপস্থিত বুদ্ধি ক্ষুরধার হবারই কথা, এক সেট পায়ের দাগ দেখার পর সেই দাগের ওপরই পা ফেলবে সে, নতুন ছাপ তৈরি করবে না।

ফেস প্লেট খুলে ফেলল ওয়েন। উন্মোচিত ট্র্যান্সমিটারের দিকে দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আবার কেন ফেস-প্লেট লাগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কেবিনটা এত ছোট, চোদ্দ পাউণ্ড পেজ-হ্যামার নিয়ে একটা লোক ভেতরে ঢুকল কিভাবে?'

'হ্যাঁ, দেখে তাই মনে হচ্ছে, পেজ-হ্যামার দিয়ে ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। কাজটা যে-ই করে থাকুক, কোন খুঁত রাখেনি। রিসিভার-ট্র্যান্সমিটারটা কোনদিনই আর মেরামত করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু লাইফবোটের রেডিওগুলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওগুলোর অবস্থা শুনবেন? ওগুলোও গ্যালি পর্যন্ত পৌঁছুবে কিনা সন্দেহ, তারচেয়ে মেগাফোন ভাল কাজ করবে।'

'ব্যাপারটা আপনার ক্যাপটেনকে রিপোর্ট করা দরকার,' বলল রানা।

'অবশ্যই।'

'তারপর হ্যামারফেস্টের দিকে ঘুরে যাবে জাহাজ?'

ফেস-প্লেটের স্ক্রু আঁটছে ওয়েন। 'ক্যাপটেনকে জানাব চব্বিশ ঘণ্টা পর। চব্বিশ কি ছাব্বিশ ঘণ্টা পর, তার আগে নয়।'

রানা জানতে চাইল, 'তারমানে সাউথ হেভেনের কাছাকাছি নোঙর ফেলার দূরত্বে পৌঁছুনোর পর?'

'নোঙর ফেলা সম্ভব কিনা জানি না। ইভনিং স্টারকে সম্ভবত বাঁধতে হবে। হ্যাঁ।'

'আপনি খুব কৌশলী মানুষ, মি. ওয়েন।'

'সঙ্গ দোষ বলতে পারেন। দায়ী যে-জীবন বেছে নিয়েছি।'

'প্লীজ, জীবনকে দায়ী করবেন না,' বলল রানা। 'আমরা একটা দুঃসময়ের ভেতর বসবাস করছি, মি. ওয়েন।'

প্রায় কালো রঙের আকাশ অনেক নিচে নেমে এসেছে, আকাশ থেকে সাগর পর্যন্ত শুধু তুষার দেখা যাচ্ছে। সময়টা সকাল, দেখে মনে হচ্ছে সন্ধে। বেয়ার আইল্যাণ্ডে বছরের এই সময়টা সারা দিনকেই সন্ধে বলে মনে হয়। এই দ্বীপ আর এদিককার পানি সম্পর্কে যার ধারণা আছে, ভয়ে তার বুক কাঁপবেই। সার্বক্ষণিক দুর্যোগ কবলিত দুর্গম এলাকা বলেই নয় শুধু, শক্তি প্রদর্শনের যুদ্ধে আর দ্বীপ দখলের লড়াইয়ে যে বিপুল রক্তপাত ঘটানো হয়েছে সে-কথা স্মরণ করেও। বেয়ার আইল্যাণ্ডকে কালো একটা ছায়ার মত দেখতে পেল ওরা। কালো বলেই ভীতিকর লাগল। কারণ এক বছরে জমে ওঠা বরফ আর তুষার চারদিক সাদা করে রেখেছে, এমনকি ব্যারেন্ট সাগরের পানি পর্যন্ত দুধের মত, তার মাঝখানে এক হাজার পাঁচশো ফুট খাড়া একটা অতিকায় কালো আকৃতি মাথা তুলে আছে–বেয়ার আইল্যাণ্ড। দ্বীপটার সর্বদক্ষিণ প্রান্তের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ওরা, ইভনিং স্টার এগোচ্ছে পুব দিকে। উইক ছাড়ার পর এই প্রথম প্রায় শান্ত সাগর পেয়েছে ওরা, যদিও শান্ত বলাটা আসলে আপেক্ষিক–ডেকে দাঁড়াতে হলে এখনও রেইলিং বা অন্য কিছু ধরতে হচ্ছে ওদের। সব মিলিয়ে বলতে হবে, আবহাওয়ার এখনও তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সাগরকে খানিকটা শান্ত লাগছে, তার কারণ বাতাস এখন সরাসরি উত্তর দিক থেকে বইছে, আর ইভনিং স্টার রয়েছে পাহাড়-প্রাচীরের আড়ালে।

ব্রিজে ওরা প্রায় দশজন লোক রয়েছে। হেলমসম্যানের সামনে, ফরওয়ার্ড স্ক্রীন উইণ্ডোয় একটা হাই-স্পীড কেন্ট ক্লিয়ার-ভিউ স্ক্রীন লাগানো হয়েছে। হেলমসম্যান এই মুহূর্তে ওয়েন। জানালার অপর দিকে কাজ করছে বড় আকারের এক জোড়া উইণ্ডস্ক্রীন-ওয়াইপার।

পোর্ট ওয়াইপারের সামনে জক মুর, ডগলাস হিউম আর এলিনা স্টুয়ার্টের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। হিউমের চেহারাই শুধু নায়ক সুলভ নয়, বাস্তব জীবনেও নায়কের মত চলাফেরা করে সে–যেভাবেই হোক এলিনার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে। কি কারণে কে জানে, অন্তত রানার জানা নেই, গতকাল সকাল থেকে ওর সঙ্গে কোন কথাই বলেনি এলিনা। গত চব্বিশ ঘণ্টা ওকে যে সে এড়িয়ে গেছে তা নয়, তবে ওর খোঁজে একবারও আসেনি। কে জানে, তার মনে হয়তো অপরাধবোধ কাজ করছে। রানাও অবশ্য তার খোঁজ করেনি। কারণ ওর মনও দু'একটা বিষয়ে ব্যস্ত ছিল–তার মধ্যে একটা এলিনা।

এলিনার প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞও বটে ও। কারণ নিজের অজান্তে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে মেয়েটা। সেদিন রাতে স্কচ খাবার ইচ্ছে ছিল ওর, এলিনা বাধা দেয়ায় তা আর খাওয়া হয়নি। খেলে তখুনি মারা যেত ও। শুধু তাই নয়, এলিনা তাকে সেলুনেও আটকে রেখেছিল। আটকে না রাখলে অবশ্যই রানা জাহাজের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত, ফলে পেজ-হ্যামারধারী আততায়ী আড়াল থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেত। এলিনা যার বা যাদের পক্ষেই কাজ করুক, সচেতনভাবে না হলেও, রানার উপকারই করেছে। আর এলিনা যাদের পক্ষে কাজ করছে তাদের একজন যে এরিক কার্লসন, সে-ব্যাপারেও রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। ক্লার্ক, রানা ও বিশপ ছাড়া গোটা জাহাজে আর শুধু একজনই একা একটা কেবিন ব্যবহার করছেন, তিনি হলেন এরিক কার্লসন। কাজেই কেবিন থেকে বেরুনোর সময় বা ঢোকার সময় কেউ তাঁকে দেখার নেই। তাছাড়া, তাঁর রহস্যময় সাইবেরিয়ান ব্যাকগ্রাউণ্ড তো আছেই। তারপর কি ঘটল? এলিনার সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন তিনি।

রানার হাত স্পর্শ করলেন জক মুর। ঘুরল রানা, হুইস্কির গন্ধ পেল নাকে। 'মনে আছে, কি নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা? দুই রাত আগে?'

'আলাপ তো আমরা অনেক বিষয়েই করেছি।'

'বার।'

'মি. মুর, আপনি শুধু এই একটা বিষয়েই মাথা ঘামান? বার? কিসের বার?'

'পরকালে,' চেহারায় গাম্ভীর্য ফোটাবার চেষ্টা করলেন মুর। 'আপনার কি মনে হয়, স্বর্গে বার আছে? বার না থাকলে ওটা স্বর্গ হয় কি করে, আপনিই বলুন? খুব কড়াকড়ি আছে, এমন জায়গায় একটা বুড়োকে পাঠাবার কোন মানে হয় না। নিষ্ঠুর মনে হবে।'

'ঠিক বলতে পারছি না, মি. মুর। আমাদের বলা হয়েছে, পুণ্যবানরা ওই জিনিস অঢেল পাবেন। বাইবেলেও বোধহয় এ-ধরনের একটা আশ্বাস দেয়া হয়েছে। অন্তত মদবিহীন স্বর্গ বাইবেলেও কল্পনা করা হয়নি। তবে দুধ আর মধুর কোন কমতি নেই।' মুরের চেহারায় আহত ভাব ফুটে উঠল। 'কেন আপনার মনে হচ্ছে, স্বর্গে যাবার পর এ-ধরনের একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে?'

'আমি পরম দয়ায় বিশ্বাস করি, মি. রানা,' বললেন মুর, মদের নেশায় টলছেন। 'স্রষ্টা আর তাঁর পুত্রের দয়া ছাড়া উদ্ধারের পথ নেই।'

'সারাটা জীবন নোংরা ফিল্ম জগতে কাটিয়ে আপনি দয়া বা ক্ষমা পাবার আশা করেন?'

'অবশ্যই। দয়া ছাড়া আর আছেটা কি? সব ধর্মেই তো বলা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত মাফ করে দেয়া হবে।'

'এমনকি যাদের প্রাপ্য নয় তাদেরকেও?'

'ওদেরই তো সবচেয়ে বেশি দরকার, মি. রানা।'

'এমনকি মোনাকারও?'

চেহারা দেখে মনে হলো, রানা যেন ভদ্রলোককে ঘুসি মেরেছেন। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন তিনি, তাঁর চেহারায় বিষণ্ন একটা ভাব ফুটে উঠল। কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন ব্রিজ থেকে।

'অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখলাম,' রানার আরেক পাশ থেকে বলে উঠল হিউম। 'অবশেষে মি. মুরকে কেউ আহত করতে পেরেছেন।'

'মি. মুরের বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমার ভেতর দয়া বলে কিছু নেই।'

রানার রেইলিং ধরা হাতটায় হাত রাখল এলিনা। 'আপনি নির্দয়?' রানা দেখল, ছত্রিশ ঘণ্টা আগে মেয়েটার চোখের নিচে যে কালি জমেছিল তা আরও গাঢ় হয়েছে, একটু যেন ফোলা ফোলাও লাগল। আরও কি যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে সে, তারপর রানার কাঁধের ওপর দিয়ে দূরে তাকাল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করার জন্যে ঘুরল রানা।

স্টারবোর্ডের হুইল হাউজ ডোরটা বন্ধ করে দিয়েছেন ক্যাপটেন ডানহিল। চেহারা দেখে বিচলিত মনে হলো তাঁকে। সরাসরি এগিয়ে গিয়ে ওয়েনের সামনে দাঁড়ালেন, কথা বললেন নিচু গলায়। ওয়েনের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল, তারপর মাথা নাড়ল সে। আবার কি যেন বললেন ক্যাপটেন। কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েন, উত্তরে সে-ও কি যেন বলল। তারপর দু'জনেই তাকাল রানার দিকে।

কিছু একটা ঘটেছে, বুঝতে পারছে রানা। ক্যাপটেন ওর দিকে তাকিয়ে আছেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে, মাথা ঝাঁকিয়ে চার্ট রুমটা দেখালেন, তারপর হাঁটা দিলেন সেদিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে এলিনা ও হিউমের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল রানা, পিছু নিল ক্যাপটেনের।

রানা ঢোকার পর চার্ট রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন ক্যাপটেন। 'আরও দুঃসংবাদ, মি. রানা,' বললেন তিনি। 'ফিল্ম কোম্পানীর একজন ক্রু, ল্যারি আর্চার, নিখোঁজ হয়েছেন।'

'নিখোঁজ হয়েছেন? কিভাবে?'

'সেটাই আমি জানতে চাইছি।' রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন।

'তিনি স্রেফ গায়েব তো আর হয়ে যেতে পারেন না। সব জায়গায় খুঁজে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সব জায়গায় দেখা হয়েছে। ইভনিং স্টারে নেই তিনি।'

'মাই গড!' বলল রানা। 'অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু কথাটা আমাকে আপনি বলছেন কেন?'

'কারণ আমার ধারণা আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'সাহায্য করতে পারব? সাহায্য করতে চাই, কিন্তু কিভাবে? একজন ডাক্তার হিসেবে আমি বলতে পারি মি. আর্চারকে আমার কখনোই তেমন অসুস্থ মনে হয়নি...।'

'ডাক্তার হিসেবে নয়!' কঠিন সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'আমি জানি, আপনি অন্যভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

'আপনি জানেন...?'

'অদ্ভুত নয়, ব্যাপারটা, মি. রানা, যখন যা কিছু ঘটছে সব সময় তার মাঝখানে দেখা যাচ্ছে আপনাকে?'

'মানে? ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'কেডিপাস মারা গেছেন, এ-কথা কে প্রথম জানল? আপনি। মি. ওয়েন আর মি. গ্যাবন যখন অসুস্থ হলেন, কে তখন প্রথম ব্রিজে গেলেন? আপনি। ক্রু কোয়ার্টারে, স্টুয়ার্ডদের কেবিনেও আপনাকে প্রথম দেখা গেল। এরপর, আমার ধারণা, মি. গোলডার কেবিনেও যেতেন আপনি, গিয়ে দেখতেন তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আপনার আগে সেখানে হাজির হন মি. বিশপ—ফলে মি. গোলডা বেঁচে যান। আরও একটু বলি, এই অসুস্থ লোকগুলোর চিকিৎসা একজন ডাক্তারই করতে পারেন, কিন্তু তা তিনি না পারায়, স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে লোকগুলোকে অসুস্থ করে তোলার মেডিকেল নলেজ গোটা জাহাজে একজনেরই আছে—তিনি কে? আপনি!'

নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যা বুঝছেন তাই বলছেন ক্যাপটেন, তাঁর কথায় যথেষ্ট যুক্তিও আছে। ভদ্রলোককে ছোট করে দেখায় নিজেকে তিরস্কারই করল রানা।

'গত পরশু রাতে গ্যালিতে অনেকক্ষণ ছিলেন আপনি, আমি যখন ঘুমিয়ে। কেন? ওই জায়গা থেকেই তো বিষটা এসেছে। আমাকে বলেছে মরিসন। বলেছে, আপনি শুধু শুধু নাক গলাচ্ছিলেন, এমনকি কিছুক্ষণের জন্যে তাকে

সরিয়েও দেন। যা খুঁজছিলেন তা আপনি পাননি। তবে পরে আবার ফিরে আসেন, তাই না? খাবারের অবশিষ্ট কোথায় আছে, খুঁজছিলেন, তাই না? ওগুলো নেই দেখে বিস্মিত হবার ভান করেন। কোর্টে দাঁড়িয়ে এ-সবের ব্যাখ্যা দিতে হবে যখন, তখন বুঝবেন··· ।'

'আপনি, মি. ডানহিল, প্রলাপ বকছেন··· ।'

'সেই রাতে প্রায় সারারাতই কেবিনের বাইরে ছিলেন আপনি, তাই না, মি. রানা? জ্বী, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। সেলুনে ছিলেন, মি. বিশপ আমাকে জানিয়েছেন। ব্রিজে ছিলেন, মি. গ্যাবন জানিয়েছেন। ছিলেন লাউঞ্জে, মি. মুর জানিয়েছেন। আর ছিলেন···,' নাটকীয় ভঙ্গিতে থামলেন তিনি, হাঁপাচ্ছেন, তারপর শেষ করলেন, '···মি. আর্চারের কেবিনে, তাঁর কেবিন-মেট আমাকে জানিয়েছেন। আমি ভুলছি না, আপনিই আমাকে একটা গুরুত্বহীন চুক্তিপত্র গছিয়ে দিয়ে হ্যামারফেস্টে ফিরে যেতে বাধা দেন।'

হুইল-হাউজের দরজাটা খুলল রানা, ইঙ্গিতে চৌকাঠ টপকাতে বলল ক্যাপটেনকে। 'এই মাত্র কোর্ট-এর কথা বলেছেন আপনি। আমার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগগুলো সবাইকে সাক্ষী রেখে বলুন, তারপর দেখা যাবে কোর্টে দাঁড়িয়ে কাকে বিপদে পড়তে হয়।'

থতমত খেয়ে গেলেন ক্যাপটেন ডানহিল।

দরজাটা বন্ধ করল রানা, চিন্তা করছে কিভাবে শুরু করবে।

কিন্তু শুরু করার সময় ওকে দেয়া হলো না। নক হলো দরজায়, পরমুহূর্তে খুলে গেল সেটা। ব্যাকুল চেহারা, ভেতরে ঢুকল গ্যাবন। 'আপনাকে, স্যার, এখুনি একবার সেলুনে যেতে হবে,' বলল সে। 'আপনাকেও, মি. রানা। ওখানে সাংঘাতিক একটা মারপিট হয়ে গেছে।'

'গ্রেট গড অলমাইটি!' আঁতকে উঠে দ্রুত চার্টরূম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ক্যাপটেন, তাঁর পিছু নিয়ে রানাও।

আট

রিক্রিয়েশন রূম থেকে তিন দেবতার সম্মিলিত চিৎকার ভেসে আসছে। সেলুনে সব মিলিয়ে মাত্র ছ'জন লোককে দেখতে পেল ওরা। ছ'জনের মধ্যে তিনজন দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে একজন, একজনকে দেখা গেল ডেকে হাঁটু গাড়া অবস্থায়, অপরজন শুয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে হেনেরিক ব্রায়ান, এডি আর জক মুর—সবার চেহারায় উদ্বেগ, তবে ইতস্তত ও অসহায় একটা ভাবও আছে। ক্যাপটেনের টেবিলে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে মিখায়েল ট্যাকার, রক্তের দাগ লাগা একটা রুমাল দিয়ে ডান গালের ক্ষত মুছছে। তার রুমাল ধরা হাতের গিঁটগুলোর চামড়া ছড়ে গেছে। ডেকে হাঁটু গেড়ে রয়েছে পামেলা। রানা তার পিঠটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে, লম্বা চুল কোমর ছাড়িয়ে লুটিয়ে পড়েছে ডেকের ওপর, আর তার শিঙের তৈরি চশমাটা পড়ে রয়েছে দু'ফুট দূরে। পামেলা কাঁদছে, তবে নিঃশব্দে, মাঝে মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সুগঠিত কাঁধ জোড়া। তাকে ধরে সিধে করল রানা, এখনও ডেকে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে সে। চোখ ভরা পানি, রানার দিকে তাকাল মেয়েটা, চোখে চশমা না থাকায় চিনতে পারছে না ওকে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, পামেলা,' বলল রানা। 'আমি, আপনাদের ডাক্তার।' ডেকে পড়ে থাকা মূর্তিটার দিকে তাকাল ও। তরুণ হুপারকে চিনতে অসুবিধে হলো না। 'লক্ষ্মী মেয়ে, শান্ত হোন এবার, ওকে একটু পরীক্ষা করি।'

'ওর আঘাত খুব মারাত্মক, মি. রানা, সাংঘাতিক আহত হয়েছে ও!' ফুঁপিয়ে উঠে বলল পামেলা। 'দেখুন না, এমন মার মেরেছে···এমন মার মেরেছে···,' আবার কেঁদে ফেলল সে।

'মি. ব্রায়ান,' মুখ তুলে তাকিয়ে বলল রানা, 'গ্যালিতে গিয়ে মি. মরিসনের কাছ থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি চেয়ে আনবেন? বলবেন আমি পাঠিয়েছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল ব্রায়ান। ক্যাপটেনের দিকে ফিরল রানা। 'দুঃখিত, আপনার অনুমতি চাওয়া উচিত ছিল।'

'ও কিছু না, ডক্টর রানা,' বললেন ক্যাপটেন, তাকিয়ে আছেন মিখায়েল ট্যাকারের দিকে।

পামেলাকে রানা বলল, 'উঠুন, ওই সেটীতে গিয়ে বসুন। ব্র্যাণ্ডি এলে দু'ঢোক খাবেন, কেমন?'

'না···না··· ।'

'ডাক্তারের নির্দেশ,' বলে এডি আর জক মুরের দিকে তাকাল রানা। কথা না বলে পামেলাকে নিয়ে সেটীর দিকে এগোল তারা।

এরপর হুপারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। এখন একটু একটু নড়ছে সে। ট্যাকার তাকে ভালই মেরেছে—কপালটা কেটে গেছে, ফুলে উঠেছে একটা চোখ, একটা দাঁত নেই, নাকের দুই ফুটো থেকেই রক্ত বেরিয়ে আসছে, থেঁতলানো ঠোঁট থেকেও রক্ত গড়াচ্ছে। ট্যাকারের দিকে তাকাল ও। 'আপনার কীর্তি, মি. ট্যাকার?'

'বুঝতেই তো পারছেন, তারপরও জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে আপনার তুলনায় হুপারকে একদম বাচ্চাই বলা যায়। মারামারি করার জন্যে নিজের সমান কাউকে খুঁজে পেলেন না?'

'অর্থাৎ আপনার মত কাউকে?'

'মাই গড!' বিড়বিড় করল রানা। ট্যাকারের সভ্য-ভব্য চেহারার আড়ালে অত্যন্ত কর্কশ ও হিংস্র কি যেন একটা আছে। তাকে অগ্রাহ্য করে জক মুরকে গরম পানি আনতে বলল ও, যতটা সম্ভব পরিষ্কার করল হুপারের ক্ষতগুলো। তারপর কপালে প্লাস্টার লাগাল, নাকে তুলো গুঁজে দিল, সেলাই করল ঠোঁট। ও সিধে হলো, এই সময় ট্যাকারকে প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

'কি ঘটেছিল, মি. ট্যাকার?'

'ঝগড়া।'

'ঝগড়া? কি থেকে ঝগড়া হলো?' গলা শুনে মনে হলো ক্যাপটেন ডানহিল বিদ্রূপ করছেন।

'অপমান থেকে। ও আমাকে অপমান করে।'

'ও? আপনাকে? ও তো একটা বাচ্চা ছেলে, মি. ট্যাকার!' ক্যাপটেন আর রানার অনুভূতি একই রকম। 'একটা বাচ্চা ছেলে কি এমন বলল যে অপমান বোধ করলেন আপনি?'

'ব্যক্তিগত বিষয়ে অপমানকর কথা বলেছে।' গালের ক্ষতে রুমাল চাপল ট্যাকার। 'কেউ আমাকে অপমান করলে তাকে আমি ছাড়ি না।'

'এই জাহাজের ক্যাপটেন হিসেবে আমি···।'

'আমি আপনার ক্রু নই, ক্যাপটেন,' কর্কশ গলায় বলল ট্যাকার। 'ওই বোকা ছোকরা যদি কোন অভিযোগ না করে–আমি জানি করবে না–আপনি নিজের চরকায় তেল দিতে পারেন।' দাঁড়াল সে, সেলুন ছেড়ে চলে গেল।

ক্যাপটেন ডানহিলকে দেখে মনে হলো অনুসরণ করবেন তিনি, তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টে নিজের টেবিলের মাথায় বসলেন, হাত বাড়ালেন নিজের বোতলের দিকে। ইতিমধ্যে পামেলাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তিনজন, তাদের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ঘটেছে আপনারা কেউ দেখেছেন?'

'না, স্যার,' জবাব দিল ব্রায়ান। 'ওখানে, জানালার সামনে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন মি. ট্যাকার, এই সময় মি. হুপার তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে এগিয়ে যান। কি কথা, বলতে পারব না। পরমুহূর্তে দেখি দু'জনই মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কয়েক সেকেণ্ড পরই অবশ্য থেমে যায় ব্যাপারটা।'

সতর্ক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন, তারপর নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢাললেন। তাঁর মধ্যে সেলুন ছেড়ে বেরুবার কোন লক্ষণ না দেখে রানা ধরে নিল, অ্যাংকারিজ-এ পৌঁছুনোর জন্যে ওয়েনের ওপর নির্ভর করছেন তিনি। হুপারকে দাঁড় করাল ও, দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাপটেন বললেন, 'আপনি কি ওঁকে নিচে নিয়ে যাচ্ছেন, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ফিরে এসে বলব আপনাকে, কিভাবে ব্যাপারটা শুরু করেছিলাম।' এমনভাবে মুখ কোঁচকালেন ক্যাপটেন, দেখে মনে হতে পারে ভেঙচালেন, তারপর গ্লাস তুলে আড়াল করলেন মুখটা। দরজার দিকে এগোবার সময় রানা লক্ষ করল, সেটীতে বসে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে পামেলা, প্রতিবার চুমুক দেয়ার সময় শিউরে উঠছে সে। তার চশমাটা রয়েছে জক মুরের হাতে, তিনি সেটা পামেলাকে ফিরিয়ে দেয়ার আগেই হুপারকে নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হুপারকে তার বাঙ্কে শুইয়ে, গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে দিল ও। খানিকটা রঙ ফিরে এসেছে তার চেহারায়, তবে এখনও কোন কথা বলেনি। রানা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা আসলে কি নিয়ে ঘটল?'

ইতস্তত করল হুপার। 'দুঃখিত, মি. রানা। আমার বরং মুখ না খোলাই ভাল।'

'কেন?'

'সত্যি দুঃখিত। খানিকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারই বলতে পারেন।'

'কারও কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে?'

'হ্যাঁ, আমি···,' চুপ করে গেল হুপার।

'ঠিক আছে, থাক। মেয়েটাকে সত্যি আপনি ভালবাসেন।' রানার দিকে নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হুপার, তারপর সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি চান, তাকে আমি এখানে পাঠিয়ে দিই?'

'নো, ডক্টর, নো! আমি চাই না···মানে, এই চেহারা নিয়ে···। না, আমি তাকে মুখ দেখাতে পারব না!'

'মাত্র পাঁচ মিনিট আগে আপনার চেহারা আরও খারাপ ছিল। তখনও আপনার জন্যে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল মেয়েটা।'

'তাই কি?' হাসতে গিয়ে ব্যথা পেল হুপার, বিকৃত করল চেহারা। 'তাহলে···ঠিক আছে।'

এরপর ট্যাকারের কেবিনের সামনে চলে এল রানা। নক করায় সাড়া দিল ট্যাকার, তবে রানাকে দেখে খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। তার ক্ষতটার দিকে তাকাল ও, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি চান, ওটা আমি পরিষ্কার করে দিই?'

কেবিনের একমাত্র চেয়ারটায় ট্রাউজার আর ফার পারকা পরে বসে রয়েছে মোনাকা, দেখতে লাগছে লালচুলো এস্কিমোদের মত। কুকুর দুটো কোলের ওপর আদর খাচ্ছে। রানাকে দেখে মহিলার চোখ-ধাঁধানো হাসি পলকের জন্যে ম্লান হলো।

'না।'

'এমনি ফেলে রাখলে দাগটা থেকে যেতে পারে,' বলল রানা। থাক বা না থাক, ওর কিছু আসে যায় না।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ট্যাকার।

কেবিনের ভেতর ঢুকল রানা, বন্ধ করল দরজা, ক্ষতটা পরীক্ষা করল, ধুয়ে এক টুকরো প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'শুনুন, মি. ট্যাকার, আমি ক্যাপটেন ডানহিল নই। ছেলেটাকে কি ওভাবে আঘাত করা উচিত হয়েছে আপনার? মৃদু একটা টোকা দিলেই তো পারতেন, মেঝে থেকে উঠতে পারত না।'

'ক্যাপটেন ডানহিলকে কি বলেছি আপনি তা শুনেছেন–এটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার,' রুক্ষসুরে বলল ট্যাকার। রানা ভাবল, ওর সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে কোন কাজ হয়নি–স্বেচ্ছায় চিকিৎসা সেবা দান বা যুক্তির পথে আসার সকৌতুক আমন্ত্রণ প্রভাবিত করতে পারেনি তাকে। 'আপনি ডাক্তার বলে অন্যায় কৌতূহল দেখাতে পারেন না। আপনার মনে আছে, আর কি বলেছি আমি ক্যাপটেনকে?'

'তিনি যেন নিজের চরকায় তেল দেন।'

'ঠিক তাই।'

'আমার ধারণা, হুপারও সম্ভবত তাই বলবেন।'

'ছোকরাকে উচিত শাস্তি দেয়া হয়েছে,' এবার কথা বলল মোনাকা, তার গলাও ট্যাকারের মত কর্কশ। তার কথা দুটো কারণে মজার বলে মনে হলো

রানার। শোনা যায় সে তার স্বামীকে ঘৃণা করে, কিন্তু এখানে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না–কাজেই সত্যি ঘৃণা করে কিনা ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার। আরেকটা ব্যাপার হলো, সে তার স্বামীর মত জিভ আর ভাবাবেগকে সামলে রাখতে জানে না।

'আপনি কিভাবে তা জানলেন, মিস মোনাকা? আপনি তো ওখানে ছিলেন না।'

'থাকার দরকার কি। আমি···।'

'ডার্লিং!' অকস্মাৎ বাধা দিল ট্যাকার, সতর্ক হবার জরুরী তাগাদা তার সুরে।

'স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভয় পান নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা। শুনে শক্ত মুঠো হয়ে গেল ট্যাকারের হাত। গ্রাহ্য না করে মোনাকার দিকে তাকাল রানা। 'আপনি জানেন, হুপারের কি অবস্থা করেছেন আপনার বীরপুরুষ স্বামী? জানেন, ওখানে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাচ্চা একটা মেয়ে? এ-সব আপনাকে স্পর্শ করে না?'

'আপনি কি ডাইনী কনটিনিউইটি মেয়েটার কথা বলছেন?' হিস হিস করে উঠল মোনাকা। 'আমি বলব, তারও উচিত শাস্তি হচ্ছে।'

'ডার্লিং!' অস্থির হয়ে উঠল ট্যাকার।

চোখে অবিশ্বাস, মোনাকার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তবে সে যা বলেছে তা যে তার অন্তরের কথা, বুঝতে অসুবিধে হলো না। না, শুধু রাগের মাথায় বলেনি। ঘৃণায় ও আক্রোশে চোখ দুটো জ্বলছে তার। 'ওই ভালমানুষ লক্ষ্মী মেয়েটা? তাকে আপনি ডাইনী বলবেন?'

'শুধু ডাইনী? খানকি, বেশ্যা, ছেনাল, নর্দমার কীট, স-ব বলব!'

'স্টপ ইট!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল ট্যাকারের গর্জন। তার চেহারা দেখে মনে হলো, বাধ্য হয়ে বেপরোয়া হতে হচ্ছে তাকে, স্ত্রীর সঙ্গে এই সুরে কথা না বলে উপায় দেখছে না।

'ইয়েস, স্টপ ইট,' বলল রানা। 'জানি না কি ছাইপাঁশ প্রলাপ বকছেন আপনি, মিস মোনাকা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনিও তা জানেন না। আমি শুধু জানি, আপনি অসুস্থ একটা মেয়েমানুষ।'

ফেরার জন্যে ঘুরল রানা। ওর পথ আটকাল ট্যাকার। তার মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে না,' বলল সে, বলার সময় খুব সামান্যই নড়ল তার ঠোঁট।

হঠাৎ ট্যাকারকে একঘেয়ে লাগল রানার। 'আমি আপনার স্ত্রীকে অপমান করেছি?'

'এমন অপমান করেছেন যার কোন ক্ষমা নেই।'

'আর তাতে আপনি নিজেও অপমানবোধ করেছেন?'

'এতক্ষণে ব্যাপারটা আপনি বুঝতে শুরু করেছেন।'

'এবং কেউ আপনাকে অপমান করলে তাকে আপনি ছাড়েন না। ক্যাপটেন ডানহিলকে এই কথাই বলেছেন আপনি।'

'এই কথাই বলেছি।'

'আই সী।'

'আই থট ইউ মাইট।' ট্যাকার এখনও রানার পথ আগলে রেখেছে।

'আর যদি আমি ক্ষমা চাই?'

'ক্ষমা চাইবেন?' ঠাণ্ডা হাসি ফুটল ট্যাকারের মুখে। 'আগে দেখা যাক ক্ষমার ধরনটা কি।'

মোনাকার দিকে ফিরল রানা। বলল, 'জানি না কি ছাইপাঁশ প্রলাপ বকছেন আপনি, মিস মোনাকা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিও তা জানেন না। আমি শুধু জানি, আপনি অসুস্থ একটা মেয়েমানুষ।'

চেহারার পরিবর্তন দেখে মনে হলো, অদৃশ্য দুটো থাবা তার মুখের দুই পাশেই অনেক গভীরে সেঁধিয়ে গেল, কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত, তারপর হাড়ের ওপর টান টান হলো চামড়া। ট্যাকারের দিকে ফিরল রানা, তার মুখের চামড়া মোটেও টান টান নয়। সুন্দর একটা চেহারা এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এমন কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে, ওর কোন ধারণা ছিল না। মুখে কোন রঙ নেই, যেন একটা মড়া। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে এগোল রানা, দরজা খুলে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইউ পুওর বাস্টার্ড। চিন্তা করবেন না। ডাক্তাররা কখনও কাউকে কিছু বলে না।'

আপার ডেকের পরিষ্কার হিম ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে আসতে পেরে খুশি হলো রানা। অসুস্থ, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা একটা পরিবেশ পিছনে ফেলে এসেছে ও; অসুস্থতা কি বা কোথায় তা জানার জন্যে কারও ডাক্তার হবার দরকার নেই।

ইতিমধ্যে তুষারপাত কমেছে। পোর্ট সাইডে দাঁড়িয়ে দূরে তাকাল রানা। বেয়ার আইল্যাণ্ডের একটা পাহাড়কে আধ মাইল পিছনে ফেলে এসেছে ইভনিং স্টার, পোর্ট বোর দিকে সমান দূরত্বে অপর একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কাপ কলথপ আর কাপ মালমাগ্রেম, চার্ট দেখে নাম দুটো জেনেছে ও। ধারণা করল, আরও মাইল তিনেক এগোতে হবে ওদেরকে।

ব্রিজের দিকে তাকাল রানা। আবহাওয়ার অবস্থা নিশ্চয়ই আগের চেয়ে ভাল, তা না হলে ধরে নিতে হবে গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়ায় আরোহীদের মধ্যে আগ্রহ আর কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়েছে–ব্রিজের দুই উইং-এই ছোটখাট ভিড় দেখা যাচ্ছে, তবে হুডগুলো দিয়ে মুখ প্রায় ঢাকা থাকায় চেনা যাচ্ছে না কাউকেই। হঠাৎ ওর কাছাকাছি একজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা। ব্রিজের সামনের সুপারস্ট্রাকচারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। লম্বা চুল উড়ছে বাতাসে, পামেলাকে চিনতে পারল ও। তার দিকে এগোল, ডাক্তারের পাওয়া সুবিধে কাজে লাগিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে, অপর হাতে ধরে উঁচু করল মুখটা। পামেলার চোখ লাল হয়ে আছে, নাকের দু'পাশ চোখের পানিতে এখনও ভেজা ভেজা। চমশাটা নাকে বাঁকা হয়ে রয়েছে। ডাইনী··· ইত্যাদি?

'পামেলা,' বলল রানা। 'এখানে আপনি কি করছেন? এই ঠাণ্ডায় তো স্রেফ মারা পড়বেন। নিচে বা ভেতরে থাকা উচিত ছিল আপনার।'

'আমি একা হতে চেয়েছিলাম।' মেয়েটার গলায় এখনও কান্নার সুর রয়ে গেছে। 'কিন্তু মি. মুর বারবার শুধু ব্র্যাণ্ডি সাধছিলেন। আর··· মানে···' শিউরে

উঠল সে।

'তারমানে মি. মুরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছেন আপনি। তাহলে ভালই করেছেন…।'

'ডক্টর রানা!' হঠাৎই খেয়াল করল পামেলা রানা তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সে, তবে জোর নেই তেমন। 'লোকজন আমাদের দেখে ফেলবে!'

'আমি গ্রাহ্য করি না,' বলল রানা। 'আমি চাই আমাদের ভালবাসার কথা দুনিয়ার সবাই জানুক।'

'আপনি চান দুনিয়ার সবাই…,' পামেলার চোখে গভীর মনোযোগ, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। কাঁচের পিছনে তার বিশাল চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠল, তারপর সেই চোখের তারায় ফুটতে শুরু করল হাসির আভাস। 'ওহ্, মি. রানা!'

'তরুণ এক ভদ্রলোক নিচে এখুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন,' বলল রানা।

'ওহ্!' হাসিটা অদৃশ্য হলো পামেলার চোখ থেকে। 'সে কি…আমি বলতে চাইছি, তাকে তো হাসপাতালে যেতে হবে, তাই না?'

'বিকেলের মধ্যে তাঁকে আমরা হাঁটাচলা করতে দেখতে পাব।'

'সত্যি? সত্যি এবং সত্যি?' ব্যাকুল আগ্রহে রানাকে ধরে ঝাঁকাল পামেলা।

'আপনি যদি আমার পেশাগত যোগ্যতায় সন্দেহ পোষণ করেন…।'

'ওহ্, ডক্টর রানা! তাহলে কি জন্যে, কেন…?'

'আমার ধারণা, তিনি আপনার হাত ধরতে চান। নিজেকে আমি তিনি ধরে নিয়ে বলছি আর কি।'

'ওহ্, ডক্টর রানা! তারমানে কি…বলতে চাইছি, তার কেবিনে গেলে…?'

'ওখানে কি আপনাকে আমার টেনে নিয়ে যেতে হবে?'

'না।' হাসল পামেলা। 'আমার মনে হয় না তার কোন প্রয়োজন আছে।' ইতস্তত করল সে। 'ডক্টর রানা?'

'ইয়েস?'

'আপনি খুব সুন্দর মানুষ। সত্যি তাই।'

'এবার ভাগুন।'

আবার হাসল পামেলা, এবারের হাসিতে প্রায় সুখী দেখাল তাকে, তারপর ভাগল। একটা ব্যাপারে মনে মনে খুশি হলো রানা। ওর ভয় ছিল পামেলার মনে না আঘাত দিয়ে ফেলে, কিন্তু তা দিতে হয়নি। ট্যাকারের কেবিন থেকে বেরুবার সময় যে প্রশ্নগুলো জেগেছিল ওর মনে সেগুলো জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনই হয়নি। মোনাকা যে অভিযোগগুলো করল সে-সবে মোনাকার ছবিই ফোটে, পামেলার নয়। পামেলার বিরুদ্ধে মোনাকার অভিযোগ সত্যি হলে চলচ্চিত্র জগতে আজও সামান্য কনটিনিউইটি গার্ল হিসেবে পরিচিত হত না পামেলা, বর্তমান যুগের অন্যতম ধনী ও তারকা শিল্পীদের একজন হত সে।

যেখানে ছিল সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। এইমাত্র কয়েকজন ক্রু এসেছে ফোরডেকে, ডেক কার্গোয় জড়িয়ে থাকা বাঁধনগুলো এখন আর প্রয়োজন নেই বলে খুলে নিচ্ছে, গুটিয়ে নিচ্ছে তারপুলিন। আরও দু'দল ক্রু ডেরিক ও উইঞ্চ পরীক্ষা করছে। বোঝা গেল, গন্তব্যে পৌঁছুনোর পর সময় নষ্ট করার কোন ইচ্ছে ক্যাপটেন ডানহিলের নেই।

সেলুনে চলে এল রানা। জক মুর ছাড়া কাউকে দেখল না। তিনি একা, তবে ঠিক নিঃসঙ্গ নন, তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে হুইস্কির একটা বোতল। তাঁর পাশে রানা বসতে হাতের গ্লাসটা নিচু করলেন। 'ব্যস্ততার নাম ডক্টর রানা,' মৃদু হেসে বললেন তিনি। টোকা দিলেন বোতলে। 'চলবে নাকি?'

'বোতলটা প্যানট্রির, মি. মুর।'

'প্রকৃতির ফুল ও ফলে সমস্ত মানবজাতির অধিকার আছে। দেব নাকি সামান্য?'

'শুধু এই জন্যে দিন, তা না হলে আপনি সবটুকু খেয়ে ফেলবেন। আমার একটা ভুল হয়েছে, সেটা সংশোধন করা দরকার, মি. মুর। আমাদের মূল নারী চরিত্র অর্থাৎ নায়িকা সম্পর্কে। এখন আমার মনে হচ্ছে, দয়া-ধর্মের এমনিতেই আকাল, এই অবস্থায় তাঁর জন্যে ও-সব বরাদ্দ করা মানে স্রেফ অপচয়।'

'অনুর্বর ভূমি, বলতে চান? পাথুরে জমি?'

'বলতে চাই।'

'তারমানে আমাদের সুন্দরী মোনাকার কোন উদ্ধার নেই?'

'তা আমি বলতে পারব না। শুধু বলতে পারব, তাকে উদ্ধার করা আমার সাধ্যের বাইরে।'

'আমেন।' আরও খানিকটা হুইস্কি খেলেন মুর।

'বাকি দু'জন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাকি দু'জন–এলিনা আর পামেলা? পামেলা তো লক্ষ্মী মেয়ে। এমনকি আমার এই বয়েসেও ওদেরকে আমি ভালবাসি। ভাল মেয়ে বলেই তো উন্নতি করতে পারছে না। এলিনাও খুব ভাল মেয়ে। ওদের দু'জনকেই আমি ভালবাসি।'

'ওদের পক্ষে খারাপ কিছু করা সম্ভব নয়?'

'অসম্ভব!'

'বলা সহজ। কিন্তু যদি অ্যালকোহলের প্রভাব থাকে?'

'কি?' জক মুরকে হতচকিত দেখাল। 'কি বলছেন আপনি! অচিন্তনীয় ব্যাপার, মি. রানা, অচিন্তনীয় ব্যাপার।'

'ধরুন যদি দু'গ্লাস করে জিন খায়?'

'এ কি ধরনের প্রলাপ বকছেন আপনি!'

'ওরা যদি আপনার কাছে দু'এক ঢোক মদ চায় আপনি কি সেটাকে ক্ষতিকর ভাববেন?'

'কেন ভাবব!' চেহারা দেখে মনে হলো জক মুরের বিস্ময় নির্ভেজাল।

'তাহলে অনেক দিন আগের একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিই আপনাকে,' বলল রানা। 'সেদিন একটানা অনেকক্ষণ কাজ হয়েছে সেটে, সবাই

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শুনেছি এই সময় মাত্র এক ঢোক মদ খেতে চাওয়ায় এলিনার ওপর সাংঘাতিক খেপে যান আপনি।'

অদ্ভুত এক মন্থরগতিতে বোতল আর গ্লাস টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে টলতে টলতে চেয়ার ছাড়লেন জক মুর। তাঁকে ক্লান্ত, অথর্ব আর অসহায় দেখাচ্ছে। 'আপনি এখানে ঢোকার পর থেকে…এখন আমি বুঝতে পারছি।' প্রায় বিষণ্ণ সুরে ফিসফিস করছেন, 'আপনি এখানে ঢোকার পর থেকে এই প্রশ্নটাই করতে চাইছিলেন।'

মাথা নাড়লেন মুর, চোখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাচ্ছেন না। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার বন্ধু,' শান্ত সুরে আবার বললেন, তারপর এলোমেলো পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন সেলুন থেকে।

***

স্বর্ণদ্বীপ-২

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৫

এক

সোর-হামনার উত্তর-পশ্চিম কোণে থেমেছে ইভনিং স্টার, বেয়ার আইল্যাণ্ডের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত থেকে তিন মাইল উত্তর-পুবে। সোর-হামনার আদল ইংরেজি ইউ অক্ষরের সঙ্গে মেলে, দক্ষিণ দিক খোলা, চওড়ায়, অর্থাৎ পুব-পশ্চিমে এক হাজার গজের কিছু বেশি হবে, আর লম্বায় অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি। হারবারের পুব বাহু খুব বেশি দূর এগোয়নি, ওদিকে ছোট একটা উপদ্বীপ আছে, সম্ভবত তিনশো গজ লম্বা সেটা, এরপর পানির একটা দুশো গজ ফাঁক, পানিতে মাথা তুলে আছে বিভিন্ন আকৃতির দ্বীপ। শেষ মাথার দ্বীপটাই আকারে সবচেয়ে বড়, ওটার নাম মাকেল, পুব-পশ্চিমে অত্যন্ত সরু, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় আধ মাইল লম্বা। হারবারের উত্তর ও পুব দিকের জমিন নিচুই বলা যায়, দক্ষিণ দিককার মত এদিকের পাহাড়গুলো আকাশ ছোঁয়নি, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার চূড়া চারশো ফুটের বেশি নয়, তবে এদিকের জমিন বরফে ঢাকা।

বেয়ার আইল্যাণ্ডে নোঙর ফেলার জন্যে সোর-হামনা অর্থাৎ 'সাউথ হেভেন'-ই সবচেয়ে আদর্শ জায়গা। পশ্চিমা বাতাস থেকে পুরোপুরি বাঁচতে হলে জাহাজগুলোকে এখানে আশ্রয় নিতে হবে, এখানে আশ্রয় নিলে উত্তুরে বাতাস থেকেও অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। তবে বাতাস যদি পুব দিক থেকে বয়, নিরাপদ আশ্রয় মেলে কি না নির্ভর করবে বাতাসের গতিবেগ আর ক্যাপ হিয়ার ও মাকেল দ্বীপ দুটোর মধ্যবর্তী ফাঁকটার ওপর। সে-কথা মনে রেখেই খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কার্গো খালাস করা হচ্ছে জাহাজ থেকে। নোঙর ফেলা অবস্থায় সহজেই বাতাসের হুমকি মোকাবিলা করতে পারবে ইভনিং স্টার, কিন্তু সমস্যা হলো নোঙর ফেলার বদলে লাইমস্টোন জেটির সঙ্গে বাঁধা হয়েছে ওটাকে। বেয়ার আইল্যাণ্ডের যে আবহাওয়া, লোহা বা কাঠের কাঠামো টিকবে না বলেই লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জেটিটা। কালের আঁচড়ে সেটারও এখন ভগ্নদশা। শুরুতে ওটার আকৃতি ছিল ইংরেজি টি অক্ষরের মত, কিন্তু টি-র বাম বাহু গায়েব হয়ে গেছে। দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দোল খাচ্ছে ইভনিং স্টার, দক্ষিণ-পুব থেকে আসা বাতাস লাগছে ওটার স্টারবোর্ডে। কার্গো নামাবার কাজে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেও, কাজটা এগোচ্ছে খুব ধীরগতিতে। জেটির সঙ্গে জাহাজের ঘন ঘন ধাক্কা লাগায় জাহাজের কোন ক্ষতি হবার ভয় না থাকলেও, জেটির লাইমস্টোন মাঝেমধ্যেই ভেঙে পড়ছে সোর-হামনায়, বড় আকারের দু'একটা পাথর ছিটকে এসে ইভনিং স্টারের ডেকেও পড়ছে। ভয়ের ব্যাপার হলো, এখনও ওদের বেশির ভাগ ফুয়েল ও অন্যান্য কার্গো ডেকেই পড়ে রয়েছে।

দুপুরের দিকে প্রথম যখন জেটির পাশে পৌঁছুল ওরা, কার্গো নামানোর কাজটা বেশ সুষ্ঠুভাবেই শুরু হয়। তখনও ইভনিং স্টারকে বাঁধাছাদার কাজ শেষ হয়নি, আফটার ডেরিক থেকে প্রথমে ষোলো ফুট লম্বা একটা ওঅর্ক-বোট নামানো

হয় পানিতে, তারপর সামান্য ছোট অপর একটা বোট। দশ মিনিট পর ফরোয়ার্ড ডেরিক থেকে অদ্ভুত আকৃতির সাবমেরিনটাকে নামানো হয় পানিতে। কোন ঝামেলা হয়নি, চমৎকার ভাসতে থাকে সেটা, কৃতিত্বটা চার টনী কাস্ট-আয়রন ব্যালাস্ট-এর। এরপর কোনিং টাওয়ার জোড়া লাগাবার জন্যে পজিশন মত আনা হয়, এবং তারপর থেকেই দেখা দেয় সমস্যা।

কি কারণে কে জানে, জোড়া লাগানো অসম্ভব মনে হলো। এরিক কার্লসন, মিখায়েল ট্যাকার ও ক্লার্ক বিশপ, এই তিনজনই শুধু টেস্ট করার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই জানালেন, টেস্ট করার সময় বোল্ট লাগাতে কোন সমস্যা হয়নি। তারপর কারণটাও জানা গেল। ধাক্কা লাগায় তুবড়ে গেছে কোনিং টাওয়ার, তাই ফিট করছে না। সমাধানও আছে, তোবড়ানো অংশ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সোজা করে নিতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, জাহাজে কোন দক্ষ প্লেট-লেয়ার নেই। যে কাজ কয়েক মিনিটে হবার কথা, সেটা সারতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে গেল। পানি থেকে আবার তোলা হলো কোনিং টাওয়ার, আনাড়ি লোকজনের হাতে হাতুড়ি ধরিয়ে দিয়ে কাজটা করানোর চেষ্টা হলো।

এ-সব কারণে ক্যাপটেন ডানহিল মোটেও উদ্বিগ্ন নন, কারণ কোন কিছুতে উদ্বেগের ভাব প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়। তবে সোর-হামনায় ওরা পৌঁছুনোর পর থেকে কফি ছাড়া আর কিছু খাননি তিনি, অর্থাৎ লাঞ্চও করেননি। তিনি যদি উদ্বিগ্ন হন, এটাই তার একমাত্র লক্ষণ। ইভনিং স্টারের নিরাপত্তার দিকটাই সবার আগে বিবেচনা করেন ভদ্রলোক। প্যাসেঞ্জারদের ব্যাপারে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। তবে তিনি চাইছেন ফোরডেক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খালি হয়ে যাক। প্রয়োজন ছিল না, তবু ফন গোলডা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে চুক্তিতে আছে ইভনিং স্টার হ্যামারফেস্টের উদ্দেশে রওনা হবার আগে প্যাসেঞ্জার ও কার্গো নামিয়ে দিতে হবে। এদিকে কাজ এগোচ্ছে না, অথচ বাতাসের গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে, এগিয়ে আসছে রাতও।

এ-সব সমস্যা হওয়ায় লাভ হয়েছে এইটুকু যে ল্যারি আর্চারের নিখোঁজ রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাচ্ছেন না ক্যাপটেন। তবে ইতিমধ্যে ডক্টর মাসুদ রানাকে তিনি জানিয়েছেন, হ্যামারফেস্টে পৌঁছে তাঁর প্রথম কাজ হবে পুলিসকে ব্যাপারটা জানানো। এই পর্যায়ে তাঁকে দুটো কথা বলার ছিল ওর, তবে বলেনি। প্রথম কথা, পুলিসকে জানিয়ে কি লাভ হবে? দ্বিতীয় কথা, ওর ধারণা, হ্যামারফেস্টে আসলে তাঁর পৌঁছুনোই হবে না। কিন্তু এ-সব কেন ও ভাবছে, তা ব্যাখ্যা করার সময় এটা নয়। ক্যাপটেনের মেজাজ খুব একটা ভাল নেই।

ধাতব গ্যাংওয়ে ধরে নিচে নেমে এল রানা। গ্যাংওয়েয়ের মরচে ধরা হুইলগুলো ইভনিং স্টারের প্রতিটি দোল খাওয়ার সঙ্গে আগুপিছু করছে। প্রাচীন জেটিতে থামল ও। ছোট একটা ট্র্যাক্টর আর একটা স্নো-ক্যাট দেখতে পেল, দুটোর সঙ্গেই টোইং পেজ লাগানো রয়েছে। কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এরিক কার্লসন কার্গো লোড করছেন ওগুলোয়, জেটির শেষ মাথা থেকে বিশ গজ দূরের ঘরগুলোয় নিয়ে যাওয়া হবে। কাজে সবাইকে খুব আন্তরিক বলে মনে হলো, আন্তরিক না হলে ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে পনেরো ডিগ্রী নিচের টেমপারেচারে কারও পক্ষে হাত চালিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। ওদের পিছু নিয়ে ঘরগুলো পর্যন্ত এল রানা।

প্রাচীন জেটির সঙ্গে কোন মিল নেই, ঘরগুলো যেন ইদানীং তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচটা কাঠামো, একটার সঙ্গে অপরটার যথেষ্ট দূরত্ব। আর্কটিকে আগুন হলো অন্যতম শত্রু, দূরত্ব রক্ষা করার সেটাই কারণ, একটা ঘরে আগুন লাগলে তা যাতে অন্য ঘরগুলোয় ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

ফাঁকা একটা জায়গার এক ধারে চারটে ঘর, ওগুলো ফুয়েল, রসদ, ইকুইপমেন্ট আর বাহনের জন্যে। মাঝখানের কাঠামোটা অদ্ভুত আকৃতির, প্রকাণ্ড একটা স্টারফিশ যেন। কেন এই ডিজাইন, আন্দাজ করা কঠিন, ডিজাইনার হয়তো ভেবেছে এই আকৃতির কারণে ঘরগুলোর বাতাস গরম থাকবে। মাঝখানের এই কাঠামোর ভেতর রয়েছে থাকার, খাবার ও রান্নার ঘর–তারকার প্রতিটি বাহুই ছোট আকারের একটা কামরা। তেল ভরা হিটার দেয়ালে আটকানো আছে, ঘর গরম রাখার জন্যে। কোলম্যান কেরাসিন ল্যাম্প জ্বেলে অন্ধকার দূর করা হয়। রান্নাবান্নার কাজ চলে সাধারণ স্টোভে। রানা জানতে পেরেছে, ফন গোলডা সঙ্গে করে কোন বাবুর্চি আনেননি; কুক মানেই বাড়তি খরচা।

মোনাকা ছাড়া বাকি সবাই, এমনকি দুর্বল ও আনাড়ি হুপারও, এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বিরতিহীন কাজ করে যাচ্ছে। সবাই তারা চুপচাপ ও বিষণ্ন, যদিও তাদের কারও সঙ্গেই ল্যারি আর্চারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না। আসলে শ্যুটিং স্পটে পৌঁছুনোর আগেই ফুড পয়জনিঙের ঘটনাটা তাদেরকে একটা বিষম ধাক্কা দিয়ে গেছে, আর্চারের নিখোঁজ রহস্য তার সঙ্গে যোগ হওয়ায় হতভম্ব হয়ে গেছে তারা। মিখায়েল ট্যাকার আর জক মুর, যাঁরা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন না, এই মুহূর্তে একটা টিম হয়ে কাজ করছেন–ফুয়েল, রসদ, খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি চেক করছেন। ফন গোলডা অত্যন্ত সাবধানী মানুষ, সব কিছু নিখুঁত অবস্থায় দেখতে চান। এমনকি মরগানকেও খুব ব্যস্ত দেখা গেল, ডাঙায় নামার পর সে তার মেজাজের লাগাম খানিকটা টেনে ধরেছে। হেনেরিক ব্রায়ান পরীক্ষা করছে তার সাউণ্ড ইকুইপমেন্ট। আর কাউন্ট বট্টিউলা চেক করছেন তাঁর ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট। রানাও বসে থাকল না, ওর মেডিকেল কিটটা দেখে নিল। বেলা তিনটের দিকে, ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে, সবাই যে যার কাজ শেষ করল। ইতিমধ্যে যে-সব মালপত্র জেটিতে নামানো হয়েছিল তা সরিয়ে আনা হয়েছে, জেটি এখন খালি। ছোট কেবিন বরাদ্দ করা হয়েছে, প্রতিটি ক্যাম্প-বেডে তোলা হয়েছে কম্বল সহ পিপিং ব্যাগ।

অয়েল স্টোভ জ্বালল ওরা, ইলেকট্রিশিয়ান এডিকে তিন দেবতার সঙ্গে রেখে ইভনিং স্টারে ফেরার জন্যে তৈরি হলো। রানা যাচ্ছে ব্যক্তিগত কারণে, চ্যাঙ ওয়েনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাকি কয়েকজন যাচ্ছে ঘরগুলোর চেয়ে ইভনিং স্টারে বেশি উত্তাপ ও আরাম পাবার আশায়। ইভনিং স্টারে ওরা পৌঁছুবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল।

তিনটে দশে সাবমেরিনের সেন্ট্রাল সেকশনের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে জোড়া লাগানো সম্ভব হলো কোনিং টাওয়ার। কিম্ভূতকিমাকার কাঠামোটাকে ইতিমধ্যে আবার নামানোও হয়েছে পানিতে।

তিনটে পনেরোয় ফোরডেক কার্গো আনলোড শুরু হলো, দায়িত্বে রয়েছে চ্যাং ওয়েন। রানা তাকে বিরক্ত করল না, কারণ এই মুহূর্তে তার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলা সম্ভব নয়। নিচে নিজের কেবিনে চলে এল ও। মেডিকেল ব্যাগ থেকে কাপড়ে মোড়া একটা প্যাকেট নিল, ডাফেল ব্যাগে ভরল সেটা।

তিনটে বিশে আবার ওপরে উঠে এল রানা। কার্গো খালাসের কাজ বেশিদূর এগোয়নি, কিন্তু ওয়েনকে কোথাও দেখতে পেল না। মনে হলো, যেন ওর কয়েক মিনিটের অনুপস্থিতির সুযোগেই চোখের আড়ালে সরে গেছে লোকটা। উইঞ্চম্যানকে জিজ্ঞেস করল রানা, ব্যস্ত উইঞ্চম্যান জানাল ওয়েন তাকে কিছু বলে যায়নি।

ওয়েনের কেবিনে চলে এল রানা, তারপর ব্রিজে দেখল, দেখল চার্ট-হাউস ও সেলুনে, কিন্তু কোথাও সে নেই। প্যাসেঞ্জার ও ক্রুদের জিজ্ঞেস করল, কেউ তাকে কোথাও দেখেনি। ইতিমধ্যে অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে, আর্ক ল্যাম্পের আলোয় তা দূর হবার নয়। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে যে-কেউ ইভনিং স্টার থেকে নেমে যেতে পারে।

ক্যাপটেন ডানহিলকেও কোথাও দেখল না রানা। তাঁকে অবশ্য খুঁজছে না, তবে আশপাশে কোথাও থাকলে দেখতে না পাবার কথা নয়। বাতাস এখন দক্ষিণ-দক্ষিণ-পুব দিক থেকে বইছে, বইছেও বেশ জোরে, ক্রমশ আরও বাড়ছে গতি। জেটির পাঁচিলের সঙ্গে এখন প্রায় নিয়মিত ধাক্কা খাচ্ছে ওদের জাহাজ, প্রচণ্ড ঝাঁকির সঙ্গে ধাতব আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে প্রতিবার।

তিনটে ত্রিশে ইভনিং স্টার থেকে নেমে এল রানা, জেটি হয়ে ঘরগুলোর দিকে ফিরছে। প্রায় সব ঘরই খালি, শুধু ইকুইপমেন্ট হাট-এ এডিকে দেখা গেল, ডিজেল জেনারেটর চালু করার কাজে ব্যস্ত। রানা ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল।

'জাহাজের মেটকে দেখেছেন? চ্যাং ওয়েনকে?'

'দশ মিনিট আগে। আমাদের কাজ কেমন চলছে দেখার জন্যে উঁকি দিলেন। কেন? কিছু ঘটেছে নাকি?'

'তিনি কিছু বললেন?'

'কি বলবেন?'

'কোথায় যাচ্ছেন? কি করছেন?'

'না।' ঘাড় ফিরিয়ে তিন দেবতার দিকে তাকাল এডি, ওদের নির্লিপ্ত চেহারা দেখে বোঝা যায় কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। 'পকেটে হাত ভরে স্রেফ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিনিট দু'য়েক, আমরা কি করছি দেখলেন, দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর চলে গেলেন।'

'কোন দিকে?'

'বলতে পারব না।' আবার তিন দেবতার দিকে তাকাল এডি, একযোগে মাথা নাড়ল তারা। 'কিছু ঘটেছে নাকি, ডক্টর রানা?'

'তেমন কিছু না। জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে, ক্যাপটেন তাঁকে খুঁজছেন।' ওয়েনের খোঁজে রানা আর সময় নষ্ট করল না। জরুরী কাজ ফেলে সে যদি কোথাও যায়, নিশ্চয়ই তার কারণ আছে। বোঝা যাচ্ছে, সবার চোখকে ফাঁকি দেয়াই তার ইচ্ছে।

তিনটে পঁয়ত্রিশে ইভনিং স্টারে ফিরে এল রানা। এবার ক্যাপটেন ডানহিলের দেখা পাওয়া গেল। ওর ধারণা ছিল, খেপে ওঠা তাঁর দ্বারা বোধহয় সম্ভবই নয়, কিন্তু সেলুনের দরজায় দাঁড়ানো ভদ্রলোককে দেখে ধারণাটা বদলে গেল। তাঁর হাত শক্ত মুঠো পাকিয়ে রয়েছে, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা, উজ্জ্বল হলুদ চোখ দুটো জ্বলছে। গত কয়েক মিনিটে লোকজনকে তিনি কি বলেছেন তার একটা বিবরণ শোনালেন রানাকে। আবহাওয়া ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাই জেমিসনকে টুনহেইম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন তিনি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার জন্যে। কিন্তু যোগাযোগ করতে সফল হয়নি জেমিসন। তারপর জানা যায়, ট্রান্সসিভারটা ভেঙে ফেলা হয়েছে, মেরামত করা সম্ভব নয়। অথচ এক কি দেড় ঘণ্টা আগে রিসিভারটা অক্ষতই ছিল—ওয়েন অন্তত তাঁকে তাই জানিয়েছিল। সর্বশেষ যে আবহাওয়া বার্তা এসেছে, সেটা ওয়েনই লিখে নেয়। কিন্তু হঠাৎ করে ওয়েনকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে গেছে কোথায়?

'তিনি জাহাজ ছেড়ে নেমে গেছেন।'

'নেমে গেছেন? নেমে গেছেন? আপনি কিভাবে জানলেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

'ইমানুয়েল কেসলার ওরফে এডির সঙ্গে কথা বললাম এই মাত্র। ওয়েন কিছুক্ষণ আগে ওখানে গিয়েছিলেন।'

'ওখানে গিয়েছিলেন? কিন্তু তাঁর তো কার্গো নামানোর কথা, ওখানে কি করতে গেছেন?'

'তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি,' বলল রানা।

'আপনিই বা ওখানে কি করতে গিয়েছিলেন, ডক্টর রানা?'

'ইউ আর ফরগেটিং ইওরসেলফ, ক্যাপটেন ডানহিল। আই অ্যাম নট রেসপনসিবল টু ইউ। তিনি দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে স্রেফ দুটো কথা বলতে চেয়েছিলাম। আপনি জানেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে…বন্ধুত্বই বলতে পারেন।'

'বন্ধুত্ব, কেমন?' এমন সুরে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন, কথাটার যেন বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে। তারপর তিনি হাঁক ছাড়লেন। 'জেমিসন!'

'স্যার?'

'মি. চ্যাং ওয়েন! সার্চ পার্টি! আমি নিজেই নেতৃত্ব দেব।' আবার ক্যাপটেন রানার দিকে ফিরলেন। রানার দু'পাশে ফন গোলডা আর ক্লার্ক বিশপও দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কাজেই বোঝা গেল না পরের কথাগুলো কাকে বললেন তিনি, 'আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে বেয়ার আইল্যাণ্ড ত্যাগ করে যাব, মি. ওয়েনকে পাই বা না পাই।'

'সেটা কি ঠিক হবে, ক্যাপটেন?' প্রশ্ন করলেন ফন গোলডা। 'তিনি হয়তো কাছেই কোথাও একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন, তারপর হয়তো অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছেন…।'

'আমাকে জানালেন রিসিভার থেকে মেসেজ পাচ্ছেন, কিন্তু যেই দেখলাম

সেটা ভাঙা অমনি তিনিও নিখোঁজ হয়ে গেলেন, এ থেকে কি ধরে নেয়া উচিত আপনিই বলুন?'

চুপ করে গেলেন ফন গোলডা, তবে ক্লার্ক বিশপ এগিয়ে এলেন এক পা, বললেন, 'আমার ধারণা মি. গোলডা ঠিকই বলছেন, ক্যাপটেন। অদ্ভুত যে-সব কাণ্ড ঘটছে সে-সব মনে রেখে বলতেই হবে যে রেডিও ভাঙার ব্যাপারটা সত্যি সিরিয়াস। তবে এর জন্যে মি. ওয়েনকে দায়ী করাটা বোধহয় ভুল হবে। তিনি আপনার একজন সিনিয়র অফিসার, রেডিও ধ্বংস করার ভয়াবহ পরিণতির কথা তাঁর জানা আছে। আর ওটা নষ্ট করে পালিয়ে যাওয়া মানে নিজের অপরাধ স্বীকার করা, তা তিনি করবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, পালিয়ে তিনি যাবেনই বা কোথায়? বেয়ার আইল্যাণ্ডে পালিয়ে যাওয়া স্রেফ সম্ভব নয়। আমার ধারণা, তিনি সম্ভবত পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি অন্তত সকাল পর্যন্ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন।'

ক্যাপটেনের চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গেল। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার কঠিন হলেন তিনি। 'কি? এই গাঢ় অন্ধকারে অপেক্ষা করব? জেমিসন! গ্যাবন! সবাই এসো তোমরা!' তারপর বাকি তিনজনের দিকে ফিরে গলা সামান্য নিচু করে বললেন, 'দুঃখিত, আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। মি. ওয়েন ফিরুন আর না-ই ফিরুন, আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ ছেড়ে দেব আমরা। হ্যামারফেস্ট, জেন্টেলমেন। হ্যামারফেস্ট অ্যাণ্ড দা ল।'

গ্যাংওয়ে ধরে নেমে গেলেন তিনি, পিছনে পাঁচ-ছ'য়জন ক্রু।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লার্ক বিশপ বললেন, 'আমাদেরও বোধহয় সাহায্য করা দরকার।' গ্যাংওয়ের দিকে এগোলেন তিনি, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তাঁর পিছু নিলেন ফন গোলডাও।

রানা নড়ল না। ওয়েন যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়, নিশ্চয়ই তার সঙ্গত কারণ আছে, কাজেই তাকে খুঁজে বের করতে চায় না ও। নিজের কেবিনে ফিরে ছোট্ট একটা নোট লিখল, তারপর ডাফেল ব্যাগটা নিয়ে খুঁজতে বেরুল মরিসনকে। বিশ্বাস করার মত একজনকে দরকার ওর, ওয়েন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে বিপদেই ফেলে দিয়েছে ওকে। বিকল্প হিসেবে একমাত্র মরিসনের কথাই ভাবতে পারছে। লোকটা গোঁয়ার ও সন্দেহপ্রবণ, তবে বোকা নয়। সেদিন সকালে ক্যাপটেন তাকে জেরা করার পর, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই রানাকে আরও বেশি সন্দেহ করছে সে, তবু তাকেই ওর দরকার।

লোকটাকে পনেরো মিনিট বোঝাবার পর সাহায্য করতে রাজি হলো। জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে আপনি বোকা বানাবেন না তো, ড. রানা?'

'এ-কথা চিন্তা করাটাই তো বোকামি। ভেবে দেখুন না, আমার কোনও লাভ আছে?'

'ঠিক আছে তাহলে,' বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাফেল ব্যাগটা নিল সে। 'আইল্যাণ্ড থেকে নিরাপদে দূরে সরে যাবার পর··· ।'

'হ্যাঁ। ওটা, আমার চিঠিটা। ক্যাপটেনকে। তার আগে নয়।'

'আপনি আমাকে বলতে পারেন না ব্যাপারটা কি নিয়ে?'

'যদি জানতামই, মি. মরিসন, ভেবেছেন আমি কি তাহলে এই অভিশপ্ত দ্বীপে থেকে যেতাম?'

এই প্রথম হাসল মরিসন। 'জ্বী, স্যার, তা থাকতেন বলে মনে হয় না।'

আপার ডেকে ফিরে এল রানা, দু'মিনিট পর সার্চ পার্টি নিয়ে ফিরে এলেন ক্যাপটেন ডানহিলও। মাত্র বিশ মিনিটে ওরা ফিরে আসায় বা ওয়েনকে না পাওয়ায় একটুও অবাক হয়নি রানা। ম্যাপে বেয়ার আইল্যাণ্ড একটা বিন্দু হলেও, দ্বীপটা তিয়াত্তর বর্গমাইল জায়গা দখল করে রেখেছে, অন্ধকারের ভেতর বরফ ঢাকা পাহাড়গুলোয় তল্লাশি চালাতে কয়েক দিন লাগার কথা। সন্দেহ নেই নিজের বোকামি বুঝতে পেরে ফিরে এসেছেন ক্যাপটেন, তবে ওয়েনকে না পেয়ে বেয়ার আইল্যাণ্ড ত্যাগ করার ঝোঁকটা আরও বেড়েছে তাঁর। ডেকগুলো থেকে কার্গো নামানো শেষ হতেই সবাইকে সবিনয়ে বিদায় জানালেন তিনি আর তাঁর চীফ এঞ্জিনিয়ার আর্থার জেংকিনস। তাড়াতাড়ি তীরে নেমে এল ওরা। জেটি থেকে খোলা হলো দড়িদড়া।

জাহাজ থেকে সবার শেষে নামলেন ফন গোলডা। গ্যাংওয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে সেই কথাই রইল, ক্যাপটেন ডানহিল। বাইশ দিন, তাই না? বাইশ দিনের দিন ফিরে আসবেন আপনি।'

'ভয় নেই, মি. গোলডা, আপনাদেরকে আমি এই শীতকালে এখানে ফেলে রাখব না। বাইশ দিন, খুব বেশি হলে বাইশ দিন। হ্যামারফেস্ট অত দূরে নয়, ইচ্ছে করলে বাহাত্তর ঘণ্টায় ওখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব। আপনাদের জন্যে আমার শুভ কামনা রইল।'

বাহাত্তর ঘণ্টা সম্পর্কে কি বললেন তার কোন ব্যাখ্যা না দিয়েই গ্যাংওয়ে তোলার নির্দেশ দিলেন তিনি, তারপর উঠে গেলেন ব্রিজে। তবে ব্যাখ্যা না দিলেও ধরে নেয়া চলে যে তিনি হয়তো ভাবছেন বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে হ্যামারফেস্ট থেকে একদল নরওয়েজিয়ান পুলিসকে নিয়ে ফিরে আসা যায় কিনা। রানা অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না, কারণ জানে রাত শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন।

যাই হোক, ওদেরকে বেয়ার আইল্যাণ্ডে রেখে চলে গেল ইভনিং স্টার।

বড়সড় লিভিং কেবিনের পরিবেশ খুব একটা সুবিধের নয়। অয়েল স্টোভগুলো ভালই জ্বলছে, আর এডি ডিজেল জেনারেটর চালু করার পর দেয়ালে লাগানো ইলেকট্রিক হিটারগুলোও এতক্ষণে গরম হতে শুরু করেছে। কিন্তু বহুকালের জমাট বাঁধা ডীপ-ফ্রিজ পরিবেশ মাত্র এক ঘণ্টায় বদলে যাবার কথা নয়—ভেতরের তাপমাত্রা এখনও ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে। সবাই একটা করে কিউবিকল্ বরাদ্দ পেয়েছে, কিন্তু কেউ সেখানে ঢুকতে রাজি নয়, কারণ সেন্ট্রাল লিভিং স্পেস-এর চেয়ে ওখানে ঠাণ্ডা আরও বেশি। আর্কটিকে কিভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব, এর ওপর দীর্ঘ একটা ভাষণ দিলেন এরিক কার্লসন। সাইবেরিয়ায় অনেক দিন ছিলেন তিনি, সম্ভবত সেজন্যেই ধরে নিয়েছেন এ-ব্যাপারে বক্তৃতা দেয়ার অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু কেউ তাঁর কথা মন দিয়ে শুনল বলে মনে হলো না। খানিক পর ফন গোলডা

আর রবার্ট হ্যামারহেডের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, আবহাওয়া অনুমতি দিলে কাল শূটিং করবেন। দেখা গেল, তাতেও কেউ খুব একটা উৎসাহ বোধ করছেন না। আরও খানিক পর সবার মনোযোগ কেড়ে নিল ডগলাস হিউম।

কার্লসনকে সে বলল, 'শীতকালে, আর্কটিকে, আপনার টর্চ দরকার হবে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের টর্চ আছে কি?'

'অনেক। কেন?'

'কারণ আমার একটা দরকার। আমাকে বাইরে যেতে হবে। এখানে আমরা কতক্ষণ আছি? পনেরো মিনিট? বিশ মিনিট? আমি জানি না। আছি আমরা সবাই। শুধু একজন বাদে। হয়তো ফ্রস্ট বাইটে মারা যাচ্ছে সে। কিংবা তার একটা পা ভেঙে গেছে। নয়তো কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। অথচ আমরা এখানে আরাম করছি। অন্তত মানবিক কারণে... ।'

'শান্ত হও, আহ্‌ শান্ত হও, ডগলাস,' বললেন ফন গোলডা। 'মি. ওয়েনকে দেখে সব সময় মনে হয়েছে আমার, নিজেকে তিনি রক্ষা করতে জানেন।' ওয়েনকে একটা শ্বেত-ভালুকের সঙ্গে লড়তে দেখলেও সম্ভবত এই কথাই বলতেন তিনি।

'যদি সত্যি কেয়ার না করেন, মুখ ফুটে তা বলছেন না কেন?' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল হিউম। তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য নতুন লাগল রানার কাছে। 'ড. রানা, আমি ভেবেছিলাম, প্রস্তাবটা আপনার তরফ থেকেই প্রথম আসবে।'

'আমার দ্বিতীয় হতে আপত্তি নেই,' বলল রানা।

এরপর সবাই ওরা বেরুবার জন্যে তৈরি হলো, শুধু ফন গোলডা বাদে। শরীরটা ভাল লাগছে না বলে এড়িয়ে গেলেন তিনি। তাঁর কথা শেষ হতে মোনাকা বলল, 'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। মি. ওয়েন হঠাৎ যেমন চলে গেছেন, আবার হঠাৎই তিনি ফিরে আসবেন।' অর্থাৎ সে-ও বাইরে বেরুতে রাজি নয়।

প্রত্যেকে ওরা একটা করে টর্চ নিল। কথা হলো, সবাই যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকবে। যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ও, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসতে হবে।

উত্তর দিকে সোর-হামনা, সেটাকে নাক বরাবর সামনে রেখে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দলটা। দলে সবাই আছে, শুধু রানা বাদে। সোজা ইকুইপমেন্ট হাট-এ চলে এল ও, এখানে ডিজেল জেনারেটর রয়েছে। দলের সবাই ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ অনুপস্থিত থাকলে সহজে ব্যাপারটা জানাজানি হবে না। মরীচিকার পিছনে ছোটার চেয়ে এই গরম জায়গায় বসে থাকাটাই বেশি পছন্দ করছে ও। হাতের টর্চ না জ্বেলে ঘরটার সামনে চলে এল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, বন্ধ করল সেটা, তারপর পা বাড়াতেই নরম কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করল। ভারসাম্য ফিরে পেয়েই টর্চ জ্বালল।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক লোক। লোকটা ওয়েন দেখে রানা তেমন বিস্মিত হলো না। নড়ে উঠল সে, গোঙাল, কাত হলো সামান্য, হাত তুলে টর্চের আলো থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করল, তারপর আবার স্থির হয়ে গেল। তার চোখ দুটো এখন বন্ধ, বাঁ দিকের চোয়ালে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। আবার নড়ে উঠল ওয়েন, গোঙানোর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। প্রায় অচেতনই বলা যায়।

'খুব ব্যথা করছে, মি. ওয়েন?'

আগের মত শুধু কাতর শব্দ করল ওয়েন।

'এক মুঠো জমাট তুষার দিয়ে চোয়ালটা ঘষেছেন আপনি, ঠিক কোথায় বলুন তো?' প্রশ্ন করল রানা।

স্থির হয়ে গেল ওয়েন, কাতর ধ্বনিও আর বেরুচ্ছে না।

'আপনার কমেডিয়ান ভূমিকা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'তার আগে দয়া করে উঠবেন কি, ব্যাখ্যা করবেন এমন বোকার মত আচরণ করার কি কারণ?'

জেনারেটর কেসিঙের গায়ে টর্চটা খাড়া করে রাখল রানা, আলোটা যাতে ওপর দিকে তাক করা থাকে। ফলে খুব একটা আলো পাওয়া গেল না, তবে দেখা গেল অলসভঙ্গিতে নিজের পায়ে সিধে হলো চ্যাং ওয়েন, চেহারায় সযত্নে ধরে রেখেছে নির্লিপ্ত একটা ভাব। 'কি বলতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বিসিআই পীপার, ওয়ান-সেভেন-ওয়ান, আসল নাম ফুয়েন তাঙ ফু, কাজ করছিল ভারত মহাসাগরে, জাহাজটার নাম সী ড্রাগন, আপাতত সবাই তোমাকে চ্যাং ওয়েন বলে চেনে। কি বলতে চাইছি, পরিষ্কার?'

'দেখা যাচ্ছে সত্যি আমি একটা বোকা,' বলল ওয়েন। 'ভাল হয় যদি আপনার পরিচয়টাও জানতে পারি।'

'মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর। রানা এজেন্সি বিসিআই-এর একটা কাভার। বিসিআই কি জিনিস, আশা করি তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই?'

মাথা নাড়ল ওয়েন।

'চার বছর চার মাস আগে বিসিআই পীপার হিসেবে নির্বাচন করা হয় তোমাকে, তখন তুমি একটা লেবানিজ ট্যাংকারে চীফ অফিসার হিসেবে কাজ করছিলে। আমাদের ধারণা ছিল, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এই পেশায় তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এমনকি চার মাস আগেও তোমার সম্পর্কে এই ধারণা ছিল আমাদের। কিন্তু এখন আমি ততটা নিশ্চিত নই।'

হাসল ওয়েন, তবে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যাবে না। 'আপনি আমাকে বেয়ার আইল্যাণ্ডে বরখাস্ত করতে পারেন না।'

'ইচ্ছে করলে তোমাকে আমি টিমবাকটুতেও বরখাস্ত করতে পারি,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, শোনাও এবার, কি বলার আছে তোমার?'

'রানা এজেন্সি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না,' বলল ওয়েন। 'মাসুদ রানা নামটাও আমার পরিচিত নয়। আপনি আরও আগে নিজের পরিচয় দিতে পারতেন। তবে এ-কথা ঠিক যে আমার সন্দেহ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমার

জানা ছিল না যে আমি ছাড়াও জাহাজে আমাদের লোক আছে।'

'তোমার জানার কথা নয়। কথা ছিল তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি শুধু তাই করবে। শুধু ওইটুকু, তার বেশি নয়। লিখিত নির্দেশে কি বলা হয়েছে, মনে নেই? শেষ লাইনটা? লাইনটার নিচে দাগ দেয়া ছিল। মিলটন-এর একটা উদ্ধৃতি। আমি নিজে দাগ দিই।'

'দে অলসো সার্ভ হু ওনলি স্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েট,' বলল ওয়েন। 'আমি ভেবেছিলাম স্রেফ হেঁয়ালি বা কৌতুক।'

'প্রশ্ন হলো, তুমি কি দাঁড়িয়ে ছিলে? অপেক্ষায় ছিলে? না! পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে-কোন পরিস্থিতিতে জাহাজ ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না, যতক্ষণ না কেউ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আরও বলা হয়েছে, নিজে থেকে তদন্ত করতে যাবে না বা কিছু আবিষ্কার করার দরকার নেই। একজন মার্চেন্ট নেভি অফিসারের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে যাবে তুমি। কিন্তু নির্দেশ পালনে তুমি ব্যর্থ হয়েছ। তোমাকে আমার ইভনিং স্টারে দরকার ছিল, ওয়েন। এই মুহূর্তে ওখানে তোমাকে আমার দরকার ছিল। কিন্তু কি দেখতে পাচ্ছি? বেয়ার আইল্যাণ্ডের একটা ঘরে রয়েছ তুমি। কেন, ওয়েন? কেন তুমি সহজ একটা নির্দেশ মানতে পারলে না?'

'ঠিক আছে, আমারই দোষ। তবে নিজেকে আমার একা মনে হয়েছিল। পরিস্থিতি সব কিছু বদলে দেয়, ঠিক কিনা? চারজন লোক মারা গেল, আরও চারজন মরতে মরতে বাঁচল, তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব, কিছু করব না? এমন কি নিজের কথাও ভাবব না?'

'ভাববে না, যতক্ষণ না তোমাকে ভাবতে বলা হয়। দেখতে পাচ্ছ, কি অবস্থা করেছ তুমি আমার? একটা হাত এখন আমার পিছনে। ইভনিং স্টার আমার সেই দ্বিতীয় হাত, সেটা থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ওই হাতটার ওপর নজর রাখা দরকার। ওই হাতটা যে-কোন মুহূর্তে দরকার হতে পারে আমার, কিন্তু এখন আর পাব না। ইভনিং স্টারে এমন কেউ আছে কি, যে অন্ধকার রাতে ঝড়ের মধ্যে তীর ঘেঁষে সোর-হামনায় পৌঁছুতে পারবে? তুমি জানো, তেমন কেউ নেই।'

'তারমানে কি আপনার সঙ্গে রেডিও আছে? ইভনিং স্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে?'

'অবশ্যই। আমার মেডিকেল কেসের সঙ্গে আটকানো। ছোট, তবে যথেষ্ট রেঞ্জ।'

'ইভনিং স্টারে ট্র্যান্সসিভার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।'

'নয়। কিন্তু কেন সেটা নষ্ট হলো? কারণ ব্রিজে দাঁড়িয়ে তুমি বললে প্রয়োজনে রেডিওর মাধ্যমে ন্যাটোর আটলান্টিক ফোর্সের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া যাবে, আর তোমার সেই কথা চালাক কোন লোক আড়াল থেকে গোগ্রাসে সব গিলে ফেলল। জানি, তুষারের ওপর তাজা পায়ের ছাপগুলো আমারই ছিল, সেই সঙ্গে এ-ও জানি যে ওই ছাপের ওপর পা ফেলেই কেউ হেঁটে এসেছিল, তোমার কথা শোনার জন্যে। এরপর সে একটা হাতুড়ি নিয়ে ফিরে আসে।'

'যদি বলেন তো আবার আমি ক্ষমা চাইতে পারি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাতে কোন লাভ আছে বলে মনে হয় না।'

'রাইট,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তুমি যখন এখানে রয়েই গেছ, এখন আর নিজের পিছন দিকে কড়া নজর রাখার দরকার নেই আমার।'

'তারমানে, ওরা যে-ই হোক, ইতিমধ্যে আপনার পিছনে লেগেছে?'

'অবশ্যই পিছনে লেগেছে।' যা যা জানে সংক্ষেপে বলে গেল রানা, তবে সন্দেহ বা অনুমানের কথাগুলো বাদ রাখল, কারণ নিজের মত ওয়েনকেও দিশেহারা অবস্থায় দেখতে চায় না। সবশেষে বলল, 'প্রথম কথা, নিজেদের রক্ষা করতে হবে। কেউ যদি শারীরিকভাবে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাকে ধরাশায়ী করার অধিকার তোমাকে দেয়া হলো।'

'জেনে খুশি হলাম।' এই প্রথম হাসি পাওয়ায় হাসল ওয়েন। 'তবে আরও বেশি খুশি হতাম যদি জানতে পারতাম কাকে আমার ধরাশায়ী করতে হবে। আর আনন্দে আত্মহারা হতে পারতাম যদি জানার সুযোগ হত একজন বিসিআই পীপার কি করছে এখানে, বিসিআই-এর কাভার রানা এজেন্সির ডিরেক্টর মি. মাসুদ রানাই বা এই অভিশপ্ত দ্বীপে কি করছেন?'

'বিসিআই সব সময় দেশের স্বার্থ দেখে। উল্লেখ করার দরকার নেই যে নাগরিকত্ব পাবার পর থেকে তুমিও একজন বাংলাদেশী। বিসিআই-এর এবারের উদ্বেগ টাকা নিয়ে। আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে, সোনা নিয়ে। কালো বাজারের সোনা বা বিদেশী সোনা নয়, আমাদের নিজেদের সোনা। সে লম্বা এক ইতিহাস, শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। আপাতত শুধু এ-টুকু জেনে রাখো, বিসিআইকে অন্যান্য দেশও সাহায্য করছে এই অ্যাসাইনমেন্টে।'

'শুনতে যেন কেমন লাগছে! বেয়ার আইল্যাণ্ডে বাংলাদেশের সোনা?' ওয়েন রীতিমত হতভম্ব। 'লোকে শুনলে হাসবে, বলবে গাঁজাখুরি গল্প।'

'কিন্তু যারা জানে? যারা জড়িত ছিল? কিংবা যারা ইতিহাস ঘেঁটেছে? তারাও কি হাসবে?'

'ইতিহাস?'

'তাহলে শোনো,' বলল রানা। 'সময় নেই, কাজেই সংক্ষেপে বলি, কেমন?'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। অবিভক্ত বাংলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, জাপানীরা আসছে। গুজব নয়, সত্যি সত্যি বার্মা দখল করে নিল জাপানীরা, বোমা ফেলল কোলকাতা বন্দরে। বড় বড় শহরগুলোয় সে-সময় সবাইকে চমকে দিয়ে সাইরেন বেজে উঠত, এই বুঝি বোমা পড়ল। এরকম এক অস্থির ও আতঙ্ককর পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার নবাব আর জমিদাররা গোপন এক বৈঠকে বসলেন ঢাকায়। সঠিক জানা যায় না প্রথম বৈঠকে তাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের নামকরা সব সওদাগররা ছিলেন কিনা, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈঠকে যে ছিলেন তার লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে একশো একুশজন অংশগ্রহণ করেন সর্বশেষ বৈঠকে। সেই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, সংশ্লিষ্ট সবার যার যত স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কার আছে সব এক জায়গায়, অর্থাৎ চট্টগ্রামে জড়ো করা হবে, তারপর একটা বড় জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হবে সুন্দরবনের গভীরে। গোটা ভারতবর্ষ

না পারুক, জাপানীরা যে অন্তত বাংলা দখল করবে, এ-ব্যাপারে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এ-ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে সেটাই ছিল একমাত্র কারণ। একশো একুশ জনের একটা তালিকা তৈরি করা হয়, প্রত্যেকের নামের পর লেখা হয় কার কি পরিমাণ সোনা জমা করা হলো। পরিমাপের কাজ সের ও মন-এর হিসেবে করা হয়। আসল কথা, সোনার পরিমাণ যাদের কম তাঁরা এই তালিকায় স্থান পাননি বা পাবার চেষ্টাও করেননি। সবচেয়ে কম সোনা জমা পড়ে কুমিল্লার এক জমিদারের, মাত্র এক মন তিন সের। সবচেয়ে বেশি জমা পড়ে ঢাকার নবাববাড়ির এক নবাবপুত্রের নামে–ছয় মন বারো সের। সব মিলিয়ে প্রায় তিনশো মন সোনা। শুধু সোনাই নয়, সোনার সঙ্গে হীরা ও অন্যান্য দামী রত্নও ছিল প্রচুর। হীরা বা অন্যান্য রত্নের কোন লিখিত হিসাব অবশ্য পাওয়া যায়নি।

বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয়, বাছাই করা বিশ্বস্ত একদল প্রাক্তন সৈনিককে রাখা হবে জাহাজে, তারাই পাহারা দিয়ে সুন্দরবনে নিয়ে যাবে রত্নালঙ্কার ও তিনশো মন সোনা, তাদের সবার কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকবে। সংখ্যায় তারা হবে পঁচিশজন, সুন্দরবনের গভীর প্রদেশে পৌঁছুনোর পর তাদের কাজ হবে দুর্গম ও নির্জন কোন এলাকায় মাটির তলায় ওই সোনা লুকিয়ে রাখা, এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ওখানেই পাহারায় থাকা। মাস ছয়েক চলার মত প্রয়োজনীয় রসদ ইত্যাদি তাদের সঙ্গেই থাকবে।

নির্দিষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণ করা হয় এক মাস, এই সময়ের মধ্যে সবার সোনা চট্টগ্রামে পৌঁছুতে হবে। কিন্তু আরাকানে জাপানীদের উপস্থিতি ও কোলকাতা বন্দরে বোমাবর্ষণের ঘটনা উদ্যোক্তাদের অস্থির করে তোলে, সময়-সীমা কমিয়ে পনেরো দিন করা হয়।

নির্দিষ্ট সময়েই চট্টগ্রামের প্রাচীন এক মন্দিরে পৌঁছে যায় তিনশো মন সোনা। ইতিমধ্যে পঁচিশজন প্রাক্তন সৈনিককে নিয়োগ করা হয়েছে, তারাই পঁচিশটা বড় আকারের কাঠের বাক্সে সেগুলো ভরে জাহাজে তোলার জন্যে। জাহাজ মানে ঝক্কর মার্কা একটা স্টিমার, যথাসময়ে চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়ে যায় সুন্দরবনের উদ্দেশে। এরপরের ইতিহাস খুবই রহস্যময়।

কঙ্গা বা মারঝাটা নদীর মোহনায় শেষবার দেখা গেছে স্টিমার হংসকে। অসমর্থিত খবরে বলা হয়, ওখানে পৌঁছুনোর আগেই স্টিমারে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পাহারাদারদের ছ'জন বাদে বাকি সবাই মারা যায়। তারপর হংসকে দেখা যায় নাফ নদীতে, গন্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। হংসকে নাকি টো করে নিয়ে যাচ্ছিল একটা জাপানী গানবোট, হংসের ডেকেও জাপানী সৈনিকদের অস্ত্র হাতে পাহারা দিতে দেখা গেছে। ছ'জন বাঙালী পাহারাদারের ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ধরে নেয়া চলে তাদেরকে জাপানীরা মেরে ফেলেছিল।

পরবর্তী ইতিহাস আরও অস্পষ্ট। ঘটনার সময় আর কিছু জানা না গেলেও, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের 'ওঅর হিস্টরী' ডিপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সে-সব তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যুদ্ধের শেষ দিকে একদল জাপানী সৈনিক একটা জাহাজ নিয়ে বার্মা থেকে স্বদেশের পথে রওনা হয়, তাদের সঙ্গে ভারত থেকে লুঠ করা পাঁচশো মন সোনা ছিল। সিঙ্গাপুর হয়ে, দক্ষিণ চীনসাগর পেরিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাচ্ছিল তারা। পথে তাদেরকে বাধা দেয় একটা জার্মান গানবোট। জাপানীদের মেরে ফেলে জার্মান নৌ-বাহিনীর সৈনিকরা, তারপর দখল করে নেয় জাহাজটা। ধারণা করা হয়, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের 'ওঅর হিস্টরী'-তে যেটাকে ভারতীয় সোনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই আসলে বাংলার নবাব ও জমিদারদের সোনা। জাপানীদের জাহাজে তার সঙ্গে সম্ভবত অন্যান্য এলাকা থেকে লুঠ করা সোনাও ছিল, সেজন্যেই পাঁচশো মন আন্দাজ করা হয়েছে।

বাংলার এই সোনা জার্মানীতে নিয়ে যাওয়া হয়, লুকিয়ে রাখা হয় অন্যান্য দেশ থেকে লুঠ করা বিপুল ধনরাশির সঙ্গে। ধনরাশি বলতে শুধু সোনা নয়, তার সঙ্গে ছিল অমূল্য শিল্পকর্ম, সিকিউরিটি বণ্ড ইত্যাদি। জার্মান ব্যাংকের ইস্যু করা সিকিউরিটি বণ্ড আজও বাতিল করা হয়নি।

হাতঘড়ি দেখল রানা, বলল, 'তোমার উদ্বিগ্ন বন্ধুরা তোমার খোঁজে বেয়ার আইল্যাণ্ড চষে ফেলছে। আধ ঘণ্টা খুঁজবে ওরা। তোমার অচেতন শরীরটা মিনিট পনেরোর মধ্যে ওদের সামনে হাজির করতে হবে আমাকে।'

'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে বিদঘুটে লাগছে,' বলল ওয়েন। 'মানে সোনার কথা বলছি। এতদিন পর ওগুলো কি আর সত্যি আছে? থাকলে কতটুকুই বা আছে?'

'নির্ভর করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। জার্মানীতে জমা হওয়া সোনাদানা বেশিরভাগই মিত্রপক্ষ নিয়ে যায়। মিত্রপক্ষ বলতে আমি ব্রিটেন, আমেরিকা আর রাশিয়ার কথা বলছি। সর্বমোট ঐশ্বর্যের দুই তৃতীয়াংশ চোরের ওপর বাটপারি হয়ে যায়। বাকি এক ভাগ নাৎসীরা সঙ্গে নিয়ে পালায়। কম করে ধরলেও, ওয়েন, চলতি বাজারে তার মূল্য হবে এই ধরো–পাঁচশো মিলিয়ন পাউণ্ড।'

হাঁ হয়ে গেল ওয়েন।

'আরও বড় কথা,' বলল রানা, 'মিত্রপক্ষ যে সোনা নিয়ে যায় তার মধ্যে বাংলার সোনা ছিল না। তারমানে আমাদের সোনা থেকে যায় নাৎসীদের হাতে। শুধু আমাদের সোনা নয়, তার সঙ্গে নাৎসীদের হাতে বেশ কিছু সিকিউরিটি বণ্ডও থেকে যায়, অমূল্য কিছু শিল্পকর্ম সহ। কিছু বণ্ড অবশ্যই গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। কিছু শিল্পকর্ম অস্ট্রিয়ান আলপাইন লেকের তলায় ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে ওগুলো আর উদ্ধার করা যাবে না। আমি বুয়েনস আয়ার্সের এক মিলিওনিয়ারকে চিনি, যার সেলার গ্যালারিতে এক জোড়া রাফায়েল আছে, একটা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আছে রিও-তে, নিউ ইয়র্কে আছে একাধিক রুবেনস। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে এগুলোর বর্তমান মালিকদের খুব ভাল সম্পর্ক, কাজেই বেআইনীভাবে এ-সব রাখার দায়ে কখনোই তাদেরকে বিপদে পড়তে হবে না। উনিশশো সত্তর সালে ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের সিকিউরিটি বণ্ড ছাড়া হয় লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক আর জুরিখের মানি মার্কেটে, কিন্তু মালিকানা প্রমাণ না করা পর্যন্ত ওগুলো ভাঙাতে অস্বীকৃতি জানায় ফেডারেল ব্যাংক অভ জার্মানী। অর্থাৎ এগুলো যে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে রাইখ ব্যাংক-

এর ভল্ট থেকে সরানো হয়েছিল, এটা একটা ওপেন সিক্রেট।

'তবে ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র, বেশিরভাগটাই গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হলেও, অবৈধ মালিকরা সেগুলো ভাঙাতে সাহস পায়নি। শুধু এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে ইটালি সরকারের রিকভারি অফিস। অফিসের বড়কর্তা প্রফেসর সিভাইরো বলছেন, কম করেও সাতশো শিল্পকর্ম এখনও নিখোঁজ। আরেকজন বিশেষজ্ঞ, শিমন ওয়াজেনথাল, প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে অসংখ্য নাৎসী অফিসার, তাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ এসএস কর্মকর্তারাও আছেন, গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নিয়মিত সিকিউরিটি বণ্ড ভাঙিয়ে দিব্যি বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন।

'প্রফেসর সিভাইরো আর শিমন ওয়াজেনথাল এ-ধরনের উদ্ধার-কর্মে বৈধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত। সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা তিন কি চারজনের বেশি হবে না। কিন্তু আইনের বাইরে থেকে উদ্ধার-কর্মে লেগে আছে এমন বিশেষজ্ঞ লোকের সংখ্যা অনেক। এরাও পরিচিত, কিন্তু এদেরকে ছোঁয়া যাবে না, কারণ প্রকাশ্যে কোন অপরাধের সঙ্গে এরা জড়িত হয় না। এরা আসলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রিমিনাল। এদেরই একজন আমাদের সঙ্গে এবার বেয়ার আইল্যাণ্ডে এসেছেন। তাঁর নাম এরিক কার্লসন।'

'কার্লসন!'

'আমাদের কার্লসন এ-লাইনে খুব বড় একটা প্রতিভা।'

'কিন্তু কার্লসন! তা কি করে সম্ভব! কার্লসন? কিন্তু তিনি তো মাত্র দু'বছর আগে...।'

'জানি! মাত্র দু'বছর আগে সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসেন তিনি। লণ্ডনে পৌঁছুনোর পর টিভি আর খবরের কাগজগুলো তাঁকে নিয়ে মেতে ওঠে, তা-ও জানি। সেই থেকে ছবি বানাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ভদ্রলোক। কাজেই তাঁর দ্বারা কিভাবে সম্ভব, এই তো?

'কার্লসন আসলে গভীর পানির মাছ, ওয়েন। আমরা চেক করে দেখেছি, হ্যাঁ, ভিয়েনার একটা মুভি স্টুডিওর আংশিক মালিকানা ছিল তাঁর, তাঁর পার্টনারও ছিলেন ফন গোলডা। এটা যুদ্ধের ঠিক আগের কথা। আমরা এ-ও জানি যে যুদ্ধ শুরু হবার পর ফন গোলডা যে পথ ধরেন, কার্লসন ঠিক তার উল্টো পথ। কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি থাকার কারণে থার্ড রাইখ-এ সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্বাগত জানানো হয় তাঁকে। এর পরে ডাবল-ক্রস, ট্রিপল-ক্রসের ঘটনা ঘটতে শুরু করে। কার্লসনকে রাশিয়ায় পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়। ওখান থেকে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয় জার্মানীতে। জার্মান সরকার তাঁকে নির্দেশ দেয়, সম্ভাব্য সব রকম বিভ্রান্তিকর সামরিক তথ্য পাচার করো রাশিয়ায়।'

'কিন্তু কেন? কেন তিনি এ কাজ করলেন?'

'কারণ তিনি যখন ধরা পড়েন, একই সময়ে ধরা পড়ে তাঁর স্ত্রী, দুটো বাচ্চা সহ। কারণ হিসেবে যথেষ্ট এটা?' মাথা ঝাঁকাল ওয়েন। 'তারপর যুদ্ধ শেষ হলো। বার্লিন দখল করে নিল রাশিয়া। এসপিওনাজ রেকর্ড ঘাঁটতেই বেরিয়ে পড়ল কার্লসনের আসল চরিত্র। ফলে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হলো সাইবেরিয়ায়।'

'ভাবছি এরকম একটা অপরাধের জন্যে তাঁকে ওরা গুলি করে মারেনি কেন?'

'মারত, তবে না মারার কারণ ছিল। আগেই বলেছি, কার্লসন গভীর জলের মাছ। কার্লসন আসলে, যুদ্ধের সময়, রাশিয়ানদের পক্ষে কাজ করছিলেন। চার বছর ধরে তিনি তাঁর রুশ মনিবদের কাছে মিসলিডিং রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলেন, এ-কথা ঠিক। রিপোর্টগুলো কোড করার কাজে তাঁকে সাহায্য করছিল জার্মান ইন্টেলিজেন্স, কিন্তু জার্মান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা খোঁজ নিয়ে দেখেননি যে প্রথম থেকেই তাঁদের কোড ফেলে রেখে নিজের কোড করা মেসেজ পাঠাচ্ছেন কার্লসন। যুদ্ধের শেষে রাশিয়ানরা তাঁকে সাইবেরিয়ায় পাঠানোর নাটক করে তাঁরই নিরাপত্তার কথা ভেবে। বিসিআই-এর ইনফরমেশন হলো, সাইবেরিয়ায় তিনি কখনোই যাননি। আমাদের বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী ও দুই বিবাহিতা কন্যা এখনও মস্কোয় খুব আরামেই আছে।'

'এবং তিনি সেই থেকে রাশিয়ার হয়ে কাজ করছেন?'

'হ্যাঁ। বলা হয়েছে আট বছর তিনি সাইবেরিয়ায় কাটিয়েছেন। কিন্তু এই আট বছরে বিভিন্ন ছদ্মবেশে তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইসরায়েল ও লণ্ডনে দেখা গেছে। আমরা জানি, কিন্তু প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে এ-সব জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন রাশিয়ানদের জন্যে নাৎসী ট্রেজার খোঁজার কাজে। নাৎসী পার্টি, এসএস ও ইন্টেলিজেন্স-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁর, এই কাজের জন্যে তাঁর মত উপযুক্ত লোক আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাইবেরিয়া থেকে "পালানোর" পর ইউরোপে তিনি দুটো ছবি বানিয়েছেন। একটা প্রুভেন্স-এ। ওখানকার এক বৃদ্ধা বিধবা অভিযোগ করেছেন যে তাঁর গোলাঘর থেকে পুরানো কিছু শিল্পকর্ম চুরি গেছে। দ্বিতীয় ছবিটা করেছেন পাইডমন্ট-এ, ওখানকার এক উকিল পুলিসকে ডেকে বলেছেন যে তাঁর অফিস থেকে পুরানো দলিল-দস্তাবেজ ভর্তি একটা বাক্স চুরি গেছে। শিল্পকর্ম বা দলিলগুলোর কোন মূল্য আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই, জানা নেই ওগুলো চুরি যাবার সঙ্গে কার্লসনের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল কিনা।'

'একবারে এত কিছু হজম করা কষ্টকর লাগছে আমার,' অভিযোগের সুরে বলল ওয়েন।

'তৈরি হয়ে নাও, ওয়েন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাকে আমার নিয়ে যেতে হবে।'

'ঠিক কিভাবে নিয়ে যেতে চাইছেন, বস্?'

'টেনে-হিঁচড়ে, স্বভাবতই।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল ওয়েন, তারপর বলল, 'তারমানে আপনাকে জানতে হবে বেয়ার আইল্যাণ্ডে কি করছেন কার্লসন?'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই এখানে আমরা এসেছি।'

'তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি সঠিক কিছু জানেন না?'

'না, জানি না। ধারণা করতে পারি। নাৎসীদের লুকিয়ে রাখা টাকার পিছনে লেগেছেন তিনি। এখানে টাকা বলতে আমি সোনার কথাও বোঝাতে চাইছি।'

'এর সঙ্গে কি ফিল্ম কোম্পানীর কোন সম্পর্ক আছে? তাঁর পুরানো বন্ধু ফন গোলডার সঙ্গে? নাকি তিনি ওঁদেরকে স্রেফ ব্যবহার করছেন?'

'আমার ঠিক জানা নেই।'

'আর এলিনা স্টুয়ার্ট? গোপনে সে কার্লসনের সঙ্গে কি কথা বলল? কি সম্পর্ক ওদের দু'জনের?'

'ওই একই উত্তর। মেয়েটা সম্পর্কে খুব কম জানি আমরা। আমরা তার আসল নাম জানি, কখনোই তা গোপন করেনি সে। জানি জন্মস্থান, বয়েস, জাতীয়তা ইত্যাদি। লাটভিয়ায় জন্ম তার, রাশিয়া দখল করে নেয়ার আগে জায়গাটার নাম লাটভিয়াই ছিল। তবে শুধু তার মা লাটভিয়ান। এই তথ্যটা সে দেয়নি, আমরা জেনেছি। এলিনার বাবা জার্মান।'

'আচ্ছা! নিশ্চয়ই আর্মিতে ছিলেন? ইন্টেলিজেন্সে? এসএস?'

'এই যোগাযোগটাই খুঁজে বের করতে হবে। আমরা জানি না। এলিনার ইমিগ্রেশন ফর্মে বলা হয়েছে তার মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন।'

'তারমানে তার সম্পর্কেও বিসিআই খোঁজ-খবর নিয়েছে?'

'মার্ভেলাস প্রোডাকশন্সের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছি আমরা।'

'যদিও কোন ফ্যাক্টস পাইনি। অনুমান, সন্দেহ?'

'আমাদের পেশায় ও-সবের তেমন গুরুত্ব নেই।'

'আমার মাথায় দুটো প্রশ্ন জাগছে। খুবই অস্বস্তিকর। একটা হলো, এরিক কার্লসন খুব বড় মাপের আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল, ঠিক?'

'ঠিক।'

'আমার জানা মতে, এই মাপের ক্রিমিনালরা ভায়োলেন্স এড়িয়ে চলে, কথাটা কি ঠিক নয়?'

'সম্পূর্ণ ঠিক।'

'আপনি কখনও শুনেছেন কার্লসন ভায়োলেন্সের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন?'

'না, কোন রেকর্ড নেই।'

'কিন্তু গত ক'দিন ভায়োলেন্স আমরা কম দেখলাম না। তাহলে, এর জন্যে যদি কার্লসন দায়ী না হন, কে দায়ী?'

'কার্লসন দায়ী নন, এ-কথা আমি বলিনি,' বলল রানা। 'চিতা তার রঙ বদলাতে পারে। তিনি হয়তো এমন বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছেন যে ভায়োলেন্সের সাহায্য না নিয়ে কোন উপায় দেখতে পাচ্ছেন না। কিংবা তিনি হয়তো চাইছেন না, কিন্তু তাঁর সঙ্গী-সাথীরা সহজ সমাধান হিসেবে ভায়োলেন্সের সাহায্য নিচ্ছেন। আবার এমনও হতে পারে, যা ঘটে গেছে তার সঙ্গে কার্লসনের কোনই সম্পর্ক নেই।'

'ধন্যবাদ, বস্। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। বন্ধুরা যদি আপনার পিছনে লেগে থাকে, ধরে নিতে হবে আমার পিছনেও লেগেছে তারা। ব্রিজে আমরা কথা বলেছি, আড়াল থেকে ওরা কেউ শুনেছে।'

'শুধু ব্রিজে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্যে নয়, ওদের সন্দেহ হবে তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে আসায়। সবাই হয়তো ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেবে না, তবে দু'একজন অবশ্যই ভাববে কাজটা তুমি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে করেছ। তুমি এখন চিহ্নিত এক লোক, ওয়েন।'

'তারমানে আপনি যখন আমাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাবেন, অধম ওয়েনের জন্যে অকৃত্রিম দুঃখে কেউ কাতর হবে না? আমার ক্ষতগুলোর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে?'

'ওরা কোন প্রশ্ন করবে না। তবে খুব ভালভাবেই বুঝতে পারবে। যদিও আমাদের অভিনয়ে কোন খুঁত থাকা চলবে না।'

'উচিত কাজ হবে আপনিও যদি আমার পিছন দিকে নজর রাখেন, মাঝে মধ্যে।'

'নানা কাজে আমি খুব ব্যস্ত থাকব, তবে কথাটা আমার মনে থাকবে।'

বরফের ওপর দিয়ে ওয়েনকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেইন কেবিনের দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। এক জোড়া টর্চের আলো পড়ল ওদের গায়ে।

'আপনি তাহলে পেয়েছেন ওঁকে?' ক্লার্ক বিশপের গলা, পাশে এডি। 'বাঁচালেন, ভাই!' হঠাৎ হাইপারসেনসিটিভ হয়ে ওঠা রানার কানেও বিশপের প্রতিক্রিয়া নির্ভেজাল লাগল।

'হ্যাঁ, প্রায় সিকি মাইল দূরে।' ঘন ঘন হাঁপানোর আওয়াজ করছে রানা, যেন দুশো পাউণ্ড বোঝা টেনে আনতে দম বেরিয়ে গেছে ওর। 'একটা নালার ভেতর পড়ে ছিলেন। আমাকে একটু সাহায্য করুন, প্লীজ।'

ওদের সাহায্য নিয়ে ভেতরে আনা হলো ওয়েনকে, সযত্নে শোয়ানো হলো একটা ক্যাম্প-কটে।

'গুড গড, গুড গড, গুড গড!' অবিরত হাত কচলাচ্ছেন ফন গোলডা, চেহারায় উদ্বেগ। 'বেচারার কি হয়েছিল?' কামরায় আর মাত্র একজন রয়েছে, মোনাকা। অয়েল স্টোভটা প্রায় দখল করে বসে আছে সে, সেটা ছেড়ে নড়ল না, ভাল করে একবার তাকালও না ওয়েনের দিকে।

'ঠিক বলতে পারব না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'নালার মাথা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। একটা পাথরে মাথা ঠুকে যায়। দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।'

'খুলি ফেটেছে, নাকি শুধু খুলির চামড়া ছিঁড়ে গেছে?'

'খুলি বোধহয় ফাটেনি।' ওয়েনের চুলে আঙুল ঢোকাল রানা। এক জায়গায় খুলি সামান্য উঁচু লাগায় বলল, 'এই তো!'

চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই।

'ব্র্যাণ্ডি,' ফন গোলডাকে বলল রানা। তারপর স্টেথস্কোপ বের করে পরীক্ষা করল ওয়েনকে। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরলেও চোখ মেলছে না ওয়েন, গোঙাচ্ছে সে। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাওয়ানো হলো তাকে। তারপর নরম সুরে রানা তাকে জানাল,

'আপনার দুর্ভাগ্য, ইভনিং স্টার আপনাকে ফেলেই চলে গেছে।'

ওয়েনকে যারা খুঁজতে বেরিয়েছিল এতক্ষণে তারা দু'জন দু'জন করে ফিরে আসতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সবার দিকেই একবার করে তাকাল রানা, লক্ষ করল ওয়েনকে দেখে তারা কেউ স্বস্তি বা বিস্ময় বোধ করছে কিনা। না, কেউ যদি বিস্মিত হয়েও থাকে, ভাবটা সে গোপন করে রাখতে পেরেছে।

দশ মিনিট পর ওয়েনের ওপর আর কারও মনোযোগ থাকল না, কারণ সার্চ পার্টির দু'জন লোক এখনও ফিরছে না। তারা হলো মিখায়েল ট্যাকার ও চার্লস হুপার। এত থাকতে ওই দু'জনের দেরি হওয়াটাকে প্রথমে রানার কাকতালীয় বলে মনে হলো। কিন্তু বিশ মিনিট পর ব্যাপারটা সবার জন্যেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠল। অয়েল স্টোভের দখল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মোনাকা, দুই হাত শক্ত করে ধরে পায়চারি শুরু করল, পা ফেলছে খানিকটা এলোমেলো। তারপর এক সময় রানার সামনে থামল সে। 'আমার ভাল ঠেকছে না, মোটেও ভাল ঠেকছে না!' প্রায় ধরা গলায় বলল সে। এ তার অভিনয়ও হতে পারে, যদিও রানার তা মনে হলো না। 'কেন এত দেরি করছে ও? এত দেরি করার কি কারণ থাকতে পারে? ওই হুপার ছোকরাটার সঙ্গে গেলই বা কেন! কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। আমি জানি, আমি জানি!' রানা কিছু বলছে না দেখে আবার বলল সে, 'ব্যাপার কি, আপনারা ওকে খুঁজতে যাবেন না?'

'ঠিক যেভাবে আপনি মি. ওয়েনকে খুঁজতে গিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। জানে, জবাবটা কঠিন হয়ে গেল, কিন্তু এ তার প্রাপ্যও। 'গোটা ব্যাপারটা আপনার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে না? মি. ট্যাকার হঠাৎ যেমন গেছেন, তেমনি হঠাৎই ফিরে আসবেন…হয়তো।'

কথা না বলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মোনাকা, তবে ঠোঁট দুটো নড়ছে। তার দিকে তাকিয়ে, আজ দ্বিতীয়বারের মত উপলব্ধি করল রানা, স্বামীকে ঘৃণা করে বলে যে গুজব শোনা যায় তা আসলে সত্যি নয়, স্বামীর জন্যে অন্তরের কোথাও খানিকটা হলেও দরদ তার আছে। 'চলুন, আবার বেরুনো যাক। কে কে যাবেন?'

ডগলাস হিউম, ব্র্যাড ফার্গুসন, হ্যানস ব্রাখটম্যান আর হেনেরিক ব্রায়ান পিছু নিল রানার। স্বেচ্ছাসেবক অনেকেই হতে চায়, কিন্তু সংখ্যাটা বেশি হয়ে গেলে পরস্পরের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে তারা, হারিয়ে যাবার আশঙ্কাও বাড়বে। ঘর থেকে বেরিয়েই ওরা পাঁচজন ছড়িয়ে পড়ল, উত্তর দিকে যাচ্ছে সবাই, পরস্পরের কাছ থেকে কারও দূরত্বই পনেরো ফুটের বেশি নয়।

হুপারকে পাওয়া গেল ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে। বলা যায়, সে-ই ওদেরকে পেল। ওদের টর্চের আলো দেখতে পেল সে, নিজেরটা হারিয়ে ফেলেছে। অন্ধকার বরফের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসছিল। ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত বা মাতালের মত লাগল তাকে, টলছে। কথা বলার সময় আওয়াজগুলো জড়িয়ে গেল মুখে। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন করা শুধু অর্থহীন নয়, নিষ্ঠুরতাও। কাজেই তাড়াতাড়ি তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসা হলো।

অয়েল স্টোভের পাশে একটা টুলে বসিয়ে তাকে পরীক্ষা করল রানা। আজ সকালে একবার আহত হয়েছে সে, তার এবারের ক্ষতগুলোও প্রায় একই ধরনের। অক্ষত চোখটার ওপর চামড়া কেটে গেছে দু'জায়গায়, আঁচড়ের দাগ ফুটেছে বামদিকের গালে, নাক আর মুখ থেকে ঝরা রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে ঠাণ্ডায়। সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত পেয়েছে মাথার পিছনে, খুলির চামড়া কেটে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হাড়।

'এবারের ঘটনাটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। মুখটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে ও, কেঁপে কেঁপে উঠছে হুপার।

'আমি জানি না,' কর্কশ সুরে বলল হুপার। মাথা নাড়ল সে, পরমুহূর্তে গোঙাল, সম্ভবত ঘাড়ে বা মাথায় ব্যথা পেয়েছে। 'কিছু মনে নেই আমার। কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'আবার তুমি মারামারি করেছ,' বলল রানা। 'কেউ তোমাকে ভাল ধোলাই দিয়েছে।'

'জানি। বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছু মনে করতে পারছি না। অনেস্ট টু গড, আই ডোন্ট রিমেমবার। কি ঘটেছে কিছুই বলতে পারব না।'

'কিন্তু লোকটাকে নিশ্চয়ই তুমি দেখেছ,' বললেন বিশপ। 'সে যে-ই হোক, নিশ্চয়ই তুমি তার মুখোমুখি হয়েছিলে। গড'স সেক, বয়, তোমার শার্ট ছিঁড়ে গেছে, আর কোটের অন্তত দুটো বোতাম নেই। যখন মারল, লোকটাকে তোমার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, তাই না? অন্তত এক পলকের জন্যে হলেও তার চেহারা দেখার সুযোগ তুমি পেয়েছ।'

'অন্ধকার ছিল,' বিড়বিড় করল হুপার। 'কিছুই দেখতে পাইনি। তখন কিছু অনুভবও করিনি। শুধু মনে পড়ছে, বরফের ওপর আমার জ্ঞান ফেরে, মাথাটা ঘুরছিল, জ্বালা করছিল মুখ। বুঝতে পারি, রক্ত বেরুচ্ছে। প্লীজ, সত্যি আমি জানি না কি ঘটেছে।'

'অবশ্যই জানো তুমি, অবশ্যই!' ভিড় ঠেলে হুপারের সামনে চলে এল মোনাকা, তার চেহারার পরিবর্তন যেমন বিস্ময়কর তেমনি কুৎসিত। আজ সকালে তার আচরণের কথা মনে থাকায় এ-ধরনের একটা কিছুর জন্যে খানিকটা প্রস্তুত ছিল রানা, তারপরও এই মুহূর্তে তাকে দেখে ভয় লাগল ওর। মোনাকার চেহারা থেকে লালচে আভা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে, পিছু সরে গিয়ে দাঁতের সঙ্গে সেঁটে আছে ঠোঁট, সবুজ চোখ দুটো সরু ফাটল ছাড়া কিছু বলা যায় না, এবং আজ সকালের মতই নাকের দু'পাশে চীকবোন-এর ওপর চামড়া কুঁচকে ওঠায় গোটা মুখের চামড়া টান টান হয়ে গেল। চিৎকার করার সময় ফুলে উঠল তার গলার রগ। 'মিথ্যেবাদী, শয়তান! ভেবেছ কেউ কিছু ধরতে পারবে না? প্রতিশোধ নিয়েছ, তাই না? বেজন্মা কুত্তা, বল্ আমার স্বামীর কি করেছিস? শুনতে পাচ্ছিস? কি করেছিস ওর বল্? কোথায় ও, কোথায় ওকে ফেলে রেখে এসেছিস?'

হতভম্ব হয়ে গেছে হুপার, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, মিস মোনাকা। আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না…।'

মোনাকা তার বড় বড় নখ সহ আঙুলগুলোকে বাঁকা করে খামচি মারতে চেষ্টা করল হুপারকে। তবে অপেক্ষা করছিল রানা, বাধা দেয়ার সময় পেল। অপেক্ষা করছিলেন বিশপ ও হিউমও। ফাঁদে পড়া বুনো বিড়ালের মত ধস্তাধস্তি করল মোনাকা, হুপারকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করল। তারপর হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সে, যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে শুধু তার হাঁপানোর শব্দ পাচ্ছে ওরা। ফোঁপাচ্ছে সে।

'শান্ত হও, প্লীজ, শান্ত হও, মোনাকা,' বললেন ফন গোলডা। 'এটা কোন ভদ্রতা...।'

'চুপ করো, বুড়ো শয়তান!' বাপকে থামিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল মোনাকা। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতে হয়, অনেক কাল আগেই তা ভুলে গেছে সে। বাপও যেন মেয়ের এই আচরণ স্বাভাবিক বলেই মেনে নিলেন, যদিও তাঁকে অত্যন্ত নার্ভাস দেখাচ্ছে। 'আমাকে শান্ত হতে না বলে এই কুত্তার বাচ্চাটা আমার স্বামীর কি করেছে সে খবর নিচ্ছ না কেন? কেন নিচ্ছ না? কেন?' ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, একটা টর্চ তুলে নিয়ে ছুটল দরজার দিকে।

'ধরুন ওকে,' চিৎকার করল রানা।

ব্রাখটম্যান আর ফার্গুসন, দুই পালোয়ান, দরজা আড়াল করে দাঁড়াল।

'পথ ছাড়ো! যেতে দাও আমাকে!' চিৎকার করল মোনাকা। ফার্গুসন বা ব্রাখটম্যান নড়ছে না দেখে চরকির মত আধপাক ঘুরে রানার দিকে তাকাল সে। 'কোন্ অধিকারে আপনি...বাইরে গিয়ে মিখায়েলকে আমি খুঁজতে চাই!'

'দুঃখিত, মিস মোনাকা,' বলল রানা। 'আপনার অবস্থা বাইরে যাবার মত নয়। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটবেন, কোথায় যাচ্ছেন খেয়াল রাখতে পারবেন না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে হারিয়ে যাবেন। একটু পর আমরাই যাচ্ছি।'

'উনি আমার সঙ্গে বিচ্ছিরি আচরণ করবেন অথচ তুমি কিছু বলবে না?' রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বাপকে বলল মোনাকা। 'মেরুদণ্ডহীন, তুমি একটা মেরুদণ্ডহীন! তোমার কথার ওপর যে-কেউ কথা বলতে পারে!' মেয়ের অভিযোগ শুনে চোখ মিটমিট করলেন ফন গোলডা, তবে কিছু বললেন না। 'আমাকে না সবাই তোমার মেয়ে বলে জানে? এখানে তোমারই না সবার কর্তা হবার কথা? গড'স সেক, কে এখানে নির্দেশ দেয়? তুমি, নাকি রানা?'

'নির্দেশ তোমার বাবাই দেন,' বললেন বিশপ, 'তিনিই চীফ। তবে মি. রানা একজন ডাক্তার, তাই ডাক্তারী ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত না হওয়াটা আমাদের জন্যে বোকামি হবে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি একটা মেডিকেল কেস?' মোনাকার চেহারা থেকে সমস্ত রঙ মুছে গেছে, আগের চেয়েও কুৎসিত লাগছে তাকে। 'তাই কি? এ-কথাই বলতে চাইছেন? সম্ভবত একটা মানসিক রোগী?'

বিশপ শান্ত গলায় বললেন, 'সে-ধরনের কিছু আমি বলতে চাইছি না। তুমি অস্থির, তুমি উদ্বিগ্ন–এটাই স্বাভাবিক, কারণ তোমার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ড. রানার সঙ্গে আমি একমত, এই অবস্থায় তোমাকে বাইরে বেরুতে দেয়া যায় না। এখন তুমি যদি সহযোগিতা করো, ট্যাকারকে আমরা খুঁজে আনতে যেতে পারি।'

ইতস্তত করছে মোনাকা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে।

হুপারের খুলিতে টেপ লাগাল রানা। 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত চলবে। পরে খানিকটা চুল ফেলে দিয়ে জায়গাটা সেলাই করতে হবে।' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বিশপের পাশে দাঁড়াল ও, কথা বলল নিচু গলায়, 'মোনাকাকে হুপারের কাছে যেতে দেবেন না, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল বিশপ।

'লক্ষ রাখবেন সে যেন পামেলাকেও না ছুঁতে পারে।'

প্রায় হতভম্ব দেখাল বিশপকে। 'ওই বাচ্চা মেয়েটাকে...।'

'হ্যাঁ, মোনাকার তালিকায় হুপারের পর ওই বাচ্চা মেয়েটাই আছে। কাজেই সাবধান।'

দুই

সেই আগের চারজনকে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। সবার শেষে বেরুল হিউম, দরজা বন্ধ করে বলল, 'জেসাস! মাই চার্মিং লেডি! চীজ বটে একখানা!'

'বেচারি একটু আপসেট হয়ে পড়েছে,' হালকা সুরে বলল রানা।

'একটু আপসেট? তাহলে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ, সত্যিকার পাগলামি শুরু করলে আমি যেন অন্য কোন শহরে থাকি। আচ্ছা, ট্যাকারের কি হয়েছে বলুন তো? সে গেল কোথায়?'

'কি করে বলব।' অন্ধকার বলেই মুখের ভাব গোপন করার দরকার হলো না রানার। একটু এগিয়ে হিউমের কানে কানে কথা বলল ও। সবাই ইতিমধ্যে দূরে সরে গেছে।'আমরা সবাই এখানে একেকটা উদ্ভট চরিত্র, আশা করি উদ্ভট এক লোকের অদ্ভুত একটা অনুরোধ রক্ষা করা হবে।'

'আপনি আমাকে হতাশ করলেন, ডাক্তার। ভেবেছিলাম আপনি আর আমিই এখানে একমাত্র সুস্থ মানুষ।'

'তাহলে আরও ভাল। সুস্থ মানুষের অনুরোধ একজন সুস্থ মানুষ অবশ্যই রক্ষা করবে।' একটু বিরতি নিল রানা। 'জক মুর। তাঁর অতীত সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর হিউম জিজ্ঞেস করল, 'তার কি অতীত আছে?'

'অতীত আমাদের সবার আছে। আপনি যদি বুঝে থাকেন অতীত বলতে আমি তাঁর ক্রিমিনাল রেকর্ড জানতে চাইছি, ভুল করবেন। জক মুরের কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। আমি শুধু জানতে চাইছি তিনি বিবাহিত কিনা, পরিবার আছে কিনা, ইত্যাদি।'

'আপনি নিজে কেন তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন না?'
'সে সুযোগ থাকলে কি আপনাকে অনুরোধ করি?'
আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল হিউম। 'আপনার নাম আসলেই কি রানা, ডাক্তার?'
'রানা। আদি ও অকৃত্রিম মাসুদ রানা। পাসপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স–সবগুলো একই কথা বলবে।'
'এবং আপনি সত্যি একজন ডাক্তার?'
'হ্যাঁ।'
'এবং সেই সঙ্গে আপনি অন্য কিছুও?'
'হ্যাঁ।'
'জক মুর। বৈবাহিক অবস্থা। বাচ্চাকাচ্চা আছে কি নেই। ঠিক আছে, জেনে জানাব। আপনি ডগলাস হিউমের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'
'ধন্যবাদ।'
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা দুটো কারণে–বাতাস আর তুষার পিছন থেকে ধাক্কা মারছে, ফলে ওদিকে যাওয়াই সহজ। তাছাড়া, হুপারকে ওরা ওদিক থেকেই ফিরতে দেখেছে। হুপার কিছু মনে করতে ব্যর্থ হলেও, রানার মনে হলো ট্যাকারকেও ওরা ওদিকেই কোথাও পেতে পারে। পেলও তাই।
'এদিকে! এদিকে!' ব্রায়ানের গলা, চিৎকার করছে সে। 'ওঁকে আমি পেয়েছি! এদিকে, ওঁকে আমি পেয়েছি!'
তুষারের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকটা যে মিখায়েল ট্যাকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই হাতের মুঠো পাকানো, শক্ত হয়ে আছে। তুষারে, তার বাম কাঁধের পাশে, বড় একটা পাথর পড়ে রয়েছে, ষাট কি সত্তর পাউণ্ড ওজন হবে। বোল্ডার বলাই উচিত। সেটার ওপর ঝুঁকল রানা, টর্চের আলো ফেলল। পাথরটার গায়ে কালো কয়েক গাছি চুল দেখতে পেল ও, জমাট বাঁধা রক্তের সঙ্গে লেগে রয়েছে। প্রমাণের দরকার থাকলে এটাই সেটা, তবে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই যে মিখায়েল ট্যাকারের খুলির পিছনটা গুঁড়ো করার জন্যে এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তৎক্ষণাৎ।
'উনি মারা গেছেন!' ফার্গুসনের গলায় অবিশ্বাস।
'হ্যাঁ,' বলল রানা।
'এবং খুন হয়েছেন!'
'হ্যাঁ।' লাশটাকে চিৎ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা, তারপর ফার্গুসন আর হিউম সাহায্য করল ওকে। ট্যাকারের ওপরের ঠোঁট ছিঁড়ে গেছে একেবারে সেই নাকের ফুটো পর্যন্ত। মুখের ভেতর একটা দাঁত নেই। তার কপালের ডান দিকে লালচে কাঁচা মাংসের মত অদ্ভুত একটা দাগ দেখা গেল।
'নিশ্চয়ই প্রচণ্ড একটা মারামারি হয়েছে,' খসখসে গলায় বলল ফার্গুসন। 'কল্পনাও করা যায় না হুপারের মত একটা বাচ্চা ছেলের ভেতর এত আক্রোশ থাকতে পারে।'
'আমিও তা ভাবতে পারি না,' বলল রানা।
'হুপার?' হিউম বলল। 'আমার ধারণা, হুপার সত্যি কথাই বলছে। এমন কি হতে পারে…মানে, স্মৃতিভ্রংশের পর তার দ্বারা এই ঘটনা ঘটতে পারে?'
'মাথায় আঘাত পেলে বিদঘুটে অনেক কিছুই ঘটতে পারে,' বলল রানা। লাশের চারপাশে তুষারে চোখ বুলাল ও। পায়ের ছাপ রয়েছে, খুব বেশি নয়, তুষারপাতের ফলে এরই মধ্যে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। না, পায়ের ছাপ থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। ও বলল, 'চলুন, ওকে নিয়ে ফিরে যাই।'
উঁচু-নিচু শক্ত বরফের ওপর নরম তুষার জমেছে, একটা লাশকে বয়ে নিয়ে আসা সহজ কাজ নয়, তাও আবার অন্ধকারে। ট্যাকারের হাত-পা শক্ত লোহা হয়ে গেছে, যে কারণে রানা একার চেষ্টায় তাকে চিৎ করতে পারেনি, সেই একই কারণে তাকে বয়ে নিয়ে আসতে হিমশিম খেয়ে গেল চারজন লোক। মেইন কেবিনের সামনে তুষারের ওপর নামানো হলো লাশটা। ব্রায়ানকে রানা বলল, 'ভেতরে গিয়ে মি. বিশপকে বলুন এক বোতল ব্র্যাণ্ডি দরকার। বলবেন, আমি চেয়েছি, এই ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াতে হলে দরকার আমাদের। মি. বিশপকে চুপিচুপি বলবেন, আমি তাঁকে বাইরে ডাকছি।'
খানিক পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ক্লার্ক বিশপ। কিছু নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছেন ভদ্রলোক, কারণ বেরিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। কয়েকটা টর্চ জ্বলছে, কাজেই আলোর কোন অভাব নেই। লাশটা দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি। আঁতকে ওঠাটা অভিনয় হতে পারে, কিন্তু অভিনয়ের সাহায্যে মুখের রক্ত নামিয়ে দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। 'জেসাস ক্রিস্ট!' ফিসফিস করলেন তিনি। 'ডেড?'
রানা কথা বলল না, শুধু হিউম আর ফার্গুসনের সাহায্যে লাশটাকে চিৎ করল। এবার কাজটা আরও কঠিন মনে হলো। বিশপের গলার ভেতর থেকে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরুল শুধু, আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। লাশটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।
রানা অনুভব করল বাতাসের তীব্রতা আগের চেয়ে বেড়েছে। আগের চেয়ে ঘনও হয়েছে তুষার। এই মুহূর্তে তাপমাত্রা কত ওর জানা নেই, তবে আন্দাজ করল ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকে ত্রিশ ডিগ্রী নিচে হবে। আবছাভাবে খেয়াল করল, শীতে কাঁপছে ওর শরীর। চারপাশে তাকিয়ে দেখল, বাকি সবারও একই অবস্থা। ওদের নিঃশ্বাস নাক থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে যাচ্ছে, তবে বাষ্প জমাট বাঁধার আগেই ভেসে যাচ্ছে বাতাসের তোড়ে।
'অ্যাক্সিডেন্ট?' ফিসফিস করলেন বিশপ। 'আপনার কি মনে হয়, ব্যাপারটা কোন রকম দুর্ঘটনা?'
'না,' বলল রানা। 'ওঁর খুলি ফাটানোর কাজে যে বোল্ডারটা ব্যবহার করা হয়েছে আমরা সেটা দেখেছি।' বিশপ আবার দুর্বোধ্য শব্দ করলেন। 'লাশটা আমরা এখানে ফেলে রাখতে পারি না, আবার ভেতরেও নিয়ে যেতে পারি না। আমি বলি, ট্র্যাক্টর শেডে রাখা হোক। আপনি কি বলেন?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ট্র্যাক্টর শেডেই রাখা হোক,' বললেন বিশপ। মনে হলো তাঁর মাথা কাজ করছে না।

'মিস মোনাকাকে কে জানাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি?' বিশপ এখনও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। 'কি বললেন আপনি?'

'ওঁর স্ত্রীর কথা বলছি। তাঁকে তো জানাতে হবে।' রানা জানে, ডাক্তার হিসেবে জানাবার দায়িত্বটা ওর ঘাড়েই চাপে।

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল কেবিনের দরজা, দোরগোড়ায় দেখা গেল মোনাকাকে। তার সঙ্গে কুকুর দুটো রয়েছে। পিছনে কেবিনের আলো, দোরগোড়ায় বেশ কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে, পিছনের আলোতে অস্পষ্টভাবে ফন গোলডা আর কাউন্টকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখা গেল। তারপর এগিয়ে এল সে, দেখে মনে হলো যেন স্বপ্নের ভেতর হাঁটছে। স্বামীর সামনে থেমে ঝুঁকল। কয়েক মুহূর্ত পর সিধে হলো আবার, তাকাল রানার দিকে, চোখে প্রশ্ন। তা মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে, অকস্মাৎ চোখ দুটো উল্টে গেল তার, কেউ হাত বাড়িয়ে ধরার আগেই অচেতন হয়ে পড়ে গেল স্বামীর লাশের ওপর।

হিউম আর রানা ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এল মোনাকাকে, ওদের পিছু পিছু ঢুকলেন বিশপ। যে ক্যাম্প-কটে ওয়েনকে শোয়ানো হয়েছিল সেটায় শোয়ানো হলো তাকে। তার কুকুর দুটোকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে তাড়া মারতে হলো। মুখ সাদা হয়ে গেছে, খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলছে সে। তার ডান চোখের পাতা আঙুলের ছোঁয়ায় খুলল রানা, আঙুলের ডগায় কোন রকম সাড়া পেল না। কিছু না ভেবেই কাজটা করল ও, মোনাকা অভিনয় করছে বলে সন্দেহ হয়নি ওর। সচেতন, পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফন গোলডা, চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ সামান্য খোলা, মুঠো হয়ে আছে হাত।

'ও কি ভাল আছে?' কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'ও কি…?'

'এখুনি ওঁর জ্ঞান ফিরে আসবে,' জানাল রানা।

'স্মেলিং সল্ট,' বললেন ফন গোলডা। 'হয়তো…।'

'না।' মাথা নাড়ল রানা। স্মেলিং সল্টের সাহায্যে তিক্ত বাস্তবতায় এখুনি তাকে ফিরিয়ে না আনাই ভাল।

'আর ট্যাকার? আমার জামাই? সে কি…মানে…।'

'আপনি তাঁকে দেখেছেন,' প্রায় বিরক্ত হয়ে বলল রানা। 'তিনি মারা গেছেন।'

'কিন্তু কিভাবে… কিন্তু কিভাবে…?'

'তিনি খুন হয়েছেন।' আঁতকে ওটার একাধিক আওয়াজ শোনা গেল, জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কেউ, তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরের ভেতর। এখন শুধু কোলম্যান ল্যাম্পের হিসহিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। কার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখার জন্যে রানা এমন কি মুখও তুলল না, কারণ ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে তাতে কোন লাভ নেই। ও শুধু অচেতন মোনাকার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কঠিন পাত্র মিখায়েল ট্যাকার এই মহিলাকে আজরাইলের মত ভয় পেত। ফন গোলডার মেয়ে হিসেবে মোনাকার যে ক্ষমতা, ট্যাকার কি সেই ক্ষমতাকে ভয় পেত? নাকি এ-কথা জানত বলে ভয় পেত যে তার জীবন ও ভাল-মন্দ সবই নির্ভর করে মোনাকার খামখেয়ালির ওপর? নাকি কোন ধরনের ব্ল্যাকমেইলের শিকার ছিল লোকটা? কিংবা, এমন কি হতে পারে, বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, স্ত্রীকে ট্যাকার অসম্ভব ভালবাসত? প্রচণ্ড, উদ্ভট ভালবাসার কারণে স্ত্রীর লাঞ্ছনা ও নিষ্ঠুরতা সহ্য করে, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল নয়। উত্তরটা রানার জানা নেই। আর বোধহয় কোনদিন জানাও হবে না। যদিও এই মুহূর্তে ট্যাকার ওর উদ্বেগের কারণ নয়। ও ভাবছে স্বামীর লাশ দেখে মোনাকার প্রতিক্রিয়ার কথা। তার ওপর স্বামী নির্ভরশীল বলে স্বামীকে ঘৃণা করত সে। শুধু নির্ভরশীল বলে নয়। তার সমস্ত অপমান প্রায় নীরবে সহ্য করত ট্যাকার, সে-কারণেও। অথচ তারপরও স্বামীকে ভালবাসত সে।

মোনাকা নড়ে উঠল। দু'একবার কেঁপে উঠে খুলে গেল চোখের পাতা। সব কথা মনে পড়ে গেল, শিউরে উঠল সে। তাকে ধরে ধীরে ধীরে বসাল রানা। ম্লান দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল সে। 'কোথায় ও?' কথাটা শোনার জন্যে কান খাড়া করতে হলো রানাকে।

'সব ঠিক আছে, মিস মোনাকা,' আর কি বলবে ভেবে পেল না রানা। 'আমরা ওঁর ওপর খেয়াল রাখছি।'

'কোথায় ও?' ফোঁপাল মোনাকা। 'ও আমার স্বামী, আমার স্বামী। আমি ওকে দেখতে চাই।'

'না দেখাই ভাল, মোনাকা,' নরম সুরে বললেন বিশপ। 'ড. রানা যেমন বলছেন, আমরা তার সব ব্যবস্থা করছি। তুমি তো একবার তাকে দেখেইছ, কোন লাভ নেই…।'

'ভেতরে আনুন ওকে, আমি ওকে দেখব,' মোনাকার গলায় জোর নেই, তবে কান্না আছে। 'তা না হলে আমাকে বাইরে যেতে দিন…।'

দাঁড়াল রানা, দরজার দিকে এগোল। ওর পথ আগলে দাঁড়ালেন কাউন্ট। ভদ্রলোকের অভিজাত চেহারায় আতঙ্ক আর বিস্ময় ফুটে আছে। 'এ আপনি করতে পারেন না। ব্যাপারটা বীভৎস, ডাক্তার।'

'কিন্তু উপায় কি? আপনি কি চান মিস মোনাকা এই অবস্থায় বাইরে বেরোন?'

কাজেই ট্যাকারের লাশ আনার জন্যে আবার ওরা বেরুল। এবার ওর সঙ্গে থাকল হিউম আর ফার্গুসন। ভেতরে আনার পর চিৎ করে শোয়ানো হলো ট্যাকারকে, যাতে তার মাথার পিছনের বীভৎস ক্ষতটা দেখা না যায়। ক্যাম্প-কট থেকে নেমে এল মোনাকা, অন্ধের মত এলোমেলো পা ফেলে হাঁটছে। স্বামীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে ট্যাকারের ক্ষতবিক্ষত মুখটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল। কেউ কথা বলল না, কেউ নড়ল না। বেশ খানিকটা জোর খাটিয়ে লাশের ডান হাত শরীরের পাশে সরিয়ে আনল সে, চেষ্টা করল বাম হাতটাও সরিয়ে আনতে, লক্ষ করল বাঁ হাতটা মুঠো পাকানো রয়েছে। আস্তে-ধীরে, সময় নিয়ে, মুঠোটা খোলার চেষ্টা করল।

লাশের তালুতে বাদামি রঙের গোল কি যেন একটা রয়েছে। জিনিসটা তুলে

নিজের তালুতে নিল মোনাকা। তারপর সিধে হলো সে, এখনও হাঁটু গেড়ে রয়েছে, তারপর সবার দিকে ফিরে হাতের তালুটা দেখাল সবাইকে। সবার শেষে হুপারের দিকে লম্বা করল সে তার হাত। তাকিয়েও থাকল হুপারের চোখে।

মোনাকার হাতের তালুতে ওটা একটা বোতাম। হুপারের কোটেও এই একই বোতাম দেখা যাচ্ছে।

তিন

নিস্তব্ধতা কতক্ষণ জমাট বেঁধে থাকল বলতে পারবে না রানা। নিস্তব্ধতার ভেতর ল্যাম্পের হিসহিস আওয়াজ অসহ্য লাগছে। বাইরে বাতাসের গতিবেগ আরও বেড়েছে, প্রায় একটানা গর্জনের মত আঘাত করছে কানে। বোধহয় দশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কেউ এক চুল নড়ল না। সবাই তাকিয়ে আছে হুপারের দিকে, আর হুপার তাকিয়ে আছে মোনাকার তালুতে পড়ে থাকা বোতামটার দিকে। ছোট্ট বোতামটা সবাইকে যেন জাদু করেছে।

প্রথমে নড়ল মোনাকা। ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে, যেন খুব কষ্ট হচ্ছে তার। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, চেহারায় ইতস্তত ভাব। এই মুহূর্তে পুরোপুরি শান্ত সে। এরকম প্রতিক্রিয়া হবার কথা নয় তার, সেজন্যেই তাকে পাশ কাটিয়ে রানার দৃষ্টি চলে গেল হিউম আর ওয়েনের দিকে। দু'জনের সঙ্গেই চোখাচোখি হলো ওর। মুহূর্তের জন্যে একবার দৃষ্টি নত করল হিউম, যেন একটা ইঙ্গিতে সাড়া দিল। ওয়েন তাকাল মোনাকার দিকে। তারপর হুপারের দিকে এগোল মোনাকা। ওয়েন আর হিউম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে এগোল, উদ্দেশ্য মোনাকার পথ আটকানো।

দাঁড়িয়ে পড়ল মোনাকা, ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমাকে বাধা দেয়ার কোন দরকার নেই,' বলল সে। বোতামটা ছুঁড়ে দিল, স্বতস্ফূর্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটা লুফে নিল হুপার। তালুতে নিয়ে চোখের সামনে তুলল সেটা, তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলল মোনাকার দিকে। 'ওটা তোমার দরকার হবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মোনাকা। ঘুরে নিজের কিউবিকল্-এর দিকে এগোল সে।

ঢিল পড়ল রানার পেশীতে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল বাকি সবাইও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। মোনাকার দিক থেকে চোখ সরিয়ে হুপারের দিকে তাকিয়েছিল রানা, ভুল হয়েছে সেখানেই। মোনাকার প্রতিক্রিয়া যে স্বাভাবিক নয়, এটা ধরতে পারার পর এত তাড়াতাড়ি পেশীতে ঢিল পড়তে দেয়া উচিত হয়নি ওর।

'তুই ওকে খুন করেছিস, তুই ওকে খুন করেছিস!' উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে উঠল মোনাকা, উন্মত্ত বাঘিনীর মত ছুটে গেল পামেলার দিকে। পিছু হটতে গিয়ে হোঁচট খেলো পামেলা, পরমুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মোনাকা। মেঝেতে পড়ে গেল দু'জনেই, পামেলার ওপর মোনাকা। মোনাকার ধারাল নখ থেকে নিজের মুখটা বাঁচাবার চেষ্টা করছে পামেলা। 'তুই মাগী আমার স্বামীকে মেরেছিস! তুই, তুই একটা ডাইনী! একটা বেশ্যা! কুত্তী, কুত্তী! আমার স্বামীকে খুন করেছিস! তুই, তুই!'

নাক থেকে চমশাটা ছিটকে পড়ায় চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না পামেলা। এক হাতের মুঠোয় তার চুল ধরেছে মোনাকা, অপর হাতের নখ দিয়ে আঘাত করতে চাইছে চোখে, এই সময় পৌঁছে গেল হিউম আর ওয়েন। দু'জনেই ওরা শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু আক্রোশে অন্ধ মোনাকার শরীরে এত জোর এসে গেছে–সেই সঙ্গে বাধা হয়ে দাঁড়াল মোনাকার কুকুর দুটোও–পামেলার ওপর থেকে তাকে টেনে তুলে আনতে বেশ কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল ওদের। তারপরও পামেলার চুল ছাড়েনি সে। বাধ্য হয়ে তার হাতে সজোরে আঘাত করতে হলো ওয়েনকে। কব্জিতে ব্যথা পেয়ে কাতরে উঠল মোনাকা।

টেনে তাকে সিধে করা হলো। এখনও উন্মাদিনীর মত চিৎকার করছে সে, যদিও সেটাকে হিংস্র পশুর গর্জন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তারপর হঠাৎ থেমে গেল সেটা, তার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল হিউম আর ওয়েন।

রানার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করল হিউম, 'দ্বিতীয় পর্বের অভিনয়?'

'না। এটায় কোন ভেজাল নেই। আপনি কি দয়া করে ওকে ওর কিউবিকল্-এ নিয়ে যাবেন?' পামেলা ফোঁপাচ্ছে, তবে এখন তার দিকে মনোযোগ না দিলেও চলে রানার। নিজের জখমের কথা ভুলে মেয়েটার পাশে চলে এল হুপার, বসতে সাহায্য করল, রুমাল দিয়ে মুছে দিচ্ছে মুখের ক্ষতগুলো। ওদেরকে রেখে নিজের কিউবিকলে চলে এল রানা, ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জে ওষুধ ভরল, তারপর ঢুকল মোনাকার কিউবিকলে।

মোনাকার পাহারায় রয়েছে হিউম আর ওয়েন, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ফন গোলডা, বিশপ ও কাউন্ট। সিরিঞ্জটার দিকে তাকালেন ফন গোলডা, রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলেন। 'ওটা কি···ওটা কি আমার মেয়ের জন্যে? কি দিচ্ছেন আপনি ওকে? গুড গড, ম্যান, দেখতে পাচ্ছেন না অজ্ঞান হয়ে গেছে ও?'

'আমি দেখতে চাই তাই যেন থাকেন উনি,' বলল রানা। 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেটাই তার জন্যে এবং আমাদের সবার জন্যে ভাল হবে। ঠিক আছে, জানি, আপনার মেয়ে খুব বড় একটা আঘাত পেয়েছেন, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু এখন তাঁর চিকিৎসা দরকার। নাকি আবার একবার পামেলাকে মার খাওয়াতে চান আপনি?'

ফন গোলডা ইতস্তত করছেন। রানার সমর্থনে এগিয়ে এলেন ক্লার্ক বিশপ। 'মি. রানা ঠিক কথাই বলছেন, ফন। তাছাড়া, ইঞ্জেকশনটা দেয়া হচ্ছে মোনাকার ভালর জন্যেই। এ-ধরনের একটা আঘাত পাবার পর দীর্ঘ বিশ্রাম দরকার তার।'

দেয়া হলো ইঞ্জেকশন। তারপর মোনাকাকে একটা স্লীপিং ব্যাগে ঢোকানো হলো। কুকুর দুটোকে নিজের কিউবিকলে রেখে এল রানা।

মেইন কেবিনে ফিরে এসে দেখল, একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রয়েছে

হুপার আর পামেলা, হুপার এখনও পামেলার চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে। এখন আর ফোঁপাচ্ছে না পামেলা, শুধু মাঝে মধ্যে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মুখে কিছু আঁচড়ের দাগ ছাড়া তার জখম গুরুতর কিছু নয়। কয়েক ফুট দূরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন জক মুর, কাতর চোখে পামেলার দিকে তাকিয়ে। আপনমনে মাথা নাড়ছেন তিনি। 'আহা বেচারি! আহা বেচারি!' বিড়বিড় করছেন।

'উনি সামলে নেবেন,' বলল রানা। 'এমন ওষুধ দেব, মুখে কোন দাগ থাকবে না।' ট্যাকারের লাশের দিকে তাকাল ও। প্রথম কাজ, লাশটাকে ট্র্যাক্টর শেডে সরিয়ে ফেলা।

'আমি ওর কথা বলছি না,' আবার রানার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন জক মুর। 'বলছি মোনাকার কথা। আহা বেচারি! বড় একা সে!' তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ও, মনে মনে জানে চালাকি করা তাঁর স্বভাব নয়। চেহারা দেখে বোঝা যায়, সত্যি তিনি দুঃখ পেয়েছেন।

'মি. মুর,' বলল রানা, 'মানুষকে আপনি অবাক করতে জানেন বটে!' অয়েল স্টোভ জ্বালল ও, পানি গরম করতে হবে। তারপর ট্যাকারের দিকে ফিরল। হিউম আর ওয়েন, দু'জনেই অপেক্ষা করছিল, কিছু বলার দরকার হলো না। ওদের সঙ্গে জক মুরও যেতে চাইলেন–টর্চ ধরে থাকবেন, দরজা খুলবেন। তিনজন ধরাধরি করে লাশটা ট্র্যাক্টর শেডে রেখে এল ওরা।

ফিরে এসে মেইন কেবিনে ঢুকল হিউম আর ওয়েন, কিন্তু জক মুর তাদের পিছু নিলেন না। বাতাসের তীব্রতা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। 'কিছুক্ষণ থাকি এখানে,' বললেন রানাকে। 'মাথা পরিষ্কারের জন্যে তাজা বাতাসের কোন বিকল্প নেই।'

'তা নেই,' বলল রানা। তাঁর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে সবচেয়ে কাছের ঘরটার ওপর আলো ফেলল ও। 'ওখানে। বাঁ দিকে।' মার্ভেলাস প্রডাকশন্সে আর যা কিছুর অভাব থাকুক, অ্যালকোহলের অভাব কখনই হয় না।

'মাই ডিয়ার ফেলো।' টর্চটা জোর করে ফিরিয়ে নিলেন জক মুর। 'ওই ঘরের রসদ আমার নিজের তত্ত্বাবধানে তোলা হয়েছে। আমি জানি।'

'অথচ দরজায় কোন তালা দেয়া হয়নি।'

'তালা থাকলেই বা কি? মি. গোলডা আমাকে চাবি দিতেন।'

'মি. গোলডা আপনাকে চাবি দিতেন?'

'অবশ্যই। আপনি কি আমাকে সিঁধেল চোর মনে করেন? ইভনিং স্টারের লাউঞ্জ লকারের চাবি আমি কোত্থেকে পেলাম? কে দিয়েছিল আমাকে?'

'কে? মি. গোলডা?'

'অবশ্যই।'

'ঠিক কি ধরনের ব্ল্যাকমেইলিঙের সাহায্য নিচ্ছেন?'

'মি. গোলডা খুব, খুবই দয়ালু,' জোর দিয়ে বললেন জক মুর। 'আমার মনে পড়ছে, এর আগেও কথাটা আপনাকে আমি বলেছি একবার।'

'ভুলে গিয়েছিলাম।' বাম দিকের ঘরটার দিকে এগোলেন জক মুর, চিন্তিতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মেইন কেবিনে ঢুকে পড়ল।

লাশ সরিয়ে ফেলার পর মেইন কেবিনের সবার দৃষ্টি এখন হুপারের ওপর স্থির হয়ে আছে। হুপারও সে-ব্যাপারে সচেতন। এখন আর সে পামেলাকে জড়িয়ে ধরে রাখেনি, তবে তার ভেজা চোখ রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে ইতস্তত করছে না। গত দু'দিন যখনই সম্ভব হয়েছে এলিনার সঙ্গ পাবার চেষ্টা করেছে হিউম, এই মুহূর্তে তার পাশে বসে রয়েছে সে, মেয়েটার হাতে আঙুল বুলাচ্ছে। এলিনার আড়ষ্ট হাসি দেখে বোঝা গেল সামান্য হলেও বিব্রত বোধ করছে সে। ফন গোলডা, ক্লার্ক বিশপ, কাউন্ট বট্টিউলা ও রবার্ট হ্যামারহেড একটা অয়েল স্টোভের কাছে বসে নিচু গলায় আলাপ করছেন। হ্যামারহেড ওখানে কথা বলার জন্যে নয়, রয়েছে বারটেণ্ডার হিসেবে। ফন গোলডার নির্দেশে গ্লাস আর বোতল সাজাচ্ছে সে।

'এইমাত্র যা ঘটে গেল,' বললেন গোলডা,' এরপর আমাদের সবারই কড়া কিছু দরকার।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'সেই ফাঁকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে ওকে নিয়ে কি করব আমরা।'

'কাকে নিয়ে?'

'হুপারকে নিয়ে।'

'ও। ভাল কথা, আমি দুঃখিত–আলোচনা ও মদ্যপান, দুটো থেকেই রেহাই দিতে হবে আমাকে।' হুপার আর পামেলার দিকে তাকাল রানা, তারাও ওর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে। 'আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

অয়েল স্টোভ থেকে গরম পানি নিয়ে নিজের কিউবিকলে চলে এল ও। টেবিলের ওপর সাদা একটা কাপড় বিছিয়ে সেটার ওপর একটা বেসিন, ইন্সট্রুমেন্ট ও ওষুধ-পত্র যা যা দরকার সব জড়ো করল, তারপর আবার ফিরে এল মেইন কেবিনে। কেবিনে উপস্থিত বাকি সবার মত এলিনা ও হিউমও নিচু গলায় কথা বলছে, প্রায় ফিসফিস করে। অবাক হয়ে রানা দেখল হিউম এখন এলিনার একটা হাত ডলে দিচ্ছে। রানা বলল, 'আপনার ফার্স্ট-এইডে বাধা দেয়ার জন্যে সত্যি দুঃখিত। মি. হুপারের চিকিৎসা দরকার, ভাবছি এলিনা ডিয়ার আপনি পামেলা ডার্লিঙের ওপর একটু নজর রাখবেন কিনা।'

'এলিনা ডিয়ার?' উৎসাহী হয়ে উঠল হিউম। 'শুনতে দারুণ লাগে! এলিনা, আমিও কি তোমাকে এভাবে সম্বোধন করতে পারি?'

'ঠিক বলতে পারছি না,' এলিনা সিরিয়াস হবার কৃত্রিম ভান করল। 'যদি কপিরাইটের কোন ব্যাপার থাকে…।'

'কপিরাইট রেজিস্ট্রি করে নিতে পারেন উনি,' বলল রানা। 'আমার তরফ থেকে কোন আপত্তি তোলা হবে না। আপনারা দু'জন এতক্ষণ ধরে কি ফিসফিস করছিলেন?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল হিউম। 'আপনার মতামত দরকার, ডাক্তার। ওখানের ওই পাথরটা, মানে বলতে চাইছি যে পাথরটা দিয়ে মি. ট্যাকারের মাথা ফাটানো হয়েছে। আমার অনুমান সেটার ওজন হবে কম করেও সত্তর পাউণ্ড। আপনি কি বলেন?'

'আমারও তাই অনুমান।'

'এলিনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম সে ওই পাথরটা মাথার ওপর তুলতে পারবে কিনা, উত্তরে এলিনা বলল, প্রলাপ বোকো না।'

'উনি যদি ছদ্মবেশী অলিমপিক-ওয়েট-লিফটার না হন, তাহলে আপনি অবশ্যই প্রলাপ বকছেন। উনি পারবেন না। কেন?'

'না, মানে, আপনি একবার তাকান ওর দিকে।' হাত বাড়িয়ে পামেলাকে দেখাল হিউম। 'শুধু হাড় আর চামড়া, তাই না? তাহলে কিভাবে…?'

'আমি চাই না আপনার এই কথা মি. হুপার শুনতে পান।'

'আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন তো? ওই রকম একটা পাথর! মোনাকা তাঁকে খুনী বললেন। বুঝলাম, সবার সঙ্গে পামেলাও খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু কিভাবে তিনি…?'

'আমার ধারণা মিস মোনাকার মনে অন্য চিন্তাও ছিল,' বলল রানা। ওদের দিকে পিছন ফিরে হুপারকে হাতছানি দিয়ে ডাকল ও, তারপর ওয়েনের দিকে ফিরে বলল, 'আমার একজন সার্জারি অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। আপনি কি…?'

'শিওর।' দাঁড়াল ওয়েন। 'আমার একটা কাজও দরকার। আমার সম্পর্কে রিপোর্টে ক্যাপটেন ডানহিল কি লিখছেন, সে-কথা ভোলার জন্যে।'

হুপারের মুখে আর কিছু করার নেই রানার, এরপর যা করার প্রকৃতিই করবে; সেলাই করে দিল তার মাথার পিছনের ক্ষতটা। প্রথমে চারপাশের চুল কাটল, ইঙ্গিতে ক্ষতটা দেখাল ওয়েনকে। দেখার পর সামান্য একটু বড় হলো ওয়েনের চোখ, তবে কিছু বলল না সে। আটটা সেলাই দিতে হলো রানাকে, তারপর প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দিল সেটা। কাজ করার সময় কোন কথা বলল না ওরা, ব্যাপারটা লক্ষ করল হুপার।

এক সময় সে বলল, 'আমাকে আপনার তেমন কিছু বলার নেই, তাই না, ডাক্তার রানা?'

'কাজের সময় কথা বলা উচিত নয়।'

'সবাই যা ভাবছে আপনিও তাই ভাবছেন, এই তো?'

'সবাই কি ভাবছে আমার তা জানা নেই।' কাজ শেষ করে সিধে হলো রানা। 'হয়ে গেছে। সোজাসুজি পিছন দিকে চুল আঁচড়াবেন, তাহলে আর কেউ টের পাবে না যে অকালে টাক পড়েছে আপনার।'

'ধন্যবাদ।' ঘুরে রানার দিকে তাকাল হুপার, ইতস্তত করে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে খুব বড় একটা বিপদে পড়েছি আমি, তাই না?'

'একজন ডাক্তারের কাছে তা মনে হবে না।'

'তবে কি আপনি ভাবছেন কাজটা আমি করিনি?'

'ব্যাপারটা ভাবাভাবির নয়। জানার। শুনুন, দিনটা আজ আপনার খুব খারাপ গেছে। নিজেও বুঝতে পারছেন না আপনার ভেতরটা কি রকম কেঁপে গেছে। অ্যানেসথেটিকের প্রভাব কমে গেলে ব্যথা শুরু হবে। আমার পাশের কিউবিকলটাই আপনার, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু…।'

'সোজা ওখানে ঢুকে ঘণ্টা দুয়েক শুয়ে থাকুন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু…।'

'আপনি যান, একটু পর পামেলাকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি…।'

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল হুপার, তারপর সাবধানে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। ওয়েন বলল, 'খুব খারাপ অবস্থা। ওঁর মাথার পিছনটার কথা বলছি।'

'ভাগ্য ভাল যে খুলিটা ফাটেনি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ওয়েন। 'দেখুন, আমি ডাক্তার নই, শব্দ নির্বাচনেও তেমন দক্ষ নই, তবে এই ব্যাপারটা কি ঘটনাগুলোর ওপর নতুন আলো ফেলছে না?'

'আমি ডাক্তার হিসেবে আপনার ধারণা সমর্থন করি।'

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করল ওয়েন। 'বিশেষ করে মি. ট্যাকারকে ভাল করে দেখার পর?'

'বিশেষ করে।'

এরপর পামেলাকে ভেতরে নিয়ে এল রানা। ম্লান হয়ে আছে তার চেহারা, যেন ছোট্ট একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে, তবে ইতিমধ্যে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়েছে সে। ওয়েনের দিকে তাকাল, কথা বলার জন্যে মুখ খুলল, তারপর ইতস্তত করে থেমে গেল। তার মুখের আঁচড়গুলো পরিষ্কার করল রানা, ওষুধ লাগাল, ঢেকে দিল টেপ দিয়ে, তারপর বলল, 'খানিকটা চুলকাবে, তবে প্লাস্টার তুলে ফেলার ঝোঁকটা যদি দমিয়ে রাখতে পারেন, কোন দাগ থাকবে না।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার। চেষ্টা করব।' আবার ওয়েনের দিকে তাকাল পামেলা। 'ডাক্তার, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি, প্লীজ?'

'অবশ্যই। মন খুলে কথা বলতে পারেন। আপনার কথা এই ঘরের বাইরে যাবে না।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, কিন্তু…।'

'ওদিকে মি. গোলডা বিনা পয়সায় স্কচ বিলি করছেন,' বলে দরজার দিকে এগোল ওয়েন। 'এরকম সুযোগ জীবনে মাত্র একবারই পাওয়া যায়, হারালে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

বাইরে বেরিয়ে তখনও ওয়েন ভাল করে বন্ধ করেনি দরজা, পামেলা এগিয়ে এসে রানার কোটের সামনেটা দু'হাতে মুঠো করে ধরল। তার চেহারায় ব্যাকুল একটা ভাব ফুটে উঠেছে। 'হুপার এ কাজ করেনি, মি. রানা! আমি জানি এটা ওর দ্বারা সম্ভব নয়! জানি পরিস্থিতি তার বিরুদ্ধে চলে গেছে–আজ সকালে ওরা মারামারি করল, তারপর এখন আবার আহত হয়েছে, মি. ট্যাকারের হাতে বোতাম, সবই ওর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। কিন্তু হুপারকে আমি চিনি, ওর পক্ষে একটা মাছি মারাও সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, হুপার মিথ্যে কথা বলতে পারে না, মি. রানা। আমাকে তো বলবেই না!' বিশ্বাস করানোর জন্যে রানাকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল মেয়েটা। 'আমিও না! আমিও করিনি! অথচ উনি আমাকে খুনী বললেন! লোকজনের সামনে আমাকে উনি বললেন আমি একটা খুনী! আমার পক্ষে কাউকে খুন করা সম্ভব নয়, মি. রানা! বিশ্বাস করুন…,' এরপর রানার কাঁধে মাথা রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

'পামেলা,' তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'শান্ত হোন। আমি জানি।'

ঝট করে মাথা তুলে রানার মুখের দিকে তাকাল পামেলা। 'আপনি জানেন? তারমানে আপনি বিশ্বাস করেন আমি বা হুপার খুনটা করিনি?'

'করি।'

ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক টানল পামেলা। 'আপনি কে আমি জানি না, শুধু এটুকু জানি যে মানুষের মধ্যেই দেবতারা বাস করেন। আর জানি, আপনি আমাদেরকে অভয় দিতে চেষ্টা করছেন···।'

'থামুন,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা আমি প্রমাণ করতে পারি।'

'প্রমাণ করতে পারেন? প্রমাণ করতে পারেন?' পামেলার ভেজা চোখে খানিকটা আশার আলো ফুটল। রানার কথা বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। তারপর বিশ্বাস না করারই সিদ্ধান্ত নিল, মাথা নাড়ল এদিক ওদিক, ম্লান গলায় বলল, 'উনি বলেছেন আমি তাঁকে খুন করেছি।'

'কথাটা উনি সেই অর্থে বলেননি,' বলল রানা। 'যে অর্থেই বলে থাকুন, ভুল করেছেন তিনি। আসলে বলতে চেয়েছেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে আপনারও ভূমিকা আছে। আসলে নেই।'

'আমার ভূমিকা আছে?'

'হ্যাঁ।' পামেলার হাত দুটো ধরল রানা। 'এবার আমাকে বলুন, আপনি কি কখনও মি. ট্যাকারের সঙ্গে জোছনা দেখতে বেরিয়েছিলেন?'

'আমি? আমি মি. ট্যাকারের সঙ্গে?'

'পামেলা?'

'হ্যাঁ,' কাতরকণ্ঠে বলল পামেলা। 'মানে, না।'

'পরিষ্কার উত্তর, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তাহলে এভাবে বিবেচনা করা যাক। আপনি কখনও এমন কিছু করেছেন কি যে কারণে মোনাকার সন্দেহ হতে পারে মি. ট্যাকারের সঙ্গে আপনি জোছনা দেখতে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' আবার নাক টানল পামেলা। 'না, মানে মি. ট্যাকার করেছিলেন।' রানা ওর হতভম্ব ভাব গোপন করে রাখল, পামেলার দিকে তাকাল উৎসাহ দেয়ার দৃষ্টিতে। 'উনি আমাকে তাঁর কেবিনে ডেকেছিলেন, উইক ছাড়ার দিন। কেবিনে তিনি একা ছিলেন। বললেন, ফিল্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান।'

'আপনি সরল মনে তা বিশ্বাস করেন।'

রানার দিকে না তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে পামেলা, 'কিন্তু উনি ফিল্ম নিয়ে কথা বললেন না। বিশ্বাস করুন, মি. রানা, আমি সত্যি কথা বলছি!'

'আমি জানি।'

'দরজা বন্ধ করেই আমাকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন···।'

'বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার দরকার নেই। ভিলেন যখন আপনার কাছে অন্যায় মনোযোগ দাবি করছে, এই সময় বাইরের করিডরে হাইহিলের খট-খট আওয়াজ শোনা গেল, তাই না? সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভূমিকা বদলে নিল ভিলেন। সে এমন অভিনয় শুরু করল, যেন আপনিই তার কাছে অন্যায় মনোযোগ দাবি করছেন। দরজা খুলে গেল, ঠিক? দোরগোড়ায় দেখা গেল ভিলেনের অর্ধাঙ্গিনীকে। ভিলেন তখন তরুণী কনটিনিউইটি গার্লকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, "প্রিয়তমা, শান্ত হও, এর জন্যে আমি দায়ী নই, প্লীজ!" ঠিক?'

'মোটামুটি।' পামেলাকে আগের চেয়েও ম্লান দেখাল। তারপর বড় বড় করল চোখ দুটো। 'আপনি কিভাবে জানলেন?'

'ট্যাকাররা দুনিয়ার সবখানে একই চরিত্রের হয়। পরবর্তী দৃশ্যগুলো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

'পরবর্তী দৃশ্য আসলে দুটো,' বেসুরো গলায় বলল পামেলা। 'পরদিন রাতে আপার ডেকে প্রথমটা। মোনাকা আমাকে বললেন, ব্যাপারটা তিনি তাঁর বাবার কাছে রিপোর্ট করবেন–মি. গোলডার কাছে। আর মি. ট্যাকার বললেন, মোনাকার অনুপস্থিতিতে, আমি যদি গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করি তাহলে আমার চাকরি খাবেন। তিনি একজন ডিরেক্টর, আপনি জানেন। পরে, হুপারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হতে, উনি হুমকি দিয়ে বললেন দরকার হলে আমাদের দু'জনেরই চাকরি খাবেন, ব্যবস্থা নেবেন আমরা যাতে কোন ফিল্মে কাজ না পাই। সব জানার পর হুপার বলল, এ ভারি অন্যায়, এ আমরা মেনে নেব না। তাই···।'

'তাই মি. ট্যাকারকে উচিত শিক্ষা দিতে গিয়ে আজ সকালে নিজেই উত্তম-মধ্যম খেয়েছেন মি. হুপার। ঠিক আছে, ভয় পাবার কিছু নেই। দু'জনের কারুরই ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি আপনার বীরপুরুষকে পাশের ঘরেই পাবেন, পামেলা।' হাসিমুখে তার ফুলে থাকা গাল স্পর্শ করল রানা। 'আপনি তাঁকে সত্যি ভালবাসেন, তাই না?'

'অবশ্যই।' সরল দৃষ্টিতে তাকাল পামেলা। 'মি. রানা?'

'অ্যাম আই ওয়াণ্ডারফুল?'

হাসল পামেলা, প্রায় সুখী দেখাল তাকে, তারপর বিদায় নিল। সে বেরিয়ে যেতেই ভেতরে ঢুকল ওয়েন। কি কথা হয়েছে তাকে জানাল রানা। সে প্রশ্ন করল, 'এখন কি হবে?'

'প্রথম কাজ মিথ্যে অভিযোগ থেকে পাশের কামরার প্রেমিক-প্রেমিকাকে মুক্ত করা। কাজটা যদিও এই মুহূর্তে জরুরী নয়, কিন্তু মানুষ হিসেবে ওরা দু'জনেই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, আমি চাই বাকি সবার সঙ্গে আবার কথা বলার সম্পর্ক ফিরে পাক ওরা। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো, আগামী বাইশটা দিন এখানে আমি আটকা পড়ে থাকতে রাজি নই। কে জানে, আমি যদি ঠিক মত চাপ দিতে পারি, অচেনা লোক বা লোকেরা হয়তো দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটাবে।'

'অ্যাকশন তো ইতিমধ্যে কম দেখিনি আমরা।'

'তা ঠিক। আরেকটা ব্যাপার হলো, নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেই সবার মনে সবার সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়ার কথা ভাবছি আমি। সবাই যদি সবার ওপর নজর রাখে, সহজে কেউ পিছন থেকে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারবে না।'

'তার মানে এখুনি আপনি অ্যাকশনে যেতে চাইছেন। জড়ো হওয়া

ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ দিয়ে শুরু করতে চান?'

'তোমার ধারণা নির্ভুল। হুপারকে দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে বলেছি বটে, তবে হুপার আর পামেলারও ওখানে থাকা দরকার। তুমি যাবে, না আমি?'

ওয়েনই গেল। সে চলে যেতে মেইন কেবিনে বেরিয়ে এল রানা। বিশপ, গোলডা আর কাউন্ট হাতে গ্লাস নিয়ে এখনও নিচু গলায় আলাপ করছেন। উপস্থিত বাকি সবার হাতেও গ্লাস দেখা গেল। রানাকে দেখে হাতছানি দিলেন গোলডা।

'এক মিনিট,' বলে বাইরে বেরিয়ে গেল রানা। ফুসফুসে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে কাশি পেল ওর। তুষার ঝড় ঠেলে বাম দিকের ঘরটার দিকে এগোল, যেটায় রসদ রাখা হয়।

একটা প্যাকিং কেসের ওপর বসে রয়েছে জক মুর, আদুরে দৃষ্টিতে হাতের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে। ঘরের ভেতর তাঁর টর্চটা জ্বলছে। 'হাহ্,' বললেন তিনি। 'আমাদের সদয় হিলার। আপনি জানেন কেউ যখন এ-ধরনের অমৃত পান করে...।'

'অমৃত?'

'কথার কথা আর কি। যখন কেউ এ-ধরনের দারুণ স্কচ পান করে, চোখ দিয়ে দেখার মধ্যেই আসলে অর্ধেক মজা। অন্ধকারে একা কখনও চেষ্টা করে দেখেছেন? সে অভিজ্ঞতার কোন তুলনা হয় না।' গ্লাস সহ হাতটা তুলে দেয়াল ঘেঁষা বাক্সগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'মৃত্যুর পর, পরকালে বার পাব কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম, মনে আছে? বোধহয় পাব, কারণ বেয়ার আইল্যাণ্ডেও যদি বার থাকে...।'

'মি. মুর,' বলল রানা, 'আপনি আরও বড় সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। মি. গোলডা এই মুহূর্তে অমৃত বিলি করছেন। খুব বড় আকারের গ্লাস ব্যবহার করছেন তিনি।'

'আমি বেরুতে যাচ্ছিলাম,' বলে ঢক ঢক করে গ্লাসটা খালি করে ফেললেন জক মুর।

মানবজাতির এই বন্ধুকে নিয়ে মেইন কেবিনে ফিরে এল রানা। মোট ক'জন আছে, গুনল ও। ওকে নিয়ে একুশজন, হবারও কথা তাই। মোনাকা উপস্থিত থাকলে বাইশজন হত। আবার হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকলেন ফন গোলডা। তাঁর দিকে এগোল রানা।

'বলতে পারেন এখানে একটা পরামর্শ সভা হয়ে গেছে,' গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে গম্ভীর সুরে শুরু করলেন তিনি। 'আমরা একটা উপসংহারে পৌঁচেছি। এখন আপনার মতামত পেলে খুশি হই।'

'আমার মতামত কেন দরকার? আমি তো স্রেফ একজন এমপ্লয়ী, বাকি সবার মত—শুধু আপনারা তিনজন আর মিস মোনাকা আলাদা।'

'মনে করুন আপনি একজন কো-অপটেড ডিরেক্টর,' উদার ভঙ্গিতে বললেন কাউন্ট। 'অস্থায়ী ও অবৈতনিক, অবশ্যই।'

'আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হবে,' বিশপ জানালেন।

'কিসের ওপর মতামত?'

'হুপারকে নিয়ে কি করা হবে তা নিয়ে আমাদের প্রস্তাবের ওপর,' বললেন ফন গোলডা। 'আমি জানি অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে নিরপরাধ মনে করতে হবে। তাছাড়া, অমানবিক কিছু করার ইচ্ছেও নেই আমাদের। শুধু নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে...।'

'এ-ব্যাপারেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' বলল রানা। 'নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে। আমি কথা বলতে চাই সবার সঙ্গে। এখুনি, এই মুহূর্তে সেই প্রস্তাবই রাখছি।'

'কি কথা বলতে চান আপনি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন ফন গোলডা।

'সেটা আমার ছোট্ট ভাষণ শুনলেই জানতে পারবেন। খুব অল্প সময় নেব আমি।'

'সে অনুমতি আপনাকে আমি দিতে পারি না,' বেসুরো গলায় বললেন ফন গোলডা। 'অন্তত, আপনি কি বলতে চান তার একটা আভাস না পেলে।'

'আপনার অনুমতি পাওয়া বা না পাওয়ার কোন গুরত্ব নেই,' রানা নির্লিপ্ত, ওর গলার সুর ঠাণ্ডা। 'মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে যখন কথা বলি, আমি কারও অনুমতির ধার ধারি না।'

'আমি আপনাকে নিষেধ করছি। এইমাত্র আমাকে যা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমিও আপনাকে সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি।' ফন গোলডার কথা কেবিনের সবাই শুনতে পাচ্ছে, রীতিমত চিৎকার করছেন তিনি। 'আপনি আমার একজন এমপ্লয়ী, স্যার!'

'এখন আমি কর্তব্যপরায়ণ এমপ্লয়ী হিসেবে শেষ কাজটা করব,' বলে ফন গোলডার বোতল থেকে একটা গ্লাসে খানিকটা স্কচ ঢালল রানা। ফন গোলডা নিজে এবং অন্যান্যরা এই একই বোতল থেকে পান করছেন, কাজেই বোতলের স্কচ নিরাপদ বলে ধরে নিল ও। 'সবার সৌভাগ্য কামনায়,' বলল ও। 'স্রেফ কথার কথা বা প্রচলিত হালকা অর্থে নয়। এই দ্বীপ থেকে বহাল তবিয়তে ফিরে যেতে আমাদের সবারই ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে। এবার, মি. গোলডা, আপনার-আমার সম্পর্ক। আপনি ধরে নিতে পারেন, এই মুহূর্ত থেকে আমার পদত্যাগ কার্যকর হলো। বোকা লোকদের কাজ করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আর আপনারা শুধু বোকা নন, আনাড়িও।'

ফন গোলডার চেহারা রঙ হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। দেখে মনে হলো শ্বাস নিতেও সামান্য কষ্ট হচ্ছে তাঁর। আর কাউন্ট যেন চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বিশপের চেহারা দেখে তাঁর মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। কেবিনের চারদিকে তাকাল রানা।

তারপর বলল, 'সন্দেহ নেই, আমাদের এই অভিযানে অশুভ কিছুর প্রভাব পড়েছে। শনির কুপ্রভাবও বলতে পারেন। দুঃখজনক ও অদ্ভুত ঘটনার রীতিমত ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। ক্লাউড কেডিপাসকে হারিয়েছি আমরা। সেটা একটা দুর্ঘটনা হতে পারে। আবার হত্যাকাণ্ডও হতে পারে—ভুল করে। ভুল করে এই জন্যে বলছি যে কেডিপাস এমন গুরুত্বহীন একটা চরিত্র, যাকে খুন করে কারও

কোন লাভ হবার কথা নয়। তাই মনে সন্দেহ জাগে, হয়তো অন্য কাউকে খুন করার আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু যে-কোন ভুলের কারণে খুন হয়ে যায় বেচারা কেডিপাস।

'একই কথা বলা যায় দু'জন স্টুয়ার্ড সম্পর্কেও–হ্যানসেন বাক আর টমাস পিটারসন সম্পর্কে। মি. ফন গোলডা, মি. চ্যাঙ ওয়েন, মি. গ্যাবন ও মি. ব্যারনও হয়তো একই ধরনের ভুলের শিকার, কিংবা হয়তো নন। আমি শুধু নিশ্চিতভাবে এটুকু বলতে পারি যে ওঁরা যখন আক্রান্ত হন তখন যদি আমি উপস্থিত না থাকতাম, ওঁদের মধ্যে অন্তত তিনজন মারা যেতে পারতেন।

'আপনারা হয়তো ভাবছেন, সাধারণ একটা ফুড পয়জনিং-এর ঘটনা নিয়ে কেন আমি এত কথা বলছি। কারণ হলো, আমি জানি, ঘটনাটা ফুড পয়জনিং ছিল না। সেদিন আমাদের রাতের খাবারের সঙ্গে অ্যাকোনাইটিন নামে মারাত্মক একটা বিষ মেশানো হয়েছিল, যদিও আমি তা প্রমাণ করতে পারব না। সেই খাবার খেয়েই সবাই ওঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন।'

রানা লক্ষ করল, এমন পাথর হয়ে আছে সবাই যে পরস্পরের দিকে তাকাতেও যেন ভুলে গেছে। সবার চোখ শুধু রানার ওপর স্থির, মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনছে সবাই।

'আর তারপর মি. ল্যারি আর্চার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। আমার কোন সন্দেহ নেই ময়না তদন্ত করা হলে তাঁর মৃত্যুর কারণ অবশ্যই জানা যেত, এ-ও নিঃসন্দেহে জানি তাঁর ময়না তদন্ত করা সম্ভব নয়, কারণ বেচারা মি. আর্চার ব্যারেন্ট সী-র তলায় শুয়ে আছেন। আমার বিশ্বাস, এ-ও প্রমাণ করতে পারব না, মি. আর্চার ফুড পয়জনিং-এ মারা যাননি, মারা গেছেন বিষ মেশানো হুইস্কি খেয়ে–হুইস্কির ওই বোতলটায় বিষ মেশানো হয়েছিল আমাকে মারার জন্যে।' পামেলার দিকে তাকাল রানা–বড় বড় হয়ে আছে চোখ, সাদা মুখে ঠোঁট জোড়া ফাঁক করা। তবে একা শুধু ও-ই ব্যাপারটা লক্ষ করল।

এরপর গায়ের কোটটা খুলল রানা, ঘাড়ের আঘাতের দাগটা দেখাল সবাইকে। 'কেউ বলতে পারেন, আমি নিজে আহত হয়ে অন্য কারও ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করছি। কিংবা হয়তো কোথাও পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর ধরুন রেডিও ভেঙে ফেলার অদ্ভুত ঘটনাটা।

'কিন্তু সবই ধারণা বা অনুমান। জীবনে কাকতালীয় ঘটনা কতই তো ঘটে। কিন্তু সত্যি কি তাই? আমার কথা হলো, আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি এ-সব ঘটনা আসলে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করার প্রচেষ্টা, তাহলে লাভ হবে এই যে, হয়তো এরপর আর এ-ধরনের ঘটনা ঘটবে না।'

জানা কথা অপরাধী বা অপরাধীরা তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করবে না।

'তবে সবই অনুমান নয়, অন্তত একটা যে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড, তা প্রমাণ করা যায়। মি. ট্যাকারকে খুন করতে গিয়ে খুনী আনাড়িপনার পরিচয় দিয়েছে। আর বোকামির পরিচয় দিয়েছে খুনটার দায় মি. হুপারের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করে। আমি পরিষ্কার করে বলছি, মি. ট্যাকারকে মি. হুপার খুন করেননি। তবে, মি. হুপারের ওপর বিশেষ রাগ বা আক্রোশ খুনীর ছিল না। তাঁকে ফাঁসাবার চেষ্টা করা হয়েছে স্রেফ নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।

'মি. হুপার বলেছেন, কি ঘটেছে কিছুই তাঁর মনে নেই। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি। তাঁর মাথার পিছনে বাড়ি মারা হয়, চামড়া কেটে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। খুলিটা কেন যে ফাটেনি, এটা আমার কাছে একটা বিস্ময়। তবে এই আঘাতের পর নিঃসন্দেহে বেশ কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় তুষারের ওপর পড়ে ছিলেন তিনি। ধরে নিতে হয়, আক্রমণকারী তখনও অক্ষত অবস্থায় ছিল। আর এই অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারাটা নিজেকে সন্দেহ-মুক্ত রাখার জন্যে বিরাট সুবিধে করে দেয় তাকে। আমরা কি ধরে নেব মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাবার পর অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন মি. হুপার, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে আক্রমণকারীর নিতম্ব আর ঊরুতে খামচি মারলেন? এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়–অচেনা আক্রমণকারী পিছন থেকে চুপিসারে এগিয়ে এসে মি. হুপারের মাথায় আঘাত করে, সম্ভবত কোন পাথর দিয়ে। পাথর ওখানে অনেকগুলোই ছড়িয়ে ছিল। মি. হুপারকে অচেতন করার পর লোকটা তাঁর মুখ খামচায়, কোটের দুটো বোতাম ছিঁড়ে নেয়, দেখে যাতে মনে হয় উনি কারও সঙ্গে মারামারি করেছেন।

'একই ঘটনা ঘটেছে মি. ট্যাকারের বেলায়ও, তবে তাঁর আঘাতটা ছিল আরও মারাত্মক। মি. হুপার শুধু জ্ঞান হারালেন, অথচ মি. ট্যাকার মারা গেলেন। কারণটা কি? আমি জানি, ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। আমাদের বন্ধুকে এ-ধরনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞই বলতে হবে, মেরে ফেলতে হলে কতটা জোরে মারতে হবে তা সে ভালই বোঝে। যাই হোক, মি. ট্যাকারকে খুন করার পর তাঁর মুখও ক্ষতবিক্ষত করে সে। মৃত একজন মানুষের মুখ নিয়ে এ-ধরনের কুৎসিত কাণ্ড যে করতে পারে তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না, সে কি রকম শয়তান আপনারাই ভেবে দেখুন।'

চার

কেউ কারও দিকে তাকাল না, কারও চোখ নড়ল না, সবাই রানার দিকে তাকিয়ে।

'মি. ট্যাকারের ওপরের ঠোঁট দু'ভাগ হয়ে ছিল, একটা দাঁত ছিল না, আর কপালে থেঁতলানোর লালচে দাগ দেখেছি আমরা; আমার ধারণা এ-সব করা হয়েছে আরেকটা পাথর দিয়েই। পাথর ব্যবহার করা হয়েছে খুনীর হাতের বা আঙুলের গিঁটের চামড়া যাতে ছড়ে না যায় সেজন্য। মারামারির সময় ক্ষতগুলো সৃষ্টি হলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হবার কথা, সেক্ষেত্রে থেঁতলানো বা কেটে যাবার চেয়ে আঁচড়ের ও চামড়া ছড়ে যাবার ঘটনা বেশি ঘটত। দুটোরই প্রায় কোন অস্তিত্ব নেই, কারণ মি. ট্যাকার আগেই মারা যাওয়ায় তাঁর শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর খুনী তাঁর হাতের তালুতে হুপারের কোট থেকে ছিঁড়ে আনা

বোতামটা গুঁজে দেয়। তাছাড়া, মারামারি হলে নরম তুষারে পায়ের এলোমেলো ও গভীর দাগ থাকার কথা, কিন্তু ছিল না।'

নিজের গ্লাসে ফন গোলডার স্কচ আরও খানিকটা নিল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

জানা কথা, থাকবে না। সবাই আসলে নিজেকে প্রশ্ন করতে ব্যস্ত, রানাকে প্রশ্ন করার সময় নেই কারও।

'আশা করি এখন সবাই মেনে নেবেন যে আগের চারটে খুন কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। তারমানে, আমরা একজন ধুরন্ধর হত্যাকারীকে নিয়ে আলোচনা করছি। লোকটা হয় পাগল, আ প্যাথলজিক্যাল কিলার, কিংবা একটা পিশাচ, আল্লাহই জানেন এতগুলো প্রাণ কেড়ে নেয়ার পিছনে কি তার উদ্দেশ্য। সে যে-ই হোক বা যা-ই হোক, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে এই কেবিনেই রয়েছে। ভাবছি আপনাদের মধ্যে কে সে?'

এই প্রথম রানার ওপর থেকে চোখ সরাল সবাই, আড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল।

সবার ওপর চোখ বুলিয়ে রানা আবার বলল, 'কে খুনী, আমি তা বলতে পারব না। তবে কে খুনী নয় তা বলতে পারব। মিস মোনাকাকে বাদ দিলে এখানে আমরা বাইশজন রয়েছি, এদের মধ্যে নয়জনের ওপর সন্দেহ করার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।'

'মার্সিফুল গড!' বিড়বিড় করলেন বিশপ। 'মার্সিফুল গড! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মি. রানা। আমাদের মধ্যে একজন! যাদেরকে আমরা সবাই চিনি তাদের মধ্যে একজন! আমাদের এক বন্ধুর হাতে পাঁচজন লোকের রক্ত? এ হতে পারে না! এ স্রেফ হতেই পারে না!'

'তবু মনে মনে জানেন, এ সত্যি,' বলল রানা, উত্তরে চুপ করে থাকলেন বিশপ। 'আমাকে দিয়েই শুরু করি। সন্দেহের তালিকা থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে। কারণ আমার ওপর দু'বার হামলা করা হয়েছে। বিষ খাওয়ানোর চেষ্টাটাকেও আমি হামলা বলছি। তাছাড়া, মি. হুপার যখন আহত হন আর মি. ট্যাকার যখন খুন হন, আমি তখন মি. ওয়েনকে ভেতরে নিয়ে আসছিলাম।' ওর এই কথার মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে, যদিও তা শুধু খুনী জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই তার। 'আমার মত মি. ওয়েনও সন্দেহের বাইরে, কারণ সে-সময় তিনি যে শুধু অচেতন ছিলেন তাই নয়, তার আগে তাঁকেও বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। তিনি স্বেচ্ছায় বিষ খেয়েছেন, এটা বিশ্বাস করা যায় না।'

'তাহলে আমিও সন্দেহের বাইরে, ডক্টর রানা!' ব্যারনের গলা কর্কশ আর বেসুরো শোনাল। 'তাহলে আমিও নই, আমার পক্ষেও সম্ভব নয়...।'

'মানলাম, মি. মুনফেস, আপনিও বাদ। শুধু আপনাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল বলে নয়, আমার ধারণা মি. ট্যাকারকে যে পাথরটা দিয়ে খুন করা হয়েছে ওটা তোলার জন্যে যে শারীরিক শক্তি দরকার তা-ও আপনার নেই। জানা কথা, মি. গোলডাও সন্দেহের বাইরে। তাঁকে তো বিষ খাওয়ানো হয়েছেই, মি. ট্যাকারের মৃত্যুর সময় তিনি এই কেবিনে ছিলেন। খুনের সঙ্গে হুপারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, সম্পর্ক থাকতে পারে না মি. বিশপের সঙ্গেও। অবশ্য যদি আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করেন।'

'ঠিক কি বলতে চান, ডক্টর রানা?' স্থির গলায় প্রশ্ন করলেন ক্লার্ক বিশপ।

'প্রথমবার যখন মি. ট্যাকারের লাশটা আপনি দেখলেন, আপনার চেহারা থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়েছিল। মানুষ তার শরীর নিয়ে অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সে তার চামড়ার নিচের রক্ত চলাচল ইচ্ছেমত বন্ধ বা চালু করতে পারে না। দৃশ্যটা দেখার জন্যে আপনি যদি মানসিকভাবে তৈরি থাকতেন, আপনার চেহারায় রঙের কোন পরিবর্তন হত না। আমাদের দুই সুন্দরী তরুণীকেও বাদ দিতে হয়, কারণ ওই পাথর তুলে মি. ট্যাকারকে আঘাত করার শক্তি তাঁদের নেই। আর মিস মোনাকাকেও সন্দেহ করা যায় না। তারমানে, আমার হিসেবে, সন্দেহের তালিকায় থাকছেন আপনারা তেরোজন।' কেবিনের চারদিকে তাকিয়ে গুনল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে আমার হিসাব। তেরোজনই। অর্থাৎ, কোন সন্দেহ নেই, আপনাদের মধ্যে যে-কোন একজনের জন্যে সংখ্যাটা খুবই আনলাকি হতে যাচ্ছে।'

'ডক্টর রানা,' বিশপ বললেন। 'আমার ধারণা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত আপনার প্রত্যাহার করা উচিত।'

'ধরে নিন প্রত্যাহার করা হয়েছে। ভাবছিলাম চাকরি ছেড়ে দিলে খাব কি!' খালি গ্লাসটার দিকে তাকাল রানা, তারপর মুখ তুলল ফন গোলডার দিকে। 'এখন যখন আমি আবার আপনাদের লোক হিসেবে ফিরে এসেছি, গ্লাসটা ভরে নিতে পারি তো?'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' ফন গোলডাকে দেখে মনে হচ্ছে বজ্রপাতে আহত হয়েছেন তিনি, মেদবহুল প্রকাণ্ড দেহটা টুলের ওপর কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে, যেন ফুটো একটা বেলুন। 'ডিয়ার গড, এ কি জঘন্য কাণ্ড! আমাদের মধ্যে একজন মার্ডারার! আমাদের মধ্যে কেউ পাঁচ-পাঁচটা লোককে মেরে ফেলেছে!' শিউরে উঠলেন তিনি, যদিও ইতিমধ্যে ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে বেশ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে কেবিনের তাপমাত্রা। 'পাঁচজন লোক! পাঁচটা লাশ! আর যে লোক এই কাজ করেছে সে এখানে আমাদের সঙ্গে বসে আছে!'

সিগারেট ধরাল রানা, স্কচে চুমুক দিয়ে অপেক্ষায় থাকল আর কে কি বলে শোনার জন্যে। কিন্তু পুরো একটা মিনিট পেরিয়ে গেলেও আর কেউ কিছু বলল না।

'মি. ট্যাকার মারা গেছেন। মারা গেছেন আরও চারজন। প্রশ্ন হলো, কে তাদের মৃত্যু চাইতে পারে? খুনগুলোর পিছনে কি কোন উদ্দেশ্য আছে? যদি কোন উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তা কি পূরণ হয়েছে? আর পূরণ যদি না হয়ে থাকে, কিংবা খুনী যদি একজন সাইকোপ্যাথ হয়ে থাকে, এরপর আমাদের মধ্যে কে খুন হতে যাচ্ছে? কে খুন হতে যাচ্ছে আজ রাতে? অর্থাৎ আজ রাতে কেউ আমরা ঘুমাতে পারব না। কিন্তু একরাত না ঘুমিয়ে খুনীকে না হয় ঠেকানো গেল, কিন্তু এভাবে ক'রাত ঠেকাবেন তাকে? তাকে কি বাইশটা রাত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে? আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন ইভনিং

স্টার ফিরে আসার পরও তিনি বেঁচে থাকবেন?'

কেউ জবাব দিলেন না।

'এখানে এখন থেকে আমরা থাকবই বা কিভাবে? সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন তেরোজন, তালিকার বাইরে রয়েছেন নয়জন। তাহলে দুটো আলাদা গ্রুপে ভাগ হয়ে যাব আমরা? কিন্তু তেরোজনকে একঘরে করে দিলে বারোজনের ওপর অন্যায় করা হবে, তাই না? আমাদের সম্পর্কটা কি তেল আর পানির মত হবে, মিশতে রাজি নই? তাছাড়া, আপনাদের শ্যুটিঙেরই বা কি হবে? মি. গোলডাকে কাল কাউন্ট বট্টিউলার সঙ্গে কাজ করতে হবে–কাউন্ট সন্দেহের বাইরে নন, মি. গোলডা সন্দেহের বাইরে। শ্যুটিং হলে মি. বিশপও ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু তাঁর পিছনে নজর রাখবে কে? তারমানে সন্দেহের বাইরে রয়েছেন, এমন একজন লোক দরকার হবে তাঁর। লোকেশনের সন্ধানে সোর-হামনা ধরে ওঅর্ক-বোট নিয়ে আরও দক্ষিণে যাবার প্ল্যান করছেন মি. এরিক কার্লসন। আমি যতদূর জানি, মি. ফার্গুসন আর মি. ব্রাখটম্যান স্বেচ্ছাসেবক হবার প্রস্তাব দিয়েছেন। এখন ধরুন, ফিরে এসে কেউ যদি বলেন দুর্ঘটনায় ওদের একজন বা দু'জন মারা গেছেন, তাহলে কি করার থাকবে আমাদের? সমস্যা, তাই না?'

'গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য!' গলা চড়িয়ে বললেন ফন গোলডা। 'পুরোপুরি অবিশ্বাস্য!'

'নয়?' সমর্থনের সুর রানার গলায়। 'যদিও মি. ট্যাকারের মতামত চাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা কেভিপাস, আর্চার, বাক, বা পিটারসনের। অবিশ্বাস্য, মি. গোলডা, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু তবু সমস্যাটা বাস্তব সত্য।'

কেঁপে উঠে বোতলটার দিকে হাত বাড়ালেন ফন গোলডা। 'আমরা তাহলে এখন করবটা কি?'

'আমার কোন ধারণা নেই,' বলল রানা। 'সিদ্ধান্ত আসা উচিত ডিরেক্টরদের কাছ থেকে। আপনাদের মধ্যে তিনজন ডিরেক্টর এখনও সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ।'

'আমাদের এমপ্লয়ী কি ব্যাখ্যা করবেন, ঠিক কি বলতে চান তিনি?' হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বিশপ।

'আপনারা আপনাদের ছবির সব দৃশ্য এখানে চিত্রায়িত করতে চান, নাকি চান না? কি সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা জানেন। এখন থেকে আমরা সবাই যদি এই কেবিনে থাকি, অন্তত ছ'জন সারাক্ষণ পাহারায় থাকি, সম্ভাবনা আছে বাইশ দিন পর নিজেদেরকে আমরা বহাল-তবিয়তে দেখতে পাব। কিন্তু এর মানে হবে, শ্যুটিং করতে পারবেন না, অর্থাৎ আপনাদের পুঁজির সব টাকা পানিতে পড়বে। এ এমন এক সমস্যা, আমি এড়িয়ে যেতে চাই। আপনার স্কচ কিন্তু সত্যি দারুণ, মি. গোলডা।'

'আপনার যে ভাল লাগছে তা বেশ বুঝতে পারছি,' কৌতুক করার চেষ্টা করলেও, ফন গোলডার গলার আওয়াজ কর্কশ ও উদ্বিগ্ন শোনাল।

'ডোন্ট বি সো মীন।' গ্লাসে স্কচ ঢালল রানা। 'কার কি রকম আত্মা, এটা তার পরীক্ষার সময়।' রানা আসলে ফন গোলডার কথা ভাল করে শুনছে না, শুনছে ওর মনের কথা। কি খেতে পছন্দ করেন না কাউন্ট? অতিরিক্ত হর্সর‍্যাডিস সম্পর্কে কি যেন মন্তব্য করেছিলেন তিনি?

হঠাৎ রানার খেয়াল হলো, কাউন্ট কি যেন বলছেন ওকে। 'সরি, একটা ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম,' বলল ও।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' কপালে চিন্তার রেখা, রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কাউন্ট। 'সুযোগ বুঝে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন, ভাল কথা। কিন্তু আপনি কি করবেন, ডক্টর রানা?' হাসলেন তিনি। 'আবার যদি আপনাকে আমরা অস্থায়ী ও অবৈতনিক ডিরেক্টর হিসেবে কো-অপ্ট করি?'

'উত্তরটা সহজ। নিজের পিছন দিকে নজর রাখব, চালিয়ে যাব ছবির কাজ।'

'আচ্ছা।' মাথা ঝাঁকালেন ফন গোলডা। তিনি, কাউন্ট ও বিশপ সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকালেন। 'কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আপনি কি করবেন?'

'সাপারের সময় হতে আর কত দেরি?'

'সাপার?' চোখ মিটমিট করলেন ফন গোলডা। 'সে তো আটটার দিকে।'

'এখন পাঁচটা বাজে। তিন ঘণ্টা নিজের কিউবিকল ছেড়ে এক চুল নড়ব না। কি করব, পেলেন উত্তর? এবং সাবধান করে দিচ্ছি, আমার কাছাকাছি ভুলেও কেউ আসবেন না–তা অ্যাসপিরিন চাওয়ার জন্যেই হোক বা ছুরি হাতে। কারণ আমি সাংঘাতিক নার্ভাস ফীল করছি।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল ওয়েন। 'এখন যদি আমি অ্যাসপিরিন চাই, আমাকে কি আঘাত করা হবে? অ্যাসপিরিন বা আরও কড়া কিছু, যা খেলে একজন মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে? মাথাটা এত ব্যথা করছে···।'

'আমি আপনাকে দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। তবে ঘুম ভাঙার পর মাথাটা আরও বেশি ভারি লাগবে।'

'তা লাগুক। তবু কড়া কিছু ওষুধ চাই আমার। প্লীজ, ডক্টর, যা দেবার তাড়াতাড়ি দিন।'

নিজের কিউবিকলে ঢুকে ছোট ও চৌকো জানালাটার হাতল ধরে কিছুক্ষণ কসরৎ করার পর কবাট খুলে ফেলল রানা। 'তুমি কি তোমার জানালাটাও এভাবে খুলতে পারবে?'

'আপনার মাথায় কাজ চলছে, বস্।'

'ভাল হয় যদি তুমি এখানে একটা কট আনতে পারো। মোনাকার ঘরে পাবে একটা।'

'অবশ্যই,' বলল ওয়েন। 'ওখানের একটা কট আজ রাতে কেউ ব্যবহার করবে না।'

পাঁচ মিনিট পর জানালা খুলে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। অসহ্য ঠাণ্ডা আর তুমুল তুষারপাত থেকে বাঁচার জন্যে চোখ ছাড়া গোটা শরীর গরম কাপড়ে মুড়ে নিয়েছে। জানালার কবাটে বাইরের দিকে কোন হাতল নেই, ভাঁজ করা কাগজ গুঁজে আটকানো হয়েছে সেটা। আবার ভেতরে ঢোকার জন্যে খোলা কোন

সমস্যা নয়, রানার সঙ্গে একটা সুইস আর্মি নাইফ আছে। মেইন কেবিনের জানালা থেকে কোলম্যান ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে বাইরে, কয়েকটা কিউবিকল-এর জানালাও আলোকিত দেখা গেল।

'এরকম রাতে ভাল কোন লোক হাঁটতে বেরোয় না, বস্,' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে বলল ওয়েন। 'ভাবছি একটু কম ভাল কারও সঙ্গে যদি ধাক্কা লেগে যায়?'

'তার বা তাদের অ্যাকশনে যেতে দেরি হবে,' বলল রানা। 'বিস্ময়ের ঘোরটা আগে ভাঙুক তো।'

স্টোররূমে চলে এল ওরা, ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। কোন জানালা নেই, দুটো টর্চই জ্বালা হলো। ব্যাগ, বাক্স, কার্টুন, বস্তা, সবই সার্চ করছে রানা। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেল না।

'আমরা আসলে কি খুঁজছি বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল ওয়েন।

'বলতে পারব না। এমন কিছু, এখানে যা থাকার কথা নয়।'

'একটা অস্ত্র? একটা বোতল, গায়ে লেখা–বিষ?'

'ওই রকম কিছু।' বাক্স থেকে হেইগ-এর একটা বোতল তুলে পারকা-র পকেটে ভরল রানা। 'শুধু ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের জন্যে,' ব্যাখ্যা করল।

'অবশ্যই!' সে-ও অন্য কিছু সন্দেহ করেনি বোঝাতে চেয়ে টর্চ ধরা হাতটা নাড়ল ওয়েন, আলোটা ছুটে গেল ঘরের দেয়াল ধরে, তারপর স্থির হলো ওপরের শেলফের তিনটে বাক্সের ওপর। পালিশ করা বাক্স, চকচক করছে।

'নিশ্চয়ই খুব উঁচু মানের খাবার আছে ওগুলোয়,' বলল সে। 'মি. গোলডার জন্যে ক্যাভিয়ার, সম্ভবত?'

'আমার জন্যে স্পেয়ার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। বেশিরভাগ ইন্সট্রুমেন্ট। কোন বিষ নেই।' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'বেরিয়ে এসো।'

'চেক করবেন না?'

'প্রয়োজন নেই। ওগুলোর ভেতর একটা সাব-মেশিনগান লুকিয়ে রাখা কঠিন। প্রতিটি বাক্স দশ ইঞ্চি লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া।'

'তবু একবার দেখে নিলে ভাল হত।'

'ঠিক আছে,' অগত্যা বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি করো।'

প্রথম দুটো বাক্সের ঢাকনি খুলল ওয়েন, ভেতরের জিনিসগুলো দেখে আবার বন্ধ করে দিল। তৃতীয় বাক্সটা খুলে বলল, 'ইতিমধ্যেই দেখছি রিজার্ভে হাত দিয়েছেন।'

'না তো।'

'তাহলে অন্য কেউ দিয়েছে।' বাক্সটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ওয়েন। রানা দেখল নীল ভেলভেট মোড়া দুটো ঘর খালি।

'হুম। একটা হাইপডারমিক আর নিডল-এর একটা টিউব নেই।'

রানার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে বন্ধ করল ওয়েন, আগের জায়গায় রেখে দিল। 'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না, বস্।'

'সিরিঞ্জ যখন চুরি হয়েছে, নিশ্চয়ই ওটায় কিছু ভরা হবে,' বলল রানা। 'কি সেটা? কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

'ব্যক্তিগতভাবে নিজে ব্যবহার করার জন্যে ধার নেয়নি তো কেউ? ড্রাগ অ্যাডিক্ট কেউ? ধরুন, তিন দেবতাদের একজন? ব্যাকগ্রাউণ্ড খুঁজলে পেয়ে যাবেন–পপ ওয়ার্ল্ড, ফিল্মী জগৎ, স্রেফ বাচ্চা।'

'না, আমার তা মনে হয় না।'

'আমারও মনে হচ্ছে না, তবে হলে ভাল হত।'

এরপর ওরা ফুয়েল হাট-এ চলে এল। দু'মিনিটের মধ্যে নিশ্চিত হওয়া গেল এখানে ওদের কিছু পাবার নেই। থাকার কথা নয় এমন কিছু নেই ইকুইপমেন্ট রূমেও, তবে এখান থেকে দুটো জিনিস পকেটে ভরল রানা। একটা হলো স্ক্রুড্রাইভার, পাওয়া গেল এডির টুল-বক্সে, জেনারেটর চালু করার সময় ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয়টা হলো এক প্যাকেট স্ক্রু।

'এ-সব আপনি কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়েন।

'জানালার কবাটে স্ক্রু আঁটব,' বলল রানা। 'ঘুমন্ত কোন লোকের কিউবিকলে ঢোকার জন্যে দরজাই একমাত্র প্রবেশপথ নয়, তুমি জানো।'

'আপনি দেখছি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন!'

'আই উঈপ ফর মাই লস্ট ইনোসেন্স।'

মিখায়েল ট্যাকারের লাশ থাকায় ট্র্যাক্টর শেডে বেশিক্ষণ থাকতে মন চাইল না ওদের। টর্চের আলোয় বীভৎস দেখাল তার মুখ। চকচকে চোখ কিছুই দেখছে না, স্থির হয়ে আছে সিলিঙের দিকে। টুল-বক্সগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করল ওরা, ধাতব দেরাজগুলো খুলল, এমনকি ফুয়েল ট্যাঙ্ক, অয়েল ট্যাঙ্ক আর রেডিয়েটারেও হাত ভরল, কিন্তু পেল না কিছুই।

এরপর জেটিতে চলে এল ওরা। মেইন কেবিন থেকে দূরত্ব হবে মাত্র বিশ গজ, অথচ খুঁজে পেতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। টর্চ জ্বালার ঝুঁকি নেয়নি, আর তুষার এখন এত ঘন যে দু'হাতের ওদিকে দৃষ্টি চলে না। অত্যন্ত সাবধানে জেটির শেষ মাথায় পৌঁছুল ওরা। জেটির উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে ওঅর্ক-বোটটা, লোহার মই বেয়ে নামল। জেটির অনেক নিচে থাকায় টর্চ জ্বালতে সাহস পেল রানা, তবে আলোটাকে আড়াল করে রাখল। ওঅর্ক-বোট সার্চ করেও কিছু পাওয়া গেল না। এরপর পাশের দ্বিতীয় ওঅর্ক-বোটটা সার্চ করল। ফলাফল সেই একই। এখান থেকে সরে এল নকল সাবমেরিনে–ওটার দুই পাশ আর কনিং টাওয়ারের সঙ্গে একটা লোহার মই আটকানো রয়েছে।

কনিং টাওয়ারের প্ল্যাটফর্মে উঠল ওরা। তারপর হ্যাচ ও ছোট একটা মই বেয়ে নেমে এল সাবমেরিনের ডেকে। টর্চ জ্বালল ওরা। ভেতরটা সরু। প্রায় খালিই বলা যায়। ডেকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা কাঠের তক্তা দেখা গেল, দু'দিক আটকে রাখা হয়েছে বাটারফ্লাই নাট-এর সাহায্যে। তক্তাগুলোর নিচে লম্বা ও সরু, বাদামী রঙ করা বার দেখতে পেল ওরা–চার টন লোহা, ব্যালাস্ট হিসেবে কাজ করে। চারটে চৌকো ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কও দেখা গেল, নেগেটিভ বয়ান্সি পাবার জন্যে ওগুলো ভরা যায়। শেল-এর শেষ মাথায় ছোট একটা ডিজেল এঞ্জিন দেখা গেল, ওটার এগজস্ট ডেকের মাথা হয়ে বেরিয়ে গেছে, উঠে গেছে একেবারে সেই

কনিং-টাওয়ার পর্যন্ত। ডিজেল এঞ্জিনের সঙ্গে একটা কমপ্রেসর ইউনিটও রয়েছে, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক খালি করার জন্যে।

আরও কিছু ইকুইপমেন্ট দেখা গেল সাবমেরিনের ভেতর। লাইটওয়েট প্লাস্টিক পেরিস্কোপ, তিন ইঞ্চি কামানের ডামি, দুটো মডেল মেশিনগান–সম্ভবত কনিং-টাওয়ারে ফিট করা হবে। এছাড়াও রঙের ছ'টা ক্যান ও কয়েকটা ব্রাশ দেখা গেল। ক্যানগুলোয় লেখা রয়েছে–ইন্সট্যান্ট গ্রে।

'এর অর্থ?'

'সম্ভবত দ্রুত শুকিয়ে যায় এমন কোনও রঙ,' বলল রানা। 'চলো ফিরি এবার।'

'তারমানে আমাদের আজ রাতের অভিযান নিষ্ফল হলো?'

'বলতে পারো। তবে বেশি কিছু আশাও করিনি আমি।'

'সেজন্যেই কি আপনি ওদেরকে শূটিং শুরু করতে বারণ করেননি? প্রথমে বারণ করলেন, পরমুহূর্তে উৎসাহ দিলেন, এই জন্যে যে ওদের অনুপস্থিতিতে কিউবিকলগুলো যাতে সার্চ করতে পারেন?'

'কেন তোমার এ-কথা মনে হলো, ওয়েন?'

'আশপাশে খুঁজলে কয়েকশো তুষারের স্তূপ পাওয়া যাবে, একজন লোক তার যা খুশি লুকিয়ে রাখতে পারে যে-কোন একটার ভেতর।'

'সে-কথা আমিও ভেবেছি, হে।'

রানার কিউবিকলে ফিরে এল ওরা। ফিরেই জানালার কবাটে স্ক্রু আঁটল রানা।

ওয়েন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো, কিন্তু বাকি সবার কি হবে?'

'বাকি সবার বেশিরভাগই কোন বিপদের মধ্যে নেই, কারণ তারা আমাদের বন্ধু বা বন্ধুদের জন্যে কোন হুমকি নয়।'

'বাকি সবার বেশিরভাগই?'

'মিস মোনাকার জানালাটাও বন্ধ করা দরকার বলে মনে করি আমি।'

'মিস মোনাকার?'

'আমার যেন মনে হচ্ছে তিনি বিপদের মধ্যে আছেন। সেটা ভয়ঙ্কর কোন বিপদ কিনা তা আমি বলতে পারব না। কি জানি, এ হয়তো আমার খুঁতখুঁতে মন।'

'আচ্ছা, আমি ভাবছি,' বলল ওয়েন, 'ডিরেক্টর ভদ্রলোকেরা আইনের সাহায্য কখন নেবেন? অন্তত বাইরের দুনিয়াকে তাঁদের কি জানানো উচিত নয় যে মার্ভেলাস প্রোডাকশন্সের স্টাফরা পোকামাকড়ের মত পটাপট মারা যাচ্ছে?'

'ওদের জায়গায় তুমি হলে কি জানাবার সিদ্ধান্ত নিতে?'

'আমি অপরাধী না হলে অবশ্যই জানাতাম।'

'আমি অপরাধী নই, অন্তত এই কেসে নই, তবু আইনের সাহায্য চাওয়ার বা বাইরের দুনিয়াকে কিছু জানানোর সম্পূর্ণ বিরোধী আমি। আইন নাক গলানো মাত্র অপরাধীদের সমস্ত তৎপরতা থেমে যাবে। তারমানে পাঁচটা খুনের রহস্য অমীমাংসিতই থেকে যাবে। কারণ অপরাধীকে চেনার কোন উপায় এখনও আমরা পাইনি। কাজেই তাকে বা তাদেরকে ধরতে হলে আরও কিছু করার সুযোগ দিতে হবে।'

'কিন্তু সেই করাটা যদি আরও খুন হয়?'

'সেক্ষেত্রে আইনের সাহায্য চাইতে হবে। সাধারণ, নিরীহ লোকজনকে মরতে দেয়া যায় না।'

'যাক, খানিকটা স্বস্তি পেলাম। কিন্তু এই চিন্তা যদি তাদের মাথায়ও আসে?'

'সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে টুনহেইম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে হবে। ওখানকার আবহাওয়া অফিসে একটা রেডিও আছে, এমনকি চাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব। কিংবা হয়তো প্রস্তাব দিতে হবে টুনহেইমের সঙ্গে যোগাযোগ করার। জায়গাটা এখান থেকে দশ মাইল দূরেও নয়, তবে এই দুর্যোগের মধ্যে ধরে নাও সাইবেরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে। পথে কোন আশ্রয় পাবে না, কাজেই পৌঁছুনো সম্ভব নয়।'

'সেক্ষেত্রে একটা রাত বাইরে কাটিয়ে ফিরে এসে বলতে পারি, ওখানে যাওয়া অসম্ভব।'

'কে কি রকম খেলে দেখা যাক আগে,' স্ক্রুড্রাইভার আর স্ক্রুগুলো তুলে নিয়ে দাঁড়াল রানা। 'চলো দেখে আসি মিস মোনাকা কেমন আছেন।'

দেখা গেল মোনাকা ভালই আছে। জ্বর নেই, পালস রেট স্বাভাবিক, নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। তবে বলা কঠিন ঘুম ভাঙার পর কেমন লাগবে তার। তার জানালার কবাটে স্ক্রু আঁটার পর মেইন কেবিনে চলে এল ওরা।

অদ্ভুত ব্যাপার, কেবিন প্রায় খালি হয়ে গেছে। অন্তত যে দশজন লোককে দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল রানা তারা অনুপস্থিত রয়েছে। উপস্থিত সবার ওপর চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করল, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। ফন গোলডা, ক্লার্ক বিশপ, কাউন্ট বট্টিউলা আর এরিক কার্লসন সম্ভবত নিজেদের একটা কিউবিকলে ঢুকে গোপন সভা করছেন, অধঃস্তন কর্মচারীদের কিছু শুনতে দিতে চান না বলেই কেবিন ছেড়ে চলে গেছেন। আর প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় জক মুর বাইরে গেছেন তাজা বাতাস খেতে, জানা কথা এই সুযোগে স্টোররূমেও একবার ঢুঁ মারবেন। হুপারের অনুপস্থিতিও ব্যাখ্যা করা যায়, নিশ্চয়ই আবার শুতে গেছে সে। পামেলাও তার সঙ্গে যাবে, হুপারকে তার হাত ধরে থাকার সুযোগ দেয়ার জন্যে। শুধু তিন দেবতার কথা আন্দাজ করা কঠিন, যদিও তাদের অবস্থান সম্পর্কে রানা তেমন উদ্বিগ্ন নয়। ও নিশ্চিত, তাদের দ্বারা কানের পর্দা ছাড়া অন্য কিছুর স্থায়ী ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

একটা স্টোভের ওপর চড়ানো হয়েছে তিন বার্নার বিশিষ্ট অয়েল কুকার, সেটার ওপর ঝুঁকে রয়েছে ডগলাস হিউম। দুটো বড় প্যান আর একটা বড় পটে কি যেন টগবগ করে ফুটছে। উঁকি দিয়ে তাকাল রানা, পটে তৈরি হচ্ছে কফি, একটা প্যানে সেদ্ধ হচ্ছে মটরশুঁটি, অপরটায় তৈরি হচ্ছে স্টু। কাজটায় খুব আনন্দ পাচ্ছে হিউম, অন্যতম কারণ তাকে সহায়তা করছে এলিনা।

'এখানে এ-সব কি হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এ-ধরনের কাজের যোগ্য

আপনারা? আমার তো ধারণা ছিল, মি. গোলডা বিকল্প বাবুর্চি হিসেবে তিন দেবতাকে দায়িত্ব দিয়েছেন।'

'তিন দেবতা তাদের মিউজিক্যাল টেকনিক উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানেই বসতে চেয়েছিল তারা, আমি তাদেরকে ইকুইপমেন্ট হাট-এ পাঠিয়ে দিয়েছি। ইকুইপমেন্ট হাট, যেখানে জেনারেটর আছে, আপনি জানেন।'

'আপনাকে একটা পদক দেয়া উচিত। তোমাকেও, এলিনা।'

'আমাকেও?' হাসল এলিনা। 'কেন?'

'মনে আছে, বলেছিলাম ভাল লোক মন্দ লোকের সঙ্গে জোড়া বাঁধবে? দেখে ভাল লাগছে যে তুমি সন্দেহভাজন একজনের ওপর নজর রাখছ। পট বা প্যানের ওপর তার হাত প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ ঝুলে ছিল কিনা লক্ষ করেছ তো?'

এলিনার চেহারা থেকে হাসি মুছে গেল। 'এটা কোন কৌতুক করার বিষয় হলো না, ডক্টর রানা।'

'আমিও তা মনে করি না। পরিবেশটাকে হালকা করার ব্যর্থ চেষ্টা।' হিউমের দিকে তাকাল রানা। 'বাবুর্চি সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?'

চট করে একবার রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল হিউম, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। এলিনা প্রতিবাদ করল, 'বাহ্, চমৎকার। এখানে ওর সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে কি? আমার সামনে?'

'ওকে আমি একটা কৌতুক শোনাতে যাচ্ছি। তুমি তো আবার আমার কৌতুক তেমন পছন্দ করো না।' হিউমকে নিয়ে কয়েক পা হেঁটে এল রানা। 'মি. মুরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন?'

'না। ব্যাপারটা কি জরুরী?'

'এখন মনে হচ্ছে জরুরী হতেও পারে। দেখিনি আমি, তবে আমার ধারণা স্টোররুমে আছেন তিনি।'

'মি. গোলডা যেখানে সঞ্জীবনী সুধা রাখেন?'

'আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না মি. মুরকে ফুয়েল শেডে পাওয়া যাবে? ডিজেল বা পেট্রলের ওপর তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। আমার মনে হয়, উনি যখন ওখানে একা আছেন, এখনই উপযুক্ত সময়। মনপোড়ানি দিয়ে আলাপ শুরু করতে পারেন, মানে হোম-সিকনেস দিয়ে।'

হিউমকে ইতস্তত করতে দেখা গেল। 'ভদ্রলোককে আমি পছন্দ করি। কাজটা আমার ভাল লাগছে না।'

'এখন আর আমি মানুষের অনুভূতি নিয়ে চিন্তিত নই। চিন্তিত মানুষের প্রাণ নিয়ে। আমি চাই সবাই বেঁচে থাকুক। মানে, ভাল মানুষরা আর কি।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল হিউম। 'মানুষকে কিভাবে রাজি করতে হয় জানেন আপনি। তবে ঝুঁকি নিচ্ছেন, নয় কি? সন্দেহভাজনদের একজনকে বিশ্বাস করে?'

'যাদেরকে সত্যি সন্দেহ করি তাদের একটা আলাদা তালিকা আছে আমার কাছে,' বলল রানা। 'তাতে আপনার নাম নেই, কখনোই ছিল না।'

তিন-চার সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল হিউম, তারপর বলল, 'কথাটা এলিনাকে জানান, প্লীজ।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল সে।

অয়েল কুকারের কাছে ফিরে এল রানা। 'হিউম আমার সন্দেহের তালিকায় নেই শুনে হিউম বললেন, কথাটা যেন তোমাকে শোনাই আমি।'

'সত্যি খুশির কথা।' হাসল এলিনা, তবে তার হাসির মধ্যে শীতল একটা ভাব থেকেই গেল।

'এলিনা,' বলল রানা। 'তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছ।'

'কি বলছেন।'

'কি বলছেন মানে?'

'আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি আমার বন্ধু?'

'অবশ্যই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' রানার বাচনভঙ্গি নিখুঁতভাবে অনুকরণ করল এলিনা। 'ডক্টর রানা গোটা মানবজাতির একজন বন্ধু।'

'ডক্টর রানা গোটা মানবজাতিকে সারারাত দু'হাতে জড়িয়ে রাখেন না।'

আবার হাসল এলিনা, এবার বসন্তের ছোঁয়া থাকল তাতে। 'আর ডগলাস হিউম?'

'তাঁকে আমি পছন্দ করি। অবশ্য জানি না আমার সম্পর্কে তিনি কি ভাবেন।'

'আমিও তাকে পছন্দ করি, সে-ও আমাকে পছন্দ করে, কাজেই সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। তাহলে আমাদের যা কিছু গোপনীয়, সব নিজেদের মধ্যে ভাগ করছি না কেন?'

'মেয়েরা সত্যি এক আজব প্রাণী,' বলল রানা। 'সবকিছুতেই তাদের কৌতূহল!'

'প্লীজ, আমার সঙ্গে চালাকি করবেন না।'

'তুমি কি সব সময় গোপন কথা লেনদেন করো?' প্রশ্নটা শুনে সামান্য ভুরু কোঁচকাল এলিনা। 'এসো, বাচ্চাদের খেলার আশ্রয় নিই আমরা। তুমি আমাকে একটা গোপন কথা বলবে, বিনিময়ে আমিও একটা বলব।'

'মানে? কি বলতে চান?'

'কাল সকালে তোমার রহস্যময় আচরণ। তুষারে আর আপার ডেকে। যখন তোমাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখা গেল এরিক কার্লসনের সঙ্গে।'

তীব্র কোন প্রতিক্রিয়া হবে বলে আশা করেছিল রানা, কিন্তু তা দেখতে না পেয়ে হতাশ হলো। ওর দিকে তাকিয়ে থাকল এলিনা, চিন্তা করছে, তারপর বলল, 'তারমানে আপনি আমাদের ওপর নজর রেখেছিলেন?'

'স্রেফ চোখে পড়ে যায়।'

'বিশ্বাস করা কঠিন।' ঠোঁট কামড়াল এলিনা, তবে উদ্বেগে ব্যাকুল বলে মনে হলো না তাকে। 'ভাল হত আপনি যদি আমাদেরকে দেখতে না পেতেন।'

'কেন?'

'কারণ আমি চাই না মানুষ জানুক।'

'সেটা বোঝা যাচ্ছে,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'কিন্তু কেন?'

'কারণ ব্যাপারটা গর্ব করার মত নয়, তাই। তাহলে শুনুন। আমাকে কিছু

একটা করে বেঁচে থাকতে হয়, ডক্টর রানা। মাত্র দু'বছর হলো ইংল্যাণ্ডে এসেছি আমি, আমার কোন কোয়ালিফিকেশন নেই। এমন কি যে কাজটা করছি, এরও আমি যোগ্য নই। আমি খুবই অযোগ্য একজন অভিনেত্রী। নিজেই বুঝতে পারি। সত্যি আমার কোন প্রতিভা নেই। আমার শেষ দুটো ছবি…কি বলব, একেবারে যাচ্ছেতাই। বুঝতে পারছেন না, তারপরও মার্ভেলাস কোম্পানীতে আমি কাজ পেলাম কিভাবে? বেশ, তাহলে শুনুন। কাজ পাচ্ছি, কারণটা হলো এরিক কার্লসন।' হাসল এলিনা, কিন্তু খুবই ক্ষীণ। 'আপনি কি অবাক হলেন, ডক্টর রানা? আমাকে ঘৃণা করছেন?'

'না।'

ক্ষীণ হাসিটুকুও মিলিয়ে গেল এলিনার চেহারা থেকে। 'তারমানে আমার এই অবস্থা ও পরিচয় বিশ্বাসযোগ্য? সত্যি আমাকে দেখে সস্তা বলে মনে হয়?'

'না। বলতে চাইছি, তোমার কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করছি না।'

ম্লান হয়ে গেল এলিনার চেহারা, এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন রানার কথা বুঝতে পারেনি। 'আপনি বিশ্বাস…আপনি বিশ্বাস করেন না আমি এতটা সস্তা একটা মেয়ে হতে পারি?'

'এলিনা ডিয়ার সস্তা নয়। লক্ষ্মী এলিনা ডার্লিং সস্তা হতে পারে না।'

এলিনার চেহারায় খানিকটা রঙ ফিরে এল। 'এত সুন্দর কথা কেউ কোনদিন বলেনি আমাকে।' চোখ নামিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল সে, যেন ইতস্তত করছে, তারপর মুখ না তুলেই বলল, 'এরিক কার্লসন আমার মামা। আমার মায়ের আপন ভাই।'

'তোমার মামা?' অনেক সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছিল রানা, এটা ওর মাথায় আসেনি।

'মামা কার্লসন,' আবার হাসল এলিনা, এবারের হাসিটায় দুষ্টামির আভাস লেগে থাকল। 'আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই আপনার। আপনি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। তবে নিরিবিলিতে, প্লীজ।'

পাঁচ

সেদিন রাতে ডিনারে বসে কেউ খালি পেটে থাকল না বটে, তবে খাওয়া শুরু করতে বা শুরু করার পর শেষ করতে অস্বাভাবিক সময় নিল সবাই। ডিনার শেষ হতে সবার মনোযোগ কেড়ে নিলেন ফন গোলডা।

'গত এক বা দু'দিনে মর্মান্তিক যে-সব ঘটনা ঘটেছে সে-সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন,' শুরু করলেন তিনি। 'আমার কথা শুনে দয়া করে কেউ ভাববেন না যে পরিস্থিতিটাকে আমি হালকাভাবে দেখার চেষ্টা করছি। আমাদের সদয় ডক্টর মাসুদ রানা পরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটা গ্রহণ না করে আমাদের কোন উপায় নেই, আমি জানি। দুর্গম আর্কটিকে আটকা পড়ে আছি আমরা, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। শুধু যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন তাই নয়, নৃশংস খুনের ঘটনা আরও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

'এই অসম্ভব একটা পরিস্থিতিতে আমার প্রস্তাব হলো, যুক্তিপূর্ণ, সাহসী ও স্বাভাবিক থাকতে হবে আমাদের, যতটুকু সম্ভব। বিপদের ভয়ে অস্থির আচরণ করলে তাতে বরং ক্ষতি আরও বাড়বে। সব দিক ভেবে আমি ও আমার সহকর্মীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, হাতের কাজ শেষ করব। আমরা নিজেদেরকে কাজের ভেতর এমনভাবে ব্যস্ত করে রাখব যেন মর্মান্তিক কোন ঘটনাই ঘটেনি। ওগুলো ঘটেনি, এরকম ভান করতে বলছি না। আমি শুধু বলছি আমাদের কাজ দেখে মনে হবে, যেন ঘটেনি।

'আবহাওয়া অনুমতি দিলে কাল থেকেই শুরু হবে আমাদের কাজ,' ফন গোলডা পরামর্শ করছেন না, নিজেদের কর্মসূচী কি তাই শুধু জানাচ্ছেন। 'মূল দলটা, মি. রবার্ট হ্যামারহেডের নেতৃত্বে চলে যাবে উত্তরে, সেই লারনার'স ওয়ে পর্যন্ত। চলতি শতাব্দীর শুরুতে পরবর্তী বে-তে পৌঁছুনোর জন্যে একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তবে মনে হয় না ওটার কোন হদিস খুঁজে পাওয়া যাবে। কাউন্ট, হুপার আর ব্যারন তাঁর সঙ্গে যাবেন। আমি নিজেও যেতে চাই। চাই তুমিও যাও, হিউম।'

'ওখানে আমাকেও কি আপনার দরকার হবে, মি. গোলডা?' প্রশ্নটা এল ডোনা পামেলার কাছ থেকে, ক্লাসের স্কুল ছাত্রীর মত মাথার ওপর একটা হাত তুলেছে সে।

'ওরা বেশিরভাগই ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর কাজ করবে…,' কথার মাঝখানে থেমে হুপারের ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে তাকালেন ফন গোলডা, তারপর মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে আবার পামেলার দিকে ফিরলেন। 'তোমার যদি ইচ্ছে হয়, অবশ্যই যাবে। নেকটার, ফিলিপ আর কার্লকে নিয়ে মি. ব্রায়ান চেষ্টা করবেন দ্বীপের শব্দ রেকর্ড করতে–গিরিপথের বাতাস, পাহাড়-চূড়ার পাখি, তীরে ভেঙে পড়া ঢেউ ও স্রোতের আওয়াজ। আর মি. কার্লসন ওঅর্ক-বোট নিয়ে রওনা হবেন সাগরের দিকে লোকেশনের খোঁজে, সঙ্গে থাকবে হ্যাণ্ড-ক্যামেরা। তাঁর সঙ্গে থাকতে চেয়েছেন হ্যানস ব্রাখটম্যান ও ব্রাড ফার্গুসন।

'আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, আইন বা পুলিসের সাহায্য পাবার চেষ্টা করব আমরা। এটা শুধু আমাদের দায়িত্ব নয়, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেও প্রয়োজন। সাহায্য চাইতে হলে রেডিও দরকার, আর সবচেয়ে কাছে রেডিও পাওয়া যাবে টুনহেইমে, নরওয়ের আবহাওয়া অফিসে।' রানা ওয়েনের দিকে তাকাল না, ওয়েনও রানার দিকে তাকাল না। 'মি. ওয়েন,' বলে যাচ্ছেন ফন গোলডা, 'এখানে আপনার উপস্থিতি আমাদের জন্যে একটা সৌভাগ্য প্রমাণিত হতে পারে। আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই প্রফেশনাল সীম্যান। বলুন তো, বোট নিয়ে টুনহেইমে পৌঁছুনো যাবে কিনা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওয়েন জবাব দিল, 'এই আবহাওয়ায় অসম্ভব। কেউ চেষ্টা করলে নির্ঘাত মারা পড়বে সে।'

'আই সী। অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু সাগর শান্ত হয়ে গেলে, মি. ওয়েন? এবং সাগর শান্ত হতে কতক্ষণ লাগতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'নির্ভর করে বাতাসের ওপর। আমার ধারণা, পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।'

'তারমানে পায়ে হেঁটে ওখানে পৌঁছুনো সম্ভব, বলতে চাইছেন?'

'দেখুন, ঠিক বলতে পারব না। আর্কটিক সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ নই। আপনি বরং মি. কার্লসনকে জিজ্ঞেস করুন। ইতিমধ্যে তিনি একটা লেকচার দিয়েছেন।'

'পানি পথে যা, হাঁটাপথেও তাই–অসম্ভব,' রায় দিলেন কার্লসন।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল মেইন কেবিনে। তারপর ওয়েন বলল, 'আমাকে আপনারা সুপারম্যান বলতে পারেন। আবহাওয়া ভাল হলে চেষ্টা করে দেখতে আমার আপত্তি নেই।'

'কিন্তু সেটা হবে আত্মহত্যার চেষ্টা,' প্রতিবাদ করলেন কার্লসন। 'আমরা আপনাকে সেরকম একটা ঝুঁকি নিতে দেব না।'

'না, কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়।' মাথা নাড়লেন ফন গোলডা।

'মি. গোলডা, আমি কিছু বলতে চাই। সম্ভবত আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি,' হাত তুলে বলল ব্রাখটম্যান।

'তুমি?' তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ফন গোলডা, কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্যে মাত্র, তারপরই তাঁর চেহারা স্বাভাবিক হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। বুঝতে পেরেছি। অভিনেতাদের ডাবল হিসেবে কাজ করবে এখানে হ্যানস। অভিনেতারা পাহাড়ে উঠতে ভয় পেলে তাদের বদলে সে উঠবে। পাহাড় বাওয়ায় আমরা তাকে এক্সপার্ট বলতে পারি। তা, কিভাবে তুমি সাহায্য করতে চাও, হ্যানস, মাই বয়?'

'মি. ব্রাখটম্যানকে পেলে আমি ঝুঁকি নিতে রাজি,' হ্যানস ব্রাখটম্যান জবাব দেয়ার আগে ওয়েন কথা বলে উঠল। 'যদিও বেশিরভাগ পথ সম্ভবত আমাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে তাঁর।'

'যাক, ব্যাপারটা তাহলে সমাধান হয়ে গেল,' বললেন ফন গোলডা। 'দু'জনের প্রতিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমি। তবে, ঠিক হলো, শুধু যদি আবহাওয়ার উন্নতি ঘটে, তবেই যাবার প্রশ্ন উঠবে, কেমন? যাক, সবদিক সামলানো গেছে।' রানার দিকে ফিরে হাসলেন তিনি। 'আমাদের কো-অপ্টেড বোর্ড মেম্বার কি বলেন?'

'ওয়েল, ইয়েস,' বলল রানা। 'যাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন তাদের সবাইকে যদি কাল সকালে এখানে পাওয়া যায় তাহলে কোন অসুবিধে হবে না।'

'আহ্।'

'আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না, আমরা সবাই যে যার কিউবিকলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি? কার মনে কি আছে কি করে বুঝব?'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমি,' বললেন ফন গোলডা। 'আপনি পাহারা বসাবার প্রস্তাব করছেন?'

'তাতে আমাদের কারও কারও আয়ু খানিকটা বাড়বে,' বলল রানা। দুই কি তিন পা এগিয়ে কেবিনের মাঝখানে চলে এল। 'এখান থেকে সবগুলো অর্থাৎ পাঁচটা করিডরই দেখতে পাচ্ছি আমি। এখানে যে দাঁড়িয়ে থাকবে তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিউবিকল থেকেই আমরা কেউ ঢুকতে বা বেরুতে পারব না।'

'বোধহয় বিশেষ এক ধরনের মানুষ দরকার হবে,' মন্তব্য করল হিউম। 'অনবরত ঘুরছে এরকম একটা ঘাড়ের ওপর থাকবে তার মাথা।'

'দু'জন লোককে দাঁড় করিয়ে দিলে তার দরকার হবে না,' বলল রানা। 'তারা দু'জন শুধু যে করিডরের ওপর নজর রাখবে তা নয়, পরস্পরের ওপরও কড়া দৃষ্টি রাখবে। একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি, অপরজন সন্দেহ-মুক্ত। সন্দেহ-মুক্তদের মধ্যে রয়েছেন দুই সুন্দরী–এলিনা ও পামেলা। কিন্তু মেয়ে বলে ওদেরকে বাদ দেয়া উচিত। আর মি. হুপার এখনও দুর্বল, তার ঘুম দরকার। বাকি থাকলাম তাহলে আমি, মি. গোলডা, মি. বিশপ, মি. ওয়েন, মি. ব্যারন। আমরা পাঁচজন হলাম সন্দেহ-মুক্ত। আরও পাঁচজন সন্দেহভাজন দরকার। তাহলে রাত দশটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি ভাগ করা সহজ হবে। প্রতি জোড়া দু'ঘণ্টা করে।'

'চমৎকার প্রস্তাব,' সমর্থন করলেন ফন গোলডা। 'এবার তাহলে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক পেতে হয়।'

সন্দেহভাজনদের সংখ্যা তেরো, তারা সবাই একসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হবার প্রস্তাব দিয়ে হাত তুলল। ঠিক হলো, দশটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পাহারায় থাকবেন ব্রায়ানের সঙ্গে বিশপ, মাঝরাত থেকে দুটো পর্যন্ত ওয়েনের সঙ্গে হিউম, নেকটারের সঙ্গে রানা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত, চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত ফার্গুসনের সঙ্গে ফন গোলডা আর এডির সঙ্গে ব্যারন ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত। কাউন্ট আর কার্লসন অবশ্য মৃদু প্রতিবাদ জানালেন, তাঁদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে। রানা সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মন খারাপ করবেন না, আরও একুশ দিন পড়ে আছে সামনে।

এরপর একজন দু'জন করে যে যার কিউবিকলে চলে গেল, বাকি থাকল রানা, ওয়েন আর হিউম। চট করে একবার রানার দিকে তাকিয়ে ওয়েনও চলে গেল–ওদের কিউবিকলের দিকে।

'কি করে জানলেন আপনি?' প্রশ্ন করল হিউম। 'জক মুর আর তাঁর ফ্যামিলি সম্পর্কে?'

'জানি না। আন্দাজ করেছি। তিনি মুখ খুলেছেন?'

'সামান্য। ফ্যামিলি একটা ছিল বটে তাঁর।'

'ছিল?'

'ছিল। স্ত্রী আর দুটো মেয়ে। দুটোই বড় হয়েছিল। কার অ্যাক্সিডেন্ট। আরেকটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে কিনা বলতে পারব না, বলতে পারব না কে চালাচ্ছিল গাড়িটা। হঠাৎ থেমে গেলেন মি. মুর, যেন অনেক বেশি বলে ফেলেছেন। এমনকি গাড়িতে তিনি নিজে ছিলেন কিনা তা-ও বলতে রাজি হলেন

না। ঠিক কবে অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, তা-ও বলেননি।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করল ওরা, তারপর ব্রায়ানকে নিয়ে হাজির হলেন বিশপ। ওদেরকে পাহারায় রেখে নিজের কিউবিকলে ফিরে এল রানা। ক্যাম্প-বেডে ওয়েনকে দেখা গেল না। পুরোদস্তুর গরম কাপড় পরে জানালার স্ক্রুটা খুলছে সে। অয়েল ল্যাম্পটা কমিয়ে রেখেছে, ফলে ভেতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে।

'বাইরে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাইরে কেউ আছে। ভাবলাম সদর দরজা ব্যবহার না করাই ভাল।'

'কে সে?'

'জানি না। জানালায় তার মুখ দেখা গেছে, কিন্তু ঝাপসা কাঁচ, চিনব কিভাবে। আমি যে তাকে দেখেছি, সে জানে না। এখান থেকে সরে গিয়ে মিস মোনাকার জানালায় টর্চের আলো ফেলল। কেউ লক্ষ করছে জানলে কাজটা করত না।' জানালা গলে বেরুতে শুরু করেছে ওয়েন। 'টর্চটা নিভিয়ে ফেলল, তবে কোন দিকে যাচ্ছে দেখে রেখেছি। জেটির দিকে।'

ওয়েনের পিছু পিছু জানালা গলে বেরিয়ে এল রানা, কাগজ গুঁজে বন্ধ করল কবাট। আবহাওয়ার অবস্থা প্রায় আগের মতই–তুষার ঝড় থামেনি, বাতাসের তীব্রতা এখনও প্রবল, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। মোনাকার জানালার দিকে হেঁটে এল ওরা, টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে বেশিরভাগ আলো বেরুতে দিল না। পায়ের ছাপ খুঁজে নিয়ে জেটির দিকে এগোতে যাবে, হঠাৎ রানার মনে হলো দাগগুলো কোন্ দিক থেকে এসেছে জানা গেলে মন্দ হয় না।

অচেনা লোকটা যে-ই হোক, যেখানে সম্ভব সেখানেই দেয়াল ঘেঁষে হেঁটেছে। কিন্তু কোত্থেকে এসেছে বোঝা গেল না। গোটা কেবিন এলাকাটাকে ঘিরে বেশ কয়েকবার চক্কর দিয়েছে সে, ফলে হাঁটার সময় এলোমেলো করে দিয়েছে নরম তুষার, নির্দিষ্ট কোন্ কিউবিকলের জানালা গলে বেরিয়েছে জানার উপায় নেই। পায়ের ছাপ এভাবে নষ্ট করা হয়েছে দেখে চিন্তিত হয়ে উঠল রানা। লোকটা যেন জানে তাকে অনুসরণ করা হবে।

সাবধানে জেটিতে চলে এল ওরা। জেটির গোড়ায় পৌঁছে ঝুঁকি নিয়ে টর্চের আলো ফেলল রানা। এক জোড়া পায়ের দাগ দেখা গেল, সামনের দিকে চলে গেছে।

'তারমানে,' ফিসফিস করে ওয়েন বলল, 'আমাদের বন্ধু হয় বোটে নয়তো সাবমেরিনে আছে। এখন যদি জেটির শেষ মাথায় যেতে চাই, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগার ভয় আছে। আমাদের উপস্থিতি কি তাকে জানাতে চান, বস্?'

'না। কেউ যদি হাঁটতে বেরোয়, কিছু বলার কেউ নই আমরা। আমরা তার পিছু নিয়েছি জানতে পারলে বেয়ার আইল্যাণ্ডে যতদিন থাকবে আর কোন ভুল কদম সে ফেলবে না।'

সৈকতে কয়েকটা পাথর দেখে সেগুলোর পিছনে আত্মগোপন করল ওরা।

ওয়েন জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার উদ্দেশ্য কি বলুন তো, বস্?'

'তুমি যেখানে আমিও সেখানে। তবে মহৎ কোন উদ্দেশ্য যে নয় তা তো বোঝাই যায়। লোকটা চলে যাবার পর বোট আর সাবমেরিন চেক করব আমরা।'

যে উদ্দেশ্যেই এসে থাকুক, খুব তাড়াতাড়ি সেটা পূরণ হয়েছে, কারণ দু'মিনিট পরই তাকে চলে যেতে দেখল ওরা। তুষারপাত এত বেশি হচ্ছে, অন্ধকার এত গাঢ়, লোকটার হাতে পেন্সিলটর্চ না থাকলে ওরা তাকে দেখতেই পেত না। আরও কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর সিধে হলো ওরা।

'লোকটার হাতে…ও কি কিছু ক্যারি করছিল?'

'আমিও সে-কথা ভাবছি,' বলল ওয়েন। 'মনে হলো ভারি কি যেন একটা নিয়ে গেল। তবে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখিনি।'

পায়ের দাগ অনুসরণ করে জেটির শেষ মাথায় চলে এল ওরা। লোহার মই বেয়ে প্রথমে চড়ল নকল সাবমেরিনে। কনিং-টাওয়ারে লোকটার পায়ের ছাপ রয়েছে। সাবমেরিনের খোলের ভেতর নেমে এল ওরা।

কিছুই বদলায়নি, আগে যেমন দেখে গিয়েছিল সব তেমনই আছে।

'লোকটা কিছু নিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ওয়েন। 'তাহলে ধরে নিতে হয় কিছু রাখতে এসেছিল। কি হতে পারে সেটা? বোমা নয়তো?'

গোটা সাবমেরিন খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। সবশেষে একটা লকার খুলল ওরা। না, এখান থেকেও কিছু নেয়া হয়নি। তবে রানা লক্ষ করল, রঙের দুটো ক্যান আর দুটো ব্রাশ গায়েব হয়ে গেছে।

লক্ষ করল ওয়েনও, রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, কেউ কোন কথা বলল না।

ফেরার পথে ওয়েন বলল, 'ক্যানগুলো লোকটা তার কেবিনে নিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। ওগুলো আকারে খুব বড়, কেবিনে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

'কেবিনে লুকিয়ে রাখার দরকারও নেই। আমি তো আগেই বলেছি, এদিকে কয়েকশো স্তূপ আছে তুষারের, যে-কোন একটায় তোমার যা খুশি লুকিয়ে রাখতে পারো।'

তবে জেটি আর কেবিনের দু'পাশের কোন তুষার স্তূপে ওগুলো লুকিয়ে রাখা হয়নি, কারণ দেখা গেল পায়ের দাগ সরাসরি আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। সেই দাগ অনুসরণ করে কেবিনের দেয়াল পর্যন্ত এল ওরা, এরপর দাগগুলো আগের এলোমেলো ছাপগুলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তবু টর্চের অল্প আলোয় সেগুলো কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল ওয়েন।

তারপর সিধে হলো সে, বলল, 'আগের চেয়ে চওড়া লাগছে দাগ, তারমানে কেবিনকে ঘিরে আরেকবার চক্কর দিয়েছে ব্যাটা।'

'হয়তো,' বলে হাঁটা ধরল রানা, চলে এল নিজেদের কিউবিকল-এর জানালার সামনে। টান দিয়ে কবাট খুলতে যাবে, স্থির হয়ে গেল ওর হাত। জানালার ফ্রেমে টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু লক্ষ করছ?'

'করছি বৈকি। জানালার ফ্রেমে যে কাগজ ছিল সেটা নেই।' পায়ের চারদিকে তুষারের ওপর টর্চের আলো ফেলল সে। 'আছে, তবে তুষারের ওপর। তারমানে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল।'

জানালা গলে ভেতরে ঢুকল ওরা। ওয়েন জানালার স্ক্রু লাগাচ্ছে, রানা তল্লাশি

চালাতে শুরু করল। সবচেয়ে আগে নিজের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট চেক করল ও। 'বাহ্, চমৎকার! এক ঢিলে দুই পাখি।'

'মানে, বস্?' কাজ শেষ করে রানার দিকে ঘুরল ওয়েন।

'জানালার কাঁচে মুখ চেপে ধরেছিল লোকটা, তাই না? আমার ধারণা, কাঁচে মুখ ঠেকিয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল সে, যতক্ষণ না তোমার নজর পড়ে তার ওপর। তারপর, তোমার আগ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে, মোনাকার জানালায় টর্চের আলো ফেলে। অর্থাৎ এ-সবই সে করেছে আমাদেরকে কিউবিকল থেকে বের করার জন্যে।'

'বলতে হবে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।' রানার খোলা মেডিকেল কিট-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওয়েন। 'আমি কি ধরে নেব, ওখান থেকে কিছু গায়েব হয়ে গেছে?'

'তা তুমি নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারো।' মেডিকেল কিট-এর ভেতর ভেলভেট মোড়া ফাঁকটা দেখাল রানা। 'গায়েব হয়েছে এক ফাইল মরফিন।'

দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে রানার ঘুম ভাঙাল ওয়েন। তাকে নিয়ে মেইন কেবিনে চলে এল ও। অয়েল স্টোভে এখনও পট চাপানো রয়েছে, হিউমের হাতে একটা কাপ। ভেতরে ঢুকে সামনের দরজার দিকে এগোল রানা। অবাক হয়ে লক্ষ করল, বাতাসের তীব্রতা অনেক কমে গেছে, তুষারপাতও প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। সোর-হামনার প্রবেশমুখের ওপর দু'একটা তারার ঝিলিকও দেখতে পেল বলে সন্দেহ হলো ওর। তবে ঠাণ্ডা যেন আগের চেয়ে বেড়েছে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ওয়েনের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল ও।

'আপনার কথা শুনে খুব উৎসাহ বোধ করছি, বস্,' বলল ওয়েন। 'এত জোর দিয়ে কি করে বলছেন যে ওই পাঁচজন···।' হাই তুলে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নেকটারকে মেইন কেবিনে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল সে। নেকটার লোকটা রোগা-পাতলা, তার চলাফেরায় আড়ষ্ট একটা ভাব আছে, মাথায় লম্বা চুল।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওকে তোমার ভাড়াটে অস্ত্র বলে মনে হয়?'

'গিটারের সাহায্যে হাঙ্গামা বাধাবার কথা যদি বলেন, হ্যাঁ, তা সে পারবে। তাছাড়া ওর সম্পর্কে আর আমি কিছু ভাবতে পারি না।' হিউমের দিকে তাকাল ওয়েন, হাতে একটা কাপ নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'আমাদের হিরো সম্পর্কেও সেই একই কথা।'

'উনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'প্রিয় রমণীকে খোরাক সরবরাহ করতে যাচ্ছেন, আমার ধারণা। মিস এলিনাও সম্ভবত আমাদের সঙ্গে রাত জেগে পাহারায় থাকছেন।'

রাত জেগে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস আছে এলিনার, রানা জানে। এরিক কার্লসন তার মামা হলেও, এই সম্পর্কটা থেকে তার আগের রহস্যময় আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে মেয়েটা যে খারাপ কোন কাজের সঙ্গে জড়িত, রানা তা মনে করে না।

ওয়েন জিজ্ঞেস করল, 'আমার টুনহেইমে যাওয়াটা কি জরুরী, বস্?'

'তোমার সঙ্গে ব্রাখটম্যান থাকবে, তাই না? ওখানে তোমরা পৌঁছুতে পারবে কিনা সেটা নির্ভর করে আবহাওয়া আর রাস্তার অবস্থার ওপর। যদি ফিরে আসতে হয়, আমি খুশি হব, কারণ এখানে তোমাকে আমার দরকার। আর যদি পৌঁছুতে পারো, ওখানেই থেকে যেয়ো।'

'থেকে যাব? কি করে থেকে যাব, বস্? আমি তো সাহায্য চাইতে যাচ্ছি, তাই না? তাছাড়া ব্রাখটম্যানও তো ফেরার জন্যে চাপ দেবে।'

'ক্লান্তির কথা বলে যদি বিশ্রাম নিতে চাও, ওরা তোমাকে সমর্থন করবে। ব্রাখটম্যান যদি গোলমাল করে, তাকে একটা ঘরের ভেতর আটকে রেখো– ওখানকার মেট অফিসারকে আমার একটা চিঠি দেবে তুমি।'

'চিঠি? কিন্তু মেট অফিসার যদি আমার কথা না শোনেন?'

'ওখানে তুমি এমন কয়েকজন লোককে পাবে যারা তোমার অনুরোধ শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ওয়েন। 'আপনার বন্ধু-বান্ধব, বস্?'

'একদল বাংলাদেশী আবহাওয়াবিদ,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে ওখানে শুভেচ্ছা সফরে রয়েছেন। পাঁচজন। তবে আসলে তাঁরা আবহাওয়াবিদ নন।'

'স্বভাবতই,' মুখ হাঁড়ি করে বলল ওয়েন। 'আপনি দেখা যাচ্ছে, বস্, অনেক কথাই আমার কাছে গোপন করে গেছেন।'

'রাগ কোরো না, ভাই আমার। পলিসি, ওয়েন। নির্দেশ আমি সব সময় মেনে চলি, যদি বুঝি মেনে চলা দরকার। গোপন কোন কথা যদি দু'কান হয়, সেটা আর গোপন থাকে না। চিঠিটা তোমাকে ভোরের দিকে লিখে দেব, কেমন?'

'ঠিক আছে।' বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল ওয়েন। 'তাহলে বলে দিন, ওখানে গিয়ে যদি ইভনিং স্টারকে দেখতে পাই, আমার কি অবাক হওয়া উচিত হবে?'

'যেহেতু ব্যাপারটা সম্ভাবনার বাইরে নয়, অবাক না হওয়াই উচিত হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অয়েল স্টোভের দিকে এগোল ওয়েন। ইতিমধ্যে কেবিনে ফিরে এসেছে হিউম, আরও কফি ঢালছে কাপে। মিনিট দশেক বসে থাকল ওরা, কফির কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলল। তারপর হিউম আর ওয়েন চলে গেল। পরবর্তী এক ঘণ্টা কোন ঘটনা ছাড়াই পার হয়ে গেল, তবে পাঁচ মিনিট পেরুতে না পেরুতেই ঘুমিয়ে পড়েছে নেকটার। প্রয়োজন না হওয়ায় তার ঘুমে রানা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করল না। চিন্তা-ভাবনা করছে ও, ফলে সময় কাটানো সমস্যা হলো না।

প্যাসেজের একটা দরজা খুলে গেল, কেবিনে ঢুকলেন জক মুর। জানালেন, তাঁর ঘুম আসছে না। যেহেতু তিনি সন্দেহের বাইরে, সতর্ক হবার কোন কারণ দেখল না রানা। কেবিনে ঢুকে ওর পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আর বুড়ো লাগছে তাঁকে। গলার আওয়াজটাও ম্লান শোনাল।

'মহৎহৃদয় হিলার,' বললেন তিনি। 'অসুস্থ লোকজনদের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখছেন। মধ্য রাতের ডিউটিতে আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে এলাম, মি.

রানা।'

'চারটে বাজতে আর পঁচিশ মিনিট বাকি, মি. মুর,' বলল রানা।

'কথার কথা বললাম আর কি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মুর। 'ঘুম এল না, বুঝলেন। আপনার সামনে এ-মুহূর্তে একজন অস্থির লোককে দেখতে পাচ্ছেন, ডক্টর।'

'শুনে দুঃখ পেলাম, মি. মুর।'

'জক মুরের জন্যে দয়া করে কাঁদবেন না। আমার দুরবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। এমনিতেও বুড়ো হওয়া যন্ত্রণাকর। নিঃসঙ্গ বুড়ো হওয়া যে কি যন্ত্রণাময় তা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। কিন্তু তার কথা ভাবুন–নিঃসঙ্গ এক বুড়ো, যার বিবেক তাকে অনবরত কামড়াচ্ছে, তার কি অবস্থা?' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মুর। 'আজ রাতে নিজের জন্যে সাংঘাতিক দুঃখ হচ্ছে আমার, মি. রানা।'

'এই মুহূর্তে আপনার বিবেক কি করছে?'

'সবচেয়ে খারাপ কাজটা–আমাকে জাগিয়ে রেখেছে। তবে সান্ত্বনা এই যে যার যাবার সময় হয়ে এসেছে তার এত অস্থির না হলেও চলে।'

'ওপারের বার? সেই আশায় আছেন?'

'এই দুনিয়ার জক মুরকে ওই দুনিয়া সাদর আমন্ত্রণ জানাবে না। ভেতরে ঢোকার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি, মাই বয়।' হাসলেন ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর দু'চোখে বিষাদের ছায়া। 'মুশকিল হলো, যাবার সময় যে এখান থেকে দু'একটা বোতল নিয়ে যাব সে উপায়ও নেই।'

এরপর চুপ করে গেলেন তিনি, চোখ বুজে বসে থাকলেন। রানা ভাবল, ভদ্রলোক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়ছেন। যদিও একটু পর আবার নড়ে উঠলেন, কেশে গলা পরিষ্কার করে, বললেন, 'সব সময় দেরি হয়ে যায়। সব সময়।'

'কি সব সময় দেরি হয়ে যায়, মি. মুর?'

'উপলব্ধি করতে বা ক্ষমা চাইতে। যার দিকে তাকিয়ে আছেন আপনি সে যদি মরা একটা মানুষ হয় তাহলে আপনার মনে শান্তি থাকে কি করে, বলুন?' দাঁড়ালেন তিনি, মনে হলো দাঁড়াতে অনেক কষ্ট হলো তাঁর। 'তবে এখনও সামান্য কিছু উদ্ধার করার সময় আছে। এই মুহূর্তে দুর্ভাগা জক মুর এমন একটা কাজ করতে যাচ্ছে যা তার অনেক বছর আগেই করা উচিত ছিল। তবে তার আগে খানিকটা শক্তি দরকার আমার, প্রাচীন হাড়ে যাতে জোর পাই। সংক্ষেপে, মি. রানা, বলতে পারেন স্কচ কোথায় রাখা হয়েছে?'

'স্কচ সম্ভবত মি. গোলডা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।'

'খুব দয়ালু মানুষ উনি, আমাদের মি. গোলডা। যদিও খানিকটা কৃপণ তাকে আপনি বলতে পারেন। তবে চিন্তার কিছু নেই, স্টোররুমে যথেষ্ট আছে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন মুর, রানা তাঁকে বাধা দিল। 'এরকম বোকামি করলে একদিন দেখা যাবে বাইরে বেরিয়ে বসে পড়েছেন, তারপর ঠাণ্ডায় জমে মারা গেছেন। বাইরে যাবার কোন দরকার নেই, আমার কিউবিকলে একটা বোতল আছে। আপনি চোখ খোলা রেখে বসে থাকুন, নিয়ে আসছি আমি।'

ভদ্রলোক চোখ খোলা রাখলেন কি রাখলেন না, তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বোতলটা নিয়ে ফিরে এল রানা। কিউবিকলে ওয়েনকে ঘুমাতে দেখে এসেছে ও, ওর সাড়া পেয়েও নড়েনি।

বোতলটা থেকে নিজের গ্লাসে স্কচ ঢেলে ঘন ঘন চুমুক দিলেন জক মুর। বোতলটার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ফিরে এসে শেষ করা যাবে। আগে কাজটা সেরে আসি।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। এত রাতে জরুরী কি কাজ থাকতে পারে তাঁর ভেবে পেল না ও।

'মোনাকার কাছে আমার ঋণের কোন শেষ নেই। আমার ইচ্ছে…।'

'মিস মোনাকার কাছে আপনি ঋণী?' রানা বিস্মিত। 'কিন্তু আপনি তো তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না!'

'সাংঘাতিক ঋণী,' জোর দিয়ে বললেন তিনি। 'আমার ইচ্ছে হিসাবটা এবার চুকিয়ে ফেলি। কি বলছি বুঝতে পারছেন?'

'না। চারটে বাজতে বাইশ মিনিট বাকি। জরুরী কাজটা এত বছর যখন করেননি, আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে অসুবিধে নেই। তাছাড়া, মিস মোনাকা অসুস্থ। তিনি ঘুমাচ্ছেন। তাঁর ডাক্তার হিসেবে বলছি, আপনি তাকে বিরক্ত করতে পারেন না।'

'কিন্তু আরও কয়েক ঘণ্টা পর অনেক দেরি হয়ে যাবে, ডক্টর। ঋণ শোধ করব বলে এতদিন ধরে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি আমি, এখন সেই মুহূর্ত উপস্থিত। এখনই যদি কাজটা সারা না যায়, অনেক দেরি হয়ে যাবে। আর কতক্ষণ ঘুমাবে সে, বলতে পারেন? আপনি কি তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কখন ঘুম ভাঙবে বলা সম্ভব নয়। চার ঘণ্টা পরও ভাঙতে পারে, আবার ছ'ঘণ্টা পরও। ঘুমের ওষুধ এক-একজনের বেলায় এক-এক রকম কাজ করে।'

'তাহলেই বুঝুন! বেচারি মোনাকা হয়তো সারারাত জেগে আছে, ছটফট করছে বিছানায়। কাউকে দেখে হয়তো খুশিই হবে সে, কথা বলার মত একজন লোক পাবে। তবে বুড়ো জক মুরকে দেখে নয়, জানা কথা। আচ্ছা, আপনি কি ভুলে গেছেন, তাকে ঘুমের ওষুধ দেয়ার পর প্রায় বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে?'

সত্যি ভুলে গিয়েছিল রানা। তবে মনে আছে জক মুরের সঙ্গে মোনাকার সম্পর্ক ক'দিন থেকেই বিরক্ত করছে ওকে। মোনাকাকে কি বলতে চান মুর, জানতে পারলে ওদেরকে ঘিরে যে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে তার দু'একটা জট খুললেও খুলতে পারে। 'তারচেয়ে আমি গিয়ে দেখে আসি কেমন আছেন তিনি। যদি দেখি জেগে আছেন, কথা বলতে পারবেন, তাহলে আপনাকে যেতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলেন মুর। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। নক না করে মোনাকার কিউবিকলে ঢুকল ও। অয়েল ল্যাম্প জ্বলছে, মোনাকাও জেগে। শরীরটা চাদরের তলায় টান টান, বাইরে বেরিয়ে রয়েছে শুধু মুখ। চেহারা ধসে গেছে, সবুজ চোখ ঘষা কাঁচের মত লাগল। রানাকে ঢুকতে দেখে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে

তাকাল । একটা টুলে বসল রানা । নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অন্য দিকে তাকাল মোনাকা ।

'আশা করি ভাল ঘুম হয়েছে আপনার, মিস মোনাকা,' বলল রানা । 'এখন কেমন লাগছে?'

'আপনি কি এরকম ভোর রাতে রোগীর খবর নিতে আসেন?' চোখের মতই ম্লান তার গলা ।

'সাধারণত আসি না । তবে আজ রাতে পালা করে পাহারা দিচ্ছি আমরা, ঘটনাচক্রে এই মুহূর্তে আমার পালা চলছে । আপনার কি কিছু দরকার?'

'না । আপনি জানতে পেরেছেন কে আমার স্বামীকে খুন করল?'

মোনাকা এত বেশি শান্ত, রানার সন্দেহ হলো এটা আবার হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হবার পূর্ব-লক্ষণ কিনা । 'না । আপনার প্রশ্ন থেকে কি তাহলে আমি ধরে নেব, মিস মোনাকা, এখন আর আপনি মি. হুপারকে দায়ী বলে মনে করেন না?'

'মনে করি না, না । ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে আছি এখানে । ভাবছি ।' চেহারা ও গলার সুর ম্লান, এখনও মোনাকা ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি । 'সে দায়ী নয় । যে-ই দায়ী হোক, আপনি তাকে খুঁজে বের করতে পারবেন, তাই না? মি. রানা, লোকে খারাপ মনে করলেও, মিখায়েল আসলে ততটা খারাপ মানুষ ছিল না । সত্যি বলছি ।' এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল তার চেহারায় । 'সে যে খুব ভাল লোক ছিল, খুব দয়ালু ছিল, ভদ্র ছিল, তা আমি বলছি না । তবে আমার জন্যে ভালই ছিল সে ।'

'হুম ।' রানা এমন ভাব দেখাল যেন মোনাকার কথা বুঝতে পারছে, যদিও সবটুকুর অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার নয় । 'আশা করি দায়ী লোকটাকে আমরা চিনতে পারব । এ-ব্যাপারে কাজে লাগতে পারে এমন কিছু বলার আছে আপনার?'

'আমার আইডিয়ার তেমন কোন দাম নেই, ডক্টর । এই মুহূর্তে আমার চিন্তা-ভাবনাও পরিষ্কার নয় ।'

'কিছুক্ষণ গল্প করতে পারবেন, মিস মোনাকা? নাকি খুব ক্লান্ত বোধ করছেন?'

'গল্পই তো করছি ।'

'আমার সঙ্গে নয় । মি. মুরের সঙ্গে । তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন ।'

'আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন?' কৃত্রিম বিস্ময়? হতে পারে । তবে সত্যিও হতে পারে । 'কিন্তু কেন? আমার সঙ্গে তাঁর কি কথা?'

'তা বলতে পারব না । বোধহয় ডাক্তারদের উনি বিশ্বাস করতে পারেন না । তবে তাঁর কথা শুনে মনে হলো, আপনার ওপর ভয়ানক কোন অন্যায় করেছেন, হঠাৎ খেয়াল হয়েছে এখুনি সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করা দরকার ।'

'জক মুর দুঃখ প্রকাশ করবেন?' এবার মোনাকার চেহারায় নির্ভেজাল বিস্ময় ফুটে উঠল । 'কি বলছেন আপনি, ডক্টর? আমার কাছে? ক্ষমা চাইবেন? না, আমার কাছে নয় ।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব ।'

নিজের বিস্ময় গোপন করে মেইন কেবিনে ফিরে এল রানা । ওর মতই বিস্মিত জক মুরকে জানাল, মোনাকা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে । কেবিন থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে গেলেন তিনি, তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা । মোনাকার কিউবিকলে ঢুকলেন, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজা । ঘাড় ফিরিয়ে নেকটারের দিকে তাকাল রানা । সে যেন আগের চেয়েও গভীর ঘুমে অচেতন, মুখে হাসি হাসি ভাব, সম্ভবত কোন গোল্ডেন ডিস্ক-এর স্বপ্ন দেখছে ।

নিঃশব্দ পায়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, কান পাতল মোনাকার দরজায় । বন্ধ দরজা, অস্পষ্ট আওয়াজ ঢুকল কানে, বোঝা গেল না কি কথাবার্তা হচ্ছে । নিচু হলো ও, কান ঠেকাল কী-হোলে ।

'আপনি!' মোনাকার গলা । 'আপনি! আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছেন! এত থাকতে আপনি!'

'আমি, লক্ষ্মী সোনা, আমি । এত বছর পর, এতগুলো বছর পর ।' জক মুরের গলা খাদে নেমে যাওয়ায় পরবর্তী কথাগুলো রানা শুনতে পেল না । তারপর তিনি বললেন, 'অতি জঘন্য, ক্ষমার অযোগ্য নিষ্ঠুরতা, সারাটা জীবন তার প্রতি বুকে ঘৃণা পুষে রাখা…,' থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর আবার বললেন, 'ক্ষমা করতে পারি না, চেষ্টা করেও ক্ষমা করতে পারি না । জানি, কোন মানুষ পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না, সে-ও হয়তো অত খারাপ ছিল না, কিন্তু পাপ পাপই, মোনাকা… ।'

'মি. মুর!' মোনাকার গলায় তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ । 'আমি জানি, আমার স্বামী দেবতা ছিল না, তবে এ-ও জানি যে তাকে শয়তানও বলা যাবে না ।'

'বুঝি, লক্ষ্মী সোনা, আমি তা বুঝি । আমি শুধু বলতে চাইছি… ।'

'আপনি আমার কথা শুনবেন? মি. মুর, সে রাতে মিখায়েল গাড়িটায় ছিল না । ওই গাড়ির কাছাকাছিও যায়নি সে ।'

উত্তরটা শোনার জন্যে কান খাড়া করল রানা, কিন্তু উত্তর এল না ।

আবার মোনাকারই গলা ভেসে এল । 'গাড়িটায় আমিও ছিলাম না, মি. মুর ।'

এরপর নিস্তব্ধতা দীর্ঘতর হতে থাকল । অনেকক্ষণ পর জক মুর কথা বললেন, কিন্তু এত নিচু গলায় যে কোন রকমে শুনতে পেল রানা । 'কিন্তু আমাকে অন্য কথা বলা হয়েছিল ।'

'জানি কি বলা হয়েছিল, মি. মুর । গাড়িটা আমারই ছিল, সত্যি । কিন্তু আমি চালাচ্ছিলাম না । আমি বা মিখায়েল, দু'জনের কেউ না ।'

'কিন্তু…তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না যে আমার মেয়েরা সেই রাতে…কি বলব, অসহায় ছিল? অসহায় ছিলে তুমিও? আর তাদের ওই অবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী ছিলে?'

'কিছুই আমি অস্বীকার করছি না । সেই রাতে সবাই আমরা অতিরিক্ত হুইস্কি খেয়েছিলাম…সেজন্যেই তারপর থেকে আমি আর মদ ছুঁই না, মি. মুর । তবে ঘটনাটার জন্যে কে দায়ী তা আমি জানি না । শুধু জানি, আমি বা মিখায়েল একবারও বাড়ি থেকে বেরোইনি । গুড গড, এতদিন পর, মিখায়েল মারা যাবার পর, এ-সব কথা আপনাকে আমার ব্যাখ্যা করতে হবে?'

'না, না, দরকার নেই। কিন্তু তাহলে কে? কে সেদিন তোমার গাড়িটা চালাচ্ছিল?'

'অন্য দু'জন। দু'জন লোক।'

'দু'জন লোক। এতগুলো বছর ধরে তুমি তাদেরকে রক্ষা করছ?'

'রক্ষা করছি? না, রক্ষা করছি বলা ঠিক নয়। অন্তত রক্ষা করার জন্যে রক্ষা করছি না। মানে, বলতে চাইছি, আমাদের অন্য একটা স্বার্থ থাকায় চুপ করে থাকতে হয়েছে। সবাই খুব ভাল করেই জানে যে আমি আর মিখায়েল…কি বলব, ক্রিমিন্যাল ছিলাম, তবে সব সময় আমাদের নজর ছিল আসল সুযোগটা কখন আসবে…।'

'দু'জন লোক,' বিড়বিড় করছেন জক মুর, যেন মোনাকার কথা তিনি শুনতেই পাননি। 'দু'জন লোক। নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে চেনো।'

কিছুক্ষণ পর শান্ত গলায় মোনাকা বলল, 'হ্যাঁ, চিনি বৈকি।'

এরপর কি বলা হয় শোনার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা, এমন সময় কর্কশ একটা গলা ঢুকল কানে। 'জানতে পারি, এখানে আপনি কি করছেন, স্যার?'

ঝট করে সিধে হলো রানা, প্রকাণ্ড নোঙর আকৃতির শরীরটা দেখে চিনতে পারল ফন গোলডাকে, ঝুলে আছেন ওর ওপর। তাঁর হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকানো, চেহারা টকটকে লাল, চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে। 'আপনাকে দেখে আপসেট লাগছে, মি. গোলডা,' বলল ও। 'সত্যি কথা বলতে কি, এখানে আমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনতে চেষ্টা করছিলাম।' হাত দিয়ে ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়ল রানা, যদিও কোথাও ধুলো লেগে আছে কিনা জানে না। 'ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'আমি আপনার ব্যাখ্যা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি,' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠলেন ফন গোলডা।

'বলেছি ব্যাখ্যা করতে পারি। পারি, মি. গোলডা। তারমানে এই নয় যে ব্যাখ্যা করতে চাই। এবার বলুন, আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমি কি করছি? আমি কি করছি?' রাগে কাঁপছেন তিনি। ভাষা ফিরে পেতে কয়েক সেকেণ্ড সময় নিলেন। 'আপনার স্পর্ধা দেখে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি, স্যার! আমি পাহারা দিতে যাচ্ছিলাম। প্রশ্ন করব আমি–আমার মেয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে কি করছিলেন আপনি? কী-হোলে চোখ না রেখে কান চেপে রেখেছিলেন, ব্যাপারটা কি?'

'কারণটা হলো, দেখার কিছু নেই আমার,' বলল রানা। 'মিস মোনাকা আমার রোগী, তাঁকে আমার দেখতে ইচ্ছে হলে স্রেফ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে পারি। বেশ, ঠিক আছে, আপনি যখন পাহারা দিতে যাচ্ছেন, আমি তাহলে শুয়ে পড়ি গে। রাত জেগে ক্লান্ত লাগছে।'

'শুয়ে পড়বেন? শুয়ে পড়বেন? বাই গড, কসম খেয়ে বলছি, মি. রানা, এর জন্যে পস্তাতে হবে আপনাকে! জানতে পারি, আমার মেয়ের সঙ্গে কে আছে?'

'মি. জক মুর।'

'মুর!' হাঁ হয়ে গেলেন ফন গোলডা। 'সে কি করছে ওখানে! সরে দাঁড়ান, স্যার! আমাকে ঢুকতে দিন!'

রানা তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। 'না, আপনার জায়গায় আমি হলে এই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকতাম না। ভেতরে এখন ওরা খুবই তিক্ত বা করুণ বিষয়ে আলাপ করছেন। ফিরে গেছেন, বলা ভাল ডুবে গেছেন, সুদূর অতীতে।'

'হোয়াট দা ডেভিল ডু ইউ মীন? তারমানে কি আড়ি পেতে আপনি ওদের কথা শুনেছেন? আপনি বলতে চাইছেন…?'

'আপনাকে আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তবে আপনি বোধহয় আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সেই কার অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা বলবেন কি? আমার ধারণা, ঘটনাটা নিশ্চয়ই ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘটেছিল। অনেক দিন আগের কথা। সেই কার অ্যাক্সিডেন্টে, আমার ধারণা, মি. মুরের স্ত্রী আর ওদের দুই তরুণী মেয়ে মারা গিয়েছিল। ঠিক কিনা?'

সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় মড়ার মত কুৎসিত হয়ে উঠল চেহারা, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে ফন গোলডা জিজ্ঞেস করলেন, 'কার অ্যাক্সিডেন্ট? কি বলতে চান আপনি, স্যার?'

'জানি না কি বলতে চাই। সেজন্যেই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। শুনলাম মি. মুর একটা কার অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছেন, যে অ্যাক্সিডেন্টে তাঁর পরিবারের সবাই মারা যায়। তাঁর কথা শুনে মনে হলো, ঘটনাটা সম্পর্কে আপনার মেয়ে জানে। আমার ধারণা, আপনিও জানেন।'

'সে কি বলছে আমার কোন ধারণা নেই। আপনি কি বলছেন সে-সম্পর্কেও আমার কোন ধারণা নেই।' হঠাৎ ঘুরলেন ফন গোলডা, বিশাল কাঠামো নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে মেইন কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর পিছু নিয়ে রানাও ঢুকল, চলে এল বাইরের দরজার সামনে। এখন আর সন্দেহ নেই ওয়েনকে অভিযানে বেরুতে হবে। ঠাণ্ডা আগের মতই প্রচণ্ড হলেও তুষারপাত থেমে গেছে, নিস্তেজ হয়ে গেছে বাতাসও। দরজা টপকে বেরিয়ে এল রানা, এক পা দু'পা করে খানিকটা এগোল। পরিষ্কার আকাশে আধখানা চাঁদ উঠে আসছে।

কেবিনে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করল ও। জক মুরকে দেখা গেল, কেবিন হয়ে নিজের কিউবিকলের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। এলোমেলো পা ফেলছেন ভদ্রলোক, যেন চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। রানাকে পাশ কাটালেন তিনি। তাঁর চোখে পানি দেখা গেল। কেন তিনি কাঁদছেন জানতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখুনি তা জানার কোন উপায় নেই। ছোট টেবিলে রেখে যাওয়া স্কচের বোতলটার দিকে একবারও তিনি তাকালেন না। বোতলটার সামনে বসে রয়েছেন ফন গোলডা, এমন কি তাঁর দিকেও একবার তাকালেন না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, ফন গোলডাও মুখ তুললেন না। রানার ধারণা ছিল, জক মুরকে দেখামাত্র জেরা শুরু করবেন তিনি। কিন্তু না, ইতিমধ্যে তাঁর মেজাজ অনেক বদলে গেছে।

নেকটরের দিকে এগোল রানা, তার ঘুম ভাঙানো দরকার। এই সময় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন ফন গোলডা, কেবিন থেকে বেরিয়ে এগোলেন তাঁর মেয়ের কিউবিকলের দিকে। ইতস্তত না করে আবার তাঁকে অনুসরণ করল রানা। ফন

গোলডা তাঁর মেয়ের কিউবিকলে ঢুকলেন, ও দাঁড়াল সেই আগের জায়গায়, দরজার বাইরে।

'কি বলছিলি তুই? কি বলছিলি? কার অ্যাক্সিডেন্ট? কার অ্যাক্সিডেন্ট? মিথ্যে কথা বলছিলি মুরকে? তুই তো একটা কুৎসিত রাক্ষসী…ব্ল্যাকমেইলার! তুই তো…!'

'বেরোও, বেরিয়ে যাও!' চিৎকার করল মোনাকা। 'আমাকে একা থাকতে দাও, শয়তান বুড়ো। কি, এখনও দাঁড়িয়ে আছ? বেরিয়ে যাও, দূর হও আমার সামনে থেকে।'

কবাট আর চৌকাঠের ফাঁকে আরও জোরে কান চেপে ধরল রানা।

'বাই গড, এ আমি মেনে নেব না! আমার নিজের মেয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে, এ আর আমি সহ্য করতে রাজি নই।' ফন গোলডার মনে নেই নিচু গলায় কথা বলা উচিত তাঁর। 'সেই অপদার্থ আর তুই আমাকে যথেষ্ট শোষণ করেছিস, আর নয়! বল কি বলেছিস…?'

'মিখায়েলকে তুমি গাল দিচ্ছ?' মোনাকার কণ্ঠস্বর হঠাৎ এত শান্ত হয়ে উঠল যে শুনে রানার গা শিরশির করে উঠল। 'মরে পড়ে আছে লোকটা, আর তুমি তাকে গাল দিচ্ছ? মরে পড়ে আছে…তাকে খুন করা হয়েছে। আমার স্বামীকে খুন করা হয়েছে। বেশ, প্রিয় জন্মদাতা, তুমি জানো না এমন একটা কথা শোনাই তাহলে তোমাকে। মিখায়েল তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করত, তাই না? তোমার ধারণা তোমাকে তার ব্ল্যাকমেইল করার কারণটা আমি জানি না। তুমি ভুল জানো, প্রিয় জন্মদাতা! আমি জানি!'

ফন গোলডা কথা বললেন না। সম্ভবত ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিচ্ছেন।

'জানি যখন, এরিক কার্লসনকে তাহলে বলে দিই, প্রিয় জন্মদাতা?'

'তুই একটা সাপ! একটা বিষাক্ত সাপ!' গলা শুনে মনে হলো ফন গোলডা নিজের গলা টিপে ধরেছেন।

'বিষাক্ত সাপ? আমি?' খিলখিল করে হেসে উঠল মোনাকা। 'তোমার মুখে কথাটা মানাল না, ডিয়ার ফাদার! নিশ্চয়ই তোমার উনিশশো আটত্রিশ সালের কথা মনে আছে? আমার যখন মনে আছে, তোমার মনে না থাকার কোন কারণ নেই। বেচারা কার্লসন পালাচ্ছেন…পালাচ্ছেন…পালাচ্ছেন, কিন্তু সারাক্ষণ তিনি উল্টো দিকে ছুটছেন। বেচারা কার্লসন কাকা। কাকা বলতে তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে, মনে পড়ে? মনে পড়ে, ড্যাডি ডিয়ার? কার্লসন কাকা।'

দরজার সামনে থেকে সরে এল রানা। যতটুকু দরকার ছিল শোনা হয়ে গেছে বলে নয় শুধু, ওর মনে হলো আলোচনাটা আর বেশি দূর এগোবে না। তাছাড়া, ফন গোলডা মেয়ের দরজার সামনে ওকে দ্বিতীয়বার দেখতে পেলে পরিস্থিতিটা হয়ে উঠবে বিব্রতকর।

এদিকে ব্রাড ফার্গুসন যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে তার কিউবিকল থেকে, কারণ পাহারায় আসার সময় হয়ে এসেছে তার। পাহারায় ফন গোলডার সঙ্গী হবে সে।

নেকটারের কাছে ফিরে এল রানা, তবে তার ঘুম ভাঙাল না। আবার ঘুমাও, এ-কথা বলার জন্যে কারও ঘুম ভাঙানো উচিত নয়। গ্লাসে সামান্য স্কচ ঢেলে চুমুক দিয়েছে মাত্র, নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল কানে। 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!' তারপর দেখল, মেয়ের কিউবিকল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন ফন গোলডা। কেবিনে ঢুকলেন, ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন বোতলটা। বোতল থেকে সরাসরি খেলেন তিনি, ঢক ঢক আওয়াজ তুলে। হাত কাঁপছে, খানিকটা স্কচ তাঁর গলা আর কাপড়চোপড় ভিজিয়ে দিল।

'কাজটা আপনি অন্যায় করলেন, মি. গোলডা,' তিরস্কারের সুরে বলল রানা। 'এভাবে নিজের মেয়েকে আপসেট করা আপনার উচিত হয়নি। বেচারি সত্যি অসুস্থ, এখন তাঁর স্নেহ আর আদর দরকার!'

'আদর দরকার? জেসাস!' ঢকঢক করে আরও খানিকটা স্কচ খেলেন ফন গোলডা। তারপর একটা টুলে বসলেন তিনি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস। চেহারাও শান্ত হয়ে এল। যেন মনে হলো চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যখন কথা বললেন, গলা শুনে মনে হলো না মাত্র কয়েক মিনিট আগে আক্রোশ আর ঘৃণায় এই মানুষটাই থরথর করে কাঁপছিলেন। 'যতটুকু খেয়াল রাখা উচিত ছিল ততটুকু খেয়াল হয়তো সত্যি আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে মেয়ে তার বাপের সঙ্গে উন্মাদের মত আচরণ করবে? অ্যাকট্রেস টেমপারামেন্ট, ইউ নো। বলতে বাধ্য হচ্ছি, ডক্টর রানা, আপনার ঘুমের ওষুধ খুব একটা কাজ দেয়নি।'

'ঘুমের ওষুধ কার বেলায় কি রকম কাজ করবে বলা কঠিন, মি. গোলডা।'

'না-না, আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না,' তাড়াতাড়ি বললেন ফন গোলডা। 'আদর। স্নেহ। বুঝি, বুঝি বৈকি। কিন্তু খানিকটা বিশ্রাম, খানিকটা গভীর ঘুম আরও বেশি দরকার এই মুহূর্তে। আপনি কি বলেন, আরও এক ডোজ ঘুমের ওষুধ দিলে কেমন হয়? আরও জোরাল কিছু? নিশ্চয়ই তাতে কোন বিপদের ভয় নেই?'

'না। বিপদের ভয় থাকবে কেন। কিন্তু আপনার মেয়ে অত্যন্ত জেদি, যদি ওষুধ খেতে না চান?'

'হাহ্, জেদি! আপনি অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারেন।' তারপর মনে হলো ফন গোলডা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন মেঝের দিকে।

ঘুম জড়ানো চোখ ডলতে ডলতে কেবিনে ঢুকল ফার্গুসন। নেকটারের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল সে। 'আরে, ভাই, উঠে পড়ুন! এই আপনি পাহারা দিচ্ছেন? শুনুন, আপনার পালা শেষ হয়ে গেছে। যান, নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমান।' বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল নেকটার, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল, এলোমেলো পা ফেলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

'ঘুমাচ্ছিল ঘুমাত,' বলল রানা। 'একটু পরই তো আবার তাকে জাগতে হবে।'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে আমার দরকার,' বললেন ফন গোলডা। 'আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেলে চাঁদের আলো পাব আমরা। শূটিঙের জন্যে যার যেখানে

যাবার কথা, সবাই রওনা হয়ে যাবে।' করিডরের দিকে তাকালেন তিনি। 'ডক্টর, একবার চেষ্টা করে দেখবেন না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। মোনাকার কিউবিকলে ঢুকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে কারও চেহারা এতটা বদলে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কেউ জানে না মোনাকার বয়স কত, তবে এখন তাকে দেখে প্রায় বৃদ্ধা মনে হচ্ছে। নিঃশব্দে কাঁদছে সে। চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে গাল, ভিজে যাচ্ছে বালিশ। মেয়েটার জন্যে করুণা জাগল ওর মনে, ইচ্ছে হলো সান্ত্বনা দেয়। বলল, 'আপনার এখন ঘুমানো দরকার।'

'কেন?' মোনাকার হাত দুটো এমন শক্ত হয়ে আছে, আঙুলের ডগায় রক্ত না থাকায় ধবধবে সাদা লাগছে দেখতে। 'একটু পরই তো আবার আমাকে জাগতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা হবে,' বলল রানা। 'তবে দু'ঘণ্টা পর। খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল লাগবে আপনার।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম,' বলল মোনাকা। কান্নার মধ্যে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'এমন ওষুধ দিন, ঘুমটা যেন লম্বা হয়।'

কাজেই, বোকার মত, মোনাকার জন্যে লম্বা ঘুমেরই ব্যবস্থা করল রানা। আরও বোকামি করল নিজের কিউবিকলে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে।

ছয়

রানার ঘুম ভাঙল চার ঘণ্টা পর। ইতিমধ্যে কেবিন প্রায় খালি হয়ে গেছে। কথামত নিজের লোকজনদের শূটিঙের কাজে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফন গোলডা, তিনি বা তাঁর লোকজন ওর ঘুম ভাঙাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজকের দিনে একমাত্র ওরই কোন কাজ নেই।

মেইন কেবিনে হিউম ছাড়া আর শুধু ফন গোলডা রয়েছেন। দু'জনেই কফি খাচ্ছেন, তবে পরনের কাপড়চোপড় দেখে বোঝা গেল এখুনি বেরিয়ে পড়বেন তাঁরাও। রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে গুড মর্নিং বলল হিউম। ফন গোলডা গুড মর্নিং না বললেও ওকে জানালেন যে তাঁর একটা দল স্নো-ক্যাট ও ক্যামেরা নিয়ে লারনার'স ওয়ে-র দিকে চলে গেছে। দলে আছে হুপার, হ্যামারহেড, কাউন্ট, ব্যারন আর পামেলা। তিনিও হিউমকে নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে যাচ্ছেন। ব্রায়ান আর তিন দেবতা তাদের সাউণ্ড-রেকর্ডিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে বোটে চড়েছে। ওয়েনের সঙ্গে টুনহেইমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে ব্রাখটম্যানও, প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে। শেষ খবরটা রানার মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিল। ভাবল, যাবার আগে ওয়েন অন্তত ওর ঘুম ভাঙাতে পারত। সবশেষে ফন গোলডা জানালেন, অপর ওঅর্ক-বোট নিয়ে রওনা হয়েছেন কার্লসন, সঙ্গে আছে ফার্গুসন। কার্লসনের সঙ্গে তাঁর হ্যাণ্ড-ক্যামেরা আছে। ভাল লোকেশনের খোঁজে গেছেন তিনি। তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন ক্লার্ক বিশপ, ব্রাখটম্যানের অনুপস্থিতিতে।

টুল ছেড়ে দাঁড়ালেন ফন গোলডা, শেষ চুমুক দিয়ে খালি করলেন হাতের কাপ। 'আমার মেয়ে সম্পর্কে, ডক্টর রানা,' বললেন তিনি।

'উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।' আসলে তার আর সুস্থ হবার কোন আশা নেই।

'রওনা হবার আগে আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

রানা কিছু বলল না।

'আপনার কোন আপত্তি নেই তো, ডক্টর?' জিজ্ঞেস করলেন ফন গোলডা। 'ডাক্তার হিসেবে?'

'না। তবে কমনসেন্স বলে তাঁকে এখন বিরক্ত না করাই ভাল। আপনার মেয়েকে কড়া ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। আপনি তাঁকে ধরে ঝাঁকালেও ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু···।'

'দু'তিন ঘণ্টা পর, মি. গোলডা। আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ না করেন, জিজ্ঞেস করার দরকার কি?'

'মানলাম, মেনে নিলাম। তাহলে ঘুমাক সে।' বাইরের দরজার দিকে এগোলেন ফন গোলডা। 'আজ আপনার প্ল্যান কি, ডক্টর?'

'এখানে থাকছে কে কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি আর আপনার মেয়ে ছাড়া?'

রানার দিকে তাকালেন ফন গোলডা, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে। 'এলিনা। জক মুর। আর থাকছে এডি ও মরগান। কেন?'

'তারা কি ঘুমাচ্ছে?'

'আমি যতদূর জানি। কেন?'

'মিখায়েলকে কবর দিতে হবে না?'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো। মিখায়েল। দেখুন দেখি কাণ্ড, একদম ভুলে গেছি! সত্যিই তো, তার একটা ব্যবস্থা···।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার প্রতি আমি ঋণী হয়ে থাকলাম, ডক্টর। কি বিচ্ছিরি একটা ঘটনা। জঘন্য, অতি জঘন্য!' আবার তিনি দরজার দিকে এগোলেন, ব্যস্ত ভঙ্গিতে। 'এসো, হিউম, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ওরা চলে যেতে এক কাপ কফি খেয়ে বাইরে বেরুল রানা। ইকুইপমেন্ট শেডে ঢুকে একটা কোদাল খুঁজে নিল। তুষার ইতিমধ্যে জমাট বাঁধলেও, খুব একটা শক্ত নয়। তবে কবরটা গভীর করতে চাওয়ায় এক ঘণ্টার ওপর লেগে গেল কাজটায়। কোদালটা ইকুইপমেন্ট শেডে রেখে দ্রুত নিজের কিউবিকলে ফিরে এল কাপড় পাল্টাবার জন্যে। সকালটা খুব ঠাণ্ডা আজ, আকাশে এখনও সূর্য ওঠেনি।

পাঁচ মিনিট পর গলায় বিনকিউলার ঝুলিয়ে আবার বেরুল রানা। দশটার মত

বাজলেও, ওরা চারজন এখনও কেউ ওদের চেহারা দেখায়নি। এডি, মরগান বা জক মুরকে নিয়ে ভাবছে না ও, কারণ তিনজনই কায়িক পরিশ্রম এড়িয়ে চলে; ওকে বাইরে যেতে দেখলে ওর সঙ্গে যেতে চাইবে বলে মনে হয় না। তবে এলিনা হয়তো চাইবে, একাধিক কারণে–কৌতূহল, ঘুরে বেড়ানোর শখ, কিংবা তাকে হয়তো ওর ওপর নজর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথবা রানার সঙ্গে থাকতে পারলে নিজেকে হয়তো নিরাপদ মনে করবে। তবে রানা যাচ্ছে কার্লসনের ওপর নজর রাখার জন্যে, কাজেই এলিনাকে সঙ্গে রাখার কোন ইচ্ছে ওর নেই।

এরিক কার্লসনের ওপর নজর রাখতে হলে প্রথমে তাঁকে ওর খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু সোর-হামনার চারদিকে তাকিয়েও ষোলো ফুটী ওঅর্ক-বোটটাকে কোথাও দেখতে পেল না ও। অথচ কেবিনের সামনে থেকে গোটা বে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোন একটা দ্বীপের আড়ালে থাকতে পারে, বিনকিউলার চোখে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। কোথাও কিছু নড়ছে না। তার মানে, ধরে নিতে হয়, সোর-হামনা ছেড়ে চলে গেছেন কার্লসন।

রওনা হবার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল রানা। পুব দিকে অর্থাৎ খোলা সাগরের দিকে কার্লসন যাবেন না, কারণ ওদিকে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আছে সাগর, আর কার্লসন গভীর পানিকে ভয় পান। সোর-হামনা থেকে বেরিয়ে সম্ভবত দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বে-র দিকে গেছেন। সেদিকেই রওনা হলো ও।

বে-র কিনারা ঘেঁষে নিচু পাহাড় আর পাহাড়ের ঢালগুলোকে এড়িয়ে থাকল রানা, কারণ ওদিকে তিন দেবতাকে নিয়ে দ্বীপের বিচিত্র সব শব্দ রেকর্ড করছে ব্রায়ান।

ঢাল বেয়ে ওঠার সময় হাঁপিয়ে গেল রানা। তুষার এখনও কোথাও কোথাও জমাট বাঁধেনি, স্তূপগুলোকে এড়াতে ঘুর পথ ধরতে হলো ওকে। ভয় লাগছে ওর, কারণ তুষারে ঢাকা কোন গর্তে পড়ে গেলে খারাবি আছে কপালে। স্বভাবতই ওয়েন আর ব্রাখটম্যানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। এর চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম এলাকা পাড়ি দিতে হচ্ছে ওদেরকে।

দেড় ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করার পর পাঁচশো ফুট উঁচু একটা চূড়ায় পৌঁছুল রানা, পরবর্তী বে এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। বের আকৃতি ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত, উত্তর-পুব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত, লম্বায় এক মাইলের কিছু বেশি হবে, চওড়ায় সম্ভবত আধ মাইল। বে-র গোটা উপকূলে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর মাথা তুলে আছে।

তুষারের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল রানা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিনকিউলার তুলল চোখে। গোটা বে খালি পড়ে আছে, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছে, ঝুলে রয়েছে দক্ষিণ-পুব দিগন্তরেখার কাছে। বে-র পানিতে সী-গাল দেখল ও। উত্তরে কয়েকটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। ওর সরাসরি নিচে পাহাড়-প্রাচীর, সেগুলোর গোড়ায় কি আছে দেখার উপায় নেই। কার্লসন যদি কোন একটা দ্বীপ বা পাহাড়-প্রাচীরের আড়ালে থাকেনও, বেশিক্ষণ থাকবেন বলে মনে হয় না।

কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে রানা বলতে পারবে না। হঠাৎ খেয়াল করল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওর শরীর থরথর করে কাঁপছে। শুধু তাই নয়, হাত আর পা প্রায় সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে। আরও একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল ও। কয়েক মিনিট হলো বে-র দিকে বা উত্তর দিকে নয়, চোখে বিনকিউলার তুলে তাকিয়ে আছে দক্ষিণ দিকের পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায়। ওখানে, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে, অদ্ভুত একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। সরু একটা প্রবেশপথ বলে মনে হলো, যদিও এতটা ওপর থেকে দেখছে বলে ছায়ার মধ্যে পরিষ্কার বোঝা গেল না।

বোটটা কি ওখানে থাকতে পারে? কিন্তু না, কেন! একমাত্র লুকিয়ে থাকার দরকার হলে ওই প্রবেশপথে ঢোকার কথা ভাববে কেউ। কার্লসন লুকিয়ে থাকার কথা ভাববেন কেন?

প্রবেশপথটা আরও কিছুক্ষণ দেখার পর রানা উপলব্ধি করল, ওটাকে ভাল করে দেখতে হলে পানি পথ ধরে আসতে হবে, জমিনের ওপর দিয়ে ওখানে পৌঁছুনো এক কথায় অসম্ভব। কেউ যদি চেষ্টা করতে চায়, অন্তত দু'ঘণ্টা লাগবে ওখানে পৌঁছুতে, ততক্ষণে যদি খাড়া ঢাল থেকে পড়ে তার ঘাড় না ভাঙে। অকারণে এ ধরনের ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। ফাঁকটার ভেতর কি আছে তাই বা কে বলবে!

ধীরে ধীরে, আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়াল রানা। ফিরে আসার পথ ধরল। ঢাল বেয়ে নিচে নামছে, কাজেই আগের মত কষ্ট হচ্ছে না। তারপরও কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছুতে বেলা প্রায় একটা বেজে গেল।

কেবিনের দরজা মাত্র কয়েক ফুট দূরে, এই সময় খুলে গেল সেটা, দোরগোড়ায় দেখা গেল এলিনাকে। তাকে এক পলক দেখেই স্থির হয়ে গেল রানা, পেটের ভেতর ঠাণ্ডা আর ভারি কি যেন চেপে বসল। এলিনার চুল এলোমেলো হয়ে আছে, মুখে রক্ত নেই, চোখে ভয়। অন্ধ না হলে যে-কেউ বুঝতে পারবে কোথাও আবার ছোবল মেরেছে মৃত্যু।

'থ্যাঙ্ক গড!' কেঁদে ফেলল এলিনা। 'আপনি ফিরে এসেছেন! তাড়াতাড়ি, প্লীজ! দেখে যান কী ভয়ঙ্কর ঘটনা!'

কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল এলিনা। তার পিছু নিয়ে প্রথমে কেবিনে, তারপর কেবিন থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। মোনাকার কিউবিকল-এর দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঘটনা যে ভয়ঙ্কর তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাড়াহুড়ো করার আর কোন প্রয়োজন নেই এখন। যে যাবার সে চলে গেছে, ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই। কট থেকে পড়ে গেছে মোনাকা, মেঝেতে কাত হয়ে রয়েছে। শরীরটা কম্বলে অর্ধেক ঢাকা, পড়ে যাবার সময় ওটা সঙ্গে নিয়েই পড়েছে। বিছানার ওপর আধ খালি ও খোলা একটা বারবিচুরেট ট্যাবলেটের শিশি পড়ে রয়েছে, চাদরের ওপরও ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা ট্যাবলেট। মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটা জিন-এর বোতল, বোতলটার গলা এখনও মোনাকার মুঠোর ভেতর। সেটাও প্রায় খালি বলা যায়। ঝুঁকল রানা, মার্বেলের মত সাদা কপালে হাত ছোঁয়াল। মোনাকা অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে। ঘুমটা যেন লম্বা হয়, ওকে বলেছিল মোনাকা। এমন ওষুধ দিন,

ঘুমটা যেন লম্বা হয়।
'উনি কি...উনি...?' লাশ থাকলে মানুষ কথা বলে ফিসফিস করে।
'মরে গেছে না বেঁচে আছে দেখে বুঝতে পারো না?' প্রশ্নটা নিষ্ঠুরের মত হয়ে গেল, জানে রানা। রাগটা সামলানো কঠিন, যদিও জানে না ঠিক কার ওপর রাগ করা উচিত ওর।
'আ-আমি ওঁকে ছুঁ-ছুঁইনি...আমি...।'
'কখন দেখলে তুমি?'
'মিনিট খানেক আগে। এক মিনিট বা দু'মিনিট আগে। কিছু খাবার আর কফি বানিয়ে দেখতে এলাম...।'
'বাকি সবাই কোথায়? মি. মুর? এডি, মরগান?'
'কোথায়...আমি জানি না। ওঁরা কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন...বললেন, হাঁটতে যাচ্ছেন।'
বাইরে গেলেও, তিনজনের দু'জন অন্তত দূরে কোথাও যাবে না। এলিনাকে রানা বলল, 'ডাকো ওদের। স্টোররূমে পাবে।'
'স্টোররূমে? ওখানে কেন থাকবেন ওঁরা?'
'কারণ মি. গোলড়া ওখানেই তাঁর স্কচ রাখেন।'
বেরিয়ে গেল এলিনা। জিন আর বারবিচুরেটের বোতল একপাশে সরিয়ে রাখল রানা। এরপর মোনাকাকে বিছানার ওপর শোয়াল। মেঝেতে ফেলে রাখতে খারাপ লাগছিল ওর। সিধে হয়ে কিউবিকলের চারদিকে চোখ বুলাল একবার। কিন্তু বেমানান কিছু চোখে পড়ল না, কিছু হারিয়েছে বলেও মনে হলো না। জানালার কবাট আগের মতই বন্ধ, কাপড়চোপড় একটা চেয়ারের পিঠে নিখুঁত ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছে। ওর চোখ বারবার জিন-এর বোতলটার ওপর ফিরে আসছে। মিখায়েল তো বলেছিলই, জক মুরকে বলা মোনাকার কথা থেকেও জানে রানা অনেক বছর হলো মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। মদ খায় না অথচ ঘরে জিনের বোতল রাখবে, এ হয় না।
জক মুর ভেতরে ঢুকলেন, পিছু পিছু এল এডি আর মরগান, প্রত্যেকের হাতে গ্লাস। বোঝা গেল, সত্যি ওরা স্টোররূমে ছিল। ওদেরকে যে অবস্থাতেই পেয়ে থাকুক এলিনা, এই মুহূর্তে কেউ মাতলামি করছে না। তিনজনই শান্ত ও নির্বাক, পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে আছে লাশের দিকে। কেউ কথা বলল না।
রানা বলল, 'মি. গোলড়াকে জানানো দরকার যে তাঁর মেয়ে মারা গেছেন। উত্তরের বে-তে গেছেন তিনি। খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, স্নো-ক্যাটের দাগ অনুসরণ করলেই হবে। সবাই একসঙ্গে যান আপনারা।'
'গড লাভ আস অল,' বিড়বিড় করে বললেন জক মুর। 'হায় মোনাকা। হায় বেচারি। প্রথমে ওর মনের মানুষ, তারপর ও নিজে। এর শেষ কোথায়, ডক্টর?'
'জানি না, মি. মুর। মি. গোলড়াকে খুঁজতে গিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনার দরকার নেই। এর ওপর একজন হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে সামলানো যাবে না।'

'বেচারি মোনাকা,' এখনও বিড়বিড় করছেন জক মুর। 'কিন্তু মি. গোলড়াকে কি বলব আমরা? কিভাবে মরল তাঁর মেয়ে? অ্যালকোহল আর স্লিপিং ট্যাবলেট, ভয়ঙ্কর একটা কমবিনেশন, তাই না?'
'হ্যাঁ, ক্ষেত্র বিশেষে।'
পরস্পরের দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল ওরা, তারপর কিউবিকল থেকে বেরিয়ে গেল। এলিনা জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি করব?'
'এখানেই থাকো।' গলার কর্কশ আওয়াজে রানা নিজে যেমন বিস্মিত হলো, তেমনি এলিনাও। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'
হাতে একটা তোয়ালে আর একটা রুমাল নিল রানা, তোয়ালে দিয়ে জিনের বোতলটা জড়াল, বারবিচুরেটের শিশিটাকে রুমাল দিয়ে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল বিস্ফারিত চোখে ওর কাজগুলো লক্ষ করছে এলিনা। বিস্মিত হয়েছে বা ভয় পেয়েছে, নাকি দুটোই?
এরপর লাশটা পরীক্ষা করল রানা। বিশেষ করে দেখার ইচ্ছে গায়ে কোন জখমের চিহ্ন আছে কিনা। দেখার বেশি কিছু নেই, কারণ গায়ে কম্বল জড়িয়ে বিছানায় থাকলেও মোনাকার পরনে পারকা আর ফার ট্রাউজার রয়েছে। বেশিক্ষণ পরীক্ষা করার দরকার হলো না। হাতছানি দিয়ে এলিনাকে কাছে ডাকল ও, মোনাকার ঘাড়ের চুল সরিয়ে আঙুল তাক করল খুদে একটা ফুটোর ওপর। শুকনো ঠোঁটে জিভের ডগা বুলিয়ে রানার দিকে তাকাল এলিনা।
'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'খুন করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে তোমার কি অনুভূতি, এলিনা ডার্লিং?' সম্বোধনটা আদুরে হলেও সুরটা নয়।
'খুন করা হয়েছে!' ফিসফিস করল এলিনা। 'খুন করা হয়েছে!' কাপড়ে জড়ানো বোতলগুলোর দিকে তাকাল সে, আবার ঠোঁট ভেজাল, ভাব দেখে মনে হলো যেন কথা বলতে যাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারল না।
'পেটে খানিকটা জিনও পাওয়া যেতে পারে,' বলল রানা। 'কিছুটা বারবিচুরেটও হয়তো আছে। যদিও আমার সন্দেহ আছে, কারণ অচেতন কোন মানুষকে কিছু গেলানো খুব কঠিন। বোতলটায় বা শিশিটায় আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না, কারণ ছাপ মুছে ফেলা যায়। কিন্তু ধরো বোতলটায় যদি শুধু মোনাকার তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়? সেক্ষেত্রে আমার মন্তব্য হবে, দু'আঙুলে ধরে কেউ একটা জিনের বোতল প্রায় খালি করতে পারে না।' মোনাকার ঘাড়ের ওপর ক্ষুদ্র বিন্দুটা যেন জাদু করেছে এলিনাকে, সেটার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। 'সঠিক বলতে পারব না, তবে আমার ধারণা বেশি মাত্রায় মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে তাঁকে। এ-ব্যাপারে তোমার অনুভূতি কি, এলিনা ডিয়ার?'
রানার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল এলিনা। 'কথাটা আপনি আমাকে দু'বার বললেন। কেন বলুন তো?'
'কারণ মোনাকার মৃত্যুতে তোমারও ভূমিকা আছে। বিশ্বাস করো, এ-সব ব্যাপার আমি খুব ভাল বুঝি। আত্মহত্যার মত করে সাজানো হয়েছে বটে, কিন্তু আমি জানি মোনাকা মদ খেতেন না। আমি শুনতে চাই এ-ব্যাপারে কি বলার

আছে তোমার?'

'আমি তাঁকে খুন করিনি! ওহ্ গড, আমি না, আমি না!'

'সেই সঙ্গে ভয় পাচ্ছি মি. ওয়েনের মৃত্যুতেও তোমার ভূমিকা আছে কিনা ভেবে,' কর্কশ সুরে বলল রানা। 'তিনি যদি ফিরে না আসেন, হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার জন্যে তোমাকেও দায়ী করা হবে।'

'মি. ওয়েন!' এলিনার বিস্ময় নির্ভেজাল, তবে রানা এখনও অটল। এলিনা আবার বলল, 'আপন গড, আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

'তা পারবে কেন! মি. গোলডা আর মি. কার্লসনের মধ্যে কি ব্যাপার চলছে, এ-প্রশ্ন করলেও আমার কথা তুমি না বুঝতে পারার ভান করবে। যদি জিজ্ঞেস করো প্রিয় কার্লসন মামার সঙ্গে তোমারই বা কি ব্যাপার চলছে, তাহলেও তুমি না বোঝার ভান করবে, তাই না?'

অবোধ পশুর মত করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল এলিনা, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে, চোখে পানি। হঠাৎ তার গালে একটা চড় কষাল রানা। যদিও জানে রাগটা যত না এলিনার ওপর তারচেয়ে নিজের ওপরই বেশি। মারার জন্যে আবার হাত তুলল ও, চোখ বন্ধ করে কাঁপতে থাকল এলিনা, মুখটা একদিকে ঘুরিয়ে আঘাতটার জন্যে অপেক্ষা করছে। হাতটা শরীরের পাশে নামিয়ে আনল রানা। এরপর যে কাজটা করল, প্রথমে সেটাই করা উচিত ছিল ওর। দু'হাত বাড়িয়ে ধরল এলিনাকে, টেনে নিল নিজের বুকে, ধরে রাখল শক্ত করে। এলিনা নড়ল না, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু।

'পুওর এলিনা ডিয়ার,' বলল রানা। 'তুমি দুর্বল আর অসহায়, তাই না? পালিয়ে যাবে এমন কোন জায়গা নেই, তাই না?' চোখ বুজে রয়েছে এলিনা, কিছু বলল না। 'এরিক কার্লসন তোমার মামা নন। ইমিগ্রেশন পেপারে বলা হয়েছে তোমার মা ও বাবা, দু'জনেই মারা গেছেন। কিন্তু আমার ধারণা তাঁরা বেঁচে আছেন। আমার আরও ধারণা, কার্লসন তাঁদেরকে জিম্মি করে রেখেছেন, তুমি যাতে তাঁর কথামত চলো। কার্লসন যে মন্দ লোক এটা আমার ধারণা নয়, আমি জানি। আরও জানি যে তুমি ল্যাটভিয়ান নও, জার্মান। বার্লিনের সামরিক পরিষদে তোমার বাবা উচ্চপদস্থ একজন অফিসার ছিলেন।' এই তথ্যটা আসলে রানা জানে না, তবে বুঝতে পারে ওর অনুমান সত্যি হতে বাধ্য। 'আরও জানি যে গোটা ব্যাপারটায় টাকার একটা ভূমিকা আছে। আসলে টাকারই ব্যাপার এটা। নগদ টাকা নয়, বিনিময়যোগ্য সিকিউরিটিজ আর সোনা। কি, এ-সব সত্যি নয়, এলিনা?'

কিছুক্ষণ পর জবাব দিল এলিনা। 'সবই যখন জানেন, জিজ্ঞেস করার দরকার কি?' একটু পিছিয়ে গেল সে, রানার চোখে চোখ রাখল। 'আপনি তাহলে ডাক্তার নন?'

'কাউন্টার এসপিওনাজে আছি,' বলল রানা। 'আমি বাংলাদেশী, স্বদেশের স্বার্থ রক্ষা করছি এখানে। ব্রিটেনের ট্রেজারি আমাকে সাহায্য করছে, কারণ এরিক কার্লসন সম্পর্কে ইন্টারেস্ট আছে তাদের। তবে ধারণা ছিল না এরকম খুনোখুনির মাঝখানে পড়ে যাব।'

'বুঝলাম না কি বলতে চান।'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী, বলতে অনেক সময় লাগবে। হাতে অনেক কাজ, কাজেই···।'

'মি. ওয়েন?' ইতস্তত করছে এলিনা। 'তিনিও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আছেন?' কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। আরও দু'সেকেণ্ড ইতস্তত করল এলিনা। 'আমার বাবা যুদ্ধের সময় সাবমেরিন গ্রুপের কমাণ্ডার ছিলেন। পার্টিতেও খুব বড় পদে ছিলেন তিনি। তারপর নিখোঁজ হয়ে যান···।'

'কোথায় তিনি কমাণ্ড করেন?'

'শেষ বছরটায় উত্তরে। ট্রমসো, ট্রণ্ডহেইম, নার্ভিক, এই সব জায়গায়···।'

'তারপর নিখোঁজ হয়ে গেলেন। একজন ওঅর ক্রিমিনাল, তাই না?' রানার প্রশ্ন শুনে মাথা ঝাঁকাল এলিনা। 'এবং এখন একজন বদ্ধ মানুষ?' নিঃশব্দে সায় দিল এলিনা। 'তারপর বয়েসের কারণে ক্ষমা পেয়ে যান?'

'হ্যাঁ, বছর দুয়েক আগে। তারপর আমাদের কাছে ফিরে আসেন—মি. কার্লসন আমাদের সবাইকে এক করেন, কিভাবে বলতে পারব না।'

এরিক কার্লসনের একটা নেপথ্যকাহিনী আছে, যে কাজ নিয়ে এই বেয়ার আইল্যাণ্ডে এসেছেন সে-কাজে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, কিন্তু এ-সব কথা ব্যাখ্যা করার সময় এটা নয়। রানা বলল, 'তোমার বাবা শুধু ওঅর ক্রিমিনাল নন, তিনি সিভিল ক্রিমিনালও বটেন, অথচ তাঁর জন্যে এত সব করলে তুমি?'

'মার জন্যে।'

'দুঃখিত।'

'দুঃখিত আমিও। আমার কারণে আপনাকে যে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। মা ভাল থাকবে তো, আপনার কি মনে হয়?'

'ভালই থাকবেন, আমার ধারণা।'

'কিন্তু এখন আমরা কি করব? একের পর এক এরকম সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে, আমাদের সত্যি কিছু করার আছে কি?'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার আমি করব।'

'বেশ। আপনি যা বলেন।'

'যেমন আছ তেমনি থাকো। এমন ভাব দেখাও কিছুই যেন ঘটেনি। বিশেষ করে মামা কার্লসনকে কিছুই বুঝতে দিয়ো না। আমরা কথা বলেছি, কেউ যেন তা জানতে না পারে।'

'এমনকি ডগলাসকেও কিছু বলব না?'

'হিউমকে? না, তাঁকেও কিছু বলা চলবে না।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি তাকে পছন্দ করেন···।'

'করি বৈকি। কিন্তু তিনি আবার তোমাকে তারচেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করেন। এ-সব কথা শোনা মাত্র কার্লসনের মাথা ফাটাবেন তিনি।' এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। 'এখন তোমার একটা কাজই করার আছে। কেউ ফিরে আসছে কিনা লক্ষ রাখো, কাউকে দেখতে পেলেই জানাবে আমাকে। আশপাশটা একবার ঘুরে দেখতে যাচ্ছি আমি।'

সাত

ফন গোলডার যে-ক'টা তালা আছে রানার আছে ঠিক সে-ক'টা চাবি। মার্ভেলাস প্রোডাকশন্সের চেয়ারম্যান, ফিল্ম প্রোডিউসার, সেই সঙ্গে একটা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের লিডার হিসেবে ব্যক্তিগত অনেক জিনিসই নিয়ে এসেছেন তিনি। কাপড়চোপড়ের কথাই ধরা যাক, সংখ্যায় সেগুলো অগুণতি। শুধু সুটই দেখা গেল বারোটা, যদিও বেয়ার আইল্যাণ্ডে এগুলো তাঁর কি কাজে আসবে বলা কঠিন। দুটো বাদামি রঙের সুটকেস পাওয়া গেল। আসলে এক জোড়া ধাতব ডীড-বক্স আড়াল করা হয়েছে ওগুলোর ভেতর।

দুটোই খুলল রানা। প্রথমটায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া গেল না। প্রচুর পেপার কাটিং দেখল ও, বিশ-পঁচিশ বছরের পুরানো। সে-সব খবর থেকে জানা যায়, সিনেমা জগতে ফন গোলডা একটা দুর্লভ প্রতিভা। দ্বিতীয় ডীড-বক্সে পাওয়া গেল টাকা-পয়সার হিসাব। কত আয় করেছেন তিনি, কত খরচ করেছেন, এই সব। এগুলোও আগ্রহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলো। তারপর দেখতে পেল কয়েকটা বাতিল করা চেক-বই। যেহেতু বাতিল, আর্কটিকে ফন গোলডার কোন কাজেও আসবে না, তাই নিঃসঙ্কোচে পকেটে ভরল ও। সব আবার আগের মত সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে এল তাঁর কিউবিকল থেকে। এরপর ঢুকল ক্লার্ক বিশপের কিউবিকলে।

কোম্পানীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভদ্রলোক। স্বভাবতই তিনিও তাঁর জিনিসপত্র তালার ভেতর রাখবেন। তবে পরিমাণে কম বলে সার্চ করতে সময়ও লাগল কম। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারেই আগ্রহী রানা, তিনটে আইটেম দেখে কৌতূহল হওয়ায় সেগুলোও পকেটে ভরল পরে ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে। আইটেম তিনটে হলো–মার্ভেলাস প্রোডাকশন্স-এর বেতনের তালিকা, ক্লার্ক বিশপের ব্যক্তিগত ব্যাংক-বুক আর একটা ডায়েরী। ডায়েরীর পাতায় সাঙ্কেতিক সংখ্যা লেখা রয়েছে, তবে বোঝা যায় টাকা-পয়সারই হিসাব।

বাকি আধ ঘণ্টায় আরও চারটে কিউবিকলে হানা দিল রানা। জানত, কার্লসনের কিউবিকলে কিছুই পাওয়া যাবে না, পেলও না। তাঁর যে ইতিহাস আর অভিজ্ঞতা, খুব ভাল করেই জানেন যে রেকর্ড ফাইল করার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো নিজের মাথা। তবে তাঁর কিউবিকলে বেয়ার আইল্যাণ্ডের কয়েকটা লার্জ-স্কেল চার্ট পাওয়া গেল। একটা নিল ও।

রবার্ট হ্যামারহেডের ব্যক্তিগত কাগজ-পত্রের মধ্যে না মেটানো বিলই বেশি। ব্যাংকের তাগাদা-পত্রও রয়েছে। কাউন্টের কিউবিকলে একটা লোড করা অটোমেটিক পাওয়া গেল, পাশেই এনভেলাপে ভরা লাইসেন্স। ফার্গুসন আর ব্রাখটম্যান একই কিউবিকলে থাকে, সেখানে তেমন কিছু পাওয়া গেল না। তবে ফার্গুসনের সুটকেসে ছোট একটা প্যাকেট দেখে অস্বস্তিবোধ করল রানা। প্যাকেটটা সীল করা। সেটা নিয়ে মেইন কেবিনে ফিরে এল ও। এক জানালা থেকে আরেক জানালা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে এলিনা। মোট চারটে জানালা, সবগুলোর ওপর নজর রাখছে সে।

'ফিরছে না কেউ?' জিজ্ঞেস করল রানা। মাথা নাড়ল এলিনা। 'স্টোভে একটা কেটলি বসাও।'

'কফি আছে। কিছু খাবারও আছে।'

'কফি বা খাবার দরকার নেই। গরম পানি দরকার আমার।' প্যাকেটটা এলিনার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'গরম বাষ্প লাগিয়ে সীলটা খোলো।'

'বাষ্প...কি এটা?'

'জানলে তোমাকে খুলতে বলতাম না।'

জক মুরের কিউবিকলে চলে এল রানা। কিন্তু এখানে তাঁর স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নেই–একটা পারিবারিক অ্যালবাম, পুরানো অস্পষ্ট ফটোয় ঠাসা। দু'একটা বাদ দিলে, সব ফটোই সম্ভবত জক মুরের নিজের তোলা। প্রথম কয়েকটা ফটোয় সুন্দরী এক তরুণীকে দেখা গেল, কোলে যমজ কন্যা সন্তান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জক মুরের স্ত্রীর চুল কাটা ও বাঁধার ধরন পাল্টে গেছে। বয়েস বাড়ার পর বদলে গেছে তাঁদের যমজ কন্যাদের চেহারা ও পোশাক-আশাক। আরও পরে তাদের চেহারার সঙ্গে মায়ের চেহারার মিল দেখা গেল। শেষ দিকের ফটোয় মেয়ে দুটোর বয়েস হবে আঠারো। অ্যালবাম বন্ধ করে চোখ বুজল রানা, দুঃখী একজন মানুষের ব্যক্তিগত স্বপ্নের ভেতর উঁকি দেয়ায় সামান্য হলেও অপরাধ বোধ করছে।

এডির কিউবিকলে ঢুকতে যাবে রানা, ওর সামনে এসে দাঁড়াল এলিনা। প্যাকেটটা খুলেছে সে, ভেতরের জিনিস বের করে একটা রুমালে রেখেছে। 'পাঁচ হাজার পাউণ্ড,' বলল সে। 'দশ পাউণ্ডের নোট, সব নতুন।'

'পাঁচ হাজার পাউণ্ড অনেক টাকা।' ওগুলো শুধু নতুন নয়, সিরিয়াল নম্বরগুলোও পাশাপাশি। প্রথম ও শেষ নম্বরটা লিখে নিল রানা, খোঁজ নিতে সুবিধে হবে। আবার প্যাকেটে ভরা হলো সব, সীল করা হলো সেটা, তারপর আগের জায়গায় রেখে আসা হলো।

এডি আর ব্রায়ানের কিউবিকলে কিছু পাওয়া গেল না। তবে মরগানের কিউবিকলে অনেকগুলো স্কচের বোতল পাওয়া গেল, সন্দেহ নেই ফন গোলডার স্টক থেকে সরানো হয়েছে। তিন দেবতার কেবিনে রানা ঢুকল না, জানে ওখানে কিছু পাওয়া যাবে না। ঢুকল না হিউমের কিউবিকলেও।

বেলা তিনটে, আকাশ থেকে আলো মুছে যাচ্ছে। ফন গোলডাকে খবর দিয়ে ইতিমধ্যে ফিরে আসার কথা দলটার, কিন্তু ফিরছে না তারা। মেইন কেবিনে জোর করে রানাকে খাওয়াতে বসাল এলিনা। শুধু খানিকটা স্টেক আর কফি খেলো ও।

ওরা ফিরছে না দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করল এলিনা। 'চিন্তার কিছু নেই, সময় হলে ফিরবে,' বলে নিজের কিউবিকলে চলে এল রানা।

কটে শুয়ে বিভিন্ন কিউবিকল থেকে সংগ্রহ করা আইটেমগুলোর ওপর চোখ বুলাল ও। কোনটার কি গুরুত্ব, বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। স্যালারি বুকে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে স্পষ্টভাবে। ফন গোলডার চেক-বই আর ক্লার্ক বিশপের ব্যাংক-বই, এ-দুটোর মধ্যে করেসপণ্ডেন্স অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো রানার। তবে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল জাগাল লার্জ-স্কেল চার্টটা। সোর-হামনার পাশের বে ইভজেবুক্তা-র বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এতে। পাহাড়ের মাথা থেকে এই বে-ই আজ দেখে এসেছে রানা। ফাঁক বা প্রবেশপথটার কথা মনে পড়ল ওর। তারপর অনেকক্ষণ ধরে এলিনার মা-বাবার কথা ভাবল। এক সময় ওর কিউবিকলে এসে ঢুকল এলিনা।

'ওঁরা আসছেন।'

'কে, কারা?'

'জানি না। অন্ধকার খুব বেশি, তুষারও পড়ছে।'

'কোনদিক থেকে আসছে?'

'ওদিক থেকে।' দক্ষিণ দিকটা দেখাল এলিনা।

'ব্রায়ান আর তিন দেবতা।' কাগজগুলো ছোট একটা তোয়ালেতে জড়িয়ে এলিনার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এগুলো তোমার কামরায় লুকিয়ে রাখো।' মেডিকেল ব্যাগটা দুমড়ে-মুচড়ে উল্টো করল ও, পকেট থেকে ছোট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে ব্যাগটার খুদে চারটে পায়া খুলে ফেলল। ব্যাগটার তলা থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল কালো একটা বাক্স। সেটাও ধরিয়ে দিল এলিনার হাতে। 'সাবধানে ধরো, খুব ভারি। এটাও লুকিয়ে রাখবে।'

'কিন্তু কি···?'

'জলদি! দরজায় ওদের আওয়াজ পাচ্ছি!'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এলিনা। ব্যাগের পায়াগুলো আবার জায়গামত লাগিয়ে রাখল রানা। মেইন কেবিনে ফিরে দেখল ব্রায়ান আর তিন দেবতা স্টোভ থেকে নিয়ে গরম কফি খাচ্ছে। ফিরে আসতে পারায় সবাই তারা খুশি। কিন্তু রানার মুখে মোনাকার মৃত্যু সংবাদ শুনে হাঁ হয়ে গেল সবাই। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি কেউ, এই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ফন গোলডা। উদ্বেগে ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এলেন তিনি। 'কোথায় ও? কোথায় আমার মেয়ে?'

তাঁর পথ আটকাল রানা। 'শুনুন, মি. গোলডা, শুনুন। শান্ত হোন, প্লীজ। জানি সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন···।'

'কোথায় ও? কোথায় আমার মেয়ে?' কর্কশ গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন ফন গোলডা। 'হাউ ইন গড'স নেম···?'

'তাঁকে তাঁর কিউবিকলেই রাখা হয়েছে,' বলল রানা। দ্রুতপায়ে সেদিকে ছুটলেন ফন গোলডা, আবার তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল রানা। 'একটু পর যান, মি. গোলডা। প্রথমে আমি একবার দেখব··· বুঝতেই পারছেন।'

কাঁচা-পাকা ভুরুর ভেতর দিয়ে রানার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন ফন গোলডা, ধৈর্য হারিয়ে মাথা ঝাঁকালেন দ্রুত। 'তাড়াতাড়ি করবেন, প্লীজ।'

'মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।' এলিনার দিকে তাকাল রানা। 'মি. গোলডাকে খানিকটা স্কচ দাও।'

মোনাকার কিউবিকলে ঢুকে কাজটা সারতে মাত্র দশ সেকেণ্ড লাগল ওর। জিন আর বারবিচুরিটের বোতল কাপড়ে মুড়ে রাখা হয়েছে কেন, প্রশ্ন করতে পারেন ফন গোলডা; সে সুযোগ তাঁকে দিতে চায় না ও। সেগুলো বের করে রেখে দিল চোখের সামনে। তারপর ডাকল ফন গোলডাকে।

ভেতরে ঢুকতেই তাঁর একটা বাহু ধরল রানা, লাশের খুব একটা কাছে যেতে দিল না। 'দেখে আর কি করবেন, চলুন বাইরে যাই।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সুইসাইড, অবশ্যই?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফন গোলডা। 'গড, নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না···।'

'আপনার অপরাধ বোধ করার কোন কারণ নেই, মি. গোলডা। দেখেছেনই তো, স্বামী মারা যাওয়ায় কি রকম ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। প্রবল শোক, মি. গোলডা। কারও সাহায্য করার থাকে না।'

'এরকম সময়ে আপনার মত সদয় লোক পাশে থাকলে মনে বড় শান্তি পাই,' বিড়বিড় করলেন ফন গোলডা।

মেইন কেবিনে ফিরে এসে তাঁর হাতে স্কচের গ্লাসটা ধরিয়ে দিল রানা। 'বাকি সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আসছে। ছুটতে ছুটতে ওদের আগে চলে এসেছি আমি।'

'ওরা তিনজন আপনাদেরকে খুঁজে বের করতে এত দেরি করল কেন বলুন তো?'

'শ্যূটিঙের জন্যে দিনটা দারুণ। সবই ব্যাকগ্রাউণ্ডের কাজ, এক স্পট থেকে আরেক স্পটে সরে যাচ্ছিলাম আমরা। তারপর ঘাড়ে চাপল উদ্ধারের কাজটা। মাই গড, লোকেশন ইউনিট যদি এভাবে বাধার মুখে পড়ে···।'

'উদ্ধারের কাজ?' শিরশির করে উঠল রানার শরীর।

'ব্রাখটম্যান। নিজের দোষে আহত হয়েছে।' হাতের গ্লাস নামিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন ফন গোলডা, যেন এত ভার তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। 'মি. ওয়েন আর ব্রাখটম্যান ঢাল বেয়ে উঠছিল, এই সময় পড়ে যায় সে। গোড়ালি মচকে গেছে, কিংবা হয়তো ভেঙে গেছে, ঠিক বলতে পারব না। আমরা যে লারনার'স ওয়ের দিকে যাচ্ছি, ওরা দেখতে পায়। মোটামুটি ওদের দিকেই এগোচ্ছিলাম আমরা, যদিও আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল ওরা। মনে হলো মি. ওয়েনকে একা এগিয়ে যেতে রাজি করিয়ে ফেলে ব্রাখটম্যান, তারপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।' আবার মাথা নেড়ে গ্লাসটা তুলে নিলেন ফন গোলডা।

'বুঝলাম না,' বলল রানা। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ফিরে আসছে

গ্নো-ক্যাট।

'তার উচিত ছিল গলার আওয়াজ শুনতে পাবার মত কাছাকাছি যতক্ষণ না আসি আমরা ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকা,' বললেন ফন গোলডা। 'কিন্তু সে অপেক্ষা করেনি, একার চেষ্টায় ওই পা নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে চেষ্টা করে। তারপর আর কি, তাল সামলাতে না পেরে একটা নালায় পড়ে যায়। ঈশ্বরই জানে কতক্ষণ অচেতন হয়ে পড়ে ছিল, আমরা তার চিৎকার শুনতে পাই বিকেলে। ঢাল থেকে তাকে নামিয়ে আনতে যে কি কষ্ট হয়েছে আমাদের! বাইরে কি গ্নো-ক্যাটের আওয়াজ হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর ফন গোলডার পিছু নিয়ে দরজার দিকে এগোল। 'আর মি. ওয়েন?' জিজ্ঞেস করল ও। 'তাঁকে আপনি দেখেননি?'

'মি. ওয়েন?' সামান্য অবাক হয়ে রানার দিকে তাকালেন ফন গোলডা। 'না, প্রশ্নই ওঠে না। আপনাকে তো বললামই, একা চলে গেছেন তিনি।'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ভুলে গিয়েছিলাম।'

দরজার কাছে পৌঁচেছে ওরা, বাইরে থেকে খুলে গেল সেটা। হিউম আর কাউন্ট ঢুকলেন ভেতরে, ওদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল ব্রাখটম্যান। ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে তার মাথা, মুখে ও কপালে আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ। ধরাধরি করে একটা কাউচে বসানো হলো তাকে, ডান পায়ের বুটটা খুলে নিল রানা। গোড়ালি সত্যি ফুলে আছে, কয়েক জায়গায় চামড়া উঠে যাওয়ায় সামান্য রক্তও দেখা গেল। এলিনাকে পানি গরম করতে বলল রানা। ব্রাখটম্যানকে ব্র্যাণ্ডি খেতে দিয়ে হাসল ও, আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ায় ধন্যবাদ দিন ভাগ্যকে।'

মেইন কেবিনে ব্রাখটম্যান ছাড়াও ষোলোজন লোক বসে আছে। মোনাকা তার কিউবিকলে মরে পড়ে আছে, বোধহয় সে-কথা স্মরণ করেই কেউ তার কিউবিকলে যাচ্ছে না। দু'জন, তিনজন করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে সবাই, কথা বলছে নিচু গলায়, কেউ কেউ নিঃশব্দে স্কচ খাচ্ছে, তবে মাঝে-মধ্যে আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সবাই। ইতিমধ্যে তুষারপাত আরও বেড়েছে, ঘন হয়েছে অন্ধকার, কিন্তু কার্লসন, বিশপ আর ফার্গুসন এখনও ফেরেনি।

অদ্ভুত ব্যাপার, ফন গোলডা স্কচ খাচ্ছেন না, তার বদলে একটা চুরুট চিবাচ্ছেন তিনি। খানিক আগে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে রানার। ফন গোলডা আন্দাজ করেছেন, ওরা তিনজনই সম্ভবত ডুবে মরেছে। তাঁর অনুমানের কারণ হিসেবে বলেছেন, তিনজনের কেউই বোট সামলাতে জানে না, এমন কি সাঁতারও জানে না।

সবাই এই মুহূর্তে চুপ করে আছে। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফন গোলডা। যেন পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যেই তিক্ত হাসি হেসে বললেন, 'কি ব্যাপার, ডক্টর, আপনার হাতে গ্লাস দেখছি না কেন?'

'না,' বলল রানা। 'কাজটা ঠিক হবে না।'

কেবিনের চারদিকে চোখ বুলালেন ফন গোলডা। 'বাকি সবাই তো বেঠিক বলে মনে করছেন না।'

'বাকি সবাইকে তো আর জিরো টেমপারেচারে বাইরে বেরুতে হবে না।'

'কি?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন ফন গোলডা। 'কি বলছেন?'

'বলছি আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা যদি ফিরে না আসেন, চোদ্দ ফুটী বোটটা নিয়ে ওদেরকে আমি খুঁজতে যাব।'

'হোয়াট!' এ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গলা, ফন গোলডার বলে চেনা মুশকিল। টুল ছেড়ে অতি কষ্টে দাঁড়ালেন তিনি। 'খুঁজতে যাবেন? ওদেরকে আপনি খুঁজতে যাবেন? পাগল হলেন, স্যার? এরকম দুর্যোগের রাতে, অন্ধকারে নিজের হাতও দেখতে পাবেন না। মাফ করবেন। না। ইতিমধ্যে অনেক লোক হারিয়েছি। আমি এর ঘোর বিরোধী।'

'ভেবে দেখেছেন, ওদের এঞ্জিন নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে? অসহায়ভাবে হয়তো ঘুরে মরছে, অথচ এখানে আমরা চুপচাপ বসে আছি।'

'এঞ্জিন নষ্ট হবার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওগুলো নতুন এঞ্জিন, আসার আগে পরীক্ষাও করা হয়েছে। তাছাড়া, ফার্গুসন অত্যন্ত দক্ষ মেকানিক।'

'তবু আমি যাচ্ছি।'

'আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই বোটটা কোম্পানীর সম্পত্তি।'

'ওটা আমি নিয়ে গেলে কে আমাকে বাধা দেবে?'

ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লেন ফন গোলডা, তারপর বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন…?'

'পারছি।' ফন গোলডা ক্লান্ত করে তুলেছেন রানাকে। 'এই মাত্র আপনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন।'

'আপনি তাহলে আমাকেও বরখাস্ত করুন,' বলল হিউম। সবাই ওরা তার দিকে তাকাল। 'আমিও ডক্টর রানার সঙ্গে যাচ্ছি।'

হিউমের কাছ থেকে এটা আশা করতে পারে রানা, কাজেই বিস্মিত হলো না। দেখল হিউমের একটা বাহু ধরে আছে এলিনা, তাকিয়েও আছে তার দিকে, চোখে-মুখে হতাশা। এলিনা যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, ওর চেষ্টা না করাই ভাল, ভাবল রানা।

'ডগলাস!' ফন গোলডার গলায় কর্তৃত্বের ধার ও ভার সবটুকু বিদ্যমান। 'তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে তোমার সঙ্গে কোম্পানীর একটা চুক্তি আছে…।'

'ছিঁড়ে ফেলে দিন ওটা,' বলল হিউম।

চোখে অবিশ্বাস, কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলেন ফন গোলডা, বন্ধ করলেন খোলা মুখ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে থপথপ করে নিজের কিউবিকলের দিকে চলে গেলেন। তিনি কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতেই সবাই একযোগে কথা বলতে শুরু করল। এগিয়ে এসে কাউন্টের পাশে দাঁড়াল রানা। মনের সুখে স্কচ খাচ্ছেন ভদ্রলোক। 'আপনার যদি তৃতীয় সুইসাইডাল ভলানটিয়ার হবার ইচ্ছে থাকে…।'

'মি. গোলডাকে কতদিন থেকে চেনেন আপনি?'

'কি বললেন?' মুহূর্তের জন্যে হলেও, প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি কাউন্ট।

তারপর গ্লাসে আরও খানিকটা স্কচ ঢেলে বললেন, 'ত্রিশ বছরের ওপর। এটা কোন গোপন ব্যাপার নয়। যুদ্ধের আগে, ভিয়েনায়। কিন্তু কি ব্যাপার…?'

'তখনও আপনি ফিল্ম বিজনেসে ছিলেন?'

'হ্যাঁ এবং না।' অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন কাউন্ট। 'এ-ও রেকর্ডে পাবেন আপনি। আমার তখন রমরমা অবস্থা, ডক্টর। আমি তখন কাউন্ট অর্থে কাউন্ট–কাউন্ট বডিউলা আইকারভস্কি। আমি ছিলাম মি. গোলডার ফেরেশতা, তাঁর প্রথম পৃষ্ঠপোষক।' এবার তাঁর মুখে সকৌতুক হাসি ফুটল। 'বুঝে দেখুন না, তা না হলে বোর্ডের একজন সদস্য হই কি করে!'

'উনিশশো আটত্রিশ সালে ভিয়েনা থেকে হঠাৎ গায়েব হয়ে যান এরিক কার্লসন, তাই না? এ-ব্যাপারে কি জানেন আপনি?'

কৌতুকের ভাব চেহারা থেকে মুছে গেল, রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন কাউন্ট।

রানা বলল, 'তারমানে এটা রেকর্ডে নেই।' কাউন্ট কিছু বলেন কিনা শোনার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। তারপর আবার বলল, 'সাবধানে থাকবেন, কাউন্ট। নিজের পিছন দিকে নজর রাখতে ভুলবেন না।'

'আ-আমার…আমার পিছন দিকে?'

'পিছন থেকে পিঠে ছুরি মারা খুব সহজ,' বলল রানা। 'নাকি লক্ষ করেননি মার্ভেলাস-এর বোর্ড সদস্যরা একে একে খসে পড়ছে? একজন বাইরে মরে পড়ে আছে, আরেকজন ভেতরে মরে পড়ে আছে। আরও দু'জনের সম্ভবত সলিল সমাধি ঘটেছে। কেন আপনার মনে হচ্ছে আপনি ভাগ্যবান? নিজে তো সাবধান থাকবেনই, মি. হ্যামারহেড আর মি. মুরকেও সাবধান থাকতে বলে দেবেন, অন্তত আমি চলে যাবার পর। বিশেষ করে মি. মুরকে। আমি খুশি হব আপনি যদি তাঁকে আমার অনুপস্থিতিতে এই কেবিনের বাইরে বেরুতে না দেন।'

আট

ঝাড়া এক মিনিট কথা বললেন না কাউন্ট। চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আপনার কথা আমার বোধগম্য হলো না, ডক্টর রানা।'

'জানি হবে না,' বলল রানা, হাত বাড়িয়ে তাঁর কোটের পকেটে টোকা মারল। 'জিনিসটা এখানে থাকা দরকার, আপনার কিউবিকলে নয়।'

'মানে?'

'আপনার নাইন এমএম বেরেটা অটোমেটিক।'

কাউন্টকে পাশ কাটিয়ে জক মুরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। তাঁর গ্লাস ধরা হাতটা থর থর করে কাঁপছে। বললেন, 'আমাদের মহৎপ্রাণ হিলার আবার মানুষকে বাঁচাবার জন্যে ছুটছেন। মাই বয়, আপনাকে নিয়ে কতখানি গর্বিত আমি সে-কথা…।'

'আমি চলে গেলে কেবিন ছেড়ে কোথাও বেরুবেন না। ভুলেও না, প্লীজ। ফর মি, মি. মুর।'

'মার্সিফুল হেভেনস।' হেঁচকি তুললেন জক মুর। 'শুনলে লোকে ভাববে আমি যেন কোন্ বিপদের মধ্যে আছি।'

'সত্যি আছেন। বিশ্বাস করুন, সত্যি বিপদের মধ্যে আছেন।'

'আমি? আমি?' দেখে মনে হলো জক মুর সত্যি বিস্মিত হয়েছেন। 'কিন্তু কে বেচারা বুড়ো মুরের ক্ষতি করতে চাইবে?'

'সে-সব পরে শুনবেন। আপনি আমাকে কথা দিন, কোন অবস্থাতেই কেবিন ছেড়ে আজ রাতে কোথাও যাবেন না।'

'ব্যাপারটা আপনার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ, মাই বয়?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। এখানে বসে আমি শুধু স্কচ সাবাড় করব…।'

এরপর হিউম আর এলিনার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। নিচু গলায় তর্ক করছে ওরা, তবে দু'জনের চেহারাতেই তীব্র উত্তেজনার ছাপ। বিচ্ছিন্ন হলো ওরা, এলিনা রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল। স্প্লীজ, ডক্টর রানা, প্লীজ! ডগলাসকে আপনি নিষেধ করুন যেতে। আপনার কথা শুনবে ও।' শিউরে উঠল মেয়েটা। 'আমি জানি আজ রাতে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে।'

'তোমার ধারণা সত্যি হতে পারে,' বলল রানা। 'মি. হিউম, আমরা কেউ চাই না আপনি খরচ হয়ে যান।'

রানার কথা শুনে হকচকিয়ে গেল এলিনা, যেন ওর কথার অন্য কোন গভীর তাৎপর্য ধরা পড়েছে তার কাছে। এবার রানার বাহুটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে, চোখে রাজ্যের হতাশা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল নিজের কিউবিকলের দিকে।

'ওর পিছু নিন,' হিউমকে বলল রানা। 'ওকে বলুন…।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, ডক্টর। ও জানে।'

গলা খাদে নামাল রানা। 'যা বলছি শুনুন। গিয়ে বলুন জানালাটা খুলে যে কালো বাক্সটা আমি ওকে দিয়েছি সেটা যেন বাইরের তুষারে নামিয়ে দেয়। তারপর জানালাটা বন্ধ করতে হবে।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হিউম, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল। এক মিনিট পরই আবার ফিরে এল সে। দু'জনেই ওরা গরম কাপড়চোপড় পরে তৈরি হলো, সঙ্গে নিল চারটে টর্চ। ওরা বেরিয়ে যাবে, হ্যাপারের পাশ থেকে উঠে এসে রানাকে ডাকল পামেলা। 'ডক্টর রানা।'

সোনালি চুলের যেখানে কান আছে বলে মনে হয় ঠিক সেখানটায় মাথা নামাল রানা, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'য়্যাম আই ওয়াণ্ডারফুল?'

সম্মোহিত ভক্তের মত মাথা ঝাঁকাল পামেলা, চশমার পিছনে চোখ দুটো বিষণ্ন, আলতোভাবে চুমো খেলো রানাকে। কোন কথা হলো না। বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদের সুরে রানাকে বলল হিউম, 'মেয়েটা আমাকেও একটা চুমো খেতে

পারত।'

'আপনাকে চুমো খাবার মানুষ এখানে একজন আছে, আমার নেই,' বলল রানা।

খানিক দূর এগিয়ে টর্চ নিভিয়ে অপেক্ষা করল ওরা, দেখতে চায় পিছু নিয়ে কেউ আসছে কিনা। এরপর এলিনার জানালার নিচ থেকে কালো বাক্সটা সংগ্রহ করল।

জেটি পর্যন্ত আসতে কোন সমস্যা হলো না। বোটে চড়ে স্টার্ট দিল রানা, হিউম বলল, 'নরকও বোধহয় এরকম অন্ধকার নয়, ডক্টর। কাজটা আপনি কি করে করবেন?'

'কি কাজ?'

'মি. কার্লসনকে কিভাবে খুঁজে বের করবেন?'

'কার্লসন বা তাঁর সঙ্গীদের জীবনে আর কখনও যদি দেখতে না পাই, আমার মন একটুও খারাপ হবে না,' বলল রানা। 'ওদেরকে খুঁজে বের করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ওদেরকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করব আমরা।' বোট চালিয়ে সোর-হামনার উত্তর তীরে চলে এল ওরা, তারপর এঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। অলসভঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে এগোল বোট, একটা রশি ছুঁড়ল রানা। 'চার্ট বলছে, পানি এখানে তিন ফ্যাদম গভীর। আর এক্সপার্টরা বলছে, পঞ্চাশ ফুট রশি ফেললে বোট কোথাও ভেসে যাবে না। পিছনে জমিন থাকায় আকাশের গায়ে বোট বা আমাদের কাঠামো ফুটবে না, অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে কেউ এলে দেখতে পাবে না কিছু। ধূমপান নিষেধ, প্লীজ।'

'আমার খুব মজা লাগছে,' বলল হিউম। 'দক্ষিণ দিক থেকে কে আসবে বলে আপনার ধারণা?'

'আমরা যাদেরকে খুঁজতে বেরিয়ে খুঁজছি না।'

'তারমানে আপনি বলতে চান ওরা কোন বিপদে পড়েনি?'

'আমি বলতে চাই ওরা আসলে বিপদ ঘটাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল হিউম, তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদেরকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে। সময়টা কাটাবার জন্যে আমাকে আপনি একটা রূপকথা শোনাবেন নাকি, মি. রানা।'

কাজেই যতটুকু যা জানে বা জানে বলে মনে করে, বলে গেল রানা। শোনার পরও কোন মন্তব্য করল না হিউম। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কথা দিচ্ছেন তো, দেখামাত্র আপনি কার্লসনের মাথা ফাটাবেন না?'

'দিচ্ছি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিচ্ছি।' শিউরে উঠল হিউম। 'ওহে যীশু, বড় ঠাণ্ডা!'

'চুপ!'

প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর স্পষ্ট এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। তিন মিনিট পর জেটির উত্তর বাহু ঘুরে উদয় হলো কার্লসনের ষোলো ফুটী বোট। এঞ্জিন বন্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে কার্লসন, বিশপ বা ফার্গুসন তীরে নামল না। জেটির পাশে প্রায় মিনিট দশেক থাকল তারা। অন্ধকারে দেখা গেল না কি করছে, তবে টর্চের আলো দেখা গেল, আর পানিতে ভারি কিছু ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। তারপর জেটি ধরে কেবিনের দিকে চলে গেল দলটা।

'এখন আমরা কি করব?' জানতে চাইল হিউম।

'পাশের বে-তে যাব,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। পাহাড়-প্রাচীরের সেই ফাঁকটার কথা ভোলেনি ও।

বোট নিয়ে রওনা হলো ওরা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হিউম জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আপনি এমন কি উত্তরও পেতে পারেন। ভাল কথা, ইভনিং স্টারের কথা মনে আছে আপনার, নাকি ভুলে গেছেন?'

'সেকি, ভুলব কেন!'

'আজ রাতে ওটাকে আবার আপনি দেখার সুযোগ পেতে পারেন।'

'হোয়াট!'

'সত্যি বলছি।'

'ইভনিং স্টার?'

'আদি ও অকৃত্রিম। মানে, দেখতে পাব বলে আশা করছি আর কি। শুনুন, আজ সকালে বিনকিউলার দিয়ে আমি একটা ফাঁক দেখেছি পাথরের গায়ে, ইভজেবুকতা বে-তে।'

'ফাঁক মানে?'

'একটা টানেল। দূর থেকে দেখেছি, তবে আমার ধারণা লম্বায় অন্তত দুশো গজ হবে টানেলটা। চার্টে ওটার একটা নামও আছে—পার্ল পোর্টেন। খুঁজে বের করতে হলে বেয়ার আইল্যাণ্ডের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ দরকার হবে আপনার। আজ বিকেলে সেরকম একটা আমার হাতে এসেছে।'

'আপনার ধারণা মি. কার্লসন আর তাঁর সঙ্গীরা ওই টানেলে ছিলেন?'

'আমার ধারণা নেই আর কোথায় থাকতে পারেন ওঁরা। দুটো বে-র এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আজ সকালে ওঁদেরকে আমি খুঁজিনি।'

দশ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় বে-তে প্রবেশ করল ওরা। অন্ধকারের ভেতরও পাহাড়চূড়াগুলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বোটের সামনে সরে গিয়ে শক্তিশালী একজোড়া টর্চ জ্বালল হিউম। দু'মিনিটের মধ্যে কালো পাহাড়-প্রাচীর ওদের দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল, একশো গজ দূরেও নয়। স্টারবোর্ডের দিকে বাঁক নিল বোট, পাহাড়-প্রাচীর ঘেঁষে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। এক মিনিট পর পাথরের গায়ে একটা ফাঁক দেখা গেল, কিন্তু আকারে সেটা খুবই ছোট। আবার বোট ছাড়ল ওরা, গতি মন্থর। আরও এক মিনিট পর যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। টানেলে ঢুকে পড়ল বোট।

দেখে যতটা মনে হয় তারচেয়ে বড় টানেলটা, যদিও ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। রানার ধারণা, টানেলটা এক বে থেকে শুরু হয়ে আরেক বে-তে গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু সরু হতে হতে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর টর্চের আলোয় ওরা দেখল, টানেলের এক ধারে পাথরের শেলফ রয়েছে, সমতল, চওড়ায় দুই থেকে পাঁচ ফুট। শেলফের ওপর ধূসর রঙে রাঙানো ধাতব বার স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কেউ কোন কথা বলল না। বাকি দুটো টর্চও জ্বালল হিউম, শেলফের ওপর এমনভাবে রাখল যাতে চারদিকে আলো পাওয়া যায়। বোট থেকে শেলফে উঠে এল ওরা। ছোট ছুরি দিয়ে একটা বারের রঙ সামান্য একটু তুলল রানা। কেউ কোন কথা বলল না। একটা বোট-হুক ফেলে পানির গভীরতা মাপল রানা। পানি এখানে মাত্র পাঁচ ফুট গভীর। নিচের পাথরগুলোকে অদ্ভুত লাগল ওর। হুকটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে কিছু একটায় আটকাল, পানির ওপর তুলে আনল সেটা। আধ ইঞ্চি চওড়া চেইন একটা, এখানে সেখানে মরচে ধরে গেছে। হুকটা আবার পানিতে ডোবাল ও। এবার তুলল চৌকো একটা বার, আই-বোল্ট-এর সঙ্গে চেইন দিয়ে আটকানো। পানি থেকে তোলা বার আর শেলফের বার, একই আকৃতির, তবে এটার রঙ চটে গেছে। চেইন আর বারটা পানিতে ফেলে দিল রানা।

ছুরিটা আবার হাতে নিয়ে একটা বারের গা পরীক্ষা করল রানা। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে বার-এর গা সীসা দিয়ে তৈরি, তবে খুব পাতলা, শুধু আবরণ হিসেবে কাজ করছে। নিচে রয়েছে শক্ত কিছু। জোরে ছুরি চালিয়ে এক বর্গ-ইঞ্চির মত সীসা চেঁছে ফেলল রানা। টর্চের আলোয় হলুদ কি যেন চকচক করে উঠল।

'অ্যাডভেঞ্চারারদের ভাষায় কি বলে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল হিউম। 'গুপ্তধন?'

'আমার ভাষায় হারানো ধন।'

'দেখুন এখানে কি পেয়েছি আমি,' বলে বারগুলোর পিছন থেকে রঙের একটা ক্যান তুলল হিউম। ক্যান-এর গায়ে লেখা রয়েছে–ইনস্ট্যান্ট গ্রে।

'খুব চালাকির সঙ্গে কাজটা করা হয়েছে, বুঝলেন,' বলল রানা। একটা বারে আঙুল ছোঁয়াল ও। শুকনো। 'আই-বোল্ট কেটে ফেলে দিন, তারপর রঙ চড়ান, কি পেলেন?'

'একটা ব্যালাস্ট বার। নকল সাবমেরিনে যে ব্যালাস্ট বার আছে, রঙ ও আকৃতিতে তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।'

'দশে দশ পেলেন,' বলল রানা। একটা বার দু'হাতে ধরে তুলে ফেলল ও। 'বহন করাও সহজ। চল্লিশ পাউণ্ডের একটা ইনগট।'

'কি করে জানলেন?'

'বললাম না, হারানো ধন। যার হারায় তাকে অনেক গবেষণা করতে হয়, তা না হলে হারানো জিনিস দেখতে পেলেও চিনতে পারবে না। এগুলো সব গহনা ছিল। একাধিক বার হাত বদল হবার ফাঁকে কোন এক সময় গলিয়ে বার বানানো হয়েছে। শেলফের ওপর সব মিলিয়ে ক'টা বার হবে বলুন তো?'

'একশো। বেশি।'

'এগুলো স্রেফ নমুনা, বেশিরভাগ পাওয়া যাবে পানির তলায়। রঙের সঙ্গে কি ব্রাশও আছে?'

'আছে।' হাত বাড়াল হিউম, তাকে বাধা দিল রানা।

'থাক, ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা চিন্তা করুন। ওগুলো প্রমাণ হিসেবে কাজে আসবে। চলুন, এবার কেটে পড়া যাক।'

ফিরতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। জেটিতে প্রথমে উঠল হিউম, তার হাতে কালো বাক্সটা ধরিয়ে দিল রানা, তারপর নিজেও উঠে এল। কালো বাক্সটা চেয়ে নিয়ে ঢাকনি খুলল ও, অন্ধকারের ভেতর আঙুল দিয়ে খুঁজে নিয়ে অন করল সুইচ, তার আগে টেলিস্কোপিক এরিয়ালটা পুরোপুরি লম্বা করে নিয়েছে। আরও একটা সুইচ অন করল ও। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, সেই সঙ্গে জ্বলে উঠল মৃদু সবুজ আলো। গুঞ্জনটা অবশ্য এক গজ দূর থেকেও শোনা যাবে না।

'এ ধরনের খেলনা সত্যি কি কাজ করে?' জিজ্ঞেস করল হিউম।

'গরম পানিতে সেদ্ধ করুন, বরফে লুকিয়ে রাখুন, ডুবিয়ে রাখুন অ্যাসিডে, চারতলা ছাদ থেকে ফেলে দিন, তারপরও কাজ করবে। এটার এক ছোট বোন আছে, ন্যাভাল গান থেকে ফায়ার করা যায়।'

'রেঞ্জ?'

'চল্লিশ মাইল। আজ রাতে তার চার ভাগের এক ভাগও দরকার হবে না।'

'ওটা কি এখন ট্র্যান্সমিট করছে?'

'করছে।'

এরপর নকল সাবমেরিনের খোলে নামল রানা। দু'মিনিট পর আবার ফিরে এল জেটিতে। হিউম জিজ্ঞেস করল, 'কোনও সমস্যা?'

'দুটো রঙ হুবহু এক নয়, তবে পার্থক্যটা ধরা সহজ নয়।'

নয়

একা শুধু কার্লসন ব্যাখ্যা দিলেন, শেষ বিকেলে তাঁদের বোটের এঞ্জিন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। বিশপ কিছু বললেন না, চুপ করে থাকল ফার্গুসনও। ফন গোলডা স্কচ খাবার জন্যে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ রানা রক্ষা করল না। ওর ইচ্ছে আবার বাইরে বেরুবে ও। হাতঘড়ি দেখল, বেরুবে আর দশ মিনিট পর, ওর সঙ্গে থাকবেন মার্ভেলাস প্রোডাকশন্সের চারজন ডিরেক্টর আর জক মুর। চারজন ডিরেক্টর কেবিনেই রয়েছেন, অনুপস্থিত শুধু জক মুর। তাঁকে ডাকার জন্যে তাঁর কিউবিকলে নিজেই চলে এল রানা।

জানালা খোলা, কিউবিকল খালি। বিছানায় পড়ে থাকা টর্চটা তুলে নিয়ে জানালার বাইরে আলো ফেলল রানা। তুষারের ওপর একজোড়া পায়ের দাগ দেখা গেল। তার মানে নিজের ইচ্ছায় যাননি জক মুর, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মেইন কেবিন হয়ে স্টোররুমে চলে এল রানা, কিন্তু এখানেও তাঁকে পাওয়া গেল না। খবরটা শোনার পর স্বেচ্ছাসেবকের কোন অভাব হলো না, খুঁজতে যেতে এক পায়ে খাড়া সবাই। জক মুর সজ্ঞানে কখনও কারও সঙ্গে শত্রুতা করেননি।

এক মিনিটের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল তাঁকে। পেলেন কাউন্ট। জেনারেটর শেডের পিছনে তুষারস্তূপের ওপর পড়ে ছিলেন। জ্ঞান নেই, বোধহয় প্রাণও নেই। পরনে শুধু শার্ট, পুলওভার আর ট্রাউজার; পায়ে কার্পেট স্লিপার। একদম বরফ হয়ে গেছে শরীর, বোধহয় অনেকক্ষণ থেকে পড়ে ছিলেন তুষারের ওপর। তুষারে হলুদ দাগ দেখা গেল, হাতে ধরা বোতলটা থেকে খানিকটা তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে। চিৎ করা হলো তাঁকে, বুকে কান চেপে ধরল রানা। মনে হলো ক্ষীণ একটু শব্দ যেন হচ্ছে।

কিউবিকলে নিয়ে এসে শোয়ানো হলো কটে। কম্বল দিয়ে মোড়া হলো শরীরটা, হট-ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দেয়া চলছে। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে, তাঁর হার্ট এখনও সচল। তবে বাঁচবেন কিনা বলা কঠিন।

খুঁজে পাবার পনেরো মিনিট পর মনে হলো নিঃশ্বাস ফেলছেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করে দিল রানা। শুধু পামেলা আর এলিনাকে থাকতে বলল।

আরও পাঁচ মিনিট পর নড়ে উঠল জক মুরের চোখ।

'এ কাজ কেন আপনি করলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আহা!' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'কে আপনাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল?'

জক মুরের ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠল, তবে কোন আওয়াজ বেরুল না। তাঁর ঠোঁটের কাছে কান পাতল রানা। গলার ভেতর থেকে ক্ষীণ আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'দয়ালু এক লোক। খুব দয়ালু এক লোক।'

রানার ভয় হলো ঝাঁকি দিলে না মরে যান। জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছেন?'

'আপনি জানেন কি?'

'কি জানব?'

'শেষে কিন্তু দয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না...।' আবার চোখ বুজলেন জক মুর।

এলিনার দিকে তাকাল রানা। 'মি. হিউমকে গিয়ে বলো, কাউন্টকে আমি আমার কিউবিকলে ডাকছি। তাড়াতাড়ি।'

কথা না বলে চলে গেল এলিনা। পামেলা বলল, 'উনি বাঁচবেন তো, ডক্টর রানা?'

'জানি না।'

'কিন্তু এখন তো ওঁর শরীর গরম...।'

'ঠাণ্ডায় পড়ে থাকায় মারা যাবেন, ব্যাপারটা তা নয়।'

'আ-আপনি বলতে চাইছেন...বলতে চাইছেন...মারা যাবেন অ্যালকোহলিক পয়জনিঙে?'

'যেতে পারেন। জানি না।'

'ওঁর ওপর আপনার কোন মায়া নেই, তাই না?'

'নিজের ওপরই ওঁর কোন মায়া নেই, পামেলা। মি. মুর অনেক দিন আগেই মারা গেছেন।'

নিজের কিউবিকলে এসে কাউন্টকে দেখল রানা। কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পারছেন তো, মি. মুরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল?'

'না। তবে সন্দেহ হয়েছে।'

'আপনি জানেন মোনাকাকে খুন করা হয়েছে?'

'খুন করা হয়েছে!' চেহারা দেখে মনে হলো সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছেন কাউন্ট।

'বেশি মাত্রায় মরফিন দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে তাঁকে। সিরিঞ্জটা আমার, মরফিনটুকুও আমার।' কাউন্ট কিছু না বলে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। 'বুঝতে পারছেন তো, বেআইনী গুপ্তধন খুঁজতে এসে কি বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, বিপদেই...।'

'আপনাকে স্বীকার করতে হবে খুনীদের সঙ্গে রয়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি।'

'আইন আপনার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আপনার ধারণা আছে?'

'আছে।'

'অস্ত্রটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটা চালাতে জানেন?'

আহত দেখাল কাউন্টকে। 'আমি একজন পোলিশ কাউন্ট, স্যার!'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আপনার বাঁচার একমাত্র উপায় রাজসাক্ষী হওয়া?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'মি. গোলডা, মি. কার্লসন, মি. বিশপ ও কাউন্ট বট্টিউলা,' চারজনের নাম উচ্চারণ করল রানা। 'আপনাদেরকে আমার সঙ্গে একটু বাইরে যেতে হবে, প্লীজ।'

'কি? বাইরে যেতে হবে?' প্রতিবাদ করলেন ফন গোলডা। 'এই ঠাণ্ডায়? কেন, কেন?'

'প্লীজ।' কেবিনের চারদিকে তাকাল রানা। 'আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব, বাকি সবাই আপনারা যদি আমি না ফেরা পর্যন্ত এই মেইন কেবিন ছেড়ে কোথাও না যান। বিশ্বাস করুন, অনুরোধটা আমি আপনাদের স্বার্থেই করছি। আজ সকাল থেকে আমি জানি আমাদের মধ্যে কে খুনী। তবে তার নাম উচ্চারণ করার আগে মি. গোলডা আর তাঁর সহ ডিরেক্টরদের সঙ্গে আমি একটু আলাপ করে নিতে চাই।'

ফন গোলডা কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন, 'আপনি তার পরিচয় জানেন?'

'জানি।'

'মানে তার অপরাধ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?'

'না, তা পারব না।'

'হাহ্!' হেসে উঠলেন ফন গোলডা। কেবিনে উপস্থিত সবার ওপর চোখ

বুলালেন। 'আপনি বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন, তাই না, ডক্টর রানা?'

'কোন্ অর্থে?'

'লক্ষ করছি, সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার একটা চেষ্টা করছেন আপনি। খুনীকে যদি চিনে থাকেন, নামটা বলে ফেললেই তো পারেন, এত নাটক করছেন কেন? ভুলে যাবেন না, আপনিও আমাদের একজন। আপনিও মার্ভেলাসের একজন কর্মচারী···।'

'মার্ভেলাসের কর্মচারী আমি নই। আমি চাকরি করি বিসিআই-এর–বিসিআই মানে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। ব্রিটেনের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টও আমাকে কিছু ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়েছে, কাজেই বলতে পারেন আমি এখানে ব্রিটিশ সরকারেরও প্রতিনিধিত্ব করছি। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল মার্ভেলাস প্রোডাকশন্সের কিছু ব্যাপার তদন্ত করে দেখার জন্যে। আমার তদন্ত শেষ হয়েছে।'

ফন গোলডার চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'সরকারী এজেন্ট! সিক্রেট এজেন্ট!'

এরিক কার্লসনও যেন গুঙিয়ে উঠলেন। 'বিসিআই মানে? হোয়াট ইজ দিস!'

'তদন্ত? কিসের তদন্ত?' হাঁপাচ্ছেন ফন গোলডা। 'একজন ডাক্তারের মুখ থেকে এ-সব কথা বেরোয় কিভাবে?'

'মনে পড়ে, ইন্টারভিউ-এর জন্যে সাতজন ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল? কিন্তু হাজির হয় মাত্র একজন–মাসুদ রানা?'

ক্লার্ক বিশপ শান্ত সুরে বললেন, 'আমাদের বোধহয় শোনা উচিত মি. রানার কি বলার আছে।'

'মি. হিউম, আপনার সঙ্গে কথা আছে,' বলে তার দিকে এগোল রানা।

ওর পথ রোধ করলেন ফন গোলডা। 'যা বলার আমাদের সামনে বলতে হবে, ডক্টর রানা।'

'পারলে ঠেকান,' বলে ফন গোলডাকে ধাক্কা দিয়ে এগোল রানা। হিউমকে নিয়ে চলে এল নিজের কিউবিকলে। 'আমাদের বন্ধুরা আসছে। এসে যদি আমাকে জেটিতে না পায়, সরাসরি এখানে চলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে, আমি চাই, তাদের আপনি জানাবেন আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। আরও জরুরী কাজ, আমি চাই ফার্গুসনের ওপর আপনি সারাক্ষণ নজর রাখবেন। সে যদি কেবিন থেকে বেরুতে চায়, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনার কথা না শোনে, যেতে দেবেন–তিন ফুট। হাতের কাছে আর কিছু না পান, স্কচের একটা বোতল অন্তত রাখবেন। অবশ্যই মাথার পিছনে মারবেন, যত জোরে খুশি।'

'আমি বরং কাঁধে মারব। মাথায় মারলে যদি মরে যায়!'

সঙ্গে করে একটা কোলম্যান স্টর্ম লণ্ঠন নিয়ে এসেছে রানা, এখন সেটা খাড়া মইয়ের একটা ধাপের সঙ্গে ঝুলছে, মইটা নেমে গেছে কনিং-টাওয়ার থেকে নকল সাবমেরিনের ভেতরে। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন ওঁরা, দৃষ্টিতে একাধারে বিদ্রূপ ও ক্রোধ, রানার কাজ দেখছেন। স্ক্রু খুলে কাঠের একটা পাটাতন সরাল ও, ভেতর থেকে একটা ব্যালাস্ট বার তুলে এনে সাবধানে কমপ্রেসরের ওপর রাখল। ছুরির ফলা দিয়ে বারটার গায়ে খোঁচা দিল বার কয়েক। 'দেখুন কেমন চকচক করছে,' ফন গোলডাকে বলল ও। 'চকচক করলেই সোনা হয় না, কথাটা সত্যি। তবে এই বারটা সোনাই।'

একে একে সবার দিকে একবার করে তাকাল রানা। কেউ নড়ছেন না, কথাও বলছেন না।

'আশ্চর্য, আপনাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই!' হাসল রানা, ছুরিটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল। 'আবার আশ্চর্য হবার কিছু নেইও। কারণ আপনারা এই সোনা উদ্ধার করার জন্যেই তো ছবি তৈরি করার নাম করে বেয়ার আইল্যাণ্ডে এসেছেন।'

এবারও কেউ কথা বললেন না। রানার দিকে নয়, সবাই তাকিয়ে আছেন সোনার বারটার দিকে, ওটা যেন ওঁদেরকে জাদু করেছে।

'কি হলো? কারও কিছু বলার নেই?'

'আমার ধারণা, মি. রানা,' গম্ভীর গলায় বললেন ফন গোলডা, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কারণটাও বুঝি। সেজন্যে আপনার প্রতি আমাদের সবার সহানুভূতি রয়েছে। এই ক'দিনের ঘটনা আপনার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, আপনাকে এখন প্রায় একটা মেন্টাল কেসই বলা যায়।'

'ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হলো আমাদের। মি. বিশপ, আপনি? কিছু অন্তত বলুন। ভুলে যাবেন না, আপনি আমার কাছে ঋণী। আমি না থাকলে, এই নাটকটার আয়োজন না করলে হপ্তা ঘুরে আসার আগেই আপনি মারা যেতেন।'

'আমার ধারণা মি. গোলডা ঠিক কথাই বলছেন,' শান্ত গলায় বললেন বিশপ। 'গোটা ব্যাপারটা আপনার অসুস্থ মনের কল্পনা।'

'চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের এই সোনার বারটাও কি কল্পনা?' কাঠের পাটাতনের ওপর পা ঠুকল রানা। 'এর নিচে আরও পনেরোটা বার রয়েছে, সেগুলো? পার্লপোর্টেনের শেলফে রয়েছে এরকম একশোর বেশি বার, সেগুলোও কল্পনা? আর পার্লপোর্টেনের পানির নিচে যেগুলো রয়েছে? সব যখন ফাঁস হয়ে গেছে, না বোঝার ভান করে কি লাভ বলুন তো? সব মিলিয়ে চার টন সোনা, পাঁচ টনও হতে পারে। কত দাম হবে?'

কেউ কথা বললেন না।

'ফিল্ম ইউনিট আসলে একটা কাভার। বলা যায় নিখুঁত কাভার। সবাই জানে সিনেমা লাইনের লোকজন একটু খেয়ালী হয়, তাঁদের উদ্ভট আচরণকেও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় মানুষ। বছরের এই সময়টায় বেয়ার আইল্যাণ্ডে দিনের আলো থাকে মাত্র অল্প কিছুক্ষণ, তাহলে শ্যুটিং করতে আসার কি কারণ? কারণ রাতের অন্ধকারে সোনা উদ্ধারের কাজটা যাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে নিরাপদে সারা যায়। সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে নকল একটা সাবমেরিন, চিত্রনাট্যে ওটার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সাবমেরিনের সঙ্গে ব্যালাস্ট তো থাকবেই। কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে সোনার বারগুলো ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার কৌশল এটা।

লোহার ব্যালাস্ট বার ফেলে দিয়ে তার জায়গায় রাখা হবে সোনার বার। কার সাধ্য ধরতে পারে।'

সবাই চুপ।

'আপনারা সম্ভবত নকল সাবমেরিনটাকে পার্লপোর্টেনে নিয়ে যাবার একটা অজুহাত তৈরি করতেন, বারগুলো সাবমেরিনে তুলতে যাতে সুবিধে হয়। তারপরই রওনা হয়ে যেতেন ফিরতি পথে। চার-পাঁচ টন সোনা, আপনাদের আর পায় কে!'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি। আপনার সব কথাই সত্যি।' ফন গোলডা সম্পূর্ণ শান্ত। 'তবে ব্যাপারটাকে ক্রিমিনাল কেস হিসেবে দাঁড় করাতে পারবেন বলে মনে হয় না। অভিযোগটা কি, শুনি? চুরি? হাস্যকর শোনাবে। সবাই জানে, গুপ্তধন যে পায় তার।'

'যে পায় তার? মাত্র কয়েক টন সোনা? আর গুপ্তধন বলছেন কেন? পরিচয় দিলাম, তারপরও বুঝতে পারছেন না? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, মি. গোলডা। গুপ্তধন নয়, এ সোনা বাংলাদেশ থেকে ছিনতাই করা হয়েছিল। ছিনতাই করেছিল জাপানীরা, আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সে-সব অবশ্য আপনাদের জানার কথা নয়। চোরের ওপর বাটপারি হয়ে যায়, জাপানীদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় জার্মানরা। থাক এ-সব কথা। আপনারা বরং মি. কার্লসনের দিকে একবার ভাল করে তাকান। উনি যে কতটা গভীর জলের মাছ, আপনাদের কারও সে ধারণা নেই। কি, মি. কার্লসন, আমি কি ভুল বললাম?'

সবাই কার্লসনের দিকে তাকালেন। কিন্তু কার্লসন কারও দিকে তাকালেন না।

'আগেই বলেছি, আমি ব্রিটিশ সরকারেরও প্রতিনিধিত্ব করছি। সত্যি কথা বলতে কি, ইউরোপের অনেক সরকারই মি. কার্লসন সম্পর্কে আগ্রহী। মি. কার্লসন, এ-কথা কি সত্যি নয়, আপনি ত্রিশ বছরেরও বেশি সোভিয়েত সরকারের হয়ে কাজ করছেন?'

বিস্ফারিত চোখে কার্লসনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ফন গোলডা। কার্লসন নিঃশব্দে ফুঁসছেন, তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'উনি যখন কিছু বলবেন না, আমাকেই তাহলে বলতে হয়। মি. কার্লসন হলেন একজন ট্রেজার-হান্টার, এক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তবে শুধু যে গুপ্তধন খুঁজে বেড়ান, তা নয়। আরও একটা জিনিস খুঁজে বেড়ান তিনি, যদিও সে-সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু বলেননি। উনি শর্ত দেন, গুপ্তধনের বখরা পেতে হলে এলিনা স্টুয়ার্টকে মার্ভেলাসে চাকরি দিতে হবে। তার পরিচয় দেন নিজের ভাগ্নী বলে। যদিও কথাটা সত্যি নয়।

'এলিনার বাবা আপনাদের মতই একজন বদ লোক। জার্মান নেভি আর নাৎসী পার্টিতে খুব বড় পদে ছিলেন তিনি। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে পালিয়ে যান, তবে খালি হাতে নয়। বিভিন্ন দেশ থেকে লুঠ করা সোনা কোথায় রাখা হয় তিনি জানতেন। যতটা সম্ভব জাহাজে ভরে নিয়ে কেটে পড়েন তিনি। চলে আসেন বেয়ার আইল্যাণ্ডে, লুকিয়ে রাখেন পার্লপোর্টেনে। সম্ভবত জাহাজ নিয়ে নয়, একটা সাবমেরিন নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

'তবে পার্লপোর্টেনে শুধু সোনা নিয়ে আসা হয়নি। এখানেই এলিনার প্রসঙ্গ এসে পড়ে আবার। সোনার সঙ্গে বিপুল পরিমাণে ব্যাংক বণ্ড বা সিকিউরিটিজও নিয়ে আসা হয়। এ-ধরনের সিকিউরিটিজ এখনও বিনিময়যোগ্য। সম্প্রতি ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড বা সমমূল্যের বণ্ড ভাঙাবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মালিকানা সম্পর্কে প্রমাণের অভাবে জার্মান ফেডারেল ব্যাংক ওগুলোর বিনিময়ে টাকা দিতে অস্বীকার করে। তবে মালিকানা প্রমাণ করা এখন কোন সমস্যা নয়, তাই না, মি. কার্লসন?'

আগের মতই চুপ করে থাকলেন এরিক কার্লসন।

'কিন্তু কোথায় সেগুলো? ডামি স্টীল ইনগট-এর ভেতর লুকানো আছে?' কেউ জবাব না দেয়ায় আবার রানা বলল, 'কিছু আসে যায় না, যেখানেই থাকুক ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ-প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি। ওই ডকুমেন্টগুলোয় আপনি এলিনার বাবার সই ও আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করতে পারছেন না।'

'কে বলল পারছি না?' এতক্ষণে এই প্রথম কথা বললেন কার্লসন।

'আমি বলছি।'

'কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, অ্যাডমিরাল টুডিয়ার আমাদের হাতে বন্দী।'

'ওটাই কি এলিনার বাবার আসল নাম?'

'ও, তা-ও আপনি জানেন না?'

'না। তবে এর কোন গুরুত্ব নেই। না, এলিনার বাবা যে আপনার হাতে বন্দী তা আমি ভুলিনি। তবে এ-প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে আপনার বন্ধুদের প্রসঙ্গে আরও দু'একটা কথা বলে নিই। সরি, বন্ধু বলা বোধহয় ঠিক হলো না। ওদের চেহারা লক্ষ করুন। বন্ধু বলে মনে হচ্ছে কি?'

'এ অবিশ্বাস্য!' চাপা গলায় গর্জে উঠলেন ফন গোলডা। 'এ অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। ভাবা যায়, আমাদের একজন পার্টনার...।'

'জঘন্য ষড়যন্ত্র!' হিস হিস করে উঠলেন বিশপ। 'স্রেফ বেঈমানী!'

'হ্যাঁ, সিকিউরিটিজ-এর ভাগ আপনাদের উনি দিতেন না। তবে ফাঁকি দেয়ার কাজে একা শুধু কার্লসনই দক্ষ নন, নিজেদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করার ব্যাপারে আপনারাও কেউ কারও চেয়ে কম যান না।

'কাউন্টকে ধরুন। আপনাদের তুলনায় তাঁকে আমি ফেরেশতা বলব, তবে তিনিও ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে পটু। বোর্ডে আজ তিনি ত্রিশ বছর ধরে আছেন, প্রাপ্য না হলেও বখরা পাচ্ছেন লাভের। কিভাবে? ভিয়েনা থেকে মি. গোলডা আর মি. কার্লসন যখন পালালেন, কাউন্ট তখন ওখানেই ছিলেন। কার্লসন পালালেন গোলডা তাঁকে পালাতে প্ররোচিত করায়, কারণ কার্লসন পালিয়ে গেলে তিনি তাঁর ফিল্ম কোম্পানীর পুঁজি দেশের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বন্ধুর সঙ্গে বেঈমানী করার সুযোগ পেলে মি. গোলডা কখনোই তা হাতছাড়া করেন না।

'কিন্তু গোলডা জানতেন না, কাউন্ট তাঁকে বলেননি, কার্লসন নিখোঁজ হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। বেশ কিছুদিন থেকে জার্মানদের হয়ে গোপনে কাজ করছিলেন তিনি, এই সময় জার্মানীতে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়। কিন্তু জার্মানরা জানত না যে রাশিয়ানরা আগেই তাঁকে হাত করেছে। এ-প্রসঙ্গ থাক। আমার বলার কথা হলো, গোলডা জানেন তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বেঈমানী করেছেন, সেই সঙ্গে এ-ও জানেন যে কথাটা কাউন্টের কাছে গোপন নেই। কাউন্ট খুব একটা লোভী লোক নন, তাই মোটা টাকার বেতনেই খুশি থাকলেন তিনি, হাঁসটাকে জবাই করে সবগুলো ডিম পেতে চেষ্টা করেননি। সেজন্যেই তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে কেস দাঁড় করানো কঠিন হবে। আর সেজন্যেই তাঁকে আমি রাজসাক্ষী হবার প্রস্তাব দিয়েছি। উনি আমার প্রস্তাব গ্রহণও করেছেন। আদালতে উনি ওঁনার সহ-ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন।'

ফন গোলডা আর ক্লার্ক বিশপের মত এবার এরিক কার্লসনও অগ্নিদৃষ্টি হানলেন কাউন্টের দিকে।

'কিংবা গোলডার কথা ধরুন,' বলে চলেছে রানা। 'বহু বছর ধরে কোম্পানী থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সরাচ্ছেন তিনি, বলা যায় ঝাঁঝরা করে ফেলছেন।' এবার বিশপ আর কার্লসন ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে গোলডার দিকে তাকালেন। 'কিংবা বিশপের কথা ধরুন। গোলডা যে টাকা সরাচ্ছেন, দু'তিন বছর আগে উনি তা টের পেয়ে যান। সেই থেকে গোলডাকে ব্ল্যাকমেইল করছেন তিনি, বলা যায় প্রায় ফতুর করে ফেলছেন।

'এবার আসল প্রসঙ্গ। আপনাদের মধ্যে খুনী কে? নাকি বলা উচিত কারা খুনী? মি. গোলডা, আপনার কিছু বলার আছে?'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন গোলডা। জবাব দিলেন না।

'আপনার যে যাবজ্জীবন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনার ভাড়াটে দু'জন খুনীরও যাবজ্জীবন হবে। ফার্গুসন আর ব্রাখটম্যানের।'

ফ্রিজিং পয়েন্টের অনেক নিচে নেমে গেছে কেবিনের তাপমাত্রা, কিন্তু ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করছে বলে মনে হলো না।

'ফন গোলডা এক মহা পাপী, শয়তান লোক,' বলল রানা। 'তাঁর অপরাধের কোন সীমা নেই। তবে তাঁর কপালটাও খারাপ। শুধু যে আপনারা তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছিলেন তা নয়, তাঁর মেয়ে এবং জামাইও এই কাজে নেমে পড়ে। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা কার অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা ঘটে। দুটো গাড়ির একটা ছিল জক মুরের। তাঁর গাড়িতে আরোহী ছিল তিনজন- মিসেস মুর আর তাঁদের দুই যমজ মেয়ে। তিনজনই মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ছিল। অপর গাড়িটা ছিল মিখায়েল ট্যাকারের, তবে গাড়িতে তিনি ছিলেন না। মুরের পরিবার ট্যাকারের দেয়া পার্টি থেকে বেরোন, ওই একই পার্টি থেকে বেরোন গোলডা আর হ্যামারহেড। দ্বিতীয় গাড়িটায় তাঁরা দু'জন ছিলেন। বলাই বাহুল্য, মাতাল অবস্থায়। তাই না, মি. গোলডা?'

'এ-সব প্রলাপ কখনোই প্রমাণ করা যাবে না।'

'গাড়িটা চালাচ্ছিলেন গোলডা। অ্যাক্সিডেন্টের পর অচেতন হয়ে পড়েন হ্যামারহেড। জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে জানানো হয়, গাড়িটা তিনিই চালাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, গোলডাই তাঁকে জানান। ফলে হ্যামারহেড বুঝলেন, তিনজন মানুষকে খুন করে ফেললেও তাঁর জেল হবে না, শুধু যদি গোলডা মুখ না খোলেন। বেতনের তালিকা থেকে জানা যায়...।'

'বেতনের তালিকা? কোত্থেকে পেলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন বিশপ।

'আপনার কিউবিকল থেকে, ওটার সঙ্গে আপনার ব্যাংক-বুকও পেয়েছি। ...তালিকা থেকে জানা যায়, হ্যামারহেড বছরের পর বছর ধরে অতি সামান্য বেতন পাচ্ছেন। সত্যি, মি. গোলডা, আপনার তুলনা আপনিই। হ্যামারহেডের কাঁধে মৃত্যুগুলোর দায় তো চাপিয়েছেনই, প্রায় বিনা বেতনে তাঁকে চিরকালের জন্যে ক্রীতদাসও বানিয়ে রেখেছেন।

'কিন্তু ট্যাকার জানতেন কে দায়ী, কারণ তাঁর বাড়ি থেকে রওনা হবার সময় গাড়িটা গোলডাই চালাচ্ছিলেন। কাজেই চুপ করে থাকার বিনিময়ে কোম্পানীতে মোটা বেতনে চাকরি নেন ট্যাকার আর মোনাকা। আপনারা কি জানেন, গোলডা আজ জক মুরকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন? কেন শুনবেন? মারা যাবার মাত্র কিছুক্ষণ আগে মুরকে আসল ঘটনা বলে দিয়েছেন মোনাকা। গোলডা ব্যাপারটা জানতে পেরে আর দেরি করেননি।

'বেয়ার আইল্যাণ্ডে ছবি বানাতে আসার প্রস্তাবটা সম্ভবত কার্লসনের। প্রস্তাবটা একাধিক কারণে লুফে নেন গোলডা। অনেক সমস্যা ছিল তাঁর, এক ঢিলে সবগুলোর সমাধান করতে চেয়েছিলেন। সহজ সমাধানটাই বেছে নেন তিনি– ডিরেক্টরদের পাঁচজনকেই মেরে ফেলবেন। হ্যাঁ, নিজের মেয়েকেও, যে মেয়ে তাঁকে ঘৃণা করে। সেজন্যেই দু'জন ভাড়াটে খুনীকে সঙ্গে করে আনেন। ওরা যে ভাড়াটে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ বিকেলে আমি ফার্গুসনের সুটকেস থেকে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের নতুন নোট পেয়েছি। ওদের পরিচয় দেয়া হয়েছে অভিনেতা হিসেবে, কিন্তু তা ওরা নয়।' ক্লার্ক বিশপের দিকে তাকাল রানা। 'বলেছিলাম, আপনিও মারা যাবেন, মনে আছে কি? গোলডার প্ল্যান ছিল আপনাদের সবাইকে...।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম,' বললেন বিশপ। 'কিন্তু ওঁর উদ্দেশ্য শুধু যদি বোর্ড ডিরেক্টরদের মেরে ফেলা হয়...।'

'তাহলে বাকি লোকগুলো মরল কেন, এই তো? এজন্যে দায়ী করতে হয় দুর্ভাগ্য আর অব্যবস্থাকে। প্রথম টার্গেট ছিল কাউন্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয় ক্লাউড কেডিপাস। অতীত খুঁজলে, আমার বিশ্বাস, জানা যাবে যে বিষ সম্পর্কে গোলডা একজন বিশেষজ্ঞ। সেই রাতে একটা সাইড টেবিল থেকে মেইন টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হয়। কাউন্টের প্লেটে সামান্য একটু অ্যাকোনাইট মিশিয়ে দেন তিনি। কিন্তু কেডিপাসের দুর্ভাগ্য হলো, কাউন্ট হর্সর‍্যাডিশ একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি তাঁর প্লেটটা কেডিপাসকে দিয়ে দেন। ফলে মারা যায় বেচারা।

'একই সময়ে কার্লসনকেও বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সী-সিকনেসে অসুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েন কার্লসন, প্লেটে হাত না

দিয়েই। প্লেটে কেউ হাত দেয়নি দেখে বাবুর্চি মরিসন খাবারটা ফেলে না দিয়ে রেখে দিল। সেখান থেকে পরিবেশন করা হলো বাক আর পিটারসনকে। সেখান থেকেই খানিকটা চুরি করে খেয়ে ফেললেন ব্যারন। তিনজনই অসুস্থ হয়ে পড়ল, মারা গেল দু'জন। দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায়?'

'কিন্তু গোলডা নিজেও তো বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট।

'স্বেচ্ছায়, কেউ যাতে তাঁকে সন্দেহ না করতে পারে। তবে অ্যাকোনাইট নয়, হালকা কিছু। আপনাদের মনে আছে, সেই রাতে গোলডা আমাকে ইভনিং স্টার ট্যুর করতে পাঠালেন, সী-সিকনেসে কে কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে জানার জন্যে? আসলে উনি জানতে চাইছিলেন ভুল করে কাকে বা কাদেরকে তিনি বিষ খাইয়ে ফেলেছেন। কেডিপাস মারা গেছে শুনে অস্বাভাবিক রেগে যান তিনি, কিন্তু তখন তাঁর এই প্রতিক্রিয়ার অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।

'সেই রাতে আরও একটা ঘটনা ঘটে। চেক করার জন্যে দু'জন লোক ঢোকে আমার কেবিনে। একজন হয় ফার্গুসন বা ব্রাখটম্যান, অপর জন আর্চার।' কার্লসনের দিকে তাকাল রানা। 'সে আপনার লোক ছিল, তাই না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন কার্লসন।

'কার্লসনের সন্দেহ হয় আমাকে। আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে আর্চারকে দিয়ে কেবিনটা চেক করান। সন্দেহ হয় গোলডারও, তাঁর ভাড়া করা এক লোক জানতে পারে অ্যাকোনাইট সম্পর্কে একটা আর্টিকেল পড়ছি আমি। কাজেই এরপর তিনি আমাকেও সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন–স্কচের বোতলে বিষ মিশিয়ে। আর্চারের দুর্ভাগ্য, আমার মেডিকেল ব্যাগে হাত দেয়া যায় কিনা দেখতে এসে ওই বোতল থেকে খানিকটা স্কচ খেয়ে ফেলে সে।

'বাকি মৃত্যুগুলো ব্যাখ্যা করা সহজ। সবাই মি. ওয়েনকে খুঁজছে, এই সময় ফার্গুসন আর ব্রাখটম্যান মি. ট্যাকারকে খুন করে। তাদের দ্বারাই আহত হয় মি. হুপার, উদ্দেশ্য ছিল ট্যাকার-হত্যার দায়ে তাকে ফাঁসানো। গোলডা নিজেই তাঁর মেয়েকে মেরে ফেলার আয়োজন করেন। তিনি ফার্গুসনকে নিয়ে পাহারায় ছিলেন, খুনটা নিশ্চয়ই ওই সময় ঘটেছে।' গোলডার দিকে তাকাল রানা। 'মোনাকার জানালাটা আপনার চেক করা উচিত ছিল। আমি ওটা স্ক্রু দিয়ে বন্ধ করে রাখি, বাইরে থেকে কেউ যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে। আরও একটা তথ্য–আমার মেডিকেল ব্যাগ থেকে এক ফাইল মরফিন ও একটা হাইপডারমিক চুরি গেছে। এ-সব অভিযোগ আপনার স্বীকার করার দরকার নেই, ফার্গুসন আর ব্রাখটম্যানই তোতাপাখির মত সব ফাঁস করে দেবে।'

'সবই আমি স্বীকার করছি,' ফন গোলডা কথা বলছেন আশ্চর্য শান্ত গলায়। 'আপনার প্রতিটি বর্ণনা সত্যি। তবে আপনার তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে করি না।' হঠাৎ তাঁর হাতে একটা কালো অটোমেটিক বেরিয়ে এল।

'সব অপরাধ স্বীকার করার পর ভাবছেন হাতের ওই অস্ত্র আপনাকে রক্ষা করতে পারবে?' রানা দাঁড়িয়ে আছে কনিং-টাওয়ার হ্যাচওয়ের সরাসরি নিচে। সাবমেরিনে আসার খানিক পর থেকে ইচ্ছে করেই এখানে পজিশন নিয়েছে ও। ও যা দেখতে পাচ্ছে গোলডা তা দেখতে পাচ্ছেন না। 'ইভনিং স্টারের কথা ভাবুন, গোলডা। ওটা এখন কোথায় বলুন তো?'

'কি বলতে চান? ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে কোনই লাভ নেই!' ফন গোলডার আঙুল ট্রিগারের ওপর চেপে বসছে।

'ইভনিং স্টার টুনহেইম পর্যন্ত গেছে, তারপর আর এগোয়নি। ওখানে আমার লোকজন আছে, গোলডা। আমার মেসেজ পাবার অপেক্ষায় আছে তারা। এ-কথা সত্যি ইভনিং স্টারের রিসিভার আপনি নষ্ট করে ফেলায় তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখান থেকে চলে যাবার আগে ইভনিং স্টারে আমি একটা রেডিও ডিভাইস তুলে দিয়েছি। ওটাকে আপনি একটা রেডিও হোমার বলতে পারেন। রেডিও ট্র্যান্সমিটার থেকে ওটায় রেডিও সিগন্যাল পাঠানো যায়। ট্র্যান্সমিটারটা চালু করা হয়েছে এখন থেকে প্রায় নব্বুই মিনিট আগে। রেডিও সিগন্যাল পাওয়া মাত্র কি করতে হবে জানা আছে আমার লোকজনদের। ইভনিং স্টারে এই মুহূর্তে নরওয়ে, ব্রিটেন ও বাংলাদেশের সশস্ত্র লোকজন রয়েছে। বেশিরভাগই সেনাবাহিনীর লোক। প্লীজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে শুধু শুধু রক্ত ঝরবে।'

রানার কথা বিশ্বাস করলেন না গোলডা। দ্রুত সামনে বাড়লেন তিনি, মুখ তুলে কনিং-টাওয়ারের দিকে তাকালেন, একই সঙ্গে হাতের অস্ত্রটা তুলছেন। দাঁড়িয়ে আছেন উজ্জ্বল আলোয়, তাকিয়ে আছেন অন্ধকারে। বদ্ধ জায়গার ভেতর গুলির শব্দটা হলো কান ফাটানো। গুলির আওয়াজ আর তাঁর চিৎকার প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেল। হাতের অস্ত্রটা সোনার বারের ওপর পড়ায় ধাতব একটা শব্দও কানে এল।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আপনি আমাকে বলার সুযোগও দিলেন না যে ওরা সবাই বাছাই করা সৈনিক।'

নকল সাবমেরিনে চারজন লোক উঠে এল। দু'জনের পরনে সাদা পোশাক, বাকি দু'জন পরে আছেন নরওয়েজিয়ান আর্মি ইউনিফর্ম। সিভিলিয়ানদের একজন রানাকে বললেন, 'মি. রানা?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি ইন্সপেক্টর রবার্টসন, আর ইনি ইন্সপেক্টর সোরেনসন। দেখে মনে হচ্ছে ঠিক সময়েই পৌঁচেছি আমরা।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'আমরা এখানে পৌঁচেছি বেশ অনেকক্ষণ আগেই। আমরা আপনাকে সাবমেরিনে উঠতেও দেখেছি। উত্তর মাকেল থেকে রাবার ডিঙ্গি নিয়ে তীরে আসি আমরা। ক্যাপটেন ডানহিল রাতের অন্ধকারে সোর-হামনায় আসতে ভয় পাচ্ছিলেন। উনি বোধহয় চোখে ভাল দেখেন না।'

'তবে আমি দেখি!' ওপর থেকে ভেসে এল কর্কশ গলাটা। 'হাতের অস্ত্র ফেলে দিন! ফেলে দিন, তা না হলে আপনাকে আমি খুন করব!' ব্রাখটম্যানের উচ্চারণে আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। অস্ত্র দেখা যাচ্ছে মাত্র একজনের হাতে, যে সৈনিকটি গোলডাকে গুলি করেছে। নরওয়েজিয়ান ইন্সপেক্টরদের একজন তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দেশ দিতেই হাতের অস্ত্র ফেলে দিল সে। খোলের ভেতর নেমে এল ব্রাখটম্যান, চোখে সতর্ক দৃষ্টি, তার হাতের অস্ত্র নিঃশব্দে অর্ধবৃত্ত তৈরি করছে।

'সাবাস, ব্রাখটম্যান, সাবাস!' ভাঙা কব্জির ব্যথা ভুলে প্রশংসা করলেন ফন গোলডা। তাঁর হাত থেকে এখনও রক্ত ঝরে পড়ছে সোনার বারে।

'তারমানে আপনি আরও একটা মৃত্যুর দায়িত্ব নিতে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চুপ, একদম চুপ! পরিস্থিতি উল্টে গেছে··· ।'

'পরিস্থিতি উল্টে গেছে? এমন বোকা লোক তো দেখিনি! ভেবেছেন আমি জানি না ব্রাখটম্যান অচল নয়? আমার ডিগ্রী নেই, তবে ট্রেনিং নিয়ে কিছু কিছু ডাক্তারী ব্যাপার আমাকে শিখতে হয়েছে বৈকি, তা না হলে এখানে আমাকে ডাক্তার হিসেবে পাঠানো হবে কেন? মোটা লেদার বুট ছিল ব্রাখটম্যানের পায়ে। বুট পরা অবস্থায় যেভাবেই আহত হোক, কারও গোড়ালির চামড়া উঠে যাবে না। হ্যাঁ, হাড় ভাঙতে পারে; হাড়ে ফাটলও ধরতে পারে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। তারমানে গোড়ালির চামড়া ইচ্ছে করে নিজেই উঠিয়েছে সে। ট্যাকারকে খুন করার সময় ভুল করেছিল, মি. ওয়েনকে খুন করার সময়ও ভুল করে। কি, ব্রাখটম্যান, অভিযোগটা তুমি অস্বীকার করবে?'

'না,' বলে ব্রাখটম্যান তার হাতের অস্ত্র রানার দিকে তাক করল। 'মানুষ খুন করে আমি আনন্দ পাই।'

'ওটা ফেলে দাও হে, তা না হলে মরবে।'

রানাকে গাল দিল ব্রাখটম্যান, তবে ট্রিগার টেনে ধরার সময় পেল না। তার কপালে লাল একটা টিপ জুটল। বেরেটা ধরা হাতটা নিচু করলেন কাউন্ট, মাজল থেকে এখনও কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রানার দিকে ফিরে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন তিনি, 'কি, আপনাকে বলিনি, আমি একজন পোলিশ কাউন্ট? তবে অনেক দিন চর্চা নেই তো, জায়গামত লাগাতে পারি না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'দেখতে পাচ্ছি। লাগাতে চেয়েছিলেন হাতে, লাগল গিয়ে কপালে। তবে আমার ধারণা এই কাজটার পুরস্কার বাবদ রাজকীয় ক্ষমা অবশ্যই আপনি পাবেন।'

জেটিতে পৌঁছে পুলিশ ইন্সপেক্টররা বিশপ, কার্লসন, এমনকি আহত গোলডার হাতেও হাতকড়া পরাতে চাইলেন। রানা তাঁদেরকে বোঝাল, কাউন্টকে এখন আর বিপজ্জনক বলে মনে করার দরকার নেই। কার্লসনের সঙ্গে কথা বলার অজুহাতে বাকি সবাইকে কেবিনের দিকে পাঠিয়ে দিল ও।

সবাই চলে যাবার পর কার্লসনকে বলল, 'হারবারের পানি ফ্রিজিং পয়েন্টের কাছাকাছি। হাতে হাতকড়া, গায়ে এত সব গরম কাপড়, পানিতে পড়লে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে মারা যাবেন।' কার্লসনের বাহু ধরে জেটির শেষ মাথায় নিয়ে এল রানা।

'ব্রাখটম্যানকে আপনি ইচ্ছা করে মারলেন, তাই না?' খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন কার্লসন।

'অবশ্যই। আপনি তো জানেনই, ইংল্যাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ও-সব আইন অচল। গুডবাই, কার্লসন।'

'যীশুর কিরে! মেরির কিরে! ঈশ্বরের দোহাই!' প্রায় চিৎকার করছেন কার্লসন। 'আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এলিনার মা-বাবাকে ছেড়ে দেব··· ।'

'আপনি নিজের কথা ভাবুন, কার্লসন। সারা জীবন জেলে পচবেন? তারচেয়ে কি ভাল নয় এটা?'

'হ্যাঁ।' থরথর করে কাঁপছেন কার্লসন, কারণটা ঠাণ্ডা বাতাস নয়। 'হ্যাঁ।'

কেবিনের পরিবেশ সম্পূর্ণ শান্ত। জানা কথা সবাই পরম স্বস্তিবোধ করছে। রানা ফেরার আগেই ইন্সপেক্টর রবার্টসন পরিস্থিতির একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সবাইকে।

ফার্গুসন মেঝেতে পড়ে আছে, ডান হাত দিয়ে ধরে রয়েছে বাম কাঁধ, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। হিউমের দিকে তাকাল রানা, হিউম তাকাল ফার্গুসনের দিকে। 'আপনার কথামতই কাজ করেছি। কিন্তু বোতলটা ভেঙে গেছে।'

'দুঃখিত,' বলল রানা, 'মানে স্কচটুকুর জন্যে।' পামেলার দিকে তাকাল ও, ফোঁপাচ্ছে সে; তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে এলিনা, ওর চোখেও চিকচিক করছে পানি। 'কাঁদে না, মেয়েরা। বিপদ কেটে গেছে।'

'মি. মুর মারা গেছেন।' পামেলা মুখ তুলে তাকাল, চশমার ভেতর লাল চোখ দুটো ভেজা। 'পাঁচ মিনিট আগে।'

'জক মুরের জন্যে কেউ চোখের পানি ফেলবেন না। আমার কথা নয়, তাঁর নিজের। তবু আমরা দুঃখিত।'

'মারা যাবার আগে মি. মুর একটা কথা বলে গেছেন,' বলল পামেলা। 'বললেনঃ দয়ালু হিলারকে বলবেন···হিলার মানে নিশ্চয়ই আপনি?'

রানা চুপ করে থাকল।

'হিলারকে বলতে বলেছেন, তাঁর হয়ে হিলার যেন সবাইকে কোন একটা বারে স্কচ খাওয়ান।'

'খাওয়াব, তাঁর শেষ অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতে হবে।'

ইন্সপেক্টর সোরেনসন ঢুকলেন কেবিনে। 'স্যার, মি. রানা, ইভনিং স্টার থেকে এক বাংলাদেশী মেজর রেডিওতে জানতে চাইছেন গহনাগুলোর খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা। যদি পাওয়া গিয়ে থাকে, ইভনিং স্টারে ওগুলো লোড করার জন্যে তিনি তাঁর লোকজনদের নিয়ে সকালে সোর-হামনায় চলে আসবেন কিনা।'

'হ্যাঁ, তাকে জানিয়ে দিন সকালে ওদেরকে আমি এখানে আশা করব।'

***